সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

পঞ্চম খণ্ড

ষাটের দশক

চতুর্থ পর্ব

১৯৬৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

পঞ্চম খণ্ড

ষাটের দশক ■ চতুর্থ পর্ব ■ ১৯৬৯

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

পঞ্চম খণ্ড

ষাটের দশক ॥ চতুর্থ পর্ব

১৯৬৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : পঞ্চম খণ্ড : ষাটের দশক : চতুর্থ পর্ব : ১৯৬৯

প্রকাশক	:	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রথম প্রকাশ	:	মে ২০২২
প্রচ্ছদ	:	সোহেল আশরাফ খান
বানান সমন্বয়	:	মো. নাজমুল হাসান
কম্পিউটার বিন্যাস	:	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
মুদ্রণ	:	মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং ১০/১ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
মূল্য	:	৮৭৫.০০ টাকা
গ্রন্থস্বত্ব	:	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SANGBADPATRE BANGABANDHU: PANCHAM KHANDA : SHATER DOSHOK : CHATURTHA PORBO : 1969

Chief Editor : Zafar Wazed

Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.

Price : 875.00 Taka ■ $ 10 Only

ISBN : 978-984-732-065-6

Phone: 9333403, 9330081-84, Fax: 880-02-48317458

E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা, http://www.pib.gov.bd

বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

পঞ্চম খণ্ড

ষাটের দশক ॥ চতুর্থ পর্ব

১৯৬৯

প্রধান সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদক

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

উপদেষ্টা পরিষদ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. ফরিদুল আলম
গোলাম সরোয়ার কামাল

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

আজাদ
দৈনিক ইত্তেফাক
সংবাদ
দৈনিক পাকিস্তান
দৈনিক পয়গাম
পাকিস্তান অবজারভার
মর্নিং নিউজ
ডন

মু | খ | ব | ন্ধ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন তথ্য সংবাদপত্র থেকে সংকলনের মাধ্যমে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা-বিবৃতি, বঙ্গবন্ধুসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপন। ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থটি বিভিন্ন খণ্ডে সাল ও বিষয় অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার প্রকাশনা শুরু হয় ২০১৪ সালে। প্রথম খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক*। এই খণ্ডে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় খণ্ড : ষাটের দশক*: প্রথম পর্ব। এই খণ্ডে ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৫ সালের আংশিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : তৃতীয় খণ্ড : ষাটের দশক*: *দ্বিতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড। এর শিরোনাম : *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড: ষাটের দশক: তৃতীয় পর্ব*। এই খণ্ডে ১৯৬৮ সালের তথ্য স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সংবাদপত্রে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো নিয়ে *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালায় *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* শিরোনামে আলাদা দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৯ ও ২০২০ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯৬৯ সালের তথ্য নিয়ে আমরা দু'টি খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এই দু'টি খণ্ডের একটি এই খণ্ড। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : পঞ্চম খণ্ড : ষাটের দশক : চতুর্থ পর্ব*।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে যথারীতি সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান সবই অবিকল রাখা হয়েছে। বাক্য গঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে '...' চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, তা হুবহু রাখা হয়েছে।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থমালা প্রকাশনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গ্রন্থমালার এই খণ্ডটি প্রকাশনার সময় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য পিআইবির সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অন্য কর্মী যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারো কাছে সংশ্লিষ্ট নতুন কোনো তথ্য থাকলে তা আমাদের সরবরাহ করার অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থমালা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল। ধারাবাহিক এই গ্রন্থ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূ | চি | প | ত্র

জানুয়ারি	৯-৪১
ফেব্রুয়ারি	৪১-৩৩০
মার্চ	৩৩১-৪৮৫
এপ্রিল	৪৮৫-৫০১
মে	৫০১-৫১৮
জুন	৫১৯-৫৩৯
নির্ঘণ্ট	৫৪১-৫৫৭

আজাদ

৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাতের জন্য কাসুরীর আবেদন

ঢাকা, ৩রা জানুয়ারী।– মস্কোপন্থী পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। আজ ঢাকা কেন্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলায় জনাব কাসুরী উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে তিনি শেখ ছাহেবের কৌসুলী হিসাবে ওকালতনামায় স্বাক্ষর করেন।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া আনীত রিট আবেদনে জনাব কাসুরী হাইকোর্টে শেখ ছাহেবের পক্ষ সমর্থন করিবেন। এই মামলার ব্যাপারে তিনি শেখ ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। –পিপিআই

Dawn

4th January 1969

Qasuri asked to take up Mujib's petition

DACCA, Jan 3: Mian Mahmud Ali Qasuri has been asked by Sheikh Mujibur Rahman to deal with his petition in the High Court, wherein he has challenged the competence of the Special Tribunal trying the Agartala Conspiracy Case, according to Malik Ghulam Gilani, President, West Pakistan Awami League.

Mr. Kasuri has also applied to the Home Secretary, Government of East Pakistan, for permission to see Sheikh Mujibur Rahman in Connection with the case. Malik Gilani said Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana, President, Council Muslim League, had also applied to the Home Secretary, Government of East Pakistan, for permission to see Sheikh Mujibur Rahman.

Mian Qasuri was present at today's hearing of the case at Dacca cantonment. –APP/PPI.

সংবাদ

৫ই জানুয়ারি ১৯৬৯

ন্যাপ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দেশব্যাপী সরকারী নির্যাতন ও রাজনৈতিক

পরিস্থিতি, পূর্ব পাকিস্তানে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট ও দেশব্যাপী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রশ্নে ব্যাপক আলোচনার পর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র মামলা সহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

পাকিস্তান ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের রিপোর্ট শ্রবণ করা হয়।

পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী সভায় পূর্ব দিন রাত্রে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত বিরোধীদলসমূহের ঐক্য প্রশ্নে তাঁহার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন। সভার কাজ আজ (রবিবার) শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব আলী, পাঞ্জাব ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক শেখ রফিক আহমদ ও পূর্ব পাক ন্যাপের পীর হাবিবুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আগামী ৭ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট শুরু করার সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, চলতি মাসের শেষ নাগাদ রাজবন্দীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করিবেন।

তাঁহাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় রাজবন্দীরা উক্ত অনশন ধর্মঘটে বাধ্য হইয়াছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকটও তাঁহারা এই মর্মে যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন উহার কোন উত্তর তাহারা পান নাই।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, অধিকাংশ বন্দীকে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধিবলে আটক রাখা হইয়াছে এবং তাঁহারা অনেকটা মনুষ্যতর জীবনযাপন করিতেছে। একজন বন্দীর পক্ষে দৈনিক ১ টাকা ৫০ পয়সায় দৈনন্দিন খাবার গ্রহণ ও অন্যান্য খরচ বহনের কথা আজকাল চিন্তা করা কঠিন ব্যাপার। তাহাদের পক্ষে মাসে মাত্র ৫ টাকায় মাথার তেল, সাবান, টুথ ব্রাস ও পোষ্ট ও খবরের কাজগের ব্যয় নির্বাহ করা কিভাবে সম্ভব?

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, রাজবন্দীদের পারিবারিক ভাতাও দেওয়া হয় না। ফলে অধিকাংশ পরিবার নিদারুণ দৈন্যের মাঝে কাল কাটাইতেছেন। জেলখানায় চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নাই এবং কর্তৃপক্ষ গুরুতর পীড়িত রাজবন্দীদের বাহিরে হাসপাতালে স্থানান্তরে প্রায়শঃ আপত্তি করিয়া থাকেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় না। ডি পি আর অনুযায়ী রাজবন্দীদের শ্রেণী বিভাগে একদর্শী ও অযৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ রাজবন্দী নানা প্রকার রোগে ভুগিতেছেন। দীর্ঘকাল আটক রাখায় তাঁহাদের অনেকের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় অনশন ধর্মঘট তাঁহাদের ভয়াবহ পরিণতি ডাকিতে পারে।

অতএব সভায় অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় রাজবন্দী সংক্রান্ত নিয়মাবলির আশু সংশোধনক্রমে তাহাদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও সুষ্ঠু জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবস্থার বিধান করিয়া তাঁহাদের আশু ধর্মঘট হইতে বিরতি রাখার দাবী জানান হয়।

সভায় সরকারকে সমঝাইয়া দিয়া বলা হয় যে, দেশপ্রেমিকদের এভাবে জেলের মধ্যে পচাইয়া মারার সরকারী মনোভাবে দেশব্যাপী গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতি সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করার পর কোন রাজবন্দীর জীবন সংশয় ঘটিলে দেশবাসী ক্ষমা করিবে না। সভার গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশব্যাপী ন্যাপ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ও তাঁহাদের বিনাবিচারে আটক রাখার সরকারী নীতির বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা প্রকাশ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সরকার পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান, সরহাদ ন্যাপের সভাপতি আরবাব সিকান্দর খান ও সাধারণ সম্পাদক আজমল খটক, সিন্ধু ন্যাপের সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বাকর শাহের কেন্দ্রীয় ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হাতেম আলী, শ্রী মনি কৃষ্ণ সেন, সিন্ধু ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফিজ কোরেশী, পূর্ব পাক ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল হালিম, চট্টগ্রাম ন্যাপ সভাপতি পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পূর্ব পাক ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা মিসেস মতিয়া চৌধুরী, করাচী ন্যাপের প্রচার সম্পাদক আলতাফ আজাদ ও আরও বহুসংখ্যক ন্যাপ-কর্মীকে গ্রেফতার করিয়া বিনাবিচারে আটক রাখিয়াছে। একই প্রস্তাবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড, এ, ভূট্টো, পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এবং হায়দার বক্স জাতুই, নগেন সরকার, কবি শেখ আলাম, মনিকৃষ্ণ সেন ও জীতেন ঘোষকে গ্রেফতার ও বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন নিন্দা জ্ঞাপন এবং বিনাশর্তে ও অবিলম্বে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তির দাবী জানান হয়।

Pakistan Observer

6th January 1969

Students put 11 points for unity

Six student leaders representing three student organisations namely East Pakistan Students League and two groups of East Pakistan Students Union in a joint statement on Sunday called upon the opposition political parties to come forward for a mass struggle by forming a united platform on the basic of an eleven-point programme.

The signatories to the students which were circulated to the press by Vice-President Dacca University Central Students Union (DUCSU) regretted the absence of a united movement by the opposition even when the students and the public had come forward.

The signatories are : Saifuddin Manik and Shamsuddoha, President and General Secretary respectively, East Pakistan Students Union (Matia Group), Abdur Rauf and Khaled Mohammed Ali, President and General Secretary of East Pakistan Students League, Mostafa Kamal Haider and Nur Mohammad Khan, President and Publicity Secretary, respectively of East Pakistan Students Union (Menon Group).

The political demands incorporated in the 11 point programme suggested as the basis of unity include parliamentary democracy on the basis of universal adult franchise, full autonomy of East Pakistan and also autonomy for the northern provinces of West Pakistan, retaining with the Federal Government only three functions namely, defense, foreign policy and currency.

The 11 point programme propose to give East Pakistan power to form a militia or paramilitary force and also demands naval head quarters in this province.

Under the programme the Federal Government is not to have any power to levy any taxes and each federating state is to maintain separate accounts of foreign trade.

Demands for repeal of all repressive laws end of emergency release of all detains and withdrawal of all political cases are also made.

দৈনিক পাকিস্তান

৯ জানুয়ারি ১৯৬৯

বিরোধী আট দলের ঐক্য জোট গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠন :
জনসাধারণের প্রতি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

পিডিএমভুক্ত পাঁচটি দল ও অপর তিনটি দল গতকাল আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণকে নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া তারা একটি 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' (ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি ডাক) গঠনের কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি 'অহিংসা, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ' আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। গত এক সপ্তাহ যাবৎ ঢাকায় পিডিএম, ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ) ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের ব্যাপক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শেষে গতকাল বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন হতে উক্ত নেতৃবৃন্দ যুক্তভাবে এক ইশতেহারে প্রকাশ করেন।

এর আগে গতকাল সকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উপরোক্ত দলগুলোর নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে খসড়া ঘোষণাপত্র চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেন। ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠকের অনুমোদনের পর বিকেলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী ও জনাব মাহমুদ আলী ইশতেহারটি সাংবাদিকদের নিকট প্রচার করেন।

সংবাদ

১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৯

সরকারহাটে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন

(সংবাদ-এর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ১৬ই জানুয়ারী।– সম্প্রতি মিরেশ্বরাই থানার সরকার হাটে থানা আওয়ামী লীগের এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মিরেশ্বরাই থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট আবুল খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব নূরুল আবচার চৌধুরী, মহকুমা লীগের সদস্য শেখ মোহাম্মদ সোলায়মান, ফখরুদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন।

শেখ মুজিব কর্তৃক প্রস্তাবিত ও পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ৬-দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া গৃহীত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে এই ৬-দফা বাস্তবায়িত করিয়া দুই প্রদেশের বৈষম্য দূরীকরণপূর্বক পাকিস্তানকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দাবী জানান হয়।

এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর, তাজউদ্দিন, আবদুল মান্নান, ওয়ালী খান, বেগম মতিয়া চৌধুরী, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, জুলফিকার আলী ভুট্টো সহ সকল রাজনৈতিক, শ্রমিক ছাত্র নেতা ও কর্মীদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে উহার কর্মসূচী দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছাইয়া দেওয়ার আহ্বান জানান হয়।

এক প্রস্তাবে সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা ও ১৪৪ ধারার অপ্রয়োগের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ ও কালাকানুন তুলিয়া লইয়া স্বাধীন মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার দানের দাবী করা হয়।

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা কায়েমের দাবীতে গৃহীত প্রস্তাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক লক্ষ ২০ হাজার লোক দ্বারা প্রেসিডেন্ট ও পরিষদসমূহের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচনের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নহে; কেননা, সাধারণ সরল মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত এই স্বল্পসংখ্যক সদস্যকে বিপদগামী করিয়া নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার চেষ্টা করা সম্ভব বিধায় এই ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। গণতন্ত্রের নামে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করিয়া সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও পরিষদসমূহ নির্বাচনের জোর দাবী জানান হয়।

সংবাদ

১৮ জানুয়ারি ১৯৬৯

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে দেশব্যাপী 'দাবী দিবস' উদযাপিত :
ঢাকায় শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের লাঠিচার্জ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ : ২৫
জন ছাত্রসহ বহু রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র দেশে 'দাবী দিবস' পালন করা হয়। এই দিন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র সভা ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার

আয়োজন করা হয়। ঢাকায় সশস্ত্র পুলিস প্রহরার মধ্যে স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে বর্তমান সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ছাত্রসভা করে। সভাশেষে ছাত্রগণ মিছিল সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে আসার চেষ্টা করিলে পুলিস তাহাদের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। পুলিসের লাঠিচার্জে ছাত্রসহ কয়েকজন আহত হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় ২৫ জন।

সংবাদ

১৯ জানুয়ারি ১৯৬৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র পুলিস খণ্ডযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি : পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইপিআর বাহিনী তলব : কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ফলে শতাধিক ছাত্র-নাগরিক আহত : পুলিস সূত্রে ৩৪ জনকে গ্রেফতারের খবর সমর্থন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ছাত্র পুলিস সংঘর্ষে প্রায় শতাধিক ছাত্র ও নাগরিক আহত হইয়াছে। পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রায় ২৫ জন আহত ছাত্রকে এম্বুলেন্স ও অন্যান্য যানবাহনে করিয়া প্রেরণ করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছেন। রমনা পুলিশ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সর্বমোট ৩৪ জনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

ইপিআর বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘেরাও করিয়া ছাত্রদের তাড়া করিতে শুরু করিলে ছাত্ররা তাহাদিগের প্রতি পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এই পর্যায়ে ইপিআই বাহিনীকে দলবদ্ধভাবে জিন্নাহ হল ও মোহসিন হলে ঢুকিয়া নির্বিচারে ছাত্রদের প্রহার ও গ্রেফতার করিতে দেখা যায়। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের গাড়ীতে তোলার সময় দেখা যায় যে, অনেকেরই মাথা ও শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে। মিছিলকারী ছাত্ররা সর্বক্ষণ যেসব ধ্বনি বিশেষভাবে প্রদান করেন তাহার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'সংগ্রাম চলবে চলবে' 'খতম কর খতম কর, আইয়ুব শাহী খতম কর', 'মানি না মানি না, ১৪৪ ধারা মানি না' 'পূর্ব বাংলার স্বাধিকার, দিতে হবে', '১১ দফা মানতে হবে' ইত্যাদি।

দৈনিক পাকিস্তান

২১ জানুয়ারি ১৯৬৯

আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোকসভা-মিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল ছাত্র বিক্ষোভকালে জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টরের রিভলবারের গুলিতে জনাব আসাদুজ্জামান নিহত হয়েছেন। জনাব আসাদুজ্জামান গত বছর ইতিহাসে এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পুরনো কলাভবন ও বর্তমান পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিসিন ইনস্টিটিউট সম্মুখবর্তী রাস্তায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের একপর্যায়ে বেলা ২টায় পুলিশের একটি চলন্ত জীপ থেকে জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টর রিভলবার থেকে গুলীবর্ষণ করলে আসাদুজ্জামানের বুকে বিদ্ধ হয়। গুলীবর্ষণকালে উক্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর ছাত্রদের ইট-নিক্ষেপের ফলে নিজেও আহত হয়েছিল এবং তার গন্ড বেয়ে রক্ত পড়ছিল।

ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী আসাদুজ্জামানের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাকে দ্রুত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর বড় ভাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট ডাক্তার মুরশেদুজ্জামান ভাইয়েরর মৃত্যু সংবাদে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে সেখানে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। আসাদুজ্জামানের লাশ ময়না তদন্তের জন্য নেয়া হলে বিপুলসংখ্যক ছাত্র লাশ পাহারা দিয়ে পোস্ট মর্টেম কক্ষ পর্যন্ত গমন করে এবং তথায় অপেক্ষা করতে থাকে। পরে সন্ধ্যার দিকে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিলে বের হওয়ার উপক্রম করলে ডিসি ও আইজির নেতৃত্বে ইপিআর ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেডিক্যাল কলেজে দ্রুত প্রবেশ করে। ইত্যবসরে ছাত্ররা ট্রাক হতে লাশ হাসপাতালের অভ্যন্তরে সরিয়ে ফেলেন। ফলে পুলিশ লাশের অপেক্ষায় মেডিক্যাল কলেজের চতুর্দিকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘিরে থাকে। পুলিশের আইজি জানান যে, নিহত ছাত্রের ভাই ছাত্রদের হাত থেকে লাশ উদ্ধার করার জন্য পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন। প্রকাশ, অপরদিকে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করার প্রস্তুতি নিলে 'ডাক'-এর কয়েকজন নেতাও সেখানে উপস্থিত হন।

আসাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণজাগরণ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিতে শুরু করে। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলীতে ঢাকায় চারজন নিহত এবং অনেক মানুষ আহত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।

আজাদ

২৫ জানুয়ারী ১৯৬৯

পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঃ পুলিশের গুলীবর্ষণে

অন্ততঃপক্ষে ৪ জন নিহত ও বহু আহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

হরতাল পালনরত ও বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের কয়েকবার গুলিবর্ষনের ফলে গতকাল শুক্রবার রাজধানী ঢাকা শহরে ন্যুনপক্ষে ছাত্রসহ চারিজন নিহত এবং এগারজন আহত হইয়াছে। তাহাছাড়া কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ্জে আরও প্রায় পঞ্চাশ ব্যক্তি আহত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

একজনকে বেয়নেট চার্জ্জ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। হারিশ ও শহীদুল নামক দুইজন পুলিশের গুলীতে নিহত হইবার পর পুলিশ লাশ লইয়া গিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। এই দুইজনকে ধরিলে গুলীতে নিহতের সংখ্যা ছয় জনে দাড়ায়।

সেক্রেটারীয়েটের এক নম্বর গেটের নিকট গুলীতে শেখ রুস্তম আলী (১৪), মতিয়র রহমান (১৭), মকবুল (১৫) এবং অপর একজন নিহত হইয়াছে। চতুর্থ ব্যক্তির লাশ পুলিশ রাস্তা হইতে টানিয়া সেক্রেটারীয়েট ভবনের অভ্যন্তরে লইয়া যায় এবং তাহার পর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বিক্ষুব্ধ জনতা অপরাহ্নে ট্রাষ্টের সরকার সমর্থক ইংরাজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ও বাংলা 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিস ভবনে অগ্নিসংযোগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া দিয়াছে। তাহাছাড়া দৈনিক 'পয়গাম' পত্রিকা অফিসও জনতা আক্রমণ করে এবং অগ্নি সংযোগের চেষ্টা চালায়।

একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের জনৈক বিডি সদস্যের বাসা ও স্থানীয় কনভেনশন লীগ অফিসেও আগুন ধরাইয়া দেয়। নবাবপুরস্থ একটি হোটেল এবং দুইট গাড়িসহ একটি দমকল বাহিনীর গাড়ি জনতা পোড়াইয়া দিয়াছে।

গতকাল ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী সন্ধ্যার পর সামরিক বাহিনী দায়িত্ব নেওয়া পর্য্যন্ত পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। একদল লোক প্রাদেশিক কনভেনশন লীগ অফিস আক্রমণ করিয়া আগুন লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বেলা সাড়ে দশটার দিকে দশ হাজার লোকের এক বিরাট জনতা সেক্রেটারীয়েট আক্রমণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা চালায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গেটে আগুন লাগাইয়া দেয়।

গতকাল সমগ্র শহরটি যেন বিক্ষোভের শহরে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ লক্ষ নাগরিক শহরের রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্মরণকালের বৃহত্তম

জানাজায় যোগদান করে। জানাজার পরে শোক মিছিলে ন্যুনপক্ষে দেড় লক্ষ লোক যোগদান করে।

রাস্তায় একটি সাইকেলও দেখা যায় নাই-একটি দোকানও খোলে নাই। কেবলমাত্র কয়েকটি এ্যাম্বুলেন্সকে ও সাংবাদিকদের কয়েকটি গাড়ি চলাফেরা করিতে দেওয়া হয়। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আসাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এই হরতাল দিবস পালনের আহ্বান জানান হইয়াছিল।

মতিঝিল ও অন্যান্য এলাকার সরকারী ও বেসরকারী অফিসের হাজার হাজার কর্ম্মচারী অফিস ত্যাগ করিয়া ছাত্রদের বিক্ষোভে যোগদান করিয়াছিলেন। এমনকি ওয়াপদা, ডি আই টি ও এডিসির চেয়ারম্যানগণও ছাত্র-জনতার আহ্বানে অফিস ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া আসেন।

গতকাল ছিল ছাত্রদের আহ্বানে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট। প্রতিটি মানুষ সাড়া দিয়াছিলেন এই ধর্ম্মঘটে। গতকাল ভোর হইতে শহরের রাজপথে কোন যান-বাহন চলে নাই। এমন কি সাইকেলের মত সাধারণ যানও গতকাল শহরের রাজপথে বিরল দৃষ্ট হয়।

যান শূন্য শহরের রাজপথে সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারীরা অফিসের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়েন। এবং সেই সঙ্গে বাহির হন শহরও শহরতলি হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণিত বিক্ষোভ মিছিল। নিউ মার্কেটের ছাদের উপর এবং নিউ মার্কেটের আজিমপুরের দিকের গেটে ই, পি,আর বাহিনী মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ই পি আর বাহিনীর লোক কালো পতাকাবাহী বিক্ষোভ মিছিলকে বাধা দেন নাই বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই।

শিল্প এলাকা

সকাল হইতেই টঙ্গী, হাজারী বাগ, তেজগাঁ প্রভৃতি শিল্প এলাকা হইতে ধর্ম্মঘটি শ্রকিমবৃন্দ মিছিল সহকারে বেলা প্রায় দশটার দিকে শহরে প্রবেশ করেন এবং শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া ষ্টেডিয়ামে জানাজা নামাজে শরীক হন।

ছাত্র মিছিল

ঢাকার মহম্মদপুর, তেজগাঁ প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকার ছাত্রবৃন্দও মিছিল সহকারে শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করেন। শ্রমিক ও ছাত্র সকল মিছিলেই কালো পতাকা ছিল। শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক গৃহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রকৃত পক্ষে গতকাল সমস্ত শহরই বিক্ষোভ ও মিছিলের শহরে পরিণত হয়।

মতিঝিল কর্ম্মচারীদের হরতাল

সকাল সাড়ে নয়টায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছাত্রদের খণ্ড খণ্ড মিছিল মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বৃহত্তম বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কম্মচারিগণ দলে দলে অফিস হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং ছাত্র মিছিলে যোগ দিতে থাকেন। ছাত্রগণ অফিসের কর্ম্মচারীদের হরতাল পালনের আহ্বান জানান।

ছাত্র-জনতা প্রথমে ওয়াপদা অফিস ঘেরাও করিলে কর্ম্মচারিগণ শ্লোগান সহকারে রাস্তায় বাহির হইয়া আসে। কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ওয়াপদা'র চেয়ারম্যান জনাব মাদানীও রাস্তায় নামিয়া আসেন এবং ছাত্রদের নিকট বলেন যে, মিছিলে অংশ গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের ইচ্ছাধীন। ইহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

ইহার পর জনতার মিছিল ডি-আই-টি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ডি-আই-টি'র চেয়ারম্যান জনাব আবুল খায়ের সহ কর্ম্মচারিগণ অফিস হইতে বাহির হইয়া আসেন। চেয়ারম্যান জনাব খায়ের মিছিলের সঙ্গে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং ছাত্রদের নিকট অনুমতি চাহিয়া মিছিল হইতে অব্যাহতি পান। অতঃপর মিছিল এ-ডি-সি অফিসের নিকট উপস্থিত হইলে অনুরূপ ভাবে এ-ডি-সি'র কর্ম্মচারিগণও বাহির হইয়া আসে। সেই সঙ্গে এ-ডি-সি'র চেয়ারম্যান জনাব এস, এম, আহসানও রাস্তায় বাহির হন।

ক্রমান্বয়ে মিছিলে তখন ছাত্র অপেক্ষা অফিস কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহার পর ছাত্র ও অফিস কর্ম্মচারীদের খণ্ড খণ্ড মিছিলগুলি জিন্নাহ এভেন্যুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক সভায় মিলিত হয়। একই সময়ে তোপখানা রোড দিয়া এবং জিন্নাহ এভেন্যু বরাবর হইতে দুইটি বৃহৎ মিছিল আসিয়া ষ্টেডিয়ামের গেটের কাছাকাছি উপস্থিত হয়। উক্ত স্থানে বিক্ষোভকারীদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর বিরাট ছাত্র-জনতা আবদুল গনি রোড দিয়া সেক্রেটারীয়েটের প্রথম গেটের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বিরাট বিক্ষোভ মিছিলটির মধ্যে অফিস কর্ম্মচারীদের সংখ্যাই ছিল অধিক।

সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ

বেলা দশটার মধ্যে সমগ্র আবদুল গনি রোড এলাকা জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র জনতার মিছিলটিকে পুলিশ বাধা প্রদান করে। কিন্তু জনতার চাপে পুলিশ বাহিনীকে পিছু হটিতে হয়। মিছিলকারিগণ সেক্রেটারীয়েটের অভ্যন্তরস্থ কর্ম্মচারীদের হরতাল পালন করিয়া মিছিলে অংশ গ্রহণের জন্য

পুন:পুন: আবেদন জানাইতে থাকে। ছাত্রদের আবেদনে কয়েকশত সরকারী কর্ম্মচারী সেক্রেটারীয়েটের প্রথম গেট দিয়া বাহির হইয়া আসেন।

এই সময় পুলিশের 'রায়ট কার'টি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জিন্নাহ এভেন্যুর নিকট ও প্রথম গেটে আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যাপকভাবে লালপানি নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই রায়ট কারটির আগমনে মিছিলকারীরা আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ব্যাপক ইষ্টক বর্ষণের ফলে রায়টকারটি ঘটনাস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

কিছুক্ষণ পরেই সেক্রেটারীয়েটের প্রথম গেট হইতে আরও কয়েকশত কর্ম্মচারী বাহির হইবার চেষ্টা করিলে সশস্ত্র পুলিশ ভিতর হইতে সেক্রেটারিয়েটের গেট বন্ধ করিয়া দেয়। তখন বেলা আনুমানিক পৌণে এগারটা। হঠাৎ পুলিশ সেক্রেটারীয়েটের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জনতাকে ধাওয়া করে। এই সময় পুলিশ ও জনতার মধ্যে ব্যাপক ইষ্ট বর্ষণ বিনিময় হয়। পুলিশ তখন সেক্রেটারীয়েটের অভ্যন্তর হইতে সমানে কাদুনে গ্যাসও নিক্ষেপ করিতেছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা আবার নিক্ষিপ্ত গ্যাসের শেলগুলিকে বুমেরাং করিয়া পুলিশের দিকেই নিক্ষেপ করিতে থাকে। জনতার আক্রমণ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠিলে এক পর্য্যায়ে ছাত্র-জনতা প্রথম গেটের অভিমুখে অগ্রসর হয়। সেই সময় একজন যুবক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট করিবার আহ্বান জানাইতে জানাইতে বেলা ১১-৫ মিনিটে গেটের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। গুলীতে মকবুল হোসেন নামে উক্ত যুবক হাটুতে গুলীবিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলে পড়িয়া যায়। তাহাছাড়া পুলিশ একই সঙ্গে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলী নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বমোট ছয়জন বিক্ষোভকারী আহত হয়।

এই গুলীবর্ষণের পর জনতা সাময়িকভাবে আক্রমণ বন্ধ রাখে। কিন্তু গুলী নিক্ষেপের খবর দ্রুত ছড়াইয়া পড়িলে দলে দলে লোক সেক্রেটারীয়েটের দিকে জড় হইতে থাকে। ইতিমধ্যে তথায় প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষের সমাগম হয়। দুপুর বারটার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা আবার সেক্রেটারীয়েটের প্রধান ভবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় ইষ্টক বর্ষণ করিতে শুরু করে।

এক পর্য্যায়ে জনতা প্রথম গেটের সন্নিকটে টিনের সেডে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। ইতিপূর্বেও জনতা একবার অপর একটি সেডে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। সেক্রেটারীয়েটের অভ্যন্তরস্থ দমকল বাহিনী আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিবার সময় রাস্তার নিকট হইতে অগ্নিসংযোজিত কাঠ ও বাঁশের টুকরা উক্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছিল। ফলে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

বেলা ১২-৫ মিনিটের সময় একদল পুলিশ হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়া বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা করে এবং একই সময় অভ্যন্তর হইতে জনতার উপর কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করা হয়। কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন যে, সেক্রেটারীয়েটের দোতালার উপর হইতে এই গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে।

এই সময় আরও ছয় ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলে দুইজন নিহত হইয়াছে।

বেলা ১২-২০ এবং ১২-২৮ মিনিটে পর পর আরও দুইবার গুলী বর্ষণ করা হয়। এই সমস্ত গুলী নিক্ষেপের সময় অভ্যন্তর হইতে অনবরত কাদুনে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ক্রুদ্ধ ছাত্র-জনতা এই গুলীবর্ষণের পর নিরস্ত্র হয় নাই এবং মুহুর্মুহ সরকার বিরোধী শ্লোগান দিয়া বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিতে শুরু করে। ইতিপূর্ব্বে জনতা একটি ভাঙ্গা বাস আনিয়া পুলিশের বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবদুল গনি রোডে 'ব্যারিকেড' সৃষ্টি করে। তাহারা 'উন্নয়ন দশকের কয়েকটি সাইনবোর্ড' ভাঙ্গিয়া অগ্নিসহ সেক্রেটারীয়েটের কৃষি ভবনের কোণ হইতে ভিতরে নিক্ষেপ করে।

সেক্রেটারীয়েটের সম্মুখে বিভিন্ন পর্য্যায়ে গুলীর ফলে ন্যুনপক্ষে চার জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এবং নিহতদের একজনের লাশ পুলিশ সেক্রেটারিয়েটের অভ্যন্তরে দ্রুত টানিয়া লইয়া একটি শেডের নিকট ফেলিয়া রাখে। কয়েকজন সাংবাদিক উক্ত লাশটি অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিতে পান। কিন্তু জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের আপত্তির পর সাংবাদিকগণ ফিরিয়া আসেন। একটি এম্বুলেন্স লাশটি আনিতে যাইয়া ব্যর্থ হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উক্ত লাশটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ছাত্র-জনতা ঘটনাস্থলে নিহত রুস্তম আলী ও মকবুলের লাশ বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ইহার পর বেলা দেড়টার দিকে জনতা নর্থ সাউথ রোডের পার্শ্বস্ত দেওয়ালের উপর কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। পুলিশ আগুন নিভাইয়া ফেলে। বেলা প্রায় দুইটায় পুরানা পল্টনের মোড়ে ভিড় বাড়িয়া যায় এবং একদল অগ্রগামী বিক্ষোভকারী তোপখানা রোডে সেক্রেটারীয়েটের দ্বিতীয় গেটে অগ্নিসংযোগ করে। সশস্ত্র পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা করিয়া এক রাউণ্ড গুলী নিক্ষেপ করে। ফলে একজন গুলীবিদ্ধ হয়। ই-পি-আর ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বায়তুল মোকাররম হইতে পুরানা পল্টন এলাকা ঘিরিয়া রাখে।

এম-এন-এ'র বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ

এই স্থান হইতে একটি মিছিল মতিঝিলের দিকে অগ্রসর হইয়া ন্যাশনাল কোচিং সেন্টারের বিপরীত দিকে অবস্থিত কনভেনশন লীগ দলীয় এম-এন-এ জনাব এন, এ, লস্করের বাড়ী আক্রমণ করে। এই আক্রমণের পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে

জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ উক্ত স্থানে আগমন করিলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।। ক্ষুব্ধ জনতা উক্ত বাড়ীর মহিলাদের গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে সাহায্য করে এর গৃহের আসবাবপত্র বাহিরে আনিয়া অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে। সেই মুহূর্ত্তে উক্তস্থানে গুলীবর্ষণের শব্দ শোনা যায়। কেহ কেহ দাবী করেন যে, উক্ত বাড়ী হইতেই গুলী করা হইয়াছে। গুলীতে কয়েকজন আহত হয়। গুলীবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জনতা আরও ক্ষেপিয়া উঠে এবং উক্ত বাড়ীতেই অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। এই বাড়ীর অন্যান্য আসবাব পত্রের সহিত গ্যারেজের দুইটি গাড়ী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। বাড়ীর আগুন বিকাল চারটা পর্য্যন্ত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে ছিল। দমকল বাহিনী বা পুলিশ আসিয়া বাড়ীটিকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পরেও নূতন ও পূরাতন শহরের সর্ব্বত্র খণ্ড খণ্ড অসংখ্য মিছিল সরকার বিরোধী শ্লোগান সহকারে রাজধানী প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। সমগ্র রাজধানী শহর যেন একটি বিক্ষোভের শহরে পরিণত হইয়া পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মাইকযোগে এবং বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শহরে চব্বিশঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় ক্রমেই দ্রুত কমিতে থাকে। সান্ধ্য আইন জারীর পরে বহু সংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। রাত আটটার পর হইতে বিক্ষুব্ধ রাজধানী নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে।

শাহজাহানপুরে আক্রমণ

সকালে শাহজাহানপুর হইতে একটি বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা ষ্টেডিয়ামের দিকে অগ্রসর হইবার সময় শাহজাহানপুরের একটি বাসা হইতে কতিপয় লোক মিছিলটির উপর ঝাপাইয়া পড়ে এবং মিছিলে অংশগ্রহণকারী কয়েক ব্যক্তিকে ছুরিকাহত করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত শাহজাহানপুর এলাকার মিছিলটি অগ্রসর হওয়ার সময় আক্রমণ করিলে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতা পাল্টা আক্রমণ করে এবং বিক্ষোভরত মিছিলটি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় আসিয়া পৌছে।

প্রকাশ, বিক্ষোভরত মিছিলটি স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য (সরকারী) আবদুল মান্নাফের বাড়ীতে এবং স্থানীয় মোছলেম লীগ অফিসেও অগ্নি সংযোগ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জানাজা ও শোক মিছিল

অপরাহ্ন দুইটার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হইতে গুলীতে নিহত রোস্তম ও মকবুলের লাশ লইয়া মিছিল বাহির হয়। রোরুদ্যমান জনতার মিছিলের সম্মুখে ফেষ্টনে লেখা ছিল।

–"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই.....।"

ইহা ছাড়া বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত বহু পোষ্টার ও মিছিলে বহন করা হয়।

মিছিলটি ঢাকা যাদুঘরের সম্মুখ দিয়া জিন্না এ্যভিনুতে পৌছাইলে এক বাণিজ্যি ভবনের উপর হইতে বেশ কিছু সংখ্যক কালো পতাকা মিছিলের উপর নিক্ষেপ করা হয়। উক্ত কালো পতাকা বহন করিয়া মিছিলটি আউটার ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করে।

এই স্থানে আসাদুজ্জামানের মৃতুতে শোক ও প্রতিবাদ সভা হইবার কথা ছিল। উক্ত শোক ও প্রতিবাদ সভা জানাজায় পরিণত হয়।

মেডিক্যাল কলেজ হইতে মিছিলের যাত্রা শুরু হইলে প্রবাহমান জনস্রোত মিছিলের কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

বিভিন্ন শিল্প এলাকা ও শহরের অন্যান্য স্থান হইতে হাজার হাজার লোক আউটার ষ্টেডিয়ামে হাজির হন। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

আউটার ষ্টেডিয়ামে প্রবাহমান শোকবিধুর জনতার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বায়তুল মোকাররম, জিন্না এ্যভিনু, ডি, আই,টি এ্যভিনু, নওয়াবপুর রেল ক্রসিং প্রভৃতি আউটার ষ্টেডিয়ামের আশে-পাশের সমস্ত এলাকা বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই বিশাল জনতা নিজ নিজ স্থান হইতে জানাজায় শরীক হয়।

জানাজা নামাজের লক্ষাধিক লোকের এক মিছিল নর্থ-সাউথ রোড, তোপখানা রোড হইয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হয় এবং মিছিল উক্ত স্থানেই শেষ হয়।

ইহার পর মিছিলের একটি অংশ একবাল হল প্রাঙ্গণে সমবেত হন। এই স্থানে পুলিশের গুলীতে নিহত ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী জনাব আজাহার আলী মল্লিকের পুত্র মতিয়ার রহমান মল্লিকের লাশ উপস্থিত করা হয়। লক্ষাধিক লোকের এই সমাবেশে নিহত মতিয়ারকে পিতা জনাব আজাহার মোছলেম লীগ অফিসটিতে আক্রমণ করে এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। সেই সময় শহরে কারফিউ জারীর সংবাদ মাইকযোগে প্রচার করা হইতেছিল। এবং একদল পুলিশ আক্রমণকারীদের হাতে হইতে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। শেষ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক মোছলেম লীগ অফিসটি রক্ষা পায়।

টঙ্গী শিল্প এলাকা

গতকাল টঙ্গীর সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ ছাত্রসমাজের হরতালের ডাকে সাড়া দিয়া পূর্ণ ধর্ম্মঘট পালন করে। ধর্ম্মঘটের পর শ্রমিকগণ সারা শিল্প এলাকা প্রদক্ষিণ করিয়াছে। মিছিলশেষে পুলিশের গুলীতে নিহত শহীদদের গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁচ হাজার ছাত্র-জনতা মোহাম্মদপুর এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে।

মিছিলে অংশ গ্রহণকারী ছাত্র-জনতা পরে এক সভায় মিলিত হয়। ওয়াহিদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আইয়ুব পার্ক শহীদ আসাদ পার্ক নামকরণের দাবী জানান হইয়াছে। সভায় বক্তৃতা করেন খুরশীদ আহমদ, আলী আশরাফ, শাহজাহান প্রমুখ ছাত্র।

রুস্তমের লাশ

বারোটা পঁচিশ মিনিটের সময় পূর্ব্ব পাকিস্তান সেক্রেটারীয়েটের দক্ষিণ পার্শ্বের আবদুল গনি রোড হইতে সহস্রাধিক শোকার্ত মানুষ পুলিশের গুলীতে নিহত কিশোর রুস্তম আলী শেখের রক্তাক্ত লাশ কাঁধে কাঁধে বহন করিয়া ষ্টেডিয়ামের দিকে ছুটিয়া আসে। এই ক্ষুদ্রাকার মিছিলটি জিন্না এ্যভিন্যুতে আসিয়া পৌছিবার সাথে সাথেই রাস্তায় সমবেত হাজার হাজার জনতা মিছিলে যোগদান করিতে থাকে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মিছিলটি প্রায় পৌনে একমাইল দীর্ঘ হইয়া যায়। রুস্তমের রক্তাক্ত লাশ বহন করিয়া শ্লোগান সহকারে এই মিছিলটি যখন আগাইতে ছিল তখন ছাত্রদের আহ্বানে মরহুম রুস্তমের আত্মার সম্মানার্থ সকলেই পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলেন। মিছিলটি জিন্না এ্যভিন্যু হইতে দ্রুত গতিতে টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখ দিয়া শহীদ মিনারের দিকে আগাইতে ছিল। যখন ঢাকা সার্কেল রেল অফিসের সম্মুখে আসে তখন শহীদ মিনারের দিক হইতে অপর একটি মিছিল আসে। তখন এই দুইটি মিছিল একত্রিত হইয়া শহীদ মিনারে দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করে। রেল হাসপাতালের সম্মুখে রুস্তমের লাশ আসিলে নিকটবর্তী নাগরিকগণ লাশ বহনের জন্য একটি খাটিয়া সরবরাহ করিলে উহাতে রুস্তমের লাশ উঠানো হয়।

যাদুঘরের নিকট মিছিল আসিলে কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষমাণ জনতা রুস্তমের লাশের ওপর পুষ্পবর্ষণ করে। ইহার পর লাশটি নিয়া বেলা একটা পাঁচ মিনিটে দীর্ঘ মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত জনতার নিকট রুস্তমের পরিচয় প্রদান করা হয় এবং রুস্তমের দাদা ইদ্রিস মিয়া জনতার উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলেন।

বেলা একটা পনেরো মিনিটে ইকবাল হল হইতে পূঃ পাক সেক্রেটারীয়েটের নিকট পুলিশের গুলীতে নিহত অপর এক ব্যক্তির (যাহার নাম পরিচয় অজ্ঞাত) লাশ সহকারে শহীদ মিনারে শোকস্তব্ধ কিছু শপথ বলিষ্ঠ জনতা আগমন করে।

ইহার পর দুইটি লাশ বহনকারী এই দুই দল জনতা শহীদ মিনার ত্যাগ করিয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পশ্চিম পার্শ্বের সদর ফটকের

নিকটস্থ চৌরাস্তায় লাশ দুইটি নিয়া এমনভাবে বসিয়া পড়ে যাহাতে কেহ লাশ দুইটি ছিনিয়া লইয়া না যাইতে পারে।

সংবাদ

২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯

ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলীতে ২জন নিহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) ঢাকায় টহলদানকারী সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণ, আদমজী নগরে পুলিসের গুলীবর্ষণ এবং নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-জনতার উপর পুলিসের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও ব্যাটন চার্জে ২ জন নিহত এবং তোলারাম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রীসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়।

ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আজ (রবিবার) রাত্রি ৮-টা পর্যন্ত আরও ২৪ ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ শহর, তৎপার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ এবং ফতুল্লা থানা এলাকায় গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যা ৫টা হইতে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

গতকাল নারায়ণগঞ্জের একটি রেশনশপ এবং আদমজীনগরের মেইন গেট সিকিউরিটি অফিস ও শিমুলপাড়া ইউনিয়ন কমিটির অফিসে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঢাকায় জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর একটি গাড়ী বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সকালে মালিবাগ এলাকায় কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে ৪ জন অধ্যাপকসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ফতুল্লা থানা এলাকায় আজ (রবিবার) সকাল ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিবে না। তবে এই সময়কালে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকিবে।

সান্ধ্য আইন জারী থাকাকালীন সময়ে বৈধ 'কারফিউ পাস' ব্যতিরেকে কেহ রাস্তায় বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি গুলী বর্ষণ করা হইতে পারে। ইতিমধ্যে ইস্যুকৃত কারফিউ পাসের মেয়াদ আজ (রবিবার) বেলা ১১টা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এই সময়কালের মধ্যে কমিশনার ভবনে অবস্থিত কন্ট্রোল রুম হইতে কারফিউ পাশ রিনিউ করিতে হইবে।

সরকারীভাবে গতকাল (শনিবার) ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণে ছয়জন বুলেটবিদ্ধ হয় বলিয়া জানানো হয়। পি পি আই কমপক্ষে ১১ জন আহত হওয়ার কথা জানান।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় যে, গতকাল সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত গুলীবর্ষণে আহত ১১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। তন্মধ্যে

আবদুল লতিফ নামক জনৈক পলিটেকনিকের ছাত্র হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। ইহা ছাড়া কাওরানবাজার এলাকায় একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা মিলিটারীর গুলীতে মর্মান্তিকভাবে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে বলিয়া জানা যায়।

বুলেটবিদ্ধদের মধ্যে মতিউর রহমান, নসু মিয়া, রহিম দাদ, হারুণ আর রশিদ, সিদ্দিক, আবদুল হাই, জহির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে এবং আবদুল হাই, আবুল কালাম, আবদুল লতিফ ও কচি শিশু ইসহাক ৫-নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হইয়াছে। হাসপাতাল ইনকোয়ারী হইতে আবদুল লতিফের মৃত্যুর কথা জানানে হয়।

কাঁদুনে গ্যাস

সান্ধ্য আইনের ফলে রাজধানীর চেহারা দেখার জন্য গতকাল সকালে শহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকার মোড়ে মোড়ে জনতার ছোট-খাটো ভিড় জমিতে দেখা যায়। মালিবাগের চৌরাস্তা হইতে কিয়ৎ দূরে জনতার ভিড় জমিয়া উঠিলে তথায় কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। জানা যায় যে, জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর একটি গাড়ী লইয়া ড্রাইভারের স্থানান্তরে গমনকালে গাড়িটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাওরানবাজারে গুলীবর্ষণ

গতকাল (শনিবার) সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় স্থানান্তরে গমনে অসমর্থ কাওরানবাজার এলাকার জনসাধারণ কারফিউ কালীন রাজধানী শহরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রধান সড়ক হইতে দূরে জমায়েত হয়। প্রকাশ, টহল দানকারী সেনাবাহিনীর গাড়ী অতিক্রমকালে জনতার ক্ষুদ্র দল সরকার বিরোধী শ্লোগান দেয় এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া গোলযোগ সৃষ্টি হইলে এক পর্যায়ে গুলীবর্ষিত হয়। উক্ত গুলীবর্ষণে ইসহাক নামক একটি চার মাস বয়স্ক শিশুর মা ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে এবং কমপক্ষে তিনজন আহত হয়।

মহিলার মৃত্যুকাহিনী

জানা যায় যে, জনৈকা চার মাসের শিশুর মা সকাল প্রায় সাড়ে ৯টার সময় ঘরে বসিয়া তাহার সন্তানকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন। তাহারই বাড়ীর অনতিদূরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া জনতার একট ক্ষুদ্র দল বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল। হঠাৎ সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলী বর্ষিত হইলে সন্তানকে স্তন্যদানরত উক্ত মহিলা ঘটনাস্থলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং শিশুটি আহত হয়। মাতৃহারা কচি শিশুটি বর্তমানে হাসপাতালে রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

কমলাপুরে লাঠিচার্জ

গতকাল সকাল প্রায় সাড়ে ১০টার দিকে কমলাপুরের কতিপয় দোকান কর্মচারীর উপর ই-পি-আর কর্তৃক লাঠিচার্জ করা হয়। জানা যায় যে, ই-পি-আর টি সি কোচ ষ্টেশনের নিকটবর্তী কতিপয় খাবার দোকান খোলা হইলে দোকানের বয় বেয়ারাদের লাঠিচার্জ করা হয়।

মহাখালীতে গুলীবর্ষণ

মধ্যাহ্ন ১২টার সময় মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতালের সম্মুখে গুলীবর্ষণ করা হইলে কয়েকজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করে বলিয়া হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। উক্ত এলাকার জনসাধারণ দাবী করেন যে, মহাখালী হাসপাতাল সম্মুখে গুলীবর্ষণের ফলে দুইজন মৃত্যুবরণ করে।

নওয়াবপুরে গুলীবর্ষণ

বেলা প্রায় তিনটার দিকে নওয়াবপুর রোডে জনৈক পথচারীর উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। প্রকাশ, গুলী তাহার পায়ে বিদ্ধ হইলে সে চিৎকার করিতে থাকে। ইহাছাড়া সকালের দিকে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের নিকট গুলীবর্ষণ করা হয় বলিয়া জানা যায়।

কলোনীতে ত্রাস সৃষ্টি

গতকাল (শনিবার) সকালের দিকে আইয়ুব গেট, মতিঝিল, টি এণ্ড টি এবং রেলওয়ে কলোনী সহ শহরের বিভিন্ন আবাসিক কলোনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেনাবাহিনীর লোকজন কারফিউ ভঙ্গের অভিযোগে অনেককে প্রহার করে। ফলে কলোনী গুলিতে রীতিমত ত্রাসের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, শীতের সকালে রৌদ্র পোহানের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কলোনীর বাসিন্দাগণ রুম হইতে কলোনীর ভিতরের খোলা জায়গায় নামিয়া আসিয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জে গোলযোগ

নারায়ণগঞ্জ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান যে, গত শুক্রবার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গুলীবর্ষণে নিহতদের গায়েবানা জানাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র তোলারাম কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। পুলিস কলেজের ফটক ভাঙ্গিয়া ছাত্রদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে কলেজের ৭জন অধ্যাপক ও কয়েকজন ছাত্রীসহ বহু আহত হয়। পুলিস কলেজ ভবনে প্রবেশ করিয়া কলেজের জিনিসপত্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। পুলিস ছাত্রীদেরও প্রহার করে বলিয়া জানা যায়।

নারায়ণগঞ্জ হাসপাতাল হইতে জানা যায় যে, ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন অধ্যাপক। হাসপাতালে ভর্তি আহতদের নাম জনাব নূরুল হক, জনাব এ রশিদ, জনাব আহসানউল্লাহ ও অধ্যাপক হেলালউদ্দিন। পুলিস ৪ জন অধ্যাপক সহ ৯ জনকে গ্রেফতার করে বলিয়াও জানা যায়।

অগ্নি সংযোগ

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বেলা প্রায় তিনটায় নারায়ণগঞ্জের একটা রেশন শপে অগ্নিসংযোগ ঘটে। উক্ত ভবনটিতে কনভেনশন মুসলিম লীগ অফিস অবস্থিত বলিয়া জানা যায়।

আদমজীনগরে অগ্নিকাণ্ড

বেলা প্রায় দুইটার সময় আদমজী চটকলের প্রধান প্রবেশ দ্বার, শিমুল পাড়া ইউসি অফিস এবং সিকিউরিটি অফিসে অগ্নিকাণ্ড ঘটে বলিয়া জানা যায়। সিদ্ধিরগঞ্জ পুলিস ষ্টেশন হইতে জানা যায় যে, তথায় পুলিস চার রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। তবে গুলীবর্ষণে কেহ আহত হইয়াছে কিনা সেই বিষয়ে তাহারা অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পুলিস জানান যে, অগ্নিকাণ্ডের কবলে সমগ্র এলাকা দাউ দাউ করিতে থাকে। অগ্নিকাণ্ডে কেহ আহত হইয়াছে কিনা এই ব্যাপারেও তাহারা অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পি আই এ

অদ্য পি আই এ'র ঢাকা-চট্টগ্রাম দুইটি ফ্লাইট এবং চট্টগ্রাম কক্সাবাজার, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা- সিলেটে একটি করিয়া ফ্লাইট ব্যতীত আভ্যন্তরীণ সকল ফ্লাইট বাতিল করা হয়। কিন্তু আন্তঃ প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস চলাচল স্বাভাবিক ছিল বলিয়া এপিপি'র খবরে বলা হয়।

সংবাদ

২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯

ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
ছাত্র-গণহত্যার তীব্র নিন্দা
সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরাইয়া লওয়ার দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১০ জন নেতা ছাত্র গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার এবং সেনাবাহিনী ও ই-পি-আর সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরাইয়া লওয়ার জোর দাবী জানাইয়াছেন।

গতকাল (শনিবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন যে, "সেনাবাহিনীকে দেশের নিরীহ জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করিয়া দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত রাখাই বাঞ্ছনীয়।" তাঁহারা সেনাবাহিনীকে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে টানিয়া না আনার দাবী জানান। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ পথে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণকে আন্দোলন আগাইয়া লইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মেসার্স তোফায়েল আহমদ, নাজিম কামরান চৌধুরী, সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, শামসুদ্দোহা, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, মোস্তফা জামাল হায়দার, দীপা দত্ত, মাহবুবুল হক দোলন ও ইব্রাহিম খলিল।

আজাদ

২৯শে জানুয়ারি ১৯৬৯

আমাকে মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে : শেখ মুজিবের জবানবন্দী : পূর্ব্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাবাইয়া রাখার জন্যই এই ষড়যন্ত্র মামলা

ঢাকা, ২৮শে জানুয়ারী। –আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নম্বর আসামী জনাব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর জনাব মুজিবর রহমান জবানবন্দীতে তাহার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। জনাব শেখ মুজিবর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠকে যোগ দান করিয়াছেন এবং তাহাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছে। জনাব মুজিবর রহমানের জবানবন্দীর পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, "স্কুল শিক্ষা গ্রহণের সময় হইতেই আমি পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। আমি প্রাক আজাদী যুগের ভারতীয় ও বঙ্গীয় মোছলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলাম এবং লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়াও আমি পাকিস্তান দাবী হাসেলের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছি।

আজাদী লাভের পর মোছলেম লীগ পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্ব্বেও নিয়মতান্ত্রিকতার পথ অনুসারী একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং এখনও উহা সেইরূপই রহিয়াছে।

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হই এবং পরে আমি জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। আমি দুইবার পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের উজির হইয়াছিলাম। উহাছাড়াও আমি গণচীনরিপাবলিকে প্রেরিত পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলাম। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠনের জন্য ইতিপূর্ব্বেই এই সময়ের মধ্যে আমাকে কয়েক বৎসর কারাভোগ করিতে হইয়াছে।

সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান সরকার আমার উপর নির্য্যাতন চালাইতে শুরু করেন। তাঁহারা ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে পূর্ব্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করেন এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখেন। আমি এইভাবে আটক থাকার সময় তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা রুজু করেন কিন্তু সকল অভিযোগ হইতে আমি সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬০ সালের জানুয়ারী নাগাদ আমি উক্ত আটক অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করি।

আমার উপর এই মর্ম্মে বিধিনিষেধ জারী করা হয় যে, ঢাকা ত্যাগ করিতে হইলে আমাকে লিখিতভাবে আমি কোন কোন স্থানে যাইতে চাই তাহার বিবরণ স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরও লিখিতভাবে সে বিষয় স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সব সময় ছায়ার মত আমার পিছনে থাকিয়াছি।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র জারী করার প্রাক্কালে আমার নেতা মরহুম এইচ, এস সোহরওয়ার্দ্দীকে গ্রেফতার করা হয়। সেই সময় আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়মাস কাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের উভয় অংশেই অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসাবে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম অঙ্গদল হিসাবে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সিদ্ধান্ত করি। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হিসেবে জনাব আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাকে মনোনয়ন দান করা হয়। আমরা তখন নির্ব্বাচনী অভিযান শুরু করি। আমার বক্তৃতাসমূহ সম্পর্কে কয়েকটি মামলা রুজু করিয়া পুনরায় আমার বিরোধিতা ও আমাকে হয়রানী করিতে শুরু করেন।

১৯৬৫ সালে ভারতের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকার সময় যে সকল রাজনৈতিক নেতা ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম এবং সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পুরাপুরিভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাইয়া আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও উহার সকল ইউনিটের নিকট সার্কুলার প্রেরণ করে।

উক্ত যুদ্ধের সময় পূর্ব্ব পাকিস্তানের গবর্ণরের ভবনে যে সর্ব্ব দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উহার পক্ষ হইতে আমি এই অংশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সহিত একটি যুক্ত বিবৃতি ইস্যু করি। উক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করিলে আমন্ত্রিত হইয়া আমি স্বয়ং এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক নেতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি পূর্ব্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনদান এবং যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধের সময়ে পূর্ব্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমার পার্টি ও আমি অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী বিধায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবতীয় আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হওয়া উচিৎ বলিয়া মনে করি।

১৯৬৬ সালের গোড়ারদিকে লাহোরে একটি সর্ব্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের উপায় হিসাবে ছয়দফা কর্ম্মসূচী পেশ করি। ছয়দফা কর্ম্মসূচীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বলা হইয়াছে।

অতঃপর আমার পার্টি পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে এবং যাহাতে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক অবস্থা দুর করা যাইতে পারে তাহার জন্য উহার (অর্থাৎ ছয় দফার) অনুকূলে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে আমরা জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই।

ইহাতে সরকারী যন্ত্র এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ আমার প্রতি 'অস্ত্রের ভাষায়' ও 'গৃহযুদ্ধের' হুমকি প্রদান করেন এবং আমার

বিরুদ্ধে ডজন খানেকেরও বেশী মামলা রুজু করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করেন। তাঁহারা প্রথমে ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে যশোরে আমাকে গ্রেফতার করেন। এ সময়ে আমি খুলনায় জনসভা অনুষ্ঠানের পর যশোর হইয়া ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলাম।

আপত্তিকর বলিয়া কথিত বক্তৃতাদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে তথায় আমাকে আটক ও গ্রেফতার করা হয়।

আমাকে ঢাকায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজীর করা হয়। আমি ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হই, কিন্তু তিনি আমার জামীন মন্‌জুর করিতে অস্বীকার করেন। তবে মাননীয় দায়রা জজ আমার জামীন মন্‌জুর করিলে ঐদিনই আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমি সন্ধ্যা ৭টার সময় স্বগৃহে আগমন করি। ঐদিনই রাত ৮টার সময় সিলেটে তথাকথিত আপত্তিকর বক্তৃতা দানের ব্যাপারে সিলেট হইতে প্রেরিত একটা গ্রেফতারী পরোয়ানা সহ পুনরায় পুলিশ আমার গৃহে উপস্থিত হয়। আমাকে তখন গ্রেফতার করা হয়। এবং ঐদিনই রাত্রিতে পুলিশ পাহারাধীনে আমাকে সিলেটে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি আমাকে জেলে পাঠান। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামীন মঞ্জুর করেন। মুক্তিদানের পর পুলিশ, মোমেনশাহীর এক জনসভার আপত্তিকর বলিয়া কথিত একটি বক্তৃতাদানের দায়ে মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে সিলেটে আমাকে গ্রেফতার করে। আমাকে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজীর করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি আমার জামীন মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন এবং আমাকে মোমেনশাহী জেলে প্রেরণ করেন। ধারাবাহিকভাবে এই সকল গ্রেফতার, হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন মোমেনশাহীর দায়রা জজ আমার জামীন মন্‌জুর করেন এবং জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করি।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ ৮ই মে তারিখে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতাদান করি এবং রাত্রিতে আমি আমার ঢাকার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। ঐদিন রাত্রি একটার সময় পুলিশ পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করে। উহার পরই পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী

এম, এ, আজিজ, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন ট্রেজারার নুরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের লেবার সেক্রেটারী জহুর আহমেদ চৌধুরী সহ অন্যান্য বহুসংখ্যক পার্টি নেতাকে যুগপৎ গ্রেফতার করা হয়। কয়েকদিন পরে এম, এন, এ ও পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী মেসার্স মিজানুর রহমান পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পাবলিসিটি সেক্রেটারী এ মোমেন, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সোসাল সেক্রেটারী ওবাইদুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, এডভোকেট ও পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালালুদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন উজির ও পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম, এন, এ আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আমিনুদ্দীন আহমেদ, পাবনার এডভোকেট আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা সারোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও অন্যতম নেতা জনাব শাহ মোয়াজ্জাম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সেক্রেটারী জনাব বজলুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সিরাজুদ্দিন আহমদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হারুন অর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর নর্থ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডী আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রশীদ মোশাররফ, সিট আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সুলতান আহমদ, গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ কর্ম্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারী জনাব এ মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ কর্ম্মী জনাব এ, রহমান সিদ্দিকী এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক কর্ম্মী ও ছাত্র এবং শ্রমিকনেতাকে পাকিস্তান ...(অস্পষ্ট) ধারা অনুসারে গ্রেফতার করা হয় ও কারাগারে আটক রাখা হয়। তাহারা আমার দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাক্তন জি,এস,ই,পি,এস,এল শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ রাখিয়াছে।

উপরোক্তগুলি ছাড়াও সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্র ইত্তেফাককে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উহার একমাত্র করণ এই যে, উক্ত পত্রিকা কখনও কখনও আমার পার্টির অভিমতকে সমর্থন করিত।

সরকার উহার প্রেসকেও বাজেয়াফত করিয়াছেন, উহার সম্পাদক ও আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদাসম্পন্ন স্বনামধন্য সাংবাদিক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফ মানিক মিয়াকে আটক করেন, তাঁহাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া কারাগারে রাখেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ফৌজদারী মামলা রুজু করেন। চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি অনুসারে কারারুদ্ধ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আমার পার্টি ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে সাধারণ ধর্ম্মঘট আহ্বান করে। সারা প্রদেশে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ ধর্ম্মঘটের সময়ে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলী চালনায় ১১ জন নিহত হয়, প্রায় ৮০০ জন কর্ম্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যান্য অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে কতিপয় মামলা রুজু করা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের গবর্ণর জনাব মোনায়েম খান কম বেশি খোলাখুলিভাবেই দলে দলে অফিসার ও অন্যান্যদের বলেন যে, যতদিন তিনি (জনাব মোনায়েম খান) বর্ত্তমান থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবর রহমানকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেরই জানা আছে।

আমাকে আটক রাখার পর হইতে আমাকে ঢাকা সেনট্রাল জেলের মধ্যে কতিপয় বিচারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এবং ঐ সময় ঢাকা সেনট্রাল জেলেই আদালতের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইত। উক্ত আটক ব্যবস্থায় প্রায় ২১ মাস পরে ১৯৬৮ সালের ১৭ই/১৮ই জানুয়ারী নাগাদ ১টার সময় আমাকে আটক অবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জেল গেট হইতে কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারী আমাকে জোরপূর্ব্বক ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লইয়া আসে এবং তথায় একটি রুদ্ধকক্ষে আমাকে আটক রাখা হয়। আমাকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। নির্জ্জনকক্ষে আটক রাখা হয় এবং আমাকে কাহারও সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় না। আমাকে এমনকি খবরের কাগজও পড়িতে দেওয়া হয় নাই। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরিয়া আমাকে কার্য্যতঃ বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই সময়ে আমার প্রতি অমানুষিক মানসিক নির্য্যাতন চালান হয় এবং আমাকে যাবতীয় সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। সেই মানসিক নির্য্যাতন সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

১৮ই জুন তারিখে অর্থাৎ বর্ত্তমান মামলা শুরু হওয়ার ঠিক একদিন পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম আমি এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং আমি তাঁহাকে অন্যতম আইনজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করি।

সংবাদ

২৯শে জানুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলা : বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য : এই মামলা কায়েমী স্বার্থের শোষণ অব্যাহত রাখার একটি ষড়যন্ত্র

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেন, যে নির্যাতন ও নিপীড়ন চলিয়া আসিতেছে, এই মামলা উহারই চরম অধ্যায়। ইহা কায়েমী স্বার্থবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য বর্ত্তমান শাসকচক্রের একটি ষড়যন্ত্রও বটে। "পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে আলাদা করার জন্য আমি কখনও কিছু করি নাই। এবং আমি কখনও সশস্ত্র বাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমান বাহিনীর কোন বা অন্য কাহারও সহিত পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই নাই। আমি নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ শুধুমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালানোর জন্য, আমার এবং আমার পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন ও অসম্মান করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবী অর্থাৎ ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে দাবাইয়া রাখার জন্য এবং সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করার জন্যই এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে আমাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হইয়াছে।

তিনি বলেন ঃ এই আদালতে আসার পূর্বে আমি কখনও লেঃ কামাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল/এস সুলতানউদ্দীন আহমেদ, কামাল উদ্দীন আহমেদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ এবং সশস্ত্র, নৌ ও বিমান বাহিনীর অন্যান্য লোককে দেখি নাই। মন্ত্রী থাকাকালে আমার অফিসিয়াল কাজের মাধ্যমে মেসার্স আহমেদ ফজলুল রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও কে, এম, শামসুর রহমান–এই তিনজন সি,এস,পি অফিসারকে আমি জানিতে পারি। ঐ সময় তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে কাজ করিতেছিলেন। তবে, আমি তাঁহাদের সহিত রাজনীতি বা কোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কখনও কোন কথা বলি নাই।

এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন ঃ আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কখনও বিশ্বাস করি না। আমি দেশের উভয় অংশের প্রতি ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম এবং ৬-দফা কর্মসূচীতে উহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেশের জন্য আমি যা ভাল মনে করি সর্বদাই তা নিয়মতান্ত্রিক সীমারেখার মধ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ করি। তৎসত্ত্বেও শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক আমাকে নির্যাতিত হইতে হয়। এই শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল আমার এবং আমার পার্টির উপর নির্যাতন চালাইয়া পাকিস্তানী জনগণকে, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের উপর তাঁহাদের শোষণ স্থায়ী করিতে চায়।

মহামান্য আদালতের সম্মুখে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, এই মামলায় প্রতিশোধ মূলকভাবে তাঁহাকে জড়িত করা হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ ১৯৬৮ সনের ৬ই জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযুক্ত হিসাবে ২৮ জনের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, উহাতে আমার নাম ছিল না। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তদন্ত প্রায় শেষ এবং মামলাটি অবিলম্বে বিচারে উঠিবে।

তিনি আরও বলেন ঃ একটি মন্ত্রী দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে একজন মন্ত্রী হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিব যে, সংশ্লিষ্ট দলিল ব্যক্তিগত ভাবে যাচাই ও তথ্য সম্পর্কে সন্তুষ্টির পর সংশ্লিষ্ট দফতরের সেক্রেটারী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যু হইতে পারে না। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যুর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন।

'আমি তাসখন্দ ঘোষণা সমর্থন করি'

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তব্যের আর এক অংশে বলেন ঃ আমি তাসখন্দ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলাম, কারণ আমার পার্টি ও আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হওয়া উচিত। কারণ, আমরা প্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি।

জবানবন্দীর প্রথম অংশে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে তাঁহার ভূমিকার, স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ গঠন, ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পার্লামেন্টে তাঁহার সদস্য ও পরে মন্ত্রী হওয়ার কথা, এ সময় গণচীন সফরকারী পাক-প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দান, নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠনের জন্য কয়েক বৎসর কারাবরণ, সামরিক শাসনের পর গ্রেফতার ও পরে মুক্তি লাভ, ১৯৬২ সনে পুনরায় গ্রেফতার, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর

আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, মিস ফাতেমা জিন্নার সপক্ষে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা, ১৯৬৫ সনে ভারতীয় হামলার নিন্দা ও প্রতিরোধের আহবান, যুদ্ধকালে গভর্ণর হাউসে সর্বদলীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ, পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ঢাকা সফরকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও দেশরক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবী জ্ঞাপন, তাসখন্দ ঘোষণা সমর্থন, সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগদান ও ৬-দফা কর্মসূচী পেশ, আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা গ্রহণ ও জনমত সৃষ্টি, ১৯৬৬ সনের এপ্রিলে যশোরে গ্রেফতার ও পরে জামিনে মুক্তি লাভ ও পুনরায় গ্রেফতার, সিলেটে প্রেরণ ও পরে জামিনে মুক্তিলাভ এবং জেলগেটে পুনরায় গ্রেফতার ও ময়মনসিংহে প্রেরণ ও পরে জামিনে মুক্তি লাভের পর ঢাকা আগমন, ৮ই মে দিবাগত রাত্রে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় গ্রেফতার ও তৎপরবর্তীকালে বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার, ৭ই জুনের হরতাল, কারাগারে বিভিন্ন মামলার শুনানী, কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর ও মানসিক নির্যাতনের শিকার এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর পূর্বে কৌঁসুলি জনাব আবদুল সালাম খানের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা বিবৃত করেন।

Dawn

30th January 1969

Sheikh Mujib, Muazzam plead not guilty statements before court in Agartala Conspiracy Case

DACCA, Jan 29: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League leader and principal accused in the Agartala conspiracy case, yesterday before the Special Tribunal denied the prosecution allegation that he had conspired with his co-accused in the case to bring about East Pakistan secession by an armed revolt with Indian arms and money.

Sheikh Mujibur Rahman pleaded not guilty to the prosecution charge of conspiracy and said he was absolutely innocent and knew nothing about the alleged conspiracy.

The Awami League leader, who along with 34 others is facing the charge of conspiracy to bring about East Pakistan's secession, made a statement at the close of the prosecution evidence as provided under the Criminal Procedure code. Lt-Commander Muazzam Husain also similarly denied the allegation of conspiracy to deprive Pakistan of its sovereignty over its Eastern Wing.

Reading out from a prepared statement Sheikh Mujibur Rahman said: "I have never done anything to separate East Pakistan from Pakistan and I never entered into any conspiracy either with the Army, Navy or Air Force personnel or with anybody else to separate East Pakistan from Pakistan."

CONSPIRACY

He said the present (conspiracy) case is nothing but the culmination of a process of oppression and suppression and the result of a conspiracy hatched out by the present ruling clique to carry on the exploitation by vested interests. Sheikh sahib said he had been falsely implicated in the case out of vengeance. He said his Awami League party was a constitutional political party and he never believed in unconstitutional politics. He said his party's six-point programme, which stipulated regional autonomy for provinces, including East Pakistan, also sought justice to both the Wings of the country.

He said: "I have been made to suffer by the ruling clique and vested interests who want to perpetuate their exploitation of the Pakistani masses, particularly East Pakistan's, by suppressing me and my party."

Sheikh Mujibur Rahman said, "I have been falsely implicated in this so-called conspiracy case only to torture me, disgrace and de-game me and my party and to suppress the legitimate demands of East Pakistan, that is, regional autonomy on the basis of the 6-point programme, and to forestall East Pakistan's legitimate demand of parity in all respects, especially in economic and political spheres and in the services."

ARRESTED

The Awami League leader said he had never seen Lt-Comm. Muazzam Husain and other Army, Navy and Air Force people accused in the case. He said he, however knew three CSP officers–Shamsur Rahman, Ahmed Fazlur Rahman and Ruhul Quddus–in course of his official work as a Provincial Minister. But, he said, he had never talked to them about politics or of any conspiracy.

Sheikh Mujibur Rahman said the present regime had put him in jail on many occasions and had brought several cases against him, in many of which he was acquitted. He said that in May, 1966 he was arrested and was under detention till January last year when one night he was released from detention from the jail. He said

immediately after his release from jail some military personnel forcibly brought him from the jail gate to the Dacca cantonment, where he was detained in close rooms. "I was segregated and kept in solitary confinement and was not allowed to see anybody else. I was not even allowed to read even the newspapers. In fact I was completely cut off from the rest of the world for five long months." He said that during that period he was subjected to inhuman mental torture and was denied all amenities.

MONEY NOT PAID

Replying to court questions Sheikh Mujibur Rahman said that he had not attended any meeting of conspiracy anywhere as had been alleged by the prosecution. He also denied that there was any meeting of any conspiracy in his house or in the house of his partyman Tajuddin.

The Awami League leader in his reply to questions denied that he had helped any conspiracy financially, or he had paid money to any one of the alleged conspirators.

Replying to a question if he had conspired with his co-accused to wage war against Pakistan to deprive it of its sovereignty over East Pakistan with Indian arms and money Sheikh Mujibur Rahman said: "This is absolutely false."

Sheikh Mujibur Rahman said, since his school days he had ceaselessly worked for the achievement of Pakistan and was a very active member of the Muslim League before independence.

He said, in post-independence days they had organised the Awami League under the leadership of Mr. H.S. Suhrawardy and his party was always a constitutional democratic organisation.

He said twice he had been a Provincial Minister, besides being a member of the National Parliament and the Provincial Assembly.

CRIMINAL CASES

Sheikh Mujibur Rahman said, following Martial Law the present regime had started oppressing him. He said he was arrested on Oct 12, 1958 under the Safety Ordinance and detained without trial for about a-year-and-a-half. During his detention, he said, half a dozen criminal cases were started against him, but he was acquitted in all those cases. He said he was released from detention in December 1959, or January 1960. He said after his release from detention different restrictions were imposed on him and he was required to report his movements to the Special Branch and that he was always shadowed by the Intelligence Police.

The Awami League leader said that with the arrest of his leader, Mr. Suhrawardy, in 1962 on the eve of the promulgation of the 1962 constitution, he was also jailed under the Safety Ordinance and detained without trial for about six months.

PRESIDENTIAL ELECTION

Sheikh Mujibur Rahman said, the Awami League party on its revival in January 1964 after the death of Mr. Suhrawardy, decided to fight Presidential election as a component of the combined Opposition party, and the party supported Miss Fatima Jinnah against President Ayub Khan and started its election campaign. "The regime again started oppressing and harassing me by starting a number of cases on my speeches," he said.

The Awami League leader said he was one of the political leaders who during 1965 war with India had condemned Indian aggression and had asked his party and people to support the Government's war efforts.

He said, during the war he, along with other political leaders of East Wing, had issued a joint statement and condemned the Indian aggression and asked the people to work unitedly and help the country's war efforts. He said after the war when President Ayub visited East Pakistan, he and all other political leaders had met him on invitation, when he had appealed to the President to give regional autonomy to East Pakistan and to make it self-sufficient in defence in the light of the experience during the war.

Sheikh Mujibur Rahman said that he also supported the Tashkent Declaration as he and his party believed that all international disputes should be settled by peaceful means, as they believed in world peace for progress.

SIX-POINT PROGRAMME

Sheikh Mujibur Rahman said in early 1966 he had placed his 6-point programme before a committee of the All Party National Convention in Lahore as a programme for the constitutional solution of East Pakistan's problems vis-a-vis those of West Pakistan.

He said the 6-point programme stipulated full regional autonomy, both for East and West Pakistan. Then his party, the Awami League, accepted the 6-point programme and they started holding public meetings to mobilise public opinion in its favour, so that economic and other disparities existing between the two Wings might be removed.

He said at this the Government machinery and the Government party leaders, including the President, threatened him with "language of weapon" and "civil war" and started harassing by instituting more than a dozen cases against him. He said in May 1966 he and many of his party men were arrested. This, he said, was followed by a general strike on June 7, 1966, to protest against the Government action. He said during the protest 11 persons were killed in Police firing in Dacca and Narayanganj and about 800 party workers were arrested and a number of cases were started against countless others.

Sheikh Mujibur Rahman said Governor Monem Khan had even told more or less openly to groups of officers and other that so long as he was in office Sheikh Mujibur Rahman would have to be in jail. This was very widely known, he said.

MUAZZAM DENIES CHARGE

Accused Lt. Commander Muazzam Husain also denied that he had conspired with his co-accused to deprive Pakistan of its sovereignty over East Pakistan with Indian help.

He replied mostly in the negative to questions put to him by the court in one of his replies, he said that the allegation of his attending 23 different meetings of conspiracy was false. He also denied his alleged meetings with the Indian High Commission official P.N. Ojha for arms supply, and his acceptance of money from him. He said he had never met Sheikh Mujibur Rahman in his life before coming to the court. The court rose for the day yesterday 40 minutes ahead of schedule in view of the curfew in the city.

Accused Lt-Comm. Muazzam Husain will read out his written statement when the court resumes hearing today (Wednesday).–APP

দৈনিক পূর্বদেশ

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রথম দফা বিজয়

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সাম্প্রতিককালের দুর্বার আন্দোলন এবং এখানকার প্রচন্ড গণবিস্ফোরণের ধারা এখনো স্তিমিত না হলেও এরই মধ্যে এই আন্দোলন দ্বারা দেশবাসী কতটুকু লাভবান হয়েছে তার কিছুটা মূল্যায়ন প্রয়োজন। আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য নির্বিচারে গুলীবর্ষণ, গণহত্যা এবং বর্তমানে প্রদেশব্যাপী এলোপাথারী গ্রেফতারী অভিযান পরিচালনা করা হলেও দূর-দূরান্তবর্তী অঞ্চল থেকেও রাজধানীতে যে সমস্ত সংবাদ এসে পৌঁছাচ্ছে তাতে স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় দাবীর প্রশ্নে মানুষ অটল আপোষহীন।

Pakistan Observer

3rd February 1969

Murshed demands release of Mujib, Bhutto, Wali Khan

SAHIWAL, Feb. 2:–Mr. Justice Mahboob Murshed Former Chief Justice of East Pakistan High Court, has demanded the immediate release of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, Shaikh Mujibur Rahman Khan Abdul Wali Khan and other political and students leaders besides creation of an atmosphere of peace and fraternity by the Government for the long overdue round-table conference with the Opposition leader ship, reports PPI.

He was addressing a meeting of the local bar association here yesterday.

In his address at Okara and later at Sahiwal, he stresset, this point many times and demanded that in the proposed dialogue with the Opposition there should neither be a whittling down of the demands nor any secret negotiations with individuals.

Whatever was to be argued must be argued in the open and before the whole nation, he added.

The former Chief Justice of the East Pakistan High Court called upon the Government not to see refuge behind any subterfuge.

The Government, he said, should accept without delay.

Opposition demands which were righteous in nature and few in number. If there was to be any argument it should be merely on the methods of implementation of these demands, he added.

Dispelling the years of separation of the two wings of the country, Mr. Justice Murshed said Islam constituted indissoluble link between the two wings and the question of their separation did not at all arise. East and West Pakistan were united under the banner of faith which formed the foundation of nationhood, he declared.

Morning News

3rd February 1969

Nasrullah meets Mujib for 2 hrs.

(By Our Staff Reporter)

NAWABZADA NASRULLAH KHAN, CONVENER OF THE DEMOCRATIC ACTION COMMITTEE, HAD A TWO-HOUR MEETING WITH AWAMI LEAGUE LEADER, SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, AND DISCUSSED WITH HIM THE POLITICAL SITUATION IN THE COUNTRY IN THE LIGHT OF PRESIDENT AYUB'S OFFER FOR A DIALOGUE ON CONSTITUTIONAL ISSUES WITH THE OPPOSITION.

After the meeting which was held in Dacca Cantonment where Sheikh Mujibur Rahman is under military custody he told newsmen, "I am satisfied with my talks Mujibur Rahman."

Nawabzada Nasrullah Khan was accompanied by pro-PDM Pakistan Awami League General Secretary Mr. Zaheeruddin and three top Six-point East Pakistan Awami League leaders, Mr Nazrul Islam, Acting President, Khondokar Mushtaq Ahmed, Vice-President and Mollah Jalal Uddin at the meeting.

The Nawabzada said that he would again meet Sheikh Mujibur Rahman "within a day or two" and further discuss the situation. In reply to the question as what was the reaction of Sheikh Mujibur Rahman to President Ayub's offer of dialogue with Opposition on national issues Nawabzada said, "I had general discussion on the political situation in the country". He however, said the East Pakistan Awami League (Six-point Group) will put forward the views of the party in the Central DAC meeting scheduled to be held in Dacca on February 9.

The DAC Convener who was to meet Mr. Mozaffar Ahmed, President East Pakistan National Awami Party (Requisitionist Group) now under detention in the Dacca Central Jail, yesterday is still awaiting the reply of the Home Department, He said, "I hope I shall be able to meet Mozaffar Ahmed tomorrow (Saturday", but that depends on what the East Pakistan Home Department decides. He said, "I had already submitted a written request to the Home Secretary".

Nawabzada Nasrullah Khan, who is currently holding series of "consultation meeting" with East Pakistan leaders belonging to the newly formed Democratic Action Committee after receiving letter from the President to nominate the list of representatives for the proposed round table conference on constitutional issues is also expected to meet President Ayub in Dacca.

Responding to a question as to whether he would meet President Ayub in Dacca, he said, "It would be decided by the Central DAC".

In reply to the question whether he would contact leaders outside the DAC, he said, "This will also be decided by the National Executive of DAC". He however added "I would like to meet Moulana Bhashani and discuss with him the political situation". He said they were trying to contact the Moulana and hoped that "tonight or tomorrow" they would be able to contact him.

Moulana Bhashani is scheduled to leave Dacca for Khulna to attend the Council meeting of the East Pakistan National Awami Party at mid-day today.

Meanwhile the Opposition leaders continued their discussion on the issue of participation in the proposed round table conference on constitutional issues.

আজাদ

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ভাসনী মুজিব ভুট্টো ছাড়া আলোচনা হইলে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের মুখোশ উন্মোচিত হইবে

(আজাদের পিণ্ডি অফিস হইতে)

২রা ফেব্রুয়ারী। –মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব এবং ভুট্টো ছাড়াই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিলে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের মূখোশ উন্মোচিত হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সরকারের আমলে যাহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হইয়াছেন কেবলমাত্র তাহারা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের কোন মহলই প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাবে অনুকূল সাড়া দেন নাই।

ট্যাক্সী ড্রাইভার হইতে শুরু করিয়া রাজনীতিবিদ পর্য্যন্ত গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রেষ্টুরেন্ট ও বিভিন্ন দোকানে সাধারণ মানুষ প্রেসিডেন্টের মাস পহেলা বেতার ভাষণ শ্রবণ করিয়া গৃহাভিমুখে গমনের সময় তাহাদিগকে বিরূপ মন্তব্য করিতে শোনা যায়। প্রত্যেকেই মাস পহেলা বেতার ভাষণে অন্ততঃ কোন নাটকীয় ঘোষণা আশা করিয়া ছিল, যাহা দেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবে।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে 'দ্ব্যর্থবোধক' বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, ইহা চোখে ধুলা দেওয়ার সামিল।

আসগর খান

এয়ার মার্শাল আসগর খান কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতে খুব বিব্রত বোধ করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে বেশ সন্দেহ পোষণ করিতেছেন। এমন কি তিনি এই মর্ম্মে আশঙ্কা পোষণ করিতেছেন যে, উক্ত প্রস্তাব সমস্ত আন্দোলনকে ব্যাহত করিতে পারে।

ডাকে উভয় সঙ্কট

ডাক প্রকৃতপক্ষে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' দশার সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যতটুকু অসুবিধাজনক, ততোধিক অসুবিধাজনক হইতেছে ইহা প্রত্যাখ্যান করা।

তাহাদের ভয়, যদি আন্দোলন একবার বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না, তাহারা এই আন্দোলনের হোতা নন। তাহাদের ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতা এবং সম্মিলিত দুর্ব্বলতার দরুন তাহারা এই মর্ম্মে শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাহারা লোভের শিকারে পরিণত হইতে পারেন অর্থাৎ গোল টেবিল বৈঠকে সরকারের পক্ষ হইতে যাহা ব্যক্ত করা হইবে, তাহারা ইহার ফাঁকে পড়িয়া যাইতে পারেন।

ডাকের যাহারা ঝানু রাজনীতিবিদ তাহারা চোরাবালির ফাঁদের আভাস পাইয়াছেন। তাহারা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোথায় তাহাদিগকে ফাঁদে আবদ্ধ করা হইবে। তাই তাহারা বারবার বলিতেছেন যে, প্রেসিডেন্ট যদি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত হন, তাহা ইইলে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলে তাহাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশের জনগণ এই ধরনের কোন প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে না। কেননা, এই ধরনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হইলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবই পুনরায় ক্ষমতাসীন হইবেন। ডাকের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ রহিয়াছে যে, ডাক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে জলাঞ্জলি দিয়াছে।

মাস পহেলা বেতার ভাষণের মধ্য দিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সুস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের জন্য যদি একটি পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী দাবী করার ইচ্ছা না থাকিত, তাহা হইলে মাস পহেলা বেতার ভাষণে তিনি আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার কথা ঘোষণা করিতেন।

তাহা হইলে সকলের পছন্দমত রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইত।

ডাক যদি আলোচনা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মূল দাবীগুলি পূরণ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের কোন লাভ হইবে না। তদুপরি, তাহারা যদি মওলানা ভাসানী, ভুট্টো এবং শেখ মুজিবকে ছাড়াই আলোচনা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাদের মুখোশ আরও উন্মোচিত হইয়া পড়িবে।

আতাউল্লা খান মোঙ্গল

এপিপি পরিবেশিত এক খবরে জানা যায় যে, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য সরদার আতাউল্লা খান মোঙ্গল জনগণের মৌলিক দাবীসমূহের ভিত্তিতে

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য বিরোধী দলীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

ইস্পাহানী

সাবেক নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সদস্য জনাব এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী জনগণের গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য সরকার ও বিরোধীদলগুলির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রস্তাবিত বৈঠক অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব শর্ত্ত হিসাবে তিনি সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দানের কথা উল্লেখ করেন।

মীর লায়েক আলী

হায়দরাবাদের সাবেক উজিরে আলা মীর লায়েক আলী এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা দফতরের সাবেক উপদেষ্টা বলেন, কোন ব্যক্তি অথবা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবর্গের সহিত যে কোন রকম সমঝোতা জনগণের মৌলিক দাবীসমূহ মিটাইতে সক্ষম হইবে না।

মেজর জেঃ জিলানী

মেজর জেনারেল এম, জি, জিলানী দেশের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ জানাইবার আহ্বান জানান।

জমিয়াতুল উলেমা

পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়াতুল উলেমা প্রস্তাবিত বৈঠকে ইহার যোগদান সম্পর্কে দুইটি শর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন। শর্ত্ত দুইটি হইতেছে, সকল অনৈসলামিক আইন বাতিল ও ওয়াকফ বিভাগ বিলোপ।

চৌধুরী নাজির আহম্মদ

সাবেক এটর্নী জেনারেল চৌধুরী নাজির আহম্মদ প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবকে শুধু নৈরাশ্যজনকই নয় দুর্ভাগ্যজনক বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

করাচীর ছাত্র নেতৃবর্গ

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়, করাচীর তিনজন ছাত্র নেতা বলেন যে, সকল ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি ও ছাত্র সমাজের মতামত প্রকাশের অধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

বেলুচ ছাত্র সংস্থার অস্থায়ী চেয়ারম্যান মুনীর আহম্মদ বালুচ, করাচী ছাত্র সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মীর গওহর খান এবং সিন্ধী ছাত্র

ফেডারেশনের কনভেনর প্রেম আগাস্থা তাহাদের উক্ত বিবৃতিতে বর্ত্তমান গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে সরকারের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির প্রতি আহ্বান জানান।

আজাদ

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব ব্যতীত আওয়ামী লীগ আলোচনায় যোগ দিবেনা

ঢাকা, ৬ই ফেব্রুয়ারী। –৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ পার্টি প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতি ব্যতীত প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবে না। আজ রাত্রিতে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, এম, এন, এ ইহা জানান।

তিনি বলেন যে, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নিকট তাহারা তাহাদের দলের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা আলোচনার সুষ্ঠু আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সকল রাজবন্দীর মুক্তি, আদালত ও ট্রাইবুনালের সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করিয়াছেন। –এপিপি

Pakistan Observer

7th February 1969

Six-pointers firm : No talks without Sk. Mujib

The six-point Awami League will not participate in the proposed constitutional talks without the presence of the party chief Sheikh Mujibur Rahman at the conference table, reports APP.

This was stated in Dacca Thursday night by the Acting General Secretary of the Awami League Mr. Mizanur Rahman Chowdhury MNA.

Mr. Chowdhury alongwith three other members of his party, one of the eight components of the DAC met Nawabzada Nasrullah Khan Wednesday to discuss the President's offer for the round table conference with the Opposition leaders, said that Awami League would not agree to accept the President's move without the presence of Sheikh Mujibur Rahman.

He said that they placed their view points before Nawabzada and told him about their demands for the release of political prisoners, withdrawal of political cases pending before courts and tribunal and lifting of state of emergency as the steps for creating proper atmosphere for the talks.

Pakistan Observer

7th February 1969

Nasrullah will seek interview with Mujib

Nawabzada Nasrullah Khan convenor of the Democratic Action Committee, who has concluded his round of talks with East Pakistan D.A.C. leaders, will try to meet on Friday Skeikh Mujibur Rahman and Prof. Muzaffar Ahmed, now under detention, reports APP.

Nawabzada Nasrullah who arrived in Dacca on Wednesday evening from Lahore, for talks with East Pakistan D.A.C. and other opposition leaders on Presidents move for a round table conference on Constitutional issues told newsmen that he had completed his talks with the leaders of eight components of the Democratic Action Committee.

He said that his consultation with the leaders centred on President Ayub Khan's letter requesting him to nominate the list of participants to the proposed conference.

Tomorrow, he said he would seek an interview with Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman principal accused in the Agartala conspiracy case now under military custody in the Cantonment and Professor Muzaffar Ahmed, President of NAP (Requisionists) East Pakistan now under detention in Dacca Central Jail.

The D.A.C. convenor also told pressmen that he might meet the President after the meeting of the National Executive of the D.A.C. due to meet in Dacca on February 15 and 16. He however, hinted at the possibility of advancing the date of the meeting of the D.A.C. Executive.

Dawn

7th February 1969

Nasrullah ends talks with DAC leaders : May meet Mujib and Muzaffar today

DACCA. Feb 6: Nawabzada Nasrullah Khan, Convenor of the Democratic Action Committee, who has concluded his round of talks with the East Pakistan D.A.C. leaders, will try to meet tomorrow Sheikh Mujibur Rahman and Prof Muzaffar Ahmad, now under detention.

Nawabzada Nasrullah, who arrived here last evening from Lahor for talks with the East Pakistan D.A.C. and other Opposition leaders, on the President's move for a round table conference on constitutional issues, told newsmen that he had completed his talks with the leaders of the eight components of DAC.

He said that his consultation with the leaders centred on President Ayub Khan's letter requesting him to nominate the list of participants to the proposed conference.

Tomorrow, he said, he would seek an interview with Awame League chief Sheikh Mujibur Rahman, Principal accused in the Agartala Conspiracy Case now under military custody in the Cantonment and Prof Muzaffar Ahmad, President of NAP (Requisitionists), East Pakistan, now under detention in the Dacca Central jail.

The D.A.C. convener also told Pressmen that he might meet the President after the meeting of the national executive of the D.A.C. due to meet here on Feb 15 and 16. He, however, hinted at the Possibility of advancing the date of the meeting of the D.A.C Executive.

EMERGENCY MEETING

Meanwhile, the East Pakistan Awami League Working Committee is holding its emergency meeting here on Feb 9 to discuss the present political situation and decide about the stand of the party in the light of the present development of the political situation.

Announcing this, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, Acting General Secretary of the Party, requested all the members of the party and its MNAS and MPAs to attend the meeting.

In a press release issued this evening by the East Pakistan Awami League all the units have been requested to observe "Six-Point".

Dawn

7th February 1969

6-Point AL not to join talks in 'Pindi without Mujib

DACCA, Feb 6: The six-Point Awami League will not participate in the proposed constitutional talks without the presence of the party chief Sheikh Mujibur Rahman at the conference table.

This was stated here to night by the Acting General Secretary of the Awami League, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, MNA, to APP.

Mr. Chowdhury who, along with three other members of his party–one of the eight components of the DAC–met Nawabzada Nasurllah Khan today to discuss the President's offer for the round table conference with the opposition leader, said, that the Awami League would not agree to accept the President's move without the presence of Sheikh Mujibur Rahman. –APP.

Morning News

7th February 1969

Nasrullah to meet Mujib, Mozaffar today

(By Our Staff Reporter)

Nawabzada Nasrullah Khan, Convener, the Democratic Action Committee, will today meet Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman and President of the Requisitionist East Pakistan NAP Mr. Mozaffar Ahmed, and discuss President Ayub's offer of dialogue with them. The two leaders are under detention.

Meanwhile Nawabzada Nasrullah Khan who airdashed to Dacca on Wednesday to hold consultation with East Pakistan DAC leaders on President's offer for a round table conference on constitutional issues told newsmen that he had already completed talks with East Pakistani leaders of eight components of the Democratic Action Committee.

Responding to a question Nawabzada Nasrullah Khan who is also chief of the Pakistan Democratic Movement, said his talks with leaders centred round President Ayub's letter requesting him to nominate the list of participants to the proposed conference.

The proposed round table conference between President Ayub and Opposition leaders is scheduled to be held in Rawalpindi on February 17. The Central DAC which will finally decide about the participation in the conference is scheduled to be held in Dacca on February 15 and 16 but DAC sources indicated...

Nawabzada Nasrullah Khan told a questioner that he would seek interview with Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Mozaffar Ahmed. Sheikh Mujibur Rahman, an accused in the Agartala Conspiracy case, is now under military custody in the Dacca Cantonment. Mr. Mozaffar Ahmed Arrested recently under DPR is now in the Dacca Central Jail.

Nawabzada Nasrullah Khan said that after completing talks with Opposition leaders he might meet the President. But he said he will meet President Ayub after the meeting of the National Executive of the DAC.

APP adds:

Meanwhile, the East Pakistan Awami League Working Committee is holding its emergency meeting here on February 9 to discuss present political situation and decide about the stand of the party under the light of the present development of the political situation.

Announcing this, Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, Acting General Secretary of the Party, requested all the members of the party and its M.N.As. and MPAs to attend the meeting.

A Press release issued last evening by the East Pakistan Awami League, all the units have been requested to observe "Six-point Day" on February 11.

সংবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব ও মোজাফফরের সঙ্গে আজ নসরুল্লাহ্ খানের সাক্ষাতের সম্ভাবনা

ঢাকা, ৮ই ফেব্রুয়ারী (পিপিআই)। –কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ রাতে বলেন যে, প্রাদেশিক 'ডাক' নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি আলোচনা প্রায় শেষ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টের গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় 'ডাকে'র বৈঠক নির্ধারিত তারিখের পূর্বে অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে আগামীকাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। তিনি বলেন যে, আগামীকাল তিনি কারাগারে আটক অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সামরিক হেফাজতে আটক শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিবেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ রাতে হোটেল শাহবাগে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন।

নওয়াবজাদা বলেন যে, প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের বিষয়ে কেন্দ্রীয় 'ডাক' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় 'ডাকের' বৈঠকের শেষে তিনি প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। 'ডাক' প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকাল রাতে এখানে আগমনের পর আওয়ামী লীগ (উভয় গ্রুপ) ন্যাপ, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামী, পি ডি এম, এন, ডি, এফ-এর প্রতিনিধিদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন।

আজাদ

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

কুর্মীটোলা সেনানিবাসে শেখ মুজিবের সহিত নসরুল্লাহ খানের আলোচনা

ঢাকা, ৭ই ফেব্রুয়ারী।–গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী। তিনি ক্যান্টনমেন্টে সামরিক তত্ত্বধানে রহিয়াছেন। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আলোচনার পর সাংবাদিকদের জানান যে, আলোচনা "সন্তোসজনক" হইয়াছে। আগামী দুই একদিনের মধ্যে তিনি পুনরায় শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিবেন বলিয়া জানান। তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা করেন।

নওয়াবজাদা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দানের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পত্র লাভের পর গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা আগমন করেন। এখানে আগমনের পর হইতেই তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত ঢাকায় সাক্ষাৎ করিবেন কিনা জানিতে চাওয়া হইলে নওয়াবজাদা বলেন যে, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় কেন্দ্রীয় "ডাকের" বৈঠকে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। ৯ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল 'ডাক' নেতাই বৈঠকে যোগদানের জন্য এখানে আসিয়া পৌছিবেন।

মাওলানা ভাসানীর ন্যায় 'ডাকের' বাহিরে অবস্থান করা নেতাদের সহিত তিনি যোগাযোগ করিবেন কিনা এই মর্ম্মে এক প্রশ্ন করা হইলে নওয়াবজাদা জানান যে, মওলানা ভাসানীর সহিত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা করিতে তিনি আগ্রহী। তিনি তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন এবং আজ অথবা আগামীকালের মধ্যেই মওলানার সহিত তাহার যোগাযোগ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ রাতে এখানে ঘোষণা করেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মিঞা মোমতাজ দওলাতানা, সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ, মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী ও মিঞা তোফায়েল মাহমুদ ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ডাকের বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়া তাহাকে জানাইয়াছেন।

অধ্যাপক মোজাফফরের সহিত দেখা করিবেন

"ডাক" নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আগামী দুই একদিনের মধ্যেই রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক মোজাফফরকে গ্রেফতার করা হয়। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বলেন : মুজিবের সহিত আলোচনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি : ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

'ডাক'-এর আহবায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন।

আলোচনার সময় ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোল্লা জালালুদ্দিন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদও উপস্থিত ছিলেন। পি ডি এম-পন্থী আওয়ামী লীগের জনাব জহিরুদ্দিনকে সঙ্গে লইয়া নওয়াবজাদা শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের নিকট নওয়াবজাদা বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আলোচনায় তিনি 'সন্তুষ্ট' হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ২/১ দিনের মধ্যে তিনি শেখ সাহেবের সহিত আবার দেখা করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে আমন্ত্রণ লাভের পর গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা আগমন করিয়া 'ডাকে'র আহ্বায়ক প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে বিরোধী দলীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যাইতেছেন।

নওয়াবজাদা ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা এই মর্মে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের জবাবে 'ডাক'-আহ্বায়ক বলেন যে, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী আহূত 'ডাক' কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিবের সহিত নসরুল্লাহর সাক্ষাৎকার

ঢাকা, ৭ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আজ দুইঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন।

সামরিক হেফাজতে আটক শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে নওয়াবজাদার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন যে, শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যে তিনি পুনরায় শেখ মুজিব ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রেসিডেন্টের গোল টেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ লাভের পর নওয়াবজাদা গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা আগমন করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণের ব্যাপারে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন।

নওয়াবজাদা ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করিবেন কিনা এই মর্মে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, এ সম্পর্কে আগামী রবিবার কেন্দ্রীয় 'ডাক' কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

তিনি বলেন যে, 'ডাক' নেতৃবৃন্দ ৯ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঢাকা পৌঁছিবেন।

সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ কর্তৃক গোলটেবিলের আগে পূর্বশর্ত পূরণের আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'হাজীগঞ্জ হত্যার' প্রতিবাদে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্জন হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ সভায় শহীদের রক্তলেখা ১১ দফা বাস্তবায়ন সাপেক্ষে ঐক্যবদ্ধ দুর্জয় গণ-আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

সভায় সম্ভাব্য গোলটেবিল বৈঠকের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে পূর্বশর্ত স্বরূপ কতিপয় দাবী পেশ এবং উহা বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত বিরোধীদলসমূহের প্রতি কোনরূপ আলোচনা বৈঠকে মিলিত হওয়া হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়। এই পূর্ব শর্তসমূহ হইল অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার, ছাত্র শ্রমিক কৃষক সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, রাজবন্দী বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলা সহ সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক মামলার প্রদত্ত দণ্ড মওকুফ, গ্রেফতারী পারোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। উপরোক্ত পূর্বশর্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোচনা সভার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিলেই কেবল বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈঠকে মিলিত হইয়া বিভিন্ন গণদাবী দাওয়ার প্রশ্নে আলোচনা করিতে পারেন।

সভায় এই মর্মে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে, বিগত দশকে জনসাধারণের দুর্গতি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায়কল্পে ছাত্রজনতা বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করিয়াছে। ছাত্র-জনতার দুর্জয় আন্দোলনের ফলেই গণবিরোধী সরকার আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব দিয়াছেন। সুতরাং ছাত্র-জনতার মূল দাবী-দাওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণমুক্ত করার দাবী কোনরকম চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া বানচাল

করিলে দেশের যুব-সমাজ বিরোধীদল এবং জননেতাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিবে বলিয়া সভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ। বক্তৃতা করেন সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী, জনাব সামসুদ্দোহা, জনাব মাহবুবউল্লাহ ও জনাব ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তাগণ হাজিগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানের ছাত্র গণহত্যা এবং দমননীতির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, বুলেট-বেয়নেট-ব্যাটন গণআন্দোলন প্রতিহত করার উপায় নয়, গণদাবীর বাস্তবায়নই গণআন্দোলন প্রশমিত করার একমাত্র পথ। তাহারা সম্ভাব্য গোলটেবিল বৈঠকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গণবিরোধী সরকার ঠেলায় পড়িয়া একদিকে গোলটেবিলের টোপ ফেলিয়াছেন অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক গুলী, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, ধরপাকড় প্রভৃতি অব্যাহত গতিতে চালাইয়া যাইতেছেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আরেক কথায় বর্তমান ক্ষমতাসীন মহলের সত্যিকার চেহারাটি বিস্মৃত না হওয়ার আহ্বান জানান। তাহারা বলেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্বলতায় যদি জনসাধারণের বঞ্চনা থাকিয়াই যায় তাহা হইলে যুবসমাজ তাহা বরদাশত করিবে না।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ১১ দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তাঁহারা বলেন যে, ১১ দফা ইতিমধ্যে প্রদেশবাসীর অন্তরে আশার আলো প্রজ্বলিত করিয়াছে। তাহাদের এই আলো নির্বাপিত হইতে দেওয়া চলিবে না। ১১-দফার জন্য ছাত্র সমাজ যে কোন ত্যাগ ও নির্যাতন বরণ করিতে প্রস্তুত।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতি ক্ষমতাসীন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, আসাদুজ্জামানের আত্মবলিদানের পর প্রদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, গুলীতে প্রাণ দিয়াছে, লাঠ্যাঘাতে মস্তক ফাটিয়াছে, কাঁদুনে গ্যাসে ও বেয়োনেটের খোঁচায় অসংখ্য আহত হইয়াছে কিন্তু দমিত হয় নাই। আন্দোলন দুর্বার হইয়াছে। সরকারী নির্যাতন নীতি অব্যাহত থাকিলে আন্দোলন আরও প্রচণ্ড শক্তি ও গতিশীল হইবে বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করেন।

ছাত্র-নেতৃবৃন্দ আপামর জনসাধারণের প্রতি ত্যাগের অধিকতর মনোবল লইয়া আন্দোলনে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান। এবং বলেন যে, অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের চাইতে বুলেটের আঘাতে বীরের মৃত্যুবরণ অধিকতর শ্রেয়।

আজাদ

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত আওয়ামী লীগ নেতাদের সাক্ষাৎকার

ঢাকা, ৯ই ফেবরুয়ারী। –পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও মোল্লা জালালুদ্দীন আজ পার্টি প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা শেখ সাহেবের সহিত দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আলোচনা করেন। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে মুজিবকে মুক্তি না দিলে আওয়ামী লীগ বৈঠকে যোগ দেবে না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবরকে মুক্তি না দিলে ৬-দফা পন্থী আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে যোগ দেবে না। গতকাল রোববার ৬ দফা পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দলের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছাড়াও এম এম এ এবং এম পি এ গণ যোগদান করেন।

এই সভায় প্রস্তাবিত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পিণ্ডিতে রাজনৈতিক আলোচনা বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আলোচনা বৈঠকে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে আগরতলা মামলা তুলে নিয়ে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান, সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ও সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এছাড়া জরুরী অবস্থাও দেশ হতে তুলে নিতে হবে।

আওয়ামী লীগ মহল হতে জানা যায় যে, সভায় সদস্যগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করে যদি শুধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে আওয়ামী লীগ বৈঠকে যোগদানে রাজী হবে না।

তারা মনে করেন যে মামলায় অভিযুক্ত থেকে বন্দী অবস্থায় খোলামন নিয়ে এধরনের আলোচনা বৈঠকে কেউ যোগ দিতে পারে না। একজন মুক্ত ও একজন বন্দীর মধ্যে খোলাখুলি কোন আলোচনাও হতে পারে না। তা ছাড়া এই শর্তগুলো পূরণ করার জন্য সংবিধানের রদবদলের কোন দরকার নেই। প্রশাসনিক নির্দেশ বলেই এইসব দাবী পূরণ করা যেতে পারে।

এই সভায় সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণে নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যও সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সংগ্রামী ছাত্র-জনতাকে অভিনন্দন জানান হয়। কার্যনির্বাহক কমিটির এই বৈঠক মুলতবী রাখা হয়েছে।

শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা

গতকাল সৈয়দ নজরুল ইসলাম খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ শেখ মুজিবর রহমানের সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। তারা নওয়াবজাদা নসরুল্লার সাথেও এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, গতকাল শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে ইত্তেফাক মুদ্রণালয় নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াফত করণ আদেশ প্রত্যাহার করায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইত্তেফাক প্রকাশের অনুমতি দান ছাত্র-শ্রমিক ও জনগণের এক কথায় দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনেরই জয় সূচিত হয়েছে।

ইত্তেফাক সম্পাদক তার পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের যে সেবা করেছেন তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানান হয় এবং প্রেস বাজেয়াফত করার দরুন তার যে লোকসান হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানান হয়।

সভায়, ইত্তেফাক ঢাকা টাইমস ও পূর্বাণীতে নিযুক্ত পেশাদার সাংবাদিকদের এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের কর্মচারীদের পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকাকালীন পুরো বেতন দানের জন্যও সরকারের নিকট দাবী জানান হয়।

আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণ হরতাল এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৬ দফা দিবস পালনের জন্য দলের সকল ইউনিটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ডাকের বৈঠক মুলতবী : ছয়দফা আওয়ামী লীগের শর্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় 'ডাকের' বৈঠকে ডাক নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান সংশ্লিষ্ট আটটি দলের নেতৃবৃন্দের সামনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার আলোচনা ব্যাখ্যা করেন।

জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমিনের বাসভবনে গতকাল রাত সোয়া ৯টায় এই বৈঠক শুরু হয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। পরে আজ সোমবার সকাল ১১টা পর্যন্ত বৈঠক মূলতবী রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ডাক এর আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

ডাক-এর একজন মূখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে জানান যে, নওয়াবজাদা ডাক-এর সংশ্লিষ্ট ৮টি দলের নেতৃবৃন্দ ব্যতীত ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফল বৈঠকে পেশ করেন।

বৈঠকের পর ৬ দফা আওয়ামী লীগের জনাব কামরুজামান সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মজিবর অংশগ্রহণ ব্যতীত ৬ দফা আওয়ামী লীগ যে প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, নওয়াবজাদা প্রথমেই সেকথা বৈঠকে জানান। তিনি আরো জানান যে, নওয়াবজাদা বিষয়টি যেভাবে বৈঠকে পেশ করেছেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বৈঠক শুরুর পূর্বে জনাব কামরুজ্জামান সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও শেখ মুজিব সম্পর্কে তাদের যে বক্তব্য রয়েছে সেটা তিনি প্রথমেই বৈঠকে উল্লেখ করবেন।

বৈঠকে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে নেজামে ইসলামের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ফরিদ আহমদ, কাউন্সিল লীগের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামের মওলানা মুফতি মাহমুদ ও মোহসেন উদ্দিন, এন ভি এফ-এর জনাব নূরুল আমীন, পীর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ৬ দফা আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এ এইচ কামরুজ্জামান জামাতে ইসলামের মিয়া তোফায়েল মোহামদ ও মওলানা আব্দুর রহিম, রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপের সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ ও মোজাফফর আহমদ আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ ও জনাব আবদুস সালাম খান এবং বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক

ডাকের আহ্বায়ক জনাব মুশতাক আহমদ প্রমুখ রয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তান আঞ্চলিক ডাকের আহ্বায়ক সরদার শওকত হায়াত খান অসুস্থতাবশত বৈঠকে যোগদান করতে পারেননি।

সংবাদ

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অব্যাহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের উপর আলোচনা অসমাপ্ত থাকে। সভায় বিশেষ করিয়া প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের যোগদানের শর্ত সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা অসমাপ্ত থাকিলেও শেখ মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগের উক্ত সভায় যোগদান না করার পক্ষে সাধারণ ভাবে অভিমত প্রদত্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকাল ৪ ঘণ্টাকাল বৈঠকের পর ওয়ার্কিং কমিটির সভা আজ (সোমবার) অবধি মুলতবী রাখা হয়।

সভায় দৈনিক ইত্তেফাকের ছাপাখানায় রাহুমুক্তিতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ইত্তেফাকের ছাপাখানার উপর হইতে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহারকে ছাত্র শ্রমিক ও জনতার তথা গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সংবাদ

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অব্যাহত : শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে কমিটির সিদ্ধান্ত অনড়

ঢাকা, ১০ই ফেব্রুয়ারী (পিপিআই)।– অদ্য সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে শাসনতন্ত্র প্রশ্নে বিরোধীদলের সহিত প্রেসিডেন্টের গোলটেবিল সম্পর্কে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ আলোচনা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পার্টির অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

গোলটেবিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বৈঠক আগামীকল্য সকাল ১১-টা পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হইয়াছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম পি, পি, আই'কে জানান যে, বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। তিনি আরও জানান যে, পার্টি প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি না দেওয়া হইলে আওয়ামী লীগ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে না বলিয়া যে সিদ্ধান্ত রহিয়াছে পার্টির কার্যকরী কমিটি এখনও উহাতে অটল রহিয়াছে। কারণ, কার্যকরী কমিটি মনে করে যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিলে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই পার্টির প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন।

পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মস্তাক আহমেদ, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল মালেক উকিল ও মোল্লা জালালুদ্দীন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আজাদ

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সরকারী লীগ নেতা কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

ঢাকা, ১০ই ফেব্রুয়ারী।–কনভেনশন মোছলেম লীগের অন্যতম বিদ্রোহী নেতা জনাব শামছুল হুদা অদ্য অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দানের দাবী জানাইয়াছেন। উক্ত কনভেনশন মোছলেম লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারেরও দাবী জানাইয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব হুদা অদ্য অপরাহ্নে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদানের দাবী জানাইয়াছেন।

জনাব শামছুল হুদা প্রসংগক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক ছাপাখানা নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াফত করণের আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। –পিপিআই

Dawn

11th February 1969

Nasrullah meets Ayub to seek clarifications : DAC still undecided about dialogue :
Mujib's participation, demands of students under discussion

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Feb 10: The Convener of the Democratic Action Committee, Nawabzada Nasrullah Khan, today met President

Ayub Khan, at his own request, and discussed with the President for about an hour, matters relating to the projected political dialogue between the President and the Opposition.

The Nawabzadah parried questions by newsmen when asked what he discussed with the President. But informed circles later indicated that he sought clarifications on certain specific points from the President, including the question of Sheikh Mujibur Rahman's participation in the talks.

The Central Information Minister, Khwaja Shahabuddin, who was present during the DAC Convener's meeting with President Ayub, Later said that they discussed preliminary matters. He added that the meeting was held in a friendly atmosphere. Later Nawabzada Nasrullah informed the Central DAC meeting about his discussions with the President. Earlier, the resumed meeting of the Central DAC had been adjourned to allow the Nawabzada to meet the President.

After hearing the Nawabzada's report, the Committee adjourned to meet again in the afternoon, but the deliberations were again adjourned till tomorrow morning, after passing several resolutions. After the one-and-a-half hour session, the DAC spokesman, Mr. Mahmud Ali, told Pressmen that Nawabzada Nasrullah had discussed the political situation in the country with the President.

Asked whether the Nawabzada would again meet the President, Mr. Mahmud Ali said he may, if found necessary. But he added that nothing had been fixed so far.

MEETS MUJIB

The Nawabzada, accompanied by six Awami League leaders, also met Sheikh Mujibur Rahman at the Dacca cantonment, for 90 minutes in the afternoon today. It was his second meeting with the Awami League leader, now undergoing trial for alleged complicity in the Agartala Conspiracy case, in four days. The DAC convener may again meet the AL leader, being present at the conference table. The DAC meets again tomorrow morning amidst reports that the discussions had run into difficulty following the Six-point Awami League's firm assertion that they would not participate in the proposed dialogue without their leader, Sheikh Mujibur Rahman.

The Awami League representatives on the DAC are reported to have told the evening session of the DAC held at Mr. Nurul Amin's residence that they wanted Mr. Mujibur Rahman being

present at the conference table. Its representatives on the Central DAC are also reported to have reiterated, at the evening session of the Committee held at Mr. Nurul Amin's residence, the demand for withdrawal of the Agartala Conspiracy Case.

Mr. Mahmud Ali later conformed that this was also discussed at the meeting. But he Added that the withdrawal of the Conspiracy Case was not part of the DAC's three pre-conditions for the holding of the dialogue. These pre-conditions, he said, were: the withdrawal of the state of emergency, the release of political prisoners, and the restoration of civil liberties, including removal of restrictions on the Press and ensuring Press freedom. He however, declined to comment when asked if the Six-point Awami League had put forward any condition for its participation in the dialogue.

Asked whether they had discussed the question of Sheikh Mujibur Rahman's participation, he said, "We have not reached the stage when we can think of selecting persons." At present they were waiting for the implementation of the three pre-conditions.

Among the DAC partners the general consensus seems to be that they should go to the conference table. What however, stood in the way of their immediately announcing a decision was the issue of Sheikh Mujibur Rahman's release.

Some DAC leaders have noted, evidently with some measures of satisfaction, that except for two of their eight points others have either been accepted or are on the way of being accepted. It may be recalled that the DAC leaders in a joint declaration in Dacca had laid down eight points without the realisation of which they decided not to participate in the elections. Except for the first two points, namely, a federal parliamentary system of Government and direct elections on the basis of direct adult franchise, other points have been met or are being met by the Government. The eight demands included withdrawal of emergency; repeal of all "black laws", particularly those providing for detention without trial; release of all political detenus and prisoners including Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Wali Khan and Mr. Z.A. Bhutto and withdrawal of "curbs" on the press including the withdrawal of confiscation order of presses and rescinding of orders of cancellations of declarations.

A DAC source told this correspondent that should the DAC decide to participate in the talks (it is almost certain that it will), they will press for the implementation of the other two demands.

While it is yet too early to say what the DAC leaders will ask for at the conference table, the current speculations boils down to this that in all probability they will demand the dissolution of the present National Assembly and general elections on the basis of direct adult franchise. There was also speculation about the possibility of an interim national Government if the talks succeeded.

The DAC leaders in the course of their deliberations yesterday night as well as today are stated to have taken into consideration the programme of parties outside the DAC and the demands of the student community. While the DAC leaders felt that leaders like Maulana Bhashani and Mr. Z. A. Bhutto should be invited by the President formally for attending the proposed talks to make the Opposition representation complete, they also noted the demands of the students voiced at yesterday's unprecedented public meeting.

STUDENTS WARN

The student speakers warned the Opposition leaders that they would not be allowed to comprise the 11-point charter of the East Pakistan Students Action Committee. They also said in clear terms that the leaders must give up the idea of reaching a compromise at the conference table on the fundamental demands. The students said the leaders could, however, suggest, at the proposed conference the scrapping of the present Constitution and the election of a new Parliament on the basis of election through direct adult franchise.

A section of political opinion thinks that the DAC leaders can at this stage afford to ignore the students only at the risk of their own political future. If the size of a public meeting is any index of mass support, the students proved yesterday that they commanded no less support than any Opposition parties, if not more. In fact they declared that the present movement was not of the Opposition's making but solely of the student community's. Whatever may be the merit of this demand, the fact remains that there is great force in what the students say.

While these problems stare the DAC leaders in the face, Maulana Bhashani has made their problem all the more difficult by going all out in support of the students 11-point demand and virtually rejecting the dialogue proposal.

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

গতকল্য (সোমবার) বিকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এই সভায় শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে বিরোধীদলের সংগে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আজ (মঙ্গলবার) সকাল ১১টা পর্যন্ত সভা মুলতবী রাখা হয়।

শেখ মুজিবের সংগে সাক্ষাৎ

পূর্বাহ্নে গতকাল বিকালে ৬ জন আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া দেড় ঘণ্টাকাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। যে ৬ জন নেতা শেখ মুজিবের সংগে সাক্ষাৎ করেন, তাহারা হইলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, এম. এন. এ জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, এম. এন. এ, জনাব আবদুল মালেক উকিল ও মোল্লা জালাল উদ্‌দীন। –পিপিআই

কলাম

দৈনিক ইত্তেফাক

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

প্রায় তিন বছর পর আপনাদের প্রিয় 'ইত্তেফাক' আপনাদের হাতে পৌঁছিল। আজিকার এই মুহূর্ত একদিকে যেমন আনন্দ ও বিজয়ের মুহূর্ত, অপর দিকে ইহা এক বেদনাদায়ক ইতিহাসও বটে। যে সময় 'ইত্তেফাক' দেশরক্ষা আইনবলে বন্ধ করা হইয়াছিল, সে সময় এই দেশে ৬ দফা আন্দোলন গণমুখী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল। আজ 'ইত্তেফাক' যখন আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিল, তখন দেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টির পথে। আমাদের সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে যে গণ-আন্দোলন আজ দানা বাঁধিয়াছে, সেই আন্দোলনে পটভূমিকাতেই 'ইত্তেফাক'

পুনরুজ্জীবন লাভ করিল। 'ইত্তেফাকের' পুন:প্রকাশের সংবাদে সমাজের সমস্ত স্তরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার ও উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছে, চারিদিক হইতে আমি যে প্রেরণা ও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাইতেছি, তাহাতে আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা 'ইত্তেফাক' কতটুকু পূর্ণ করিতে পারিবে, তাহা আমি জানি না। তবে 'ইত্তেফাকে'র তরফ হইতে দেশবাসীকে শুধু এই নিশ্চয়তাই দিতে পারি যে, 'ইত্তেফাক' তার পূর্বানুসৃত নীতি ও ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত হইবে না এবং জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, এদেশের ছাত্র, শ্রমিক ও শোষিত এবং নিপীড়িত মানুষের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

আমি ভগ্নস্বাস্থ্য তথাপি যারা বাংলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ভীরু, কাপুরুষ জাতি হিসাবে চিত্রিত করিয়া এই দেশের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, আমাদের দেশের যুবশক্তি সে দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করিয়া সংগ্রামের যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে নিন্দুকের মুখে শুধু ছাই পড়ে নাই, আমার দেশবাসীর মুখও উজ্জ্বল করিয়াছে তাহারা এমন এক গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছে যাহা বাংলার পুরোনো বৈপ্লবিক ইতিহাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমি আজ গর্বিত, তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দুর্বল হইলেও আজ আমার মনোবল আমি ফিরিয়া পাইয়াছি। দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিলে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে আমি মানসিক প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিব, তাতে হয়ত আমি আমার স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব। আমার কিংবা আমার সহকর্মীদের ভাগ্যে যা কিছু ঘটিয়াছে, সে প্রশ্নের অবতারণা আজ আমি করিব না; কেননা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগণিত রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও শ্রমিক বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, জেল-জুলুম ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা বরং তাহাদের সাথী হইতে পারিয়া গর্ব অনুভব করিতেছি। আমার বহু কথা বলার আছে, একদিনেই সব কথা বলা যায় না। আমাদের ছাত্রসমাজ যে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করিয়াছে, যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টির পথে পা বাড়াইয়াছে, তাদের আমি যেমনি অভিনন্দিত করিতেছি, তেমনি তাদের প্রতি আমি এতটুকু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিব যে, বিজয়ের মুহূর্তে তাদের প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হইবে। আমি জানি, এ ব্যাপারে ছাত্রসমাজ আমাদেরকে নিরাশ করিবে না। কিন্তু তথাপি সাবধানের মার নাই।

আমরা জানি, ছাত্রসমাজও এ সম্পর্কে সচেতন যে, এক শ্রেণীর মতলববাজ ছাত্র-জনতা ও রাজনীতিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সর্বপ্রকার হীন কলাকৌশল প্রয়োগে লিপ্ত রহিয়াছে। আমি সবসময়ই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, ছাত্র, শ্রমিক, চাষী, মজদুর, রাজনীতিক তথা সর্বশ্রেণীর মানুষ এবং তরুণ ও প্রবীণদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই আমরা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হইব। আমাদের দেশের সংগ্রামী তরুণরাই রাষ্ট্রভাষা হইতে শুরু করিয়া যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। তারা নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, যেমনি করিয়াছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্যরা। এ নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়াই আজ দেশে ছাত্র-জনতার দুর্বার ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ঐক্যে যাহারা ফাটল ধরাইতে চায় তাহাদের শ্লোগান যতই সোচ্চার হোক না কেন, তারা প্রকৃত প্রস্তাবে গণ-আন্দোলন এবং গণ-অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টার সংগ্রামকে বানচাল করিতে চায়। অবশ্য পূর্ণ গণতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন আপোস ও নতি স্বীকারের প্রশ্ন নাই। আজ এই কয়েকটি কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। সংগ্রামী ছাত্র-জনতার প্রতি পুনরায় আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন রহিল। তাহাদের সংগ্রাম পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হোক, সারা অন্তর দিয়া আজ ইহাই আমি কামনা করিতেছি।

Morning News
11th February 1969
'Mujib Day' at Ctg. today

CHITTAGONG, Feb. 10 (APP): A general meeting of Chittagong District Bar Association held at the bar Library here on Saturday under the presidentship of advocate Aminul Huq Chowdhury passed a resolution supporting the call for general hartal in Chittagong in observance of Sheikh Mujib Day on February 11.

Sheikh Mujib Day will be observed here on February 11 under the auspices of Chittagong District Awami League has also given a call for general hartal of Mujib Day on February 11.

The Bar Association meeting in another resolution extended its full support to the eleven-point demand of the students and urged upon the Government to accept all the demands.

The meeting in a resolution expressed heartfelt sorrow for the lives lost during the recent movement and urged upon the Government to hold inquiry into the firing incidents and to give adequate compensations to the bereaved families.

দৈনিক পয়গাম

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব নসরুল্লাহ সাক্ষাৎকার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) ডাক-আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সাক্ষাত করেন এবং প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। আলোচনাকালে ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব কামরুজ্জামান এম এন এ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব আবদুল মালেক উকিল ও মোল্লা জালাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। অদ্যও (মঙ্গলবার) তিনি শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রাজশাহীতে বিরাট ছাত্রসভা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

রাজশাহী, ৯ই ফেব্রুয়ারী।– সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-শপথ দিবস পালন করে এবং এ উপলক্ষে মিছিল, পথসভা ও জনসভার আয়োজন করে। শপথ দিবস উপলক্ষে বিকেলে স্থানীয় ভুবণ মোহন পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাস্কোর সহসভাপতি জনাব আবদূর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ছাত্রদের ১১ দফা দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। জনাব আবদুর রহমান সভাপতির ভাষণে বলেন যে, ছাত্রদের ১১ দফা দাবী আদায়ের সংগ্রাম চলবেই। তিনি আপোষ আলোচনার পরিবর্তে, সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা বিশ্রাম নেবে না। এ কে এম জালালউদ্দীন, নূরুল আলম, গোলাম কিবরিয়া, সেকেন্দার আবু জাফর, বি, আলম, রুহুল আমিন প্রামাণিক, আনোয়ার হোসেন এবং মোঃ জালাল প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় শেখ মুজিব, ভুট্টো, ওয়ালীখান, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, আবদুর রাজ্জাকসহ সকল রাজবন্দী ও ছাত্রনেতাদের বিনাশর্তে মুক্তি

দান, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, ১৪৪ ধারা ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান এবং রাজশাহী সরকারী কলেজে গুণ্ডামী বন্ধের দাবী জানান হয়।

আজাদ

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব সম্পর্কিত প্রশ্নটি পূর্ব্বশর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই : গোলটেবিল সম্পর্কিত 'ডাকে'র বৈঠক লাহোরে স্থানান্তরিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির কেন্দ্রীয় সংস্থার বৈঠক লাহোরে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং আগামী ১৫ই ফেবরুয়ারী প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে লাহোরে পুনরায় ডাক-এর মূলতবী বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

তিন দিনব্যাপী বৈঠকের শেষদিন গতকাল মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের প্রস্তাব অনুযায়ী আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বশর্ত্ত রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কোন কোন ডাক সদস্য এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করিতে না চাহিলে তাহারা ডাক-এর পূর্ব্বশর্ত্ত রূপে উক্ত দাবী অন্তর্ভূক্ত করিতে রাজী নহেন বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্র হইতে জানা যায়।

গতকাল সকাল সাড়ে দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টাব্যাপী ডাক-বৈঠকে প্রধানতঃ শেখ মুজিবের মুক্তি সংক্রান্ত তথা আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নে ও অন্যান্য দলের বক্তব্যের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব নূরুল আমীনের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সভাপতিত্ব করেন।

প্রকাশ, গতকল্যকার বৈঠকেও আওয়ামী লীগ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী পুর্ব্বশর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় রহিয়াছে। উক্ত দাবী পুরণ না হইলে আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলে গোলটেবিল বৈঠকে ডাক-এর যোগদানের প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্য্যন্ত গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে ডাক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই পনের তারিখ পর্য্যন্ত বৈঠক মুলতবী রাখে।

গতকাল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকা ত্যাগের পূর্ব্বে বিমান বন্দরে সাংবাদিকের নিকট ইঙ্গিত করেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব

নহে। এবং বলেন, ইহার সাথে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিক ও দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। তিনি লাহোরে পৌঁছিয়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ যদি আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী পূর্ব্বশর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য চাপ সৃষ্টি বন্ধ না করে, তবে ডাক-এর পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার সম্ভাবনা সম্পর্কে রাজনৈতিক মহল সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

অনেকে মনে করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ডাক সম্মেলন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীর প্রশ্নটি কি ভাবে মীমাংসা করা হইবে তাহা এখনও বলা সম্ভব হইতেছেনা, তদুপরি প্রগ্রেসিব পেপার লিমিটেডের পাকিস্তান টাইমস ও অন্যান্য পত্রিকা পূর্ব্ব মালিকের হাতে ফেরত দেওয়ার প্রশ্নটি ঢাকায় আলোচিত না হইলেও লাহোর বৈঠকে আলোচনা করিতে হইবে। এবং প্রশ্নটিও পূর্ব্বশর্তের অন্তর্ভূক্ত করার দাবী দেখা দিবে।

'ডাক' এর মুখপাত্র জনাব মাহমুদ আলী গতকাল বৈঠকের পর সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগের দাবী সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি গোলটেবেল বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। তবে বৈঠকে আওয়ামী লীগের দাবী বিবেচনা করা হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাস করা হইলে তিনি কোন মন্তব্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

সঙ্কট দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, নবাবজাদা নসরুল্লাহ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দাবী সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে রাজী করাইতে যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

নবাবজাদা ও পরে জনাব মাহমুদ আলী বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান যে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্ব্বে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে "আরও ব্যাখ্যা" গ্রহণের জন্য লাহোরে বৈঠকের স্থান পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং আগামী ১৫ই ফেবরুয়ারী লাহোরে বৈঠক হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটক ন্যাপ সভাপতি ওয়ালী খানের সহিত ডাক নেতৃবর্গ বৈঠকের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

ডাক বৈঠকে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া নবাবজাদা স্বীকার করেন। শেখ মুজিবরকে মুক্ত করা হইবে কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে?

তিন দিনব্যাপী বৈঠকের পর আওয়ামী লীগের দাবীর প্রেক্ষিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইলেও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে নবাবজাদা আশাবাদী। তিনি মনে করেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত পূর্ব্বশর্ত্তসমূহ পূরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

অচলাবস্থা এড়াইবার শেষ পন্থা একদিকে যেমন নওয়াবজাদা এখন গ্রহণ করেন নাই, ঠিক তেমনই প্রেসিডেন্ট তাহার শেষ বক্তব্যও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটিকে জানাইয়া দেন নাই বলিয়া রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

আজাদ

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

"শেখ মুজিব দিবসে" চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল

ঢাকা, ১১ই ফেবরুয়ারী।–আজ শেখ মুজিব দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ছাত্র শ্রমিক নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে হরতাল পালনের মাধ্যমে পুনরায় ৬-দফা কর্ম্মসূচী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে। এতদুপলক্ষে আজ অপরাহ্নে ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লক্ষাধিক লোকের এই সমাবেশে সভাপতি স্বয়ং, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম, এ হান্নানসহ ছাত্রনেতা ও জননেতাগণ বক্তৃতা করেন। সভায় ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় উপস্থিত জনগণ লালদীঘি ময়দানের "মুজিব পার্ক" নামকরণ করেন। সভায় জনগণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারসহ কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভাশেষে একটি বিরাট মিছিল বিভিন্ন শ্লোগানসহ শহরের প্রধান রাজপথসমূহে প্রদক্ষিণ করে।

টাঙ্গাইলে পূর্ণ হরতাল

পুলিশী জুলুম ও ইপিআর-এর গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে ডাকের আহ্বানে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলে পূর্ণ হরতাল পালিত হয় বলিয়া অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। হরতাল উপলক্ষে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শহরের সকল দোকানপাট, হাট-বাজার, যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। ফলে শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলের উপর ইপিআর বাহিনী গুলীবর্ষণ করে।

এছাড়া ডাক ও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভায় পাইকারী হারে ছাত্র ও রাজনীতিক নেতার গ্রেফতারের নিন্দা করা হয়। সভায় পুলিশের উস্কানিমূলক কার্য্যকলাপ ও শান্তিকামী বিক্ষোভকারীদের উপর ইপিআর-এর অব্যহিত গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভায় সকল ছাত্র বন্দীর অবিলম্বে মুক্তিদান, নিরীহ ছাত্র ও জনতাকে পাইকারী হারে গ্রেফতার বন্ধ, দেশরক্ষা আইন, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, নিহতদের লাশ আত্মীয়-স্বজনদের নিকট ফেরত দান ও গুলী বর্ষণের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান হয়।

সভায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবং সকল প্রকার উস্কানীমূলক কার্য্যকলাপের মুখে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করা হয়।

Pakistan Observer
12th February 1969
News on Mujib 'not true'

Statement issued by Mr. A. H. M. Kamaruzzaman, MNA, Member, Central Democratic Action Committee to Press:-

Our attention has been drawn towards a news item "Mujib against talks unless released" published in the Pakistan Observer of February 11, 1969. In the said news item it has been published that Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League has refused to agree to the political talks proposed by President Ayub Khan and scheduled for February 17 unless the alleged conspiracy case is withdrawn and he is released. It has been further published that one influential member of the DAC as well as Awami League member told him (The Staff Correspondent) that this was clearly stated by Skeikh Mujibur Rahman to Nawabzada Nasrullah Khan, the DAC Convener.

The aforesaid news item is wholly untrue and is designed to create disunity in DAC Skeikh Mujibur Rahman, in fact, asked us to decide all the issues in the working committee of Awami League which was in session. He emphatically said that he had full confidence in the Working Committee and the decision thereof shall be final. Since he was in custody and not acquainted with the events outside he left everything to the decision of the Working Committee emphasising only one factor that Awami League should go for the people and with the people.

Pakistan Observer
12th February 1969
Murshed demands release of Mujib, Bhutto, Wali Khan

ABBOTTABAD, Feb. 11:–Justice S. M. Murshed, former Chief Justice of East Pakistan High Court, has called upon the Government to release Mr. Z. A. Bhutto. Wali Kha, Sk. Mujibur Rahman, Abdus Samad Achakzai and other political leaders, with a view to creating a congenial atmosphere, for holding the proposed round table conference. He said in the present situation the question of talks between the Opposition and the Government does not arise, reports, PPI.

Addressing the District Bar Association here today he said that the present mass movement had achieved success to a great extent and the dictatorship was nearing its end.

Reminding the public servants of their duties towards the public. Justice Murshed said CSP officers and police authorities should always keep in their mind that they were not the servants of one man and it was their bounden duty to hold supreme the interests of public instead of dancing to the tune of one man, he added.

He dispelled the fears that any group in East Pakistan harboured secessionist designs.

Earlier, Justice Murshed Lt. General Jilani and Saeed Khan were warmly welcomed on their arrival from Peshawar.

They also addressed a public meeting at the Jinnah Park in the afternoon organised by the local Democratic Action Committee.

Dawn
12th February 1969
Report on 'Mujib's terms' discounted

DACCA, Feb 11: Mr. A. H. M. Kamruzzaman, MNA, and member of the Central Democratic Action Committee (DAC) today contradicted a news item published in today's issue of a local English daily.

In a statement to the Press here this evening Mr. Kamruzzaman said: "Our attention has been drawn towards a news item 'Mujib against talks unless' released published in 'The Pakistan Observer' of Feb 11, 1969. In the said news item it has published that Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan

Awami League has refused to agree to the political talks proposed by President Ayub Khan scheduled for Feb 17 unless the alleged conspiracy case is withdrawn and he is released. It has been further published that one influential member of the DAC as well as Awami League member told him (the staff correspondent) that this was clearly stated by Sheikh Mujibur Rahman to Nawabzada Nasrullah Khan, the DAC convener.

"The aforesaid news item is wholly untrue and is designed to create disunity in DAC. Sheikh Mujibur Rahman, in fact, asked us to decide all the issues in the Working Committee and the decision thereof shall be final. Since he was in custody and not acquainted with the events outside, he left everything to the decision of the Working Committee emphasising only one factor that Awami League should go for the people and with the people."–PPI

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব : ঢাকা ও লাহোর বিমানবন্দরে গণমনের বিভিন্ন প্রশ্নে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকায়: গতকাল (শুক্রবার) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৫ দিনব্যাপী ঢাকা সফর শেষে লাহোর যাত্রাকালে ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে বলেন যে, বর্তমানে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সহিত দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তাই ইহাকে হালকাভাবে গ্রহণ করা চলে না। তিনি বলেন যে, "এই ষড়যন্ত্র মামলায় বেসামরিক লোকজন ছাড়াও সামরিক ব্যক্তিরাও জড়িত আছেন। এই ব্যাপারে সহানুভূতি থাকিতে পারে, কিন্তু আপনারাই হালকাভাবে বলুন ইহাকে কী হালকাভাবে গ্রহণ করা চলে।"

জনৈক সাংবাদিক সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দান করিতে প্রস্তুত কিনা, এই মর্মে এক প্রশ্ন করিলে তিনি উপরোক্ত মন্তব্যগুলি ব্যক্ত করেন। তিনি অবশ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা বৈঠকের যে প্রস্তাব দিয়াছেন উহা বহাল রহিয়াছে। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে উহার জবাবের প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে ডাক-এর বাহিরের অন্যান্য নেতাকে আমন্ত্রণ

করা হইয়াছে কিনা, এই মর্মে প্রশ্ন করা হইলে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, যে-কোন রাজনৈতিক দলের যে-কোন প্রতিনিধিকে স্বাগত জ্ঞাপন করা হইবে।

বিশেষ করিয়া মওলানা ভাসানীকে উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে কিনা, এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, মওলানার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি খুশীই হইব। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁহার নিজেরও কিছুটা আগ্রহ থাকিতে হইবে। কবে নাগাদ 'জরুরী অবস্থা' প্রত্যাহার করা হইবে তৎসম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আইন মন্ত্রী এ ব্যাপারে তো আভাষ দিয়াছেনই। প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক ও নির্বাচন সম্পর্কিত দুইটি বিল প্রত্যাহার করার প্রেক্ষিতে আগামী সাধারণ নির্বাচন পিছানোর কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তিনি তাহা মনে করেন না। তিনি বলেন যে, বিরোধী দলের সংগে কোন সমঝোতা হইলে প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাইতে পারে। অন্যথায় শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন হইবে।

প্রেসিডেন্টের বিদায় সম্বর্ধনাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকারগণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সরকারদলীয় সদস্যগণ এবং পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা আগমন করেন এবং তিনি ঢাকায় প্রেসিডেন্টভবনে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে দলের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (ডাক) আহবায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে প্রস্তাবিত গোলটেবিল সম্পর্কিত প্রশাসনিক আলোচনার জন্য সাক্ষাৎদান করেন। তিনি ঢাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকেও সভাপতিত্ব করেন। গত সোমবার রাত্রে তিনি প্রাদেশিক গবর্ণর কর্তৃক প্রদত্ত এক নৈশভোজে যোগদান করেন।

লাহোরে: লাহোর, ১১ই ফেব্রুয়ারি- প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান অদ্য ঢাকা হইতে এখানে আগমনের পর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার প্রশ্নে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নিরূপন করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় আইন সচিব এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের সম্ভাবনাও অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগরতলা মামলায় সামরিক কর্মচারী ও বেসামরিক ব্যক্তিরা জড়িত রহিয়াছেন। প্রশ্নটি দেশের নিরাপত্তা আর সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি আরও বলেন যে, ইহা লঘুভাবে বিবেচনার বস্তু নহে। আটক ব্যক্তিদের মুক্তিদানের প্রশ্নে তিনি বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহুসংখ্যক বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

'শেখ মুজিব দিবস' চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

১১ই ফেব্রুয়ারি– অদ্য জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বানে শেখ মুজিব দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। হরতাল পালনের জন্য অদ্য শহরের সকল দোকানপাট, অফিস, গুদাম, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সকল সরকারী ও আধা সরকারী অফিস এবং যাত্রীবাহী বাস, ঠেলাগাড়ী, রিকশা, বাইসাইকেলসহ সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। হরতালের জন্য শহরের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। রাস্তায় শুধু ছাত্র-জনতার মিছিল চলতে থাকে। মিছিলকারী ছাত্র জনতা সরকারী বিরোধী ধ্বনি প্রদান শেখ মুজিবের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১দফা বাস্তবায়ন, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, দেশে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীতে ধ্বনি প্রদান করে।

'শেখ মুজিব দিবস' উপলক্ষে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অদ্য ছয় দফা দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে রেষ্ট হাউসে শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠান ও মিছিল বাহির করা হয়। ইহা ছাড়া অপরাহ্নে উপরোক্ত রেষ্ট হাউসেই ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

'শেখ মুজিব দিবস' উপলক্ষে অদ্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এম এ, আজিজের সভাপতিত্বে লালদীঘি ময়দানে এক সুবিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা গ্রহণের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক পয়গাম

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

লাহোর বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের উক্তি : আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের সম্ভাবনা নাই

লাহোর, ১১ই ফেব্রুয়ারী।– প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান অদ্য এখানে বলেন যে, জরুরী আইন প্রত্যাহার সম্পর্কে এখনও কোন তারিখ ধার্য হয় নাই।

অদ্য বিকালে পূর্ব পাকিস্তান হইতে এখানে আগমনের পর বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি আজ রাত্রে এখানে অবস্থান করিবেন।

তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দানের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, আগরতলা মামলায় বেসামরিক নাগরিকদের সহিত সামরিক কর্মচারীরাও জড়িত। ইহা দেশের নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলার সহিত জড়িত। সুতরাং খুব হালকাভাবে নেওয়ার মত বিষয় ইহা নয়।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়কের সহিত প্রাথমিক বৈঠকের পর তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন অসুবিধা দেখিতে পাইতেছেন কিনা সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, মানুষের মনোভাব সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কিন্তু সদিচ্ছা থাকিলে কোন সমস্যার সমাধানেই অসুবিধা হয় না।

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আমি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির সহিত মিলিত হই নাই। কাজেই আমি অন্যদের মনোভাব জানি না। সমস্যাদির সমাধানে সদিচ্ছা থাকিলে কোনরূপ অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মানুষের আচরণে যে কি ঘটিতে পারে তাহা আপনারাও জানেন না।

'ডাকে'র তিনটি পূর্বশর্ত সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বলেন, বলিতে পারেন এই পর্যন্ত কোন ব্যক্তির কয়টি নাগরিক অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে?

জরুরী আইন প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় আইন উজির ইতিমধ্যে সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

আটক লোকদের মুক্তির প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক লোককে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শুধুমাত্র যে সমস্ত লোককে বিপজ্জনক বলিয়া ধারণা করা হইতেছে এবং যাহাদের

মুক্তিতে পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাদেরই মুক্তি দেওয়া হয় নাই। অন্যথায় তাহাদের মুক্তি না দেওয়ার কোন কারণ নাই।

চলতি গোলযোগের সময় গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তাঁহার মতে ছাত্রদের বিরুদ্ধে যদি কোন নির্দিষ্ট মামলা না থাকে তাহা হইলে তাহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। ইহা করা হইবে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের আরও জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ বর্তমানে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় বিলের উপর আলোচনা করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদেরও শীঘ্র ইহা করা উচিত।

লাহোর বিমান বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব মোহাম্মদ মুসা প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানান। উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এবং শহরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশিষ্ট নাগরিক বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বিমান বন্দর হইতে গভর্ণর ভবনে গমন করেন। অদ্য রাত্রি তিনি গভর্ণর ভবনে অবস্থান করিবেন। আগামীকল্য বিকালে তিনি রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিবেন। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব দিবসে চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল

৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের আহবানে শেখ মুজিব দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক ইশতেহারে বলা হয়, স্বতঃস্ফুর্ত এবং সাফল্যজনক এই হরতালের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং ছাত্র-শ্রমিকেরা আর একবার ৬-দফা কার্যক্রম এবং শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করেন।

এ উপলক্ষে লালদিঘী ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব এম এ আজিজ, এম এ হান্নান এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন।

জনাব এম এ আজিজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। লক্ষাধিক লোকের এই সভায় ৬-দফা কার্যক্রম এবং ছাত্রদের ১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

জনসভা শেষে এক বিরাট মিছিল আন্দরকিল্লা হয়ে শহরে প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলেও লক্ষাধিক লোক যোগদান করে। মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান দেন। আগ্রাবাদে মিছিল শেষ হয়।

জনসাধারণ লালদিঘী ময়দানের নাম বদলে মুজিব পার্ক রাখেন। সভায় জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

কনভেনশন লীগ নেতা কর্তৃক শেখ মুজিবের আশু মুক্তি দাবী

ঢাকা, ১০ই ফেব্রুয়ারী (পিপিআই)।– অদ্য কনভেশন মুসলিম লীগের বিদ্রোহী গ্রুফের অন্যতম নেতা জনাব শামসুল হুদা অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর জনাব হুদা ছাত্রদের দাবী সমর্থন এবং অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান। তিনি সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

জনাব হুদা কনভেনশন লীগের সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান হইতে গ্রহণের দাবী জানান।

সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আওয়ামী লীগের আহ্বানে চট্টগ্রাম শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত

('সংবাদ'-এর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি)

অদ্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বানে চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালন করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে জেলা আওয়ামী লীগ দিনটিকে 'মুজিব দিবস' হিসাবে বর্ণনা করে।

এই দিবস পালন উপলক্ষে লালদীঘি ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান, দফতর সম্পাদক জনাব আবুল কালাম, সদর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, কক্সবাজার আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবসার কালাম, স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এবং আওয়ামী লীগের ছয়

দফা ও ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবীর অন্তর্ভুক্তি ছাড়া কোন গোলটেবিল বৈঠক হইতে পারে না।

সভায় গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে সারা দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করার জন্য কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় অপর একটি প্রস্তাবে বিরোধীদলের সকল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকে অবিলম্বে পদত্যাগ করিয়া গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান হয়।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হান্নান ও কয়েক জন ছাত্রনেতা ডাক ও ইহার নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন।

সভাপতির ভাষণদানকালে জনাব এম এ আজিজ ডাক আহূত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হরতালকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আট দফা কর্মসূচী একটি অসম্পূর্ণ কর্মসূচী ও ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচীতে ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর তিনি সভায় জনসাধারণকে ৮-দফা না ১১ দফা শ্লোগান প্রদান করার আহ্বান জানাইলে সভা হইতে ১১-দফার সমর্থনে শ্লোগান প্রদান করা হয়।

সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার দাবীতে শ্লোগান প্রদান করা হয়।

সভাপতির ভাষণদানকালে তিনি সমর্থন লইয়া লালদীঘি ময়দানের নাম 'মুজিব পার্ক' রাখার দাবী করেন।

সভার পর লালদীঘি ময়দান হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। ভাসানীপন্থী ন্যাপ নেতা জনাব বজলুস সাত্তার সহ বিরোধীদলের রাজনৈতিক নেতা এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

আজাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে ত্রিশ হাজার রিক্সা শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা ইউ, সি, রিক্সা মালিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব তোজাম্বর আলী খান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন যে, অবিলম্বে শেখ

মুজিবর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক ছাত্র বন্দীর মুক্তি দেওয়া না হইলে উক্ত সমিতির ৩০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইবে। বিবৃতিতে তিনি বর্ত্তমানে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

নারায়ণগঞ্জে ৬-দফা দিবস পালিত : ৬-দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নারায়ণগঞ্জ, ১২ই ফেবরুয়ারী।–আওয়ামী লীগের আহ্বানে গতকল্য এখানে ৬-দফা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ বিভিন্ন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে। সকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্লাশ বর্জ্জন করিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করে এবং সরকার বিরোধী শ্লোগান দেন। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ কর্ম্মীদের উদ্যোগে একটি মিছিল বাহির করা হয়। সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিবের আশু মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে ৬-দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার শপথ গ্রহণ করা হয়। গতকল্য মদনগঞ্জে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের অপর এক সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করা হয়।

জিঞ্জিরায় ৬-দফা দিবস উদযাপিত

ঢাকা, ১২ই ফেবরুয়ারী।–গতকল্য জিঞ্জিরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পূর্ণ মর্য্যাদার সহিত পূর্ব্ব বাংলার তথা সমগ্র পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবী "ছয় দফা দিবস" উদযাপিত হয়। এই ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে ছয়দফার দাবী সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি ও পথসভা করেন। সন্ধ্যায় তাঁহারা জিনজিরা ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে এক কর্ম্মী সভার আয়োজন করেন। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন জিঞ্জিরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব নুরে আলম। সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জনাব মহিউদ্দিন সাহেব ছয় দফা দাবীর বিশ্লেষণ করেন। ইহা ছাড়া ছাত্রনেতা জনাব আইউব আলী, জনাব আশরাফ আলী, জনাব মনির হোসেন ও আবুল কালাম এবং আওয়ামী লীগ কর্ম্মী জনাব রমিজ উদ্দিন প্রমুখ বক্তা ছয়দফার দাবীতে বক্তৃতা করেন। এই সভায় ডাক আহূত ১৪ই ফেবরুয়ারীর হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। –সংবাদদাতা

দৈনিক পয়গাম

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের আলোচনা

ঢাকা, ১২ই ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতা আজ সন্ধ্যায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবরের সংগে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই ৭জন নেতার মধ্যে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাকের বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর যাত্রার পূর্বে তাহারা সম্ভবতঃ আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পুনরায় শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। –এপিপি।

আজাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শাহবাগ হোটেল কর্ম্মচারীদের সভায় শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

ঢাকা, ১৩ই ফেবরুয়ারী।–শাহবাগ হোটেলের কর্ম্মচারীরা আজ শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী জানাইয়াছেন। হোটেল কর্ম্মচারী ইউনিয়নের এক সাধারণ সভায় ডাকের ৮-দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা কর্ম্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। সভায় "ইত্তেফাক" পত্রিকা পুনঃপ্রকাশে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ইহা ব্যতীত সাম্প্রতিক পুলিশের গুলীবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানেরও আহ্বান জানান হয়। –এপিপি

আজাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত তাজউদ্দিনের সাক্ষাৎকার

ঢাকা, ১৩ই ফেবরুয়ারী।–সদ্য কারামুক্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ আজ ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানীকালে উপস্থিত ছিলেন।

শুনানী সমাপ্ত হওয়ার পর জনাব তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের দিকে অগ্রসর হইলে শেখ সাহেব সন্দেহে আওয়ামী লীগ সম্পাদককে জড়াইয়া ধরেন এবং একে অপরের খবর জানিতে চাহেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ৬ দফা কর্ম্মসূচী ঘোষণার মাত্র ১১ সপ্তাহ পর ১৯৬৬ সালের ৯ই জুন শেখ মুজিব, জনাব তাজউদ্দিন আরো কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় সুদীর্ঘ ৩৩ মাস কারাবাসের পর গতকাল জনাব তাজউদ্দীন মুক্তি পাইয়াছেন। –পিপিআই

আজাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

কাউন্সিল লীগ নেতা আবুল কাশেম বলেন : শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান কাউন্সিল মোছলেম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শেখ মুজিব ছাড়া কোন আলাপ-আলোচজনাই পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিতে পারিবে না।

সংবাদপত্রে প্রকাশণার্থে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে কাউন্সিল লীগ সম্পাদক বলেন, প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া রাজনৈতিক বিষয়াদির যে মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈঠকের সাফল্যের জন্য জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করিয়া অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন উহা প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু সাথে সাথে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদানের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে।

তিনি বলেন, সকল বিরোধী দলের নেতৃবর্গ শেখ মুজিবের দেশপ্রেমের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে চাহেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে মুক্তিদানের সরকারী অস্বীকৃতি দেশের সকল রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষের সামিল।

জনাব আবুল কাশেম আরও জানান যে, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মেহনতী মানুষের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে আলোচনায় উপেক্ষা করা প্রেসিডেন্টের উচিত হইবে না।

Dawn

14th February 1969

Mujib's presence in talks vital, says Abul Quasem

DACCA, Feb 13: Mr. Abul Quasem, General Secretary of the Pakistan Council Muslim league, said today that no parley without Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, would help in peaceful settlement of political issues in East Pakistan.

In a press statement on the proposed dialogue between the President and the Opposition parties, Mr. Abul Quasem, who is also an Opposition stalwart in the National Assembly, said that the presence of Sheikh Mujibur Rahman in the parleys would be more fruitful than representation of his views by some other leaders of his party, who would have limitation to the extent of Sheikh's advice.

TEXT OF STATEMENT

The following is the full text of the statement issued by Mr. Abul Quasem, MNA:

While appreciating the good gesture of the President in expressing his eagerness to settle political issues in a round table conference with the political parties and also his willingness to lift emergency and release of political prisoners to create a congenial atmosphere for successful parleys with the Opposition political parties. I am shocked to note that the President expressed his inability to release Sheikh Mujibur Rahman because of his involvement in the conspiracy case along with some personnel of the Armed Forces.

DAC DEMANDS

It may be recalled that the DAC in its eight-point demand included the demand for release of all political prisoners, including Sheikh Mujibur Rahman. In our suance to this programme the DAC Convener sought permission from the Government to see Sheikh Mujib and to discuss with him the pros and cons of the political situation obtaining in the country. The Government of Pakistan before permitting the DAC Convener, was convinced of the unquestionable patriotism of Sheikh Mujib. After this clear recognition of his patriotism and leadership by all the Opposition parties, the President's denial to release Sheikh Mujib tantamounts to suspecting the patriotism of all political parties representing the people of this country.

He should bear in mind that the presence of Sheikh Mujibur Rahman in the parley would be more fruitful and effective than representation of his views by some other leaders of his party who would have limitation to the extent of Sheikh's advice.

MAULANA BHASHANI

Further the President should not ignore the great leader Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, who has been working of the uplift of the masses for nearly about 50 years without break. The President should extend invitation to him for parleys either with DAC or in a separate sitting as Maulana Sahib desires.

I urge upon the President to recognise the fact that no parleys without Maulana Bhashani and Sheikh Mujibur Rahman will help in peaceful settlement of political issues in East Pakistan. –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব সকাশে তাজুদ্দীন : দুই ঘন্টাব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদ্য কারামুক্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কুর্মিটোলায় দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক প্রায় দুই ঘন্টাকাল স্থায়ী হয়।

জনাব তাজুদ্দীনের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি আগামীকাল (শনিবার) পুনরায় শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে সাক্ষাৎ করিবেন।

গতকল্যকার আলোচনা সম্পর্কে জানিতে চাহিলে জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কেই তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আগামীকাল শেখ সাহেবের সংগে আলোচনার পর জনাব তাজুদ্দীন ঐদিনই লাহোর যাত্রা করিবেন।

আদালতে তাজুদ্দীন

জনাব তাজুদ্দীন গতকাল (বৃহস্পতিবার) কুর্মিটোলা সেনানিবাসে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য" মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

কোর্টের অধিবেশন শেষ হইলে জনাব তাজুদ্দীন অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে আগাইয়া

যান। কাঠগড়ার ভিতরে দাঁড়াইয়াই আওয়ামী লীগ প্রধান হাত বাড়াইয়া জনাব তাজুদ্দীনকে গভীর মমতায় বুকে জড়াইয়া ধরেন। জনাব তাজুদ্দীনও দুই হাত প্রসারিত করিয়া নেতাকে আলিঙ্গন করেন। দুই নেতা গভীর অন্তরঙ্গতার সংগে কয়েক মিনিট ধরিয়া পারস্পরিক কুশল সমাচার ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এখানে, উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জাতির সামনে ছয়দফা কর্মসূচী প্রদানের এগার সপ্তাহ পরে ১৯৬৬ সালের ৯ই মে শেখ সাহেব এবং জনাব তাজুদ্দীন অন্যান্য সহকর্মীদের সংগে একই দিনে দেশরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ হন।

পরে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষা আইনে আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং একই দিনে ভারতীয় সাহায্য লইয়া সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহাকে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বর্তমানে তাঁহার বিচার চলিতেছে।

জনাব তাজুদ্দীন ৩৩ মাস কারাবাসের পর গতকাল অপরাহ্নে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

করাচী আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

করাচী, ১২ই ফেব্রুয়ারী– শেখ মুজিবর রহমান যাহাতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অবিলম্বে তাঁহার মুক্তির দাবী জানাইয়াছে।

পার্টির এক প্রেস ইশতাহারে বলা হয় যে, তাঁহার অংশগ্রহণ ব্যতীত দেশের কোন শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আলোচনায়ই চলিতে পারে না। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন গোপন সমঝোতা বা চুক্তি সম্পাদন গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর হইবে।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব এবং শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচী অনুযায়ী পার্টি প্রাক্তন প্রদেশসমূহের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়াছে। শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পার্টির তরফ হইতে বলা হয় যে, তিনি জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। –এপিপি

কলাম

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠককে ব্যর্থ করিবার জন্য এক সূক্ষ্ম চাল লক্ষ্য করা যাইতেছে। কোন কোন মহল হইতে এক্ষণেই প্রচার শুরু হইয়াছে যে, বিরোধীদলের সহিত আলাপ-আলোচনা সফল হইলে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া দিবার মত এবং ইহাকে আমরা এই মুহূর্তে ক্ষমতার টোপ ফেলান বলিয়া মনে করি। আজ সারাদেশের মানুষ ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা সর্বস্তরের মানুষ যেজন্য সংগ্রাম করিতেছে, রক্ত দিয়াছে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের দ্বারা তাহাদের ছিনাইয়া নেওয়ার অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করা। বিগত দশকের কুশাসন, অনাচার-অত্যাচার ও শোষণের পরিণতি হিসাবে এই গণ-জাগরণ নমিনেশনে মন্ত্রী হওয়ার জন্য কিংবা বর্তমান মন্ত্রীদের বদলে বিরোধীদলীয় লোকদের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য নয়। জনগণ রাষ্ট্রে তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইলে, দেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলে জনগণের ভোটে ও সমর্থনে যাঁহারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, গণতন্ত্রের বিধানমতে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবেন এবং যে প্রোগ্রামের ওয়াদা দিয়া তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন সেই প্রোগ্রাম কার্যকরী করার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর বর্তাইবে। আমরা যতদূর বুঝি, ইহাই হইল বর্তমান সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে জনগণের অধিকার যদি স্বীকৃতি লাভ করে এবং তৎমর্মে শাসনতন্ত্র সংশোধিত কিংবা পরিবর্তিত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে এবং এই একটিমাত্র উদ্দেশ্যে কোন সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। জনপ্রতিনিধিত্বহীন জগাখিচুড়ি ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, দেশবাসীও তাহা চায় না। আশাকরি, এ-মহল ও-মহল হইতে যত সূক্ষ্ম প্রচার চালান হউক না কেন, তাহার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে বিরোধীদলগুলি কি করে-না-করে, সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী সাহেবের সাম্প্রতিক যে সকল বিবৃতি-বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিয়া কিছুটা আলোচনা করা

দরকার। অতীতের বিবৃতি-বক্তৃতার উদ্ধৃতি না দিয়া সম্প্রতি খুলনায় তাঁহার দলীয় কাউন্সিল সভায় তিনি যে দাবি করিয়াছেন, এখানে শুধু তাহারই উল্লেখ করিতে চাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায়, তিনি দাবি করিয়াছেন যে তাঁহার দলীয় ১৪ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা গ্রহণ করার পরই তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রথমত কোন রাজনৈতিক দলের প্রোগ্রাম অন্য দল গ্রহণ করিবে, এইরূপ প্রস্তাব অবাস্তব ও গণতন্ত্রের রীতি-নীতি-বিরোধী। প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং একমাত্র জনগণ বিভিন্ন দলের প্রোগ্রাম যাচাই করার মালিক মোক্তার। অন্য কোন দলকে বা বা দলসমূহকে নিজ দলের প্রোগ্রাম মানিয়া নিতে বলার অর্থ হইল, প্রকৃত প্রস্তাবে অপরাপর দলের অস্তিত্ব বিলোপ সাধনের দাবি তোলা। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এরূপ প্রস্তাব দেওয়ার নজির আছে কিনা, মওলানা সাহেবের নিকটই আমরা সে প্রশ্ন করিতে চাই। মওলানা সাহেব বয়োবৃদ্ধ, রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এদেশের আন্দোলনে যাঁহারা নির্যাতন ও জেল-জুলুম ভোগ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে মুসলমানদের উপর নির্যাতন বেশি চলে; কিন্তু পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষদিকে কংগ্রেস নেতারাই সর্বাপেক্ষা নির্যাতন-নিপীড়ন ও জেল-জুলুম ভোগ করিয়াছেন। মওলানা সাহেবের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, কংগ্রেস ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন আন্দোলন চলার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে যে লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহাতে বাংলা কিংবা পাঞ্জাব অথবা আসামকে বিভক্ত করার প্রস্তাব ছিল না। অপরদিকে কংগ্রেসও 'অখণ্ড ভারতের' স্বাধীনতার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস–উভয় দলের সুস্পষ্ট কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও এবং বৃটিশ শাসকদের হাতে নির্যাতিত হইবার পরেও তাঁহারা কি লর্ডওয়াভেল ও মাউন্টব্যাটেনের সহিত আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন নাই ? পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা তো শেষ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা বৈঠক মারফতই অর্জিত হইয়াছিল। দেশী ও বিদেশী শাসকের পার্থক্য এখানে তুলিলাম না।

অসহযোগ আন্দোলন, বিলাতে দুই-দুইটি গোলটেবিল বৈঠক, ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড মাফিক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, মুসলিম লীগ কর্তৃক 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'

ঘোষণা প্রভৃতির কথাও মওলানা সাহেবের মনে থাকার কথা। মওলানা সাহেব প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তাঁহার প্রোগ্রাম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের পূর্বশর্ত আরোপ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে তাঁহাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, ইহার কোন নজির আছে কিনা, তিনি বিশ্বাসী, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমরা একমত হই কিনা তাঁহার মনোভাব ও নীতি সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। আমরা তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, তিনি যখন ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন এবং পিন্ডি হইতে লাহোর গমন করিয়া প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে তদানীন্তন গভর্ণরের সহিতও সাক্ষাত করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে আবার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন, তখন তিনি আলোচনার কি কি পূর্বশর্ত দিয়াছিলেন এবং আলোচনার দ্বারা কি কি অধিকার বা তাঁহার দলীয় প্রোগ্রামের কয় দফা আদায় করিয়াছিলেন। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে শুধু আমরাই নই, দেশবাসীও তাঁহার কাছে এর বিস্তারিত তথ্য দাবি করিতে পারে। তাহাকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সেই সময় তাঁহার দলীয় লোকজনসহ অন্যান্য দলের বহু কর্মী ও নেতা কারাগারে বিনাবিচারে আটক ছিলেন। শুধু তাই নয়, এদেশের লোকের ভোটের অধিকার ছিল না, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার খর্বিত ছিল, অনেক ট্রেড ইউনিয়নকে সরকার কলমের এক খোঁচায় বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন, কৃষকদের উপর কর ভার এবং তহসিলদার ও টাউটদের অত্যাচার আজিকার মত সেদিনও বিরাজমান ছিল।

রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা সুষ্ঠু গণতন্ত্রেরই লক্ষণ। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত মওলানা সাহেবের মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক দূষণীয় তো নয়ই। কিন্তু আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি যে, মওলানা সাহেব গত কয়েক বছর যাবত দেশের সমস্যাটি নিয়া বিশেষ ভাবেন নাই, শুধু পররাষ্ট্রনীতিই তাঁহার চক্ষের সামনে একমাত্র সমস্যা ছিল। তাঁহার বক্তব্য, পররাষ্ট্রনীতি তাঁহার নির্ধারিত পথে প্রবাহিত হইলে আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। দেশের রাজনীতিতে পররাষ্ট্রনীতির মূল্য নাই-এ কথা আমরা বলি না; কিন্তু নিজ দেশের মানুষ যখন সর্বপ্রকার অধিকার-বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত, সেই সময় শুধু পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যতঃ একমাত্র প্রোগ্রামে পরিণত করা বিধেয় নয়। বরং ইহা গণমনে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মওলানা ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের খবর আমরা দেখি যদিও আজ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞায় অনেকটা রদবদল হইয়াছে। পূর্বে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলিতে পশ্চিমা

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকেই বুঝিতাম। সাম্প্রতিককালে কম্যুনিস্ট বিশ্বে - বিশেষতঃ চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা নিয়া (আমরা মনে করি, এই দুইটি দেশের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়া) মতবিরোধ শুরু হইবার পরে বিশ্বের দুইটি প্রধান কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র একে অপরকে সাম্রাজ্যবাদী চর বলিয়া অভিযোগ করিতেছে। আমরা আজ কম্যুনিস্ট বিশ্বের এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে চাই না। কিন্তু মওলানা সাহেব কি চান তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিলেই আমরা এবং দেশবাসী তাঁহার সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত গঠন করিতে সক্ষম হইব। সবাই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিবে কিনা, সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।

এখন নিজের দেশের দিকে আসা যাক। তিনি যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব বাংলা অধিকার সম্পর্কে আজিকার মত পূর্বেও সচেতন ও দৃঢ় থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার দল ৬ দফা এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রচারণা করিয়াছিলেন কেন? তাহাকে আমরা ৬ দফা গ্রহণ করিতে বলি না, জনগণই ৬ দফা, ৮ দফা ও ১৪ দফা সবকিছু যাচাই করিবার অধিকারী। কিন্তু ৬ দফার মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল সিআইএ'র হস্ত আবিষ্কার করিয়াছিল, বিরোধীদের হইয়াও তাঁহারাই বা কেন একই সুরে তখন কথা বলিতেছিলেন ? ৬ দফাকে তিনি কিংবা যে কেহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পরিপূরক বলিয়া গণ্য করিতে না পারেন কিংবা কেহবা অতিরিক্ত দাবি মনে করিতে পারেন, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

মওলানা সাহেবের সহিত বহুদিন আমরা একত্রে কাজ করিয়াছি, তাঁহার সাথে আমাদের মত-বিরোধও হইয়াছে। আমরা চাই না যে, মওলানা সাহেবের মুখ হইতে এমন কথা বাহির হউক–যাহার দ্বারা তিনি জনসাধারণের সম্মুখে অবান্তর প্রতিপন্ন হন অথবা আমাদিগকে তাঁহার সমালোচনা করিতে হয়। তাঁহার দলীয় প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। প্রোগ্রামের অর্থ আমরা জানি। ভাল ভাল কথা, সুন্দর ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা এ যুগে কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রোগ্রাম বাজারে ছাড়া আর প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার সামর্থ্য থাকা না-থাকার মধ্যেই পার্থক্য। তবে একদলের প্রোগ্রাম অন্যদল কখনও গ্রহণ করে না, ইহা ডিক্টেটরী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় প্রোগ্রামের ভাল-মন্দ বিচার করার অধিকার একমাত্র জনগণের রহিয়াছে–অন্য কাহারও নয়। মওলানা সাহেবের নিকট আমাদের সর্নিবন্ধ অনুরোধ : আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করি–যাতে ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দলের স্ব-স্ব কর্মসূচী দেশের প্রকৃত

মালিক–জনসাধারণের কাছে যাচাই করিবার জন্য উত্থাপন করিবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেকোন দলের পক্ষে নিজের প্রোগ্রাম অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার প্রস্তাব হাস্যকর।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গোল টেবিল বৈঠক মুজিবের উপস্থিতি সম্পর্কে আবুল কাসেম

ঢাকা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী।– পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম এম এন এ আজ এখানে এক বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হইলে তাহা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের সমাধানের সঙ্গে সহায়ক হইবে না।

জনাব আবুল কাসেম তাহার বিবৃতিতে বলেন যে, প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতি অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর হইবে। কারণ, তাহার অবর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে চূড়ান্ত মতামত জ্ঞাপন করা কঠিন হইবে।

জনাব কাসেম মওলানা ভাসানীকে উপেক্ষা না করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মওলানাকে ডাক-এর সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে প্রস্তাব করেন। –পিপিআই।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব-তাজুদ্দিন সাক্ষাৎ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দীর্ঘ ৩৩ মাস দেশরক্ষা আইনে আটক থাকিবার পর গত বুধবার কারামুক্ত ৬ দফা পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিচারাধীন রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যদের (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) মামলার শুনানী শ্রবণ করেন।

গতকল্য আদালতের শুনানী সমাপ্ত হওয়ামাত্র জনাব তাজুদ্দিন পরিদর্শক গ্যালারী হইতে অভিযুক্তদের গ্যালারীর দিকে গমন করিলে শেখ মুজিবর রহমান তাহাকে (তাজুদ্দিন) গভীর আবেগে আলিঙ্গন করেন।
উভয় নেতা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিয়া প্রেসিডেন্ট নেতাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন : কাউন্সিল মুসলিম লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য আবুল কাশেমের বিবৃতি

জাতীয় পরিষদ কাউন্সিল মুসলিম লীগ সদস্য জনাব আবুল কাশেম সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন:

সকল রাজনৈতিক প্রশ্ন তথা রাজনৈতিক সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত বৈঠকের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যে সদিচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেশ হইতে জরুরী আইন প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদানের বিষয়ে তিনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন সেজন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রশংসা করিতে গিয়া একটি বিষয়ে আমি মর্মাহত হইয়াছি যে, সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সহিত শেখ মুজিবর রহমান জড়িত থাকার জন্য তাহাকে মুক্তি দানের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিবৃতিতে জনাব আবুল কাশেম বলেন, এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আট দফা দাবীতে শেখ মুজিবর রহমান সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের এই কর্মসূচী অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক শেখ মুজিবের সহিত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁহার (শেখ মুজিবের) সহিত সাক্ষাতের জন্য সরকারের নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের কনভেনারকে সাক্ষাতের অনুমতিদানের পূর্বে সরকার নিশ্চয়ই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। দেশের সব কয়টি বিরোধীদল কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রেম ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি সত্ত্বেও আলোচনার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানে প্রেসিডেন্টের অস্বীকৃতির অর্থ দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলের দেশ প্রেমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা।

একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শেখ মুজিবর রহমানের দলের অন্যকোন নেতার মুখ দিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের মতামত প্রকাশ অপেক্ষা আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন এবং তাঁহার উপস্থিতি অনেক ফলপ্রসূ ও কার্যকরী হইবে।

জনাব আবুল কাশেম আরও বলেন যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যায় নেতাকে উপেক্ষা করা প্রেসিডেন্টের উচিত হবে না। ডাক

নেতৃবৃন্দের সহিত অথবা আলাদাভাবে আলোচনায় যাবার জন্য মওলানা ভাসানীর প্রতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আহ্বান জানানো উচিত।

আমি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে ইহা বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান আদৌ সম্ভব নহে।

আজাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব-ভুট্টো-ওয়ালী ছাড়া জাতীয় সরকার গঠিত হইতে পারে না : বিচারপতি মোর্শেদ

ঢাকা, ১৪ই ফেবরুয়ারী।–পূর্ব্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস এম মোর্শেদ আজ এখানে বলেন যে, অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করা হইলে তাহাতে যদি শেখ মুজিব, জনাব ভুট্টো ও ওয়ালী খান অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের গ্রহণ করা না হয় তাহা হইলে তাহাকে জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফরের পর ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক বিবৃতিতে তিনি ইহা জানান। জনাব মোর্শেদ পূর্ব্ব পাকিস্তানেও অনুরূপ সফর করিবেন।

তিনি বলেন যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই সম্পর্কে ফলপ্রসূ আলোচনার পূর্ব্ব শর্ত্ত হিসাবে বর্তমান সরকারের সকল প্রকার নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থায় অবিলম্বে অবসান, শেখ মুজিব, আবদুস সামাদ আচাকজাই সহ সকল বন্দী ও রাজনৈতিক নেতার মুক্তি দিতে হইবে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক ও সাপ্তাহিক চাত্তান পুনঃপ্রকাশের জন্য পত্রিকা দুইটির সম্পাদকদ্বয়কে অভিনন্দন জানান।

সম্পাদকীয়

দৈনিক আজাদ

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সমঝোতার মুহূর্ত্তে করণীয়

দেশব্যাপী ব্যাপক ও দুর্ব্বার গণ-আন্দোলনের মুখে সরকারী কর্তৃপক্ষ বাস্তবকে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে একটি সমঝোতা স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ আয়োজনও শুরু হইয়াছে। সমঝোতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থাও

অবলম্বন করা হইয়াছে। জনসাধারণের মৌলিক ও ন্যায়ানুগ দাবীগুলির স্বীকৃতির মাধ্যমে দেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক, এইরূপ কামনা আজ প্রত্যেকের মনেই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় যে সব অবাঞ্ছিত ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারও একটা প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একথা কর্তৃপক্ষও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলন কোন বিশৃংখলা ও বিভেদ সৃষ্টিকারী আন্দোলন নয়। জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজ দেশ ও দশের স্বার্থ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এই আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়ে। সে জন্যই এইসব স্বার্থ ও অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে সরকার ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলিতেছে। কাজেই দেশ ও দশের স্বার্থে পরিচালিত এই আন্দোলনে যেসব অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিবিধানের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। আমরা মনে করি যে, সমঝোতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এইসব ব্যাপারেও প্রতিবিধান অপরিহার্য্য। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় যেসব অমূল্য জীবনের অবসান ঘটিয়াছে, যাহারা আহত বা পঙ্গু হইয়াছেন এবং যাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের এই ত্যাগ ও ক্ষতি নিঃসন্দেহে দেশ ও দশের জন্যই সাধিত হইয়াছে। তেমনি এই উপলক্ষে দমননীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও যথাযথ সীমা লংঘনের অভিযোগ উঠিয়াছে। এই সীমা লংঘনের ব্যাপারে বিশেষত: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পুলিশের অনধিকার প্রবেশ ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে যাহারা দেশ ও দশের জন্য আত্মত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়টি যেমন গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার, তেমনি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে সীমা লংঘন করা হইয়াছে যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে তাহারও প্রতিবিধান করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করিয়াছি যে, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় নিহত দুইজন ছাত্রের পরিবারবর্গকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দান করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সর্বশেষ খবরে জানা গিয়াছে যে, সেখানকার প্রাদেশিক সরকার সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় আইন প্রয়োগকারী মহলগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে কি না, তাহা তদন্ত করার জন্য একজন প্রাক্তন বিচারপতি সমবায়ে একটি স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আর যাহাই

হউক শুভেচ্ছার প্রতীক। পূর্ব্ব পাকিস্তানেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত। দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের মোকাবেলায় এসব অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনা দেশের উভয় অঞ্চলেই ঘটিয়াছে। কাজেই উভয় অঞ্চলেই ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক।

আমরা মনে করি যে, সমঝোতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই ব্যাপারে অচিরেই তাহাদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই যথাযথ ব্যবস্থা সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য রহিয়াছে। প্রতিটি গুলী বর্ষণের ঘটনাসহ সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় যেসব দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার সামগ্রিক তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তকার্য্য যাহাতে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটি প্রতিটি বিষয়রই পুংখানুপুংখরূপে তদন্ত করিবেন এবং যেখানেই আইন-শৃংখলা রক্ষার নামে সীমা লংঘন ও অনধিকার চর্চ্চা করা হইয়াছে, সেখানে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নির্দ্দেশ করিবেন। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় যাহারা হতাহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও গ্রেফতার হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত লোক ও পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের অর্থ কাহাকে কি পরিমাণে দেওয়া উচিত, তাহা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহিত আলোচনাক্রমেই নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজ সমঝোতার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যাহারা দেশের জন্য অমূল্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহাদের অবদানের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

Morning News

15th February 1969

Mammoth Paltan meeting urges Mujib's release

(By Our Staff Reporter)

The release of Sheikh Mujibur Rahman, withdrawal of Agartala Conspiracy Case and the endorsement of the students' 11-point-programme were the keynote of the speeches made at the mammoth public meeting held at the Paltan Maidan on Friday.

The meeting organised by the Democratic Action Committee was supported by the All-Party Students Committee of Action. Stream of procession from all over the city and suburbs converged on Paltan Maidan to turn the assembly into a vast sea of humanity. All the processions were lustily cheered as they approached the Paltan Maidan.

The processionists carried placards and chanted slogans in support of their demand by 3 p.m. the entire Paltan Maidan was jam-packed. The progress of the meeting was halted for some time as the student demanded the endorsement of their 11-point programme by the leaders. The students demanded of the leaders that they should give unqualified support to their 11-point programme. The students were supported by the entire assembly.

At this stage the student leaders took control of the dais and shouted slogans in support of their programme. Amidst thunderous cheers from the crowd they said "no compromise on 11-point programme".

Addressing crowd, Mr. Tofail Ahmed, Vice-President, DUCSU, said that there could be no parley without Sheikh Mujibur Rahman. He wanted to know from the DAC leaders on what basis they had agreed to go for a parley with the Government and on what basis they had formulated their 8-point programme.

He demanded the immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and he was supported by the entire crowd. At this stage slogans were raised by the crowd demanding the release of Sheikh Mujib and withdrawal of Agartala Conspiracy Case.

Tofail said that if the leaders did not press for the release of Sheikh Mujib the DAC leaders would be strengthening the hands of President Ayub.

RESTIVE CROWD

After Tufail had soothed a restive crowd, Mr. Mohiuddin made a speech saying that this movement had gained momentum after great sacrifices had been made and Government was bound to yield under the tremendous pressure of the mass movement. He was speaking with a garland portrait of Sheikh Mujib in front of him and a big banner demanding the release of Sheikh Mujib and withdrawal of Agartala Conspiracy Case behind him.

At this point Khondoker Mushtaq Ahmed proposed the name of Mr. Nurul Amin as the President for the meeting but the proposal was rejected by the crowd. The crowd was bustling with excitement and was clearly in no mood to listen to the leaders unless they had acceded to the demand of the students.

It against fell to a student leader, Abdur Rouf, President, EPSL, to persuade the crowd to listen to the leaders. His words were drowned in slogans "accepted 11-point programme" and "release Sheikh Mujibur Rahman".

The crowd again became restive and they want beyond the control of the leaders. Tufail was requested by the leaders at the dais to come to their aid and he again took the stage and brought the crowd under control.

AMENA BEGUM

Speaking next, Amena Begum, said that it was inconceivable to think that after the amount of bxiood that had been shed Sheikh Mujib would not be released and the economic discrepancies would not be removed.

She said as an individual she wholly supports the 11-point programme of the students. She however, cautioned the crowd that under no circumstances the movement would be allowed to be subverted.

TAJUDDIN

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary, Awami League, demanding the release of Sheikh Mujib and Withdrawal of Agartala Conspiracy Case said that the movement would go unabated until Sheikh Mujib was released.

He created the students for the release of political prisoners but regretted that Sheikh Mujib was not with them on Friday. He said the solution of any problem was not possible without the participation of Sheikh Mujib.

The entire movement, he said, was woven around the 11-point programme of the students and if the movement was further accentuated peoples' victory was inevitable.

He said unless Sheikh Mujib and other political prisoners were released they would take no rest, and aiming at the students, he declared that from this movement onwards "we are with you". He said those who were trying to use the students to their own use would be frustrated and warned the crowd that let this movement not be misguided vested interest.

FARID AHMED

Moulvi Farid Ahmed another DAC leader, then took the dais and appeared to the crowd particularly the students to listen to his speech mindfully before making any reservation on it. He said that there should not be any misunderstanding whatsoever about his views on demand of Sheikh Mujibur Rahman's release. He

asserted that Sheikh Mujib was his personal friend and he had very close relation with him and as such, he questioned how could he (speaker) oppose the demand of his (Mujib) release?

On the other hand, he added, we would continue our fight for the release of the Sheikh "in all possible ways". He was applauded by the crowd. He said the current popular movement was the binding force between people of East and West Pakistan.

Referring to the proposed round-table conference Moulvi Farid Ahmed said that the DAC leaders, if decided in Lahore meeting would go to the conference table "to discuss" the present situation with the Government. He repeatedly tried to make it clear that "discussion" and "compromise" were not the same thing and they would not in any case go to the talks for "compromise" with the Government. At this stage slogans were raised and he was asked by many among the crowd to "speak" about the 11-point demand of students.

Resuming his speech after a short pause Moulvi Farid Ahmed informed the gathering that he sad filed case with the Tejgaon Police Station about Nakhalpara firing in which one baby was killed. He said that he had already challenged the validity of imposition of curfew in the High Court and soon he would take the matter with the Supreme Court of Pakistan.

Moulvi Farid said that Governor Monem Khan was one of the persons who did not want to hold any dialogue with the opposition leaders. He did not understand how President Ayub was talking about dialogue when a man like the Governor of the Province was against any such dialogue. After this he was again asked by the crowd to speak about the 11-point. This interruption led Moulvi Farid Ahmed to discontinue his speech and leave the dais.

MUZAFFAR AHMED

Moulvi Farid Ahmed was followed by Mr. Muzaffar Ahmed NAP (requisitionist). He in his speech explained the 8-point demand of the DAC and said that the success achieved so far in recent countrywide mass movements was the testimony to the victory of the people. He also demanded release of Sheikh Mujibur Rahman.

Repeatedly asked about his stand on the 11-point programme of the students, Mr. Muzaffar Ahmed said he had supported the demands in a Press statement as soon as the students had prepared them. As the students kept on putting questions, Mr. Muzaffar

Ahmed went on to explain that the eight points of DAC formed the hard core of the 11-point demand of the students. He congratulated the students for the mass movement that they had generated.

He said that mass movement was not an easy affair. People had to be cautious about the hurdles before them. Elaborating his point on the identity of the DAC demands and the demands of the students, he said DAC asked for a sovereign parliament under a federal system of government. All this time interruptions came from the crowd.

Mr. Muzaffar Ahmed said that he was not one of those who believed in the Nuxalbari type of movement. He also did not believe in such slogans as "jalo jalo agoon jalo". Immediately a large section of the crowd went into a chorus of "jalo jalo agoon jalo" drowning his speech, Mr. Ahmed at this stage raised slogans for release of Sheikh Mujibur Rahman and stopped speaking.

The last speaker at the meeting was Syed Nazrul Islam, the acting President of the Six-point Awami League. He said the demand for Sheikh Mujibur Rahman was the demand of the 12 crore people of Pakistan. He said he felt proud at the fact that the masses had supported the leader of his party for which the party was grateful to the people. He said he and his party would go to Lahore with the mandate of Sheikh Mujibur Rahman.

He also reminded the assembly that so far the political movements in the country had been limited to East Pakistan only. Now the wave has reached West Pakistan too. The whole country, he said, was united in its resolve to protest against repression.

He said as far as he and his party was concerned there could be no doubt about their full support to the eleven-point demands of the students.

The Six-point Awami League had joined the DAC, he said to strengthen the people movement in the country. He said that as long as emergency was lifted and all political prisoners were released "we will not participate in the dialogue."

He asserted discussions and compromise were the same thing. He said he had repeated many times that unless some minimum demands were accepted, there could not be any compromise with the government. He said they did not want anything from the government by begging. "Whatever we achieve we shall do it through a united, peaceful and disciplined movement". He warned against disunity among the democratic forces.

Pakistan Observer

16th February 1969

Murshed says : Case against Mujib should be withdrawn

Mr. Justice S.M. Murshed, former Chief Justice of the East Pakistan High Court said here today that the case against Sheikh Mujibur Rahman could and should be withdrawn forthwith, reports PPI.

In a statement to the Press on Saturday Mr. Justice Murshed said that he was glad to note that Wali Khan and Zulfiqur Ali Bhutto had been released but he regretted that Sheikh Mujibur Rahman and Abdus Samad Achakzai were still in detention. The case against Sheikh Mujibur Rahman can and should be withdrawn forthwith, he said.

All repressive measures including the application of lathi and firing of bullets must cease immediately, he said and added in such a peaceful climate only that a "fruitful dialogue" could proceed.

Dawn

16th February 1969

Withdrawal of Agartala case & Mujib's release Demands by mammoth Paltan Maidan meeting

From Mahbubul Alam

DACCA, Feb 15: A huge public meeting held under the auspices of the Democratic Action Committee in Paltan Maidan yesterday afternoon emphasised that the lifting of Emergency release of all political detenus, amnesty for those convicted in political cases, withdrawal of the Agartala Conspiracy case, and release of Sheikh Mujibur Rahman, among others, were essential steps which the Government must take for creating a congenial atmosphere for the proposed political dialogue.

The meeting witnessed pandemonium for over half an hour and was marked by persistent slogans in favour of the East Pakistan students Action Committee's Eleven-point demands and withdrawal of the Agartala case and Sheikh Mujibur Rahman's release. In the confusion the students who frequently chanted the Eleven-point slogans, gained ground and their leader. Tofail Ahmed went to the rostrum twice to pacify the crowd. He remained on the stage till the end of the meeting, rising on his feet

off and on, to control the crowd whenever there were interruptions. Taking the mike the leader of the All-party students Action Committee asked the leaders from the rostrum: We want to know on what basis you have adopted the Eight-point programme (of DAC)? He said, they were for Eleven-point programme and wanted the release of Sheikh Mujib.

Earlier, there was also confusion over the presidentship of the meeting. There were cries of "no no" when the name of the Leader of the Opposition Mr. Nurul Amin was proposed for taking the chair. Some leaders tried to pacify the crowd in vain and it was after Mr. Tofail came to the mike and appealed for calm that the crowd was pacified.

The just released Secretary of the Six-point East Pakistan Awami League Mr. Tajuddin Ahmed, addressing, said that as long as Sheikh Mujib would not be released no problem could be solved. He stressed the need for keeping the current struggle alive.

CHARTER OF DEMANDS

Mr. Tajuddin said, while the leaders were going to Lahore and Pindi to realise the charter of people's demands, the people would carry on their movement Addressing the leaders, he said, if they failed to ...lise the people's demands they should come back. But in no case should the leaders how down to the Government.

Prof Mozaffar Ahmed, President of the East Pakistan National Awami Party (Requisttionist Group) declared his support for students Eleven-point demands. He told the meeting that Eight-point demands of DAC would pave the way for realising other demands also.

The professor said political discussions with the Government did not mean surrender or compromise. Emphasising the need for peaceful and constitutional movement, he said, movement and talks could be carried on at the same time, and cited the case of Viet-Nam where talks and fighting were going on simultaneously.

He told the meeting, if Sheikh Mujibur Rahman's party decide not to participate in the proposed talks without him, his Party would also do the same.

Awami League's Nazrul Islam the acting President of the Six-point said, there would be no compromise with the President if they could not secure the release of Sheikh Mujib. He said, his Party was going to Lahore with the mandate of Sheikh Mujib. He

stressed, however, that congenial atmosphere must be created for the proposed talks. He assured the meeting that talks do not mean compromise.

He said if the pre-conditions for talks, such as, withdrawal of Emergency, withdrawal of Agartala case and release of political prisoners etc. were not fulfilled them his Party would not go to the Conference.

Mr. Nazrul Islam supported the students Eleven-point demands Khandkar Moshtaq of Six-point Awami League also spoke.

The meeting, by a resolution, demanded direct election on the basis of adult franchise, parliamentary federal form of government, among other things. It said, the programme of DAC had been formulated on the basis of demand for federal parliamentary system of Government having provision for autonomy etc.

Mr. Farid Ahmed of Nizame Islam Party said, they were determined to secure the release of Sheikh Mujibur Rahman which was one of their demands. Describing the demand for Sheikh Mujib's release as a national demand he assured the people that they were not going to do anything against the wishes of Sheikh Mujib.

A big procession was taken out after the meeting. The processionists carried a number of banners and placards embodying various demands and chanted slogans demanding withdrawal of Agartala Case and pledging support for students Eleven-point programme.

COMPENSATION URGED

APP adds: Later the meeting, be resolutions, demanded compensation to the families affected by the Police firing, judicial inquiry headed by a High Court Judge into the firings at various places in the country and punishment to the culprits involved in the firing.

The meeting also expressed "no confidence" in the present regime and demanded the formation of a democratic Government, directly elected on universal suffrage. By another resolution, the meeting demanded withdrawal of Agartala case and other political cases, and grant of fundamental rights, withdrawal of University Ordinances, and Defence of Pakistan Rules and Safety Act.

Besides demanding abolition of the Certificate system, the meeting also called for the declaration of Feb 21 as a National Holiday.

Dawn

16th February 1969

'Participation of Bhutto, Mujib, Bhashani vital' : Asghar wants end of political cases, black laws at a stroke

LAHORE, Feb 15: Air Marshal Asghar Khan today strongly pleaded for the inclusion of Mr. zulfiqar Ali Bhutto, Sheikh Mujibur Rahman and Maulana Abdul Hamid Bhashani in the roundtable talks between President Ayub and Opposition parties.

Talking to newsmen at his residence after his arrival here today from Larkana the former chief of the Pakistan Air Force said that the exclusion of these leaders from the talks would be very unfortunate.

He knew there were certain difficulties in extending an invitation to Sheikh Mujibur Rahman, but these difficulties, he said, were not insurmountable. It would be a tremendously good gesture on the part of the Government to remove those difficulties.

He said, responsible leaders of sound political parties should not and must not be ignored. In case an invitation is issued to them, he added, they should be given a week's time to have consultations with their colleagues and leaders of other parties. The week's time, he said, should be calculated from the day invitations are extended to these leaders.

Asked if he meant postponement of talks, he replied, the people who had been in jail very recently or are still in imprisonment would require at least a week to prepare themselves adequately for talks. "You can't expect a man to go straight from jail to a conference table. He must have time to consult his friends", he arrested.

I replying to a question he said he had not received any invitation from the president but he added, it was not important. What mattered most was that leaders of political parties were not left out of the talks.

CONGENIAL ATMOSPHERE

The Air Marshal however, wished all success to the proposed talks and hoped that the parties concerned achieved their desired objective. In this context, he said, the political climate in the country should be made appropriate for the talks.

He regretted that the Government was not talking adequate steps to create a favourable climate for the talks. "On the one hand

they talk of showing their goodwill and on the other they resort to repressive measures to suppress popular expression of demands and grievances" he said.

In this connection, he particularly referred to the "uncivil" behaviour of the police in yesterday's clashes in Lahore. He made specific mention of "Police entry in the house of Mr. Shorish Kashmiri violating its privacy, slapping his wife and children and breaking his furniture and utensils".

The party in power, he said, should exhibit its goodwill in deeds and not merely pay lip service to it.

He also referred to the tractors' case against Mr. Bhutto and said far more important issues were at stake at the moment which needed the concentrated attention of the people and the Government. Such a case loses its meaning in the face of such big issues. Therefore, it should be withdrawn. It will be a real good gesture, conducive to the creation of friendly atmosphere for talks.

TOO LITTLE, TOO LATE

To bring about a favourable climate for the talks Air Marshal Asghar Khan said all preventive laws which are in force in the country since 1958 or so must also be repealed and all political cases in East and West Pakistan withdrawn.

He again appealed to the Government to take initiative and take one big step to remove all repressive measures at a stroke, "Too little, too late has always been the case so far. To accede to the people's demands drop by drop and to be always behind time, has been the feature of this Government. It has never comprehended issues in the entirety and has never understood the right mood of the people", he said.

NO CLASS WAR

Asked if the thought that the present movement of the people might lead to a class war, he said, "no One good feature of this movement is that it was free from class malice and was not motivated by class hatred". Violence here and there was only an expression of political frustration of the people.

Reverting to the question of police, he said the police in the country was like a pare-armed force whereas in all civilize countries of the world it was civil force. Its dress, uniform and the arms etc etc issued to it resembled like those of the army. With these arms and uniform they try to behave like army.

He thought if arms were with drawn from the police the police's attitude would change. Any future Government, he stressed, must give its careful thought to this problem and reform the police.

Asked about the nature of his talks with Mr. Bhutto at Larkana, he smilingly said, "we had very satisfactory talks about the unsatisfactory situation in the country and other relevant matters.–APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত : বিচারপতি মুর্শেদ

পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বিচারপতি জনাব এস, এম, মুর্শেদ গতকল্য (শনিবার) এক বিবৃতিতে বলেন যে, "জনাব ওয়ালী খান এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত বোধ করিতেছি। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব আবদুস সামাদ আচাকজাই এখনও আটক রহিয়াছেন। শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা যায় এবং এখনই তাহা প্রত্যাহার করা উচিৎ।"

Morning News

16th February 1969

Mujib, Bhashani should attend talks : Asghar

LAHORE, Feb, 15 (PPI): Air Marshal Asghar Khan emphasised here today the need for participation of Mr. Z.A. Bhutto and Sheikh Mujibur Rahman in the projected round table conference for the success of talks.

Nevertheless, he suggested grace period of about a week to allow these two leaders to study the political situation and to have consultations with their own partymen and other opposition leaders.

It was vital, he said, that the talks, if they are to be held, should be successful.

With this end in view he also pleaded for the inclusion of Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani and observed that it would be wrong to leave out the leader of any political party.

Morning News
16th February 1969
AL chief hopes DAC will demand release of Mujib

LAHORE, Feb 15 (APP): Syed Nazrul Islam, Acting President of the Awami League (Six Pointers) today expressed the hope that the Committee would stick to its demand for the release of Sheikh Mujibur Rahman and withdrawal of the case against him.

Talking to newsmen on his arrival from Dacca at the head of four-member contingent of his party, Syed Nazrul Islam said it was one of the eight points agreed upon between components of the DAC that all political cases including those that might be pending before the courts or tribunals should be withdrawn.

Asked what would be the decision of his party if the Central Democratic Action Committee meeting later tonight decided that the offer of President Ayub might be accepted despite absence of Sheikh Mujibur Rahman Syed Nazrul Islam said 'We never hope that the DAC will take such a decision. Pressed to state the attitude his party in case such a decision was arrived at he said 'I cannot say".

MUZAFFAR

The President of the East Pakistan National Awami Party (Requisitionists) Prof Muzaffar Ahmad said here this evening that the people should not be disillusioned by any dialogue and they should continue their struggle within the dialogue and outside it".

He was talking to newsmen on his arrival here from Dacca at the head of a four-member contingent of his party Prof Muzaffar Ahmad said, 'the only weapon at the disposal of the unarmed people is the movement and the movement should be peaceful and disciplined.

দৈনিক পয়গাম
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
জনাব মোর্শেদের বিবৃতি : শেখ মুজিবের মামলা প্রত্যাহার দাবী

ঢাকা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী।– পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এম, মোর্শেদ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবী জানাইয়াছেন।

জনাব মোর্শেদ অদ্য এখানে এক বিবৃতিতে বলেন যে, জনাব ওয়ালী খান এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর মুক্তির সংবাদে তিনি আনন্দিত

হইয়াছেন; কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান এবং আবদুস সামাদ আচকজাই এখনও আটক রহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে, আলোচনার জন্য শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবিলম্বে লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণসহ সকল প্রকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করা উচিত। তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি এবং ছাত্রদের দাবীর প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

জনাব মোর্শেদ বলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠিত হইলে উহাতে অবশ্যই শেখ মুজিবর রহমান, ওয়ালী খান এবং জনাব ভুট্টো ও অন্যান্যদের প্রতিনিধিসহ প্রধান প্রধান সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফরের পর শুক্রবার এখানে পৌঁছেন। তিনি লাহোরের 'চাত্তান' পত্রিকা পুনঃ প্রকাশকে অভিনন্দন করেন। –এপিপি।

দৈনিক পয়গাম
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করুন : আসগর খান

লাহোর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী।– এয়ার মার্শাল আসগর খান আলাপ-আলোচনায় সাফল্যের জন্য প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে জনাব ভুট্টো ও শেখ মুজিবর রহমানের যোগদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নেতৃদ্বয়কে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং দলীয় ও অপরাপর বিরোধী দলীয় নেতার সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আরও এক সপ্তাহ সময় দানের জন্য জনাব আসগর খান প্রস্তাব দেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকেও এই আলোচনায় যুক্ত করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, যে-কোন রাজনৈতিক দলকে এই আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া হইলে ভুল হইবে।

দৈনিক পয়গাম
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শেখ মুজিবের উপস্থিতি প্রশ্নে

গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতি সম্পর্কে জনাব আমীনের ব্যক্তিগত মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সরাসরি উত্তরদান হইতে বিরত থাকেন।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় ডাক' আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনাক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। ইহা অবশ্যই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হইবে।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (ছয় দফা পন্থী) আহ্বায়ক জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, 'ডাক' নেতৃবৃন্দ জনগণের দাবী আদায়ের জন্য লাহোর যাইতেছেন এবং কোন অবস্থাতেই তাহা হইতে বিচ্যুত হইবেন না।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

এস এম মুর্শেদের বিবৃতি : শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারের দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এম মুর্শেদ গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ওয়ালী খান ও জেড, এ, ভুট্টোকে মুক্তি দেওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান এবং আবদুস সামাদ আচকজাই এখনও আটক রয়েছেন।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং তাই করা উচিত।

শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য শান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লাঠি ও গুলি ব্যবহারসহ সকল নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করারও তিনি দাবি জানান। সাবেক প্রধান বিচারপতি ডাক ছাত্রদের দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

জনাব মুর্শেদ বলেন, যদি পূর্ববর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠিত হয় তবে শেখ মুজিবর রহমান, ওয়ালী খান ও জেড এ ভুট্টো ও অন্যান্য সহ সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের তাতে গ্রহণ করা উচিত।

জনাব মুর্শেদ গত শুক্রবার পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ ব্যাপকভাবে সফর শেষ করে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি ইত্তেফাক ও চাটান পত্রিকা পুনঃপ্রকাশে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে মিছিল

শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও জনতা শহরের রাস্তায় এক মিছিল বের করে।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, মিছিলকারীরা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের মাল্যভূষিত এক বিরাট আকারে ছবি ও বিভিন্ন প্লাকার্ড বহন করেন এবং 'শেখ মুজিবকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দাও', 'মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা' ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকেন। তারা সরকারী নির্যাতনের নিন্দা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতেও শ্লোগান দেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আইএসপিআরের প্রেস রিলিজ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক গুলিতে নিহত : ফজলুল হক আহত

ইন্টার সার্ভিসেস জনসংযোগ দফতরের তরফ হতে জানান হয়েছে যে, গতকাল ভোরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলিবিদ্ধ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক রাত ৯-০০ মিঃ কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন)। এপিপি এ সংবাদ পরিবেশন করে। পূর্ববতী খবরে বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আহত অভিযুক্ত ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট জহুরুল হক গতকাল সকালে প্রহরীদের পরাভূত করে পালাবার চেষ্টা করলে জখম হন। খবরে প্রকাশ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক বুকে আঘাত পেয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত না হলেও সন্তোষজনকভাবে তার অবস্থার উন্নতি ঘটছে। চতুর্থশ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'জন অভিযুক্ত গতকাল সকালে প্রহরীদের আঘাত করেন এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা চালান। - এপিপি

আজাদ

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গোলটেবিলে মুজিব

লাহোর, ১৬ই ফেব্রুয়ারী।–প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতির সুযোগদানের জন্য রাজী হইয়াছেন। 'ডাক' মুখপাত্র জনাব মাহমুদ আলী আজ এখানে উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "ডাক ইতিপূর্ব্বেই প্রেসিডেন্টকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, তাহাদের জোট বহির্ভুত রাজনৈতিক দল সমূহ ও স্বতন্ত্র নেতৃবর্গকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের দায়িত্ব তাঁহার নিজের।"

অপর এক খবরে প্রকাশ, আজ সাংবাদিকগণ বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতি সম্পর্কে জনাব মাহমুদ আলীর নিকট নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করেন ঃ–

প্রশ্ন–জনাব শেখ মুজিবকে প্রহরাধীনে বৈঠকে হাজির করা হইবে, না মুক্ত অবস্থায় তিনি আসিবেন?

উত্তর–আমি উহার কোনটাই অবগত নহি। সরকারই উহা বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবেই তাঁহার উপস্থিতি কামনা করি ।

প্রশ্ন–বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে ডাক'এর অন্যতম পূর্ব্বশর্ত ছিল শেখ মুজিব, জনাব ভুট্টো ও ওয়ালী খানকে মুক্তিদান। এখন যদি শেখ সাহেবকে মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে হাজির করা না হয় তবে আপনাদের মনোভাব কি হইবে?

উত্তর–আমি ডাক'এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলাম মাত্র। ইহার বেশী কোন বিশ্লেষণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।

প্রশ্ন–উহার অর্থ কি এই যে, শেখ মুজিবকে মুক্তিদান ছাড়াই হাজির করা হইবে?

উত্তর–ডাক নেতৃবর্গ ইতিমধ্যেই আটক নেতা শেখ মুজিবের সহিত আলাপ করিয়াছেন।

প্রশ্ন–১৯শে ফেব্রুয়ারী বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সোপারেশ রহিয়াছে। উহাতে যোগদানের জন্য শেখ সাহেব কখন পিণ্ডি পৌঁছিবেন?

উত্তর–আমরা ঠিক জানি না। যত সত্বর সম্ভব আসিবেন।

প্রশ্ন–আপনারা যদি পিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের মেহমান হন, তবে শেখ মুজিবর রহমান তাহার সহিত থাকিতে রাজী হইবেন?

উত্তর–উহা তাহার উপর নির্ভর করে। –এপিপি/পিপিআই

Pakistan Observer
17th February 1969
NAP meeting for Sheikh's release
By A Staff Correspondent

A public meeting organised by the National Awami Party (pro-Peking) at Paltan Maidan on Sunday afternoon demanded immediate release of all political prisoners including Sheikh Mujibur Rahman and the withdrawal of "conspiracy' case. The meeting also pledged its full support to the 11-point demand of the students and gave support to the hartal call on Monday by the students. All party committee of Action in protest against the killing of Sergean Zahurul Huq.

At about 3:45 p.m. the scheduled meeting of the National Awami Party began at the Paltan Maidan. No sooner had the meeting started, people raised slogans demanding release of Sheikh Mujibur Rahman, withdrawal of "conspiracy" case.

Mr. Mashiur Rahman in the meeting discussed the political situation in the country and urged the people to carry of the movement till the 11-point demands were fulfilled.

Mr. Mian Arif Iftekhar a NAP leader from Lahore in his address in the meeting declared that the people of both the wings of Pakistan who are now united in the movement against the present regime will continue their struggle.

Mr. Abdul Huq, General Secretary of the East Pakistan Krishak Shamity in his speech in the meeting said that President Ayub has withdrawn the DPR but started rearresting the released prisoners under the Security Act of Pakistan.

Mr. Nurul Huda Kader Bux, Mr. Mujibur Rahman Choudhury and spoke in the meeting which was presided over by Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani.

Maulana Bhashani in his presidential speech in the meeting called upon the people to carry on the mass movement its favour of the 11-point demands as he believed that the fulfilment of those demands will bring back political, social and economic liberty of the "twelve crore oppressed people of Pakistan."

At one stage of his speech the news of the firing on the funeral procession before the house of a Provincial Minister reached the meeting and the people immediately left the meeting for the place of occurrence.

Pakistan Observer
17th February 1969
Brohi meets Mujib : Special Tribunal proceedings will be challenged
By A Staff Correspondent

Mr. A. K. Brohi, advocate of the Supreme Court, will challenge the validity of the proceedings of the special tribunal now hearing the case state versus Sheikh Mujibur Rahman and others shortly in view of the restoration of fundamental rights following the withdrawal of emergency.

Mr. Brohi told me on Sunday evening that he held an interview with Sheikh Mujibur Rahman in the morning in the

military custody and held professional talks with him. He said that a demand of justice has already been served on the Government of Pakistan challenging the constitutional validity of continuance of proceeding before the tribunal.

PPI adds: Mr. Brohi had travelled to Dacca in order to confer with the defence counsels and to advice them with regard to the constitutionality of the continuance of the proceedings before the special tribunal.

In view of the imminent withdrawal of the proclamation of the emergency the contentions that is being raised is that in view of the restoration of the fundamental rights following upon withdrawal of the emergency the ordinance under which the tribunal was constituted will be hit by the fundamental right number 15 of the constitution which guarantees equal protection of law to all citizens.

A demand of justice notice has already been served on the Government of Pakistan challenging the constitutionality of the continuance of the proceeding before the special tribunal after February 17, 1969, it was gathered from Mr. Brohi.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগামীকল্য শেখ মুজিবের লাহোর যাত্রার সম্ভাবনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশ্বস্তসূত্রে ঢাকায় সদ্য প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্মত হইয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, শেখ মুজিবর রহমান এই আলোচনায় শরীকও হইবেন, এবং শরীক হইবেন একজন 'মুক্ত' নাগরিক ('ফ্রি-ম্যান') হিসাবে। তবে সর্ব মহলের দাবী অনুযায়ী 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি' সামগ্রিকভাবে প্রত্যাহার করা হইবে কিনা, তাহা এখনো নিশ্চিত করিয়া জানা যায় নাই। তবে একটি অতীব প্রভাবশালী মহল সমগ্র মামলাটি প্রত্যাহারের পক্ষে কাজ করিয়া যাইতেছেন।

শেখ সাহেব সময়মত মুক্তি পাইলে আগামীকল্য মঙ্গলবার তিনি লাহোর রওয়ানা হইবেন এবং সেখানে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (ডাক) বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিবেন।

পিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের সহিত বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে কেবলমাত্র শেখ সাহেবই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করিবেন বলিয়া আওয়ামী লীগ স্থির করিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সদ্য কারামুক্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ লাহোরে ডাকের বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর গতকল্য (রবিবার) ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে-কোন মুহূর্তে শেখ মুজিবরের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া 'ডাকের' লাহোর বৈঠকের ফলাফল জানাইবেন।

কলাম

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

দেশটা কোন্ পথে যাইতেছে, তাহা আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা শুধু অস্বাভাবিক, অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে হইবে না, জাতির কপালে চরম দুর্ভোগ না থাকিলে দিন দিন নূতন নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত না। সার্জেন্ট জহুরুল হকের বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন বুলেটের আঘাতে মৃত্যু কতখানি হৃদয়বিদারক ঘটনা, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেখানে আজ সর্বত্র দাবি উঠিয়াছে, ইহাদের মুক্তির জন্য, মামলা তুলিয়া লইবার জন্য, সেখানে এইরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনা কি করিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারিল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সার্জেন্ট জহুরুল হকের শোকার্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি কি ভাষায় আমরা সান্ত্বনা জানাইব, তাহা জানি না। জাতির মন্দভাগ্য না হইলে এই প্রকার ঘটনা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। কি অবস্থায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে বন্দী অবস্থায় এইরূপ ঘটনা ঘটার দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যাইবে। প্রকৃত ঘটনা হয়ত একদিন না একদিন উদঘাটিত হইবেই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দাবি জানাইতেছি, অবিলম্বে তদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক দোষী ব্যক্তিদের কোর্ট মার্শালে বিচার করা হউক: উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে, তাহা এই বিয়োগান্ত পরিস্থিতিতেও আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সামরিক হেফাজতে থাকাকালেই যখন এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, তখন জনমনকে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্ত করার জন্য

এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত ও আশু প্রতিকার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্য যে সকল আসামী সামরিক হেফাজতে আছেন, তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকে আমাদের নিকট এই দাবি তুলিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, অভিযুক্তদের অবিলম্বে জামিনে মুক্তি দেওয়া হউক। শুধু তাহাদের আত্মীয়-স্বজন এবং জামিনদারেরাই নয়, প্রয়োজন হইলে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও তাহাদিগকে নিয়মিত ট্রাইব্যুনালে হাজির করার দায়িত্ব বহনে প্রস্তুত আছেন।

মানুষের মৃত্যু কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সকলকেই একদিন না একদিন মরিতে হইবে। কিন্তু যেভাবে সার্জেন্ট জহুরুল হকের অকালমৃত্যু ঘটিল, তাহা সারা জাতিকে শোকাভিভূত করিবে এবং ইহার কি সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা চিন্তা করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠি। আশাকরি, সরকার অবিলম্বে অবশিষ্ট অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজনদের ও দেশবাসীর তরফ হইতে যে দাবি উঠিয়াছে, মোকদ্দমা তুলিয়া না নেওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের জামিন প্রদানপূর্বক সেই দাবি পূরণ করিবেন এবং তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সকলের মনে আস্থার ভাব জাগাইয়া তুলিবেন। গত দশ বছর অত্যাচার, অনাচার, কুশাসন ও বঞ্চনা, জেল-জুলুম মানুষকে এমনিতেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, তার উপর সাম্প্রতিককালে গণ-জাগরণের মুখে কর্তৃপক্ষ যে নিষ্ঠুর দমননীতি গ্রহণ করেন তাহাতে আজ দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ বিরাজ করিতেছে। এই আন্দোলনকালে দেশে অমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাতে একটি লোকও নিরাপদ বোধ করিতে পারে নাই। অপর দশজনের মত যখন আমাদের ছেলেপিলে রাস্তায় বাহির হইয়াছে, তখন তারা গুলী খাইয়া মরিবে, না গ্রেফতার হইবে, এই দুর্ভাবনায় তাহারা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত আমাদিগকে অস্বস্তির মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে তখন যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, সেইরূপ এই দেশের অগণিত পিতা-মাতা একই দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছেন। মানুষকে অধিকার-বঞ্চিত রাখিয়া যে শাসনকার্য পরিচালনা করা হইতেছিল, সেই অগণতান্ত্রিক ও গণস্বার্থবিরোধী বিধিব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য আইন ও শৃংখলা রক্ষার নামে আমাদের সন্তানতুল্য ছাত্র ও এদেশের মানুষের উপর যে জুলুম চালানো হইয়াছ, সেই বেদনাদায়ক ঘটনাবলী এবং ছাত্র-জনতার রক্তদানের কথা স্মরণ রাখিয়াও আমরা দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। দেশবাসীর এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এমনি সব ঘটনা

এখনো ঘটিতেছে, যাহাকে উস্কানিমূলক না বলিয়া উপায় নাই। জানি না, ইহার পেছনে কোন উদ্দেশ্য রহিয়াছে, না ইহা কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা। তথাপি এই উত্তেজনা ও প্ররোচণার মুখেও আমরা দেশবাসীকে ধৈর্য সহকারে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আবেদন জানাইব। সার্জেন্ট জহুরুল হকও এই গণ-অভ্যুত্থানের মুখে যে সকল কোমলমতি তরুণ ছাত্র-নওজোয়ান ও জনসাধারণ জুলুমের শিকারে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিদেহী আত্মা ও পরিবার-পরিজনকে আমরা এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁহাদের ত্যাগ ও আত্মদান বৃথা যাইবে না এবং দেশবাসীর কাছে তাঁহারা চিরস্মরণীয় শহীদ হিসাবেই অমর হইয়া থাকিবেন। পরিশেষে ঢাকায় গতকল্য অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা যে, গণবিক্ষোভ বাঙালী-অবাঙালী রূপ পরিগ্রহ করে নাই। যেকোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, সকল শ্রেণীর নাগরিকের নিকট ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

Morning News
17th February 1969
BROHI MEETS MUJIB

Mr. A. K. Brohi, senior advocate of the Supreme Court along with Dr. Kamal Hussain, held an interview yesterday morning with Sheikh Mujibur Rahman to take instructions from him with regarded to his case before the Special Tribunal, reports PPI.

Mr. Brohi had travelled to Dacca in order to confer with the defence counsels and to advise them with regard to the constitutionality of the continuance of the proceedings before the Special Tribunal.

In view of the imminent withdrawal of the proclamation of the emergency, the contention that is being raised is that in view of the restoration of the fundamental rights following upon the withdrawal of the emergency, the ordinance under which the Tribunal was constituted, will be hit by the Fundamental Right No. 15 of the Constitution which guarantees equal protection of law to all citizens.

A demand of justice notice has already been served on the Government of Pakistan, challenging the constitutionality of the continuance of the proceeding before the Special Tribunal after February 17 1969, it was gathered from Mr. Brohi.

Morning News
17th February 1969
Mujib's release demanded

RAWALPINDI, Feb. 16 (PPI): Syed Riaz Ahmad Pirzada, the President of the Rawalpindi branch of the Awami League, has demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman and the withdrawal of the Agartala case against him.

In a Press statement, he said that the fulfilment of the three pre-conditions laid down by the DAC was a sine-qua-non for the holding of the crucial round-table conference. The nation cannot afford a deadlock at this juncture, he added.

The Al leader stressed that without a full-fledged parliamentary system based on direct elections, there was no possibility of restoring peaceful life in the country. This, he said, is a must for all, whether in power or in opposition. Otherwise, he warned, no one would be able to stem the tide of events.

Mr. Pirzada said that even the local self-government must be elected directly.

দৈনিক পয়গাম
১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
বৈঠকে মুজিবের অংশগ্রহণে আইয়ুবের সম্মতি : ডাক কর্তৃক গোল টেবিলে যোগদানের সিদ্ধান্ত

লাহোর, ১৬ই ফেব্রুয়ারী।– গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

তবে এই বৈঠকে আগামীকাল (সোমবার)-এর পরিবর্তে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব মতে এই তারিখ পরিবর্তন করা হইয়াছে।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের অদ্যকার বৈঠকের পর আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের মুখপাত্র জনাব মাহমুদ আলী একথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শেখ মুজিবরকে বৈঠকে আনয়নের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

জনাব মাহমুদ আলী বলেন, আলোচনার জন্য সরকার ডাক-এর পূর্বশর্তগুলি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ডাক আলোচনায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছে। এই পূর্বশর্তগুলি ছিল জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

জনাব মাহমুদ আলী জানান ডাক এর আহবায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ, ভাসানী গ্রুপ ন্যাপ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং এয়ার মার্শাল আসগর খান লেঃ জেনারেল আজম খান, বিচারপতি মোর্শেদ প্রমুখের মত স্বতন্ত্র দলীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

পিপলস পার্টি এবং স্বতন্ত্রদলীয় নেতৃবর্গকে আমন্ত্রণ না জানান হইলে ডাক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে কিনা এই মর্মে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন উত্থাপন করিলে জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, এই প্রশ্নটি অনুমান সাপেক্ষ ভবিষ্যতে এরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে ডাক সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

জনাব মাহমুদ আলী আরও বলেন যে, আলোচনার স্থান নির্বাচনের প্রশ্নে রাওয়ালপিণ্ডিতে ডাক-এর বৈঠক বসিবে। দেশে উদ্ভূত সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কেও তখন আলোচনা করা হইবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব প্রশ্ন করা হয় এবং জনাব মাহমুদ আলী সেগুলির যে জবাব দেন তাহা নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ মূলতবী রাখার ধারণা পোষণ করেন কি?

উত্তর ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন উঠে না। তবে আমরা মনে করি, আমাদের শর্তাবলী পূরণ করা হইলে নির্ধারিত তারিখে আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠানে মত দিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ গোল টেবিল বৈঠকের আলোচ্যসূচী কি হইবে?

উত্তর ঃ বৈঠকের পরিধি ব্যাপক হইবে; এমন কি, নির্বাচনের পূর্বসর্ত হিসাবে আমরা যে ৮-দফার দাবী জানাইয়াছি, উহার চাইতেও বৈঠকের আলোচনাসূচী ব্যাপকতর হইবে।

প্রেসিডেন্সিয়াল এবং পার্লামেন্টারী ধরনের সরকারের প্রশ্নে এবং সমগ্র শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতে পারিব।

প্রশ্ন ঃ বৈঠকে ডাক-এর প্রতিনিধিত্ব করিবেন কাহারা?

উত্তর ঃ ডাক-এর প্রতিটি অঙ্গদলের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি বৈঠকে থাকিবেন।

প্রশ্ন ঃ ডাক কি সব সম্মতভাবে গোল টেবিলে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছে?

উত্তর ঃ অবশ্যই।

প্রশ্ন ঃ প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ মোতাবেক রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকাকালে আপনারা কি তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আমরা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ যদি ধরিয়া নেই যে, আপনারা প্রেসিডেন্টের অতিথি হইবেন, শেখ মুজিবর রহমানও কি তাহার (প্রেসিডেন্ট) অতিথ্যে থাকিবেন?
উত্তর ঃ তিনিই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।
প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিব বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিলে তিনি কি প্রহরাধীনে থাকিবেন, না একজন মুক্ত নাগরিক হিসাবে থাকিবেন?
উত্তর ঃ এ কথা আমি বলিতে পারি না, সরকারই তাহা বলিতে পারেন। তবে আমরা তাহাকে একজন মুক্ত নাগরিক হিসাবেই আলোচনা বৈঠকে দেখিতে চাই। –এপিপি/পিপিআই।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ডাক গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে : কাল শেখ মুজিব লাহোর যেতে পারেন : প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সম্মতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

লাহোর, ১৬ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক) গোলটেবিলে যোগদানের প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আজ সকালে এখানে অনুষ্ঠিত ডাকের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে ডাকের মুখপাত্র জনাব মাহমুদ আলী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। তিনি বলেন, আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ডাক প্রস্তাব দিয়েছে। জনাব মাহমুদ আলী আরো জানান যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতি থাকার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।

আজ ঢাকায় ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে বলা হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কমিটির সভায় যোগদানের জন্য ১৮ই ফেব্রুয়ারী মুক্ত নাগরিক হিসেবে লাহোর যাত্রা করতে পারেন।

পি পি আই এই সংবাদ পরিবেশন করে বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হবে কিনা তা এখুনি বুঝা যাচ্ছে না।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীন লাহোর থেকে জরুরী খবর নিয়ে গতকাল ঢাকা ফেরেন। তিনি যেকোন মুহূর্তে দলের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

যদি শেখ মুজিবর রহমান সময়মত মুক্তি পান তাহলে গোলটেবিল বৈঠকে তার যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত হল শেখ মুজিব সময়মত মুক্তি পেলে গোলটেবিল বৈঠকে তিনিই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, আলোচনায় যোগদানের জন্য যে তিনটি পূর্ব শর্ত দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে বলেই ডাক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্ব শর্ত তিনটি হলোঃ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজ বন্দীদের মুক্তি ও নাগরিক অধিকারসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

তিনি আরো জানান যে, কেন্দ্রীয় ডাকের আহ্বানে ন্যাপ (ভাসানী গ্রুপ) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান ও সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ডাকের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে সুপারিশ করছেন।

পিপলস পার্টি ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত না হলে ডাক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে কিনা, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, এটা আন্দাজের প্রশ্ন এবং ভবিষ্যতে এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে তা বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিল রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং আলোচনা চলাকালেই সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সেখানে ডাকের বৈঠকও চলতে থাকবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, সম্মেলনের আগে ভূমিকারূপে কোন কিছু আলোচনা হবে না। সবকিছুই আলোচিত হবে সম্মেলন টেবিলে। যদি কোন ভূমিকা থেকে থাকে, প্রেসিডেন্টই তা বলবেন।
প্রশ্নঃ নির্যাতন স্থগিত হতে পারে কি?
জবাবঃ এখন এই প্রশ্নই উঠে না। আমাদের শর্তগুলো পূরণ করা হলে নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমরা সম্মত হবো।
প্রশ্নঃ সম্মেলনের আলোচ্যসূচী কি হবে?
জবাবঃ সম্মেলনের আলোচনার পরিসর ব্যাপক, এমন কি আট দফার চাইতেও ব্যাপকতর। সরকার প্রেসিডেন্সিয়েল না পার্লামেন্টারী পদ্ধতির হবে–এধরনের প্রশ্নই অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং আলোচনা বৈঠকে আমরা সমগ্র শাসনতান্ত্রিক বিষয় ও আলোচনা করতে পারি।
প্রশ্নঃ সম্মেলন কে কে ডাকের প্রতিনিধিত্ব করবেন?
জবাবঃ ডাকের প্রতিটি অঙ্গদল থেকে দুজন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।
প্রশ্নঃ আলোচনায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত কি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে?

জবাবঃ নিশ্চয়ই।

প্রশ্নঃ প্রেসিডেন্ট তো রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানকালে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনারা কি প্রেসিডেন্টের আতিথ্য গ্রহণ করবেন?

জবাবঃ এখনো এ ব্যাপারে কোন কিছু স্থির করা হয়নি। আমাদের সুবিধামত যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

প্রশ্নঃ আপনারা যদি প্রেসিডেন্টের আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহলে জনাব মুজিবর রহমান কি তার সাথে থাকবেন?

জবাবঃ সেটা তার উপর নির্ভর করে।

প্রশ্নঃ জনাব মুজিবুর রহমান কি মুক্ত ব্যক্তি হিসেবে না প্রহরাধীনে আলোচনা বৈঠকে যোগ দেবেন?

জবাবঃ আমি কোনটাই জানি না। সরকারই এটা বলতে পারে। তবে আমরা চাই, তিনি মুক্তি পেয়েই আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব সকাশে ব্রোহী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট জনাব এ কে ব্রোহী ডক্টর কামাল হোসেনকে সাথে নিয়ে গতকাল রোববার সকালে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন শেখ মুজিবের মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুজিবের সাথে আলোচনা করেন। জরুরী আইন প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবের মামলার বিচার অব্যাহত রাখার বৈধতার প্রশ্নঃ বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের সাথে আলোচনা এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শের জন্য ব্রোহী ঢাকায় এসেছেন।

জরুরী আইন প্রত্যাহার আসন্ন হওয়ায় জরুরী আইনের বলে জারীকৃত বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন অর্ডিন্যান্স পুনঃ জীবিত মৌলিক অধিকারের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

ব্রোহী আরো জানান, ইতিমধ্যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর পর বিশেষ ট্রাইবুনালে শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সরকারের কাছে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পিপিআই এ খবর পরিবেশন করেছে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পুলিশের গুলিতে ১৬ জন হতাহত : ৩ জন মন্ত্রী ও লীগ প্রধানের গৃহে অগ্নিসংযোগ : লীগ অফিস ভস্মীভূত : ১৪৪ ধারা জারী : কারফিউ : সেনাবাহিনী তলব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল ঢাকায় পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত ও অন্যুন ১৫ জন গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। বিক্ষুব্ধ জনতা বিকেলে ও সন্ধ্যায় কয়েকটি বাড়ী ও গাড়ী পুড়িয়ে দিলে অবস্থা মোকাবিলার জন্য বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য সামরিক বাহিনী তলব করা হয় এবং সন্ধ্যা ৭টা হতে সকাল ৭টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। ঐদিন বিকেল ৩টায় পল্টন ময়দানে মরহুম সার্জেন্ট জহুরুল হকের জানাজা শেষে আজিমপুর গোরস্থানের উদ্দেশ্যে লাশ নিয়ে এক বিরাট শবযাত্রা শুরু হয়। শবযাত্রা আবদুল গনি রোড অতিক্রম করার শেষ পর্যায়ে প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব সুলতান আহমদের গৃহের সম্মুখে মিছিলের শেষ প্রান্তের কিছুলোক লাশের উপর ফুল স্থাপনের জন্য ফুল সংগ্রহের চেষ্টা করে। প্রকাশ এই নিয়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয় ও উক্ত গৃহে প্রহরারত পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে এক ব্যক্তি নিহত হয় ও ৫জন আহত হয়।

আজাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত তাজুদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গতকাল সোমবার অপরাহ্নে সেনানিবাস এলাকায় শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি শেখ সাহেবকে 'ডাক' বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

Dawn

18th February 1969

Mujib to represent 6-point AL : DAC team for talks announced

From our Special Representative

RAWALPINDI, Feb 17: The Central DAC has announced the names of representatives of various component political parties who will take part in the talks on Wednesday.

They are:
Maulana Abul A'la Maudoodi and Professor Ghulam Azam of the Jamaat-e-Islami,
Mian Mumtaz Mohammad Daultana and Khwaja Khairuddin of the council Muslim League,
Choudhry Mohammad Ali and Moulvi Farid Ahmad of the Nizam-e-Islam Party,
Nawabzada Nasrullah and Mr. Abdul Salam of Pro-PDM Awami League,
Mufti Mahmood and Pir Mohsinuddin of the Jamatul Ulema Islam;
Sheikh Mujibur Rahman of the Six-Point Awami League,
Mr. Nurul Amin and Mr. Hameedul Haq Choudhry (NDF), and Khan Abdul wali Khan and Professor Muzaffar Ahmad (NAP-Requisitionists).
The Second nominee of the six-point Awami League is yet to be announced.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
অদ্য শেখ মুজিবের রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গভীর রাত্রে ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, সরকার আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্ত নাগরিক হিসাবেই পিণ্ডির আলোচনা সভায় শরিক করিতে সম্মত হইয়াছেন। সরকারের এই সর্বশেষ বার্তা লইয়া সংশ্লিষ্ট মহল ক্যান্টনমেন্টে শেখ সাহেবের সহিত আলোচনার জন্য রাত্রি ১টায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। এবং বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, শেখ সাহেব অদ্যই (মঙ্গলবার) ঢাকা হইতে পিণ্ডি রওয়ানা হইবেন এবং প্রেসিডেন্টের সহিত গোল টেবিল বৈঠকে শরীক হইয়া সমগ্র 'আগরতলা' মামলাটি প্রত্যাহারের ব্যাপারে চাপ দিবেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মামলাটি প্রত্যাহার করা হইবে এবং সে ব্যাপারে আইন বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে রত রহিয়াছেন।

এদিকে 'পিণ্ডি হইতে ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে আরও জানা গিয়াছে যে, 'পিণ্ডির আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গতকল্য পিপলস পার্টি প্রধান জেড, এ, ভুট্টো, চীনপন্থী ন্যাপ স্বতন্ত্র নেতা বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও লেঃ জেনারেল আজম খানকে তারযোগে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। 'পিণ্ডির খবরে আরও বলা হইয়াছে যে,

তাঁহারা সকলেই প্রেসিডেন্টের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। এদিকে সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট মিঃ এ, কে, ব্রোহী ইতিমধ্যেই লাহোর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর 'আগরতলা মামলাটি' চালু রাখার শাসনতান্ত্রিক বৈধতা তুলিয়া মিঃ ব্রোহী সরকারের প্রতি একটি 'ডিমাণ্ড অব জাষ্টিস' নোটিস জারি করিয়াছিলেন এবং প্রথম পর্যায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে ও পরে প্রয়োজন হইলে হাইকোর্টে এ প্রশ্নে একটি রীট মামলা দায়েরের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ১০ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবী রাখায় মিঃ ব্রোহী লাহোর রওয়ানা হইয়া যান।

বিচারপতি এস, এ, রহমান এবং আগরতলা মামলায় সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির গতকল্য যথাক্রমে লাহোর ও পিণ্ডি রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পর্যায়ে শেখ সাহেবের মুক্তি ও পরে সমগ্র আগরতলা মামলাটি প্রত্যাহারের ব্যাপারে সম্মত হওয়ার যে প্রস্তুতি ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগের ছিল, ক্যান্টনমেন্ট এলাকার গুলীবর্ষণ ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের ইন্তেকালজনিত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে।

সেই অনুযায়ী শেখ সাহেব ব্যাপারটি দুই পর্যায়ে সমাধা না করিয়া একই সঙ্গে তাঁহার নিজের মুক্তি ও সমগ্র মামলাটি প্রত্যাহারের দাবী জানান এবং এ প্রশ্নে 'পিণ্ডি মহলে আলোচনা চলিতে থাকে। এবং রবিবারে লাহোর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ রাত্রে ও গতকল্য অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন দুই দফা শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গতরাত্রে সরকারের সর্বশেষ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মহল শেখ সাহেবের সহিত আলোচনার জন্য কুর্মিটোলা রওয়ানা হইয়া যান।

Morning News
18th February 1969
Mujib to join talks

LAHORE, Feb. 17 (APP): Nawabzada Nasrullah Khan, convenor of the Central Democratic Action Committee today announced the names of the leaders who would attend the political conference with the President on behalf of the Democratic Action Committee.

They are: – Council Muslim League – Mumtaz Muhammad Khan Daultana and Khwaja Khairuddin.
Six-point Awami league– Sheikh Mujibur Rahaman and another member to be nominated by him.
Jamiatul Ilema-i-Islam – Mufti Mahmud and pir Mohsinuddin.
Pro-PDM Awami League – Nawabzada Nasrullah Khan and Mr. Abdus Salam Khan.
Jamaat-e-Islami – Maulana Abul Aala Maudoodi and Prof. Ghulam Azam.
Nizam-e-Islam Party – Choudhury Mohamad Ali and Maulvi Farid Ahmed.
NAP (Requisitionist) – Mr. Abdul Wali Khan and Prof. Muzaffar Ahmed.
NDF – Mr. Nurul Amin and Mr. Hamidul Huq Choudhury.

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

'মুক্ত মানুষ' হিসেবে ছাড়া শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না : আজ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হবে?

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে রাষ্ট্র-বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মামলা প্রত্যাহার করা না হলে ছ'দফা আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রকাশ, মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে আলোচনা বৈঠকে যোগদান করতে না পারলে তার রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ওয়াকিফয়াল মহলের খবরে প্রকাশ, আজ মঙ্গলবার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে ডাক মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে ছ'দফা আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে শেখ মুজিব ব্যতীত অন্য কোন প্রতিনিধি মনোনয়ন হতে ডাক-এর অন্যতম অঙ্গ দল ৬-দফা আওয়ামী লীগ বিরত রয়েছে।

এদিকে রিকুইজিশন পন্থী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণও প্রদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি নতুন ভাবে বিবেচনা করেন এবং ছ'দফা আওয়ামী লীগের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিমধ্যে গতকাল রিকুইজিশন ন্যাপের জনাব মহীউদ্দিন আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী ও পীর হাবিবুর রহমান লাহোর হতে ঢাকা ফিরে এসেছেন।

জনাব মহীউদ্দিন আহমদ ঢাকা ফিরে আমাকে বলেন যে 'ডাক' নেতৃবৃন্দ ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সরকার যখন দেশের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে সম্মত হয়েছেন তখন বিশেষ করে আগরতলা মামলা শেষ পর্যায়ে কুর্মীটোলার সেনানিবাসে সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের আহত হওয়ার ঘটনাটি খুবই রহস্যাবৃত এবং এটা সন্দেহাতীত ঘটনা নয়। তিনি এই ঘটনার অবিলম্বে যথাযথ তদন্ত এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। তিনি আরো বলেন যে, আলোচনা বৈঠককে সফল করতে হলে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে দেশের জনৈক বিশিষ্ট আইনজীবী এই 'ষড়যন্ত্র' মামলার বিভিন্ন আইনগত দিক জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের আলোকে বিবেচনা করে দেখছেন।

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী

এপিপির খবরে প্রকাশ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন তিন সপ্তাহের জন্য স্থগিত হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ট্রাইবুনালের এ্যাসিস্টান্ট রেজিস্ট্রার একথা ঘোষণা করেছেন। আবার ১০ই মার্চ সোমবার মামলার শুনানী শুরু হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পল্টনের বিরাট জনসভায় মওলানা ভাসানীর ঘোষণা : শেখ মুজিবের মুক্তি ও ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই

(স্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী গতকাল পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবের মুক্তি ও ছাত্র জনতার মুক্তি সনদ এগার দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সংগ্রাম চলতেই থাকবে। তাঁর এই আহ্বানের সমর্থনে জনতা হাত তুলে আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। মওলানা ভাসানী এক চরমপত্র হিসাবে ঘোষণা করেন যে, আগামী দু'মাসের মধ্যে এগার দফা বাস্তবায়নে সরকার সম্মত না হলে খাজনা ট্যাক্স আদায় বন্ধ করা হবে। তিনি বলেন, এই দু'মাসব্যাপী সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র কৃষক শ্রমিক জনতার সক্রিয় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিবুর রহমানের কথা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বলেন, মুজিবকে নিয়ে গ্রাম

বাংলার সর্বত্র ঘুরেছি এবং ১৯৫৪ সালে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগকে খতম করেছি। মুজিবসহ আগারতলা মামলার অভিযুক্তদের ছাড়াতে না পারায় আমরা জহুরুল হককে হারিয়েছি। তিনি শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় শপথ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অতীতেও বৃটিশ সরকারের সাথে গোল টেবিল বৈঠক করে দেশের আজাদী লাভ করা যায়নি।

আজাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করিয়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় রাত্রে বিক্ষোভ মিছিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সান্ধ্য আইন, সেনাবাহিনী ও ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করিয়া গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি দশ ঘটিকার পর রাজধানীর নয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার নাগরিকের খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়।

শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে ও রাজশাহীতে গুলীবর্ষণে রীডার ডক্টর জোহার নিহত হওয়ার প্রতিবাদে এই মিছিল বাহির করা হয়।

প্রকাশ, অধিক রাত্রের এ সমস্ত মিছিলের উপর প্রহরারত সম্মিলিত বাহিনী গুলীবর্ষণ করে। এই গুলীবর্ষণে কেহ আহত বা নিহত হইয়াছেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে ছাত্রমহল হইতে গুলীবর্ষণের ফলে হতাহত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাতের বেলায় এই গুলীবর্ষণের ব্যাপারে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

আজাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্যারোলে পিণ্ডি গমনে শেখ মুজিবের অস্বীকৃতি

ঢাকা, ১৮ই ফেবরুয়ারী।–শেখ মুজিবর রহমান সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার আলোচনায় যোগদানের জন্য "প্যারোলে" রাওয়ালপিণ্ডি যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বশর্তের প্রতি তিনি অবিচল রহিয়াছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী আজ ইহা জানাইয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি।

জনাব মীজানুর রহমান বলেন যে, মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের উপস্থিতি ব্যতীত আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিরা আলোচনার অংশ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আওয়ামী লীগ দলও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি জানান যে, 'পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গত রাত্রিতে ও আজ সকালে ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

শেখ মুজিবের শর্ত্ত সম্পর্কে ডাক নেতৃবর্গ ও আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের অবগত করাইবার জন্য জনাব তাজউদ্দিন রাওয়ালপিণ্ডি রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। জনাব চৌধুরী আরও জানান যে, শেখ মুজিব ও রক্ষীদের এবং তাহাকে রাওয়ালপিণ্ডি লইয়া যাওয়ার জন্য পিআইএ'র লাহোরগামী অপরাহ্নকালীন ফ্লাইটে, পাঁচটি আসন সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। –এপিপি

আজাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি ব্যতীত শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি না দিলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন না।

ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ গতকাল মঙ্গলবার অপরাহ্নে পিণ্ডি যাত্রার পূর্ব্বে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত কথা প্রকাশ করেন।

জনাব তাজুদ্দিন সোমবার দিবাগত রাত্রে ও গতকাল দুপুরে সেনানিবাসে শেখ মুজিবের সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। গতকাল সেনানিবাস হইতে তিনি কয়েক মিনিটের জন্য বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই দ্রুত বিমান বন্দরে গমন করেন।

বেলা দুইটা ৪০ মিনিটের বিমানে আরোহণের পূর্ব্বে তিনি উদগ্রীব সাংবাদিকদের নিকট প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, মুক্তি দানের সাথে সাথে শেখ মুজিবর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য যাত্রা করিবেন। তিনি আরও

বলেন যে, যদি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও তাহাকে মুক্তি দান করা হয় তবে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। আওয়ামী লীগের (ছয়দফা) এই দাবী এখন পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে।

তিনি স্পষ্টতঃ বলেন যে, আওয়ামী লীগকে বৈঠকে অংশগ্রহণ করিতে হইলে শেখ মুজিবকে অবশ্যই গোলটেবিলে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত বৈঠকে আওয়ামী লীগ যোগদান করিলে শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠানের একমাত্র প্রতিনিধি থাকিবেন। তবে তিনি অপর একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন। জনাব তাজুদ্দিন মনে করেন যে, তাহাকে "অপর সদস্যরূপে" মনোনীত করা হইতে পারে।

শেখ মুজিবের নিকট হইতে তিনি কোন বিশেষ বক্তব্য পিণ্ডিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, বিশেষ ধরনের কিছু নয়, তবে পিণ্ডিতে ইতিমধ্যেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জনাব তাজুদ্দিন পিণ্ডিতে ডাক-এর বৈঠকে যোগদান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গকে শেখ মুজিবের সাথে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

জনাব তাজুদ্দিন যখন বিমান বন্দরে বিমানে উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় পিণ্ডি হইতে তাহার বাসায় একটি ট্রাঙ্ককল আসে। কিন্তু তিনি উক্ত ফোনে কথা বলার সুযোগ পান নাই।

জনাব মুর্শেদ

গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত বিচারপতি জনাব এস, এম, মুর্শেদ একই বিমানে গতকাল পিণ্ডি যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, ও জেড, এ, ভুট্টো গোলটেবিলে যোগদান না করিলে কোন ফলপ্রসূ সংলাপ হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, আগরতলা মামলা সম্পর্কে আমি যে মত পোষণ করি, তাহা বৈঠকে উত্থাপন করি। বৈঠকের পূর্বে অবশ্যই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

তিনি বলেন, নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা এখনই বন্ধ করিতে হইবে। এই নির্য্যাতন এখনও বন্ধ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না।

তিনি ছাত্রদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান এবং পুনঃ গ্রেফতারের বিরোধীতা করিয়া বলেন যে, ডি পি আর হইতে মুক্ত করিয়া নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

জনাব মুর্শেদ লাহোরে এয়ার মার্শাল আসগর খান ও অন্যান্য নেতার সাথে সাক্ষাৎ করিবেন।

আজাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব "মুক্ত মানুষ" হিসাবে সম্মেলনে যাইবেন?

লাহোর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী।–ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আজ এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে "মুক্ত মানুষ" হিসাবেই উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া তাহাকে জানানো হইয়াছে।

ঢাকা হইতে পিণ্ডি গমনের পথে লাহোর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের নিকট তিনি ইহা জানান। তিনি জানান যে, জনাব সবুরের বাসভবন হইতে তিনি গতকল্য এই মর্ম্মে এক টেলিফোন পাইয়াছেন। জনাব ফরিদ আহমদ টেলিফোনে কথা বলিতেছিলেন এবং নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানও সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন বলিয়া তাহাকে জানানো হয়। –এপিপি

আজাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সরকারী লীগ নেতা কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবী

ঢাকা, ১৮ই ফেবরুয়ারী।–পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিষদের কনভেনশন লীগ সদস্য জনাব নিজামুদ্দিন আহমদ অদ্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিকট প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মুক্তি দানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

প্রেরিত তারবার্ত্তায় জনাব আহমদ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি আহ্বান জানান। –পিপিআই

আজাদ

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গুলীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারসহ তিনজন নিহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

এখানে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়াছে যে, আজ দুপুরের দিকে রাজশাহী শহরে ছাত্রদের এক মিছিলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রীডার ডঃ শামসুজ্জোহাসহ তিন ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া পুলিশের গুলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুইজন

শিক্ষকসহ বহু ছাত্র আহত হইয়াছেন বলিয়া এক অসমর্থিত খবরে প্রকাশ। বার্ত্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ, বেসামরিক প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য রাজশাহী শহরে ইপিআর তলব করা হইয়াছে।

Pakistan Observer
19th February 1969
Sheikh will not go unless case is withdrawn
By A Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman on Tuesday refused to fly to Rawalpindi to joint the roundtable conference called by President Ayub Khan unless he was a "free man" and the alleged conspiracy case was withdrawn.

Efforts were made on Tuesday early morning to take him to Rawalpindi for the talks scheduled to begin today (Wednesday).

From whatever little information could be gathered on Tuesday it appears that a high police official went to the Dacca Cantonment military custody and asked Sheikh Mujibur Rahman to go to Rawalpindi. But no release order was handed over to him nor was he told clearly whether he was a "free man". Sheikh Mujibur Rahman consequently refused to go to Rawalpindi under such circumstances. He wants to attend the conference only as a free man and after the withdrawal of the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others.

Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League (Six-Point) met Sheikh Mujibur Rahman at least twice on Tuesday before flying to Rawalpindi in the afternoon. Speaking to newsmen at Tejgaon Airport Mr. Tajuddin Ahmed said that he was going to attend the Central DAC meeting to talk to the DAC members. He further added "Sheikh Mujibur Rahman has been nominated as the representative to the round table conference on behalf of the Awami League by the Central DAC and President Ayub has accepted the same. He will be attending the round table conference as soon as he is released from the case pending before the special tribunal.

Asked if Sheikh Mujibur Rahman had nominated any person to attend the round table conference Mr. Tajuddin Ahmed said, "As far as our stand is concerned Sheikh Mujibur Rahman would attend the round table conference only if the alleged conspiracy

case is withdrawn and he is released. He then added uptil now Sheikh Mujibur Rahman was the lone and solitary representative of the Awami League (Six-Point) to the talks. Clarifying he said that if Sheikh Mujibur Rahman joined the conference then he might nominate one more member from the party to the talks.

The final comment of Mr. Tajuddin Ahmed on Awami League's participation in the talks was "Sheikh Mujibur Rahman has to be there if Awami League (Six-Point) is to participate in the round table conference."

Asked if he was carrying any message from Sheikh Mujibur Rahman to Rawalpindi Mr. Tajuddin Ahmed said that he was carrying a brief with him but that was nothing special and it was only meant to clarify different points that might come up at Rawalpindi. The people in Pindi know the contents of the brief," he added.

Dawn
19th February 1969
Uncertainty due to Mujib's refusal : DAC discussing situation anew
From M. A. MANSURI

RAWALPINDI, Feb 18: Nawabzada Nasrullah Khan, said after the DAC meeting which ended at 2.25 a.m. Wednesday that they will request the Government that they will not be able to attend the round table conference at 10 a.m. Wednesday, as scheduled as they were still holding talks amongst themselves.

The need for the renewed meeting arose after reports reached the DAC leaders assembled here for the talks that the Six-point Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, had refused to attend the talks unless the Agartala Conspiracy Case, in which he is the principal accused, was withdrawn.

The eight-party DAC, of which Sheikh Mujib's party is a component part, had earlier accepted President Ayub's invitation for talks on the political problems of the country and Sheikh Mujib was nominated as the sole representative of his party at the talks. Although he is undergoing trial in the Conspiracy Case, the Government had agreed to make arrangements to make him available for the talks.

On hearing of the reported decision of Sheikh Mujib, the representatives of the DAC went into a session at 7-30 p.m. Their discussions were continuing till past midnight and a spokesman of the DAC said that the meeting would go on for another 90 minutes or so. He would not even say whether the DAC leaders would go to the conference or not.

In the morning today, the President had announced the names of his team for the talks. A spokesman of the Pakistan Muslim League said tonight that no specific time or arrangement for the talks could be given out until the DAC reached a decision. The Government he added was ready to begin the talks on schedule.

He also said that doors were still open for Sheikh Mujib to come to the conference, and it was possible that he may still come tomorrow or a day after.

A meeting of the Pakistan Muslim League team, which is assisting the President with regard to the talks with the Opposition parties, was held here this inurning.

President Ayub presided over the meeting which had a long discussion on the political situation.

Mr. Qasim malik, MNA, spokesman of the team, said after the meeting that issues which might come up for discussion at the conference were discussed.

Inquiries from official circles indicated that the Government had no intention to withdraw the Agartala conspiracy case. An official source, however, said that by making arrangements for Sheikh Mujibur Rahman's presence at the conference, the Government had complied with the request of the DAC executive.

INVITATION DECLINED

Meanwhile, the two non-DAC parties–Maulana Bhashani's National Awami Party and Mr. Bhautto's Pakistan People's Party and the three independent leaders–Air Marshal Asghar Khan, Mr. Justice S.M. Murshed and Lt-Gen Azam Khan–to whom invitations had been issued by the President last night at the suggestion of the DAC, have also declined the invitation.

Late tonight, Khwaja Shahabuddin, senior-most Minister in the Presidential Cabinet, issued a sta-D'CRUZ–February 18, 1969–tement urging these leaders to re-consider their decision not to take part in the conference on vital national problems." "I hope they

will re-consider their decision and join us as the conference proceeds," he added.

In a separate statement, Mr. Qasim Malik, M.N.A, expressed the hope that Sheikh Mujibur Rahman and his party would reconsider their decision.

An atmosphere of uncertainty prevailed in political circles throughout the day. Students and young men took out a number of processions in different parts of the city-some of them raising slogans for inclusion of their demands in the talks and against some of the leaders of the DAC components.

Then reports came that Maulana Bhashani and Mr. Bhutto had asked for further clarifications regarding the invitations.

According to an official source, Maulana Bhashani wanted to know the scope of discussions at the conference seeking an assurance that he would be allowed to introduce in the discussions the demands of his party.

A reply was sent to him immediately that the whole range of constitutional and political issues would be open for discussion at the conference and he having been invited as chairman of the NAP could introduce any points he found desirable to help the situation.

Mr. Bhutto, the source said, wanted to know whether he had been invited in his individual capacity or as Chairman of the People's Party, and a reply was dispatched to him immediately that he was invited as Chairman of the People's Party.

The Secretary of the DAC Mr. Mahmud Ali had earlier said that while urging the President to invite leaders of parties which were not part of the DAC and some independent leaders the DAC had not made their presence at the conference a precondition. But the report received in the afternoon that Maulana Bhashani had declined the invitation combined with the report of the position taken by Sheikh Mujib caused an apparent disappointment particularly among the East Pakistan members of the DAC.

A little later report came that Mr. Bhutto and Air Marshal Asghar Khan were also reluctant to come for the conference tomorrow.

The parties forming the DAC went into separate consultations and the DAC meeting scheduled for 6 p.m. was delayed.

The situation was also reviewed at the President's House. Among those present at the unscheduled discussions were Khwaja Shahabuddin and Mr. S. M. Zafar.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের যোগদানের প্রশ্নে 'পিণ্ডিতে অদ্যকার গোলটেবিল বৈঠকের ভাগ্য অনিশ্চিত : ভাসানী-মুর্শেদ-আসগর-আজম-ভুট্টো কর্তৃক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

অদ্য (বুধবার) পিণ্ডিতে বহু প্রত্যাশিত সরকার ও বিরোধী দলীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিবর রহমানের 'পিণ্ডি গমনে অসম্মতি এবং ন্যাপনেতা ভাসানী, ভূট্টো, আসগর খাঁন ও বিচারপতি মুর্শেদ কর্তৃক প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের ফলে প্রস্তাবিত বৈঠকের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে বলা মুশকিল। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না করার ফলে উদ্ভূত অবস্থা বিবেচনার জন্য ডাকনেতৃবৃন্দ গতকল্য যে বৈঠকে মিলিত হন গভীর রাত্রি পর্যন্তও তাহা অব্যাহত থাকায়, শেষ ফলাফল জানা সম্ভব হয় নাই।

গতকল্য (মঙ্গলবার) পিণ্ডি হইতে ঢাকায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, অদ্য (বুধবার) রাওয়ালপিণ্ডিতে যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা, তাতে সরকারী দল কি ভূমিকা নিবে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গতকাল কনভেনশন মুসলিম লীগের এক বৈঠকে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অপর পক্ষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা না হইলে শেখ মুজিব আলোচনায় যোগ দিবেন না বলিয়া জনাব তাজুদ্দীন এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী যে ঘোষণা করেন এবং মওলানা ভাসানী, জনাব এস, এম, মুর্শেদ, এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেঃ জেনারেল আজম খান এবং জনাব ভুট্টো গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গত সন্ধ্যায় পিণ্ডিতে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত তাহাদের বৈঠক অব্যাহত ছিল।

মওলানা ভাসানী

পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পিকিং পন্থী ন্যাপপ্রধান মওলানা ভাসানী গতকাল (মঙ্গলবার) প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক প্রেরিত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রেসিডেন্টের নিকট এক দীর্ঘ তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

মওলানা সাহেব উক্ত তারবার্তায় বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁহার সহিত কোন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করিতে চাহেন তাহা তিনি অবগত নহেন।

উল্লেখযোগ্য যে, দেশের রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার জন্য আজ (বুধবার) রাওয়ালপিণ্ডিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে উহাতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মওলানা ভাসানীকে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন।

গতকাল উক্ত তারবার্তা পাওয়ার পর অপরাহ্নে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা সাহেব তাহার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটির এক যুক্তসভায় প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত মওলানা ভাসানীর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে মওলানা সাহেব বলেন যে, তাঁহাকে শুধু একজন ব্যক্তি হিসাবে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, "আমি শুধু একজন ব্যক্তি নই, আমি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিনিধিত্ব করি।

প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, দেশরক্ষা আইনে আটক রাজবন্দীদের মুক্তিদান করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা আইনে পুনরায় গ্রেফতার করা হইতেছে। তদুপরি সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা জনমত দমনের পদ্ধতি এখনও অব্যাহত রহিয়াছে এবং পুনরায় ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলা এখনও প্রত্যাহার করা হয় নাই এবং শেখ মুজিবর রহমানকে এখনও মুক্তি দান করা হয় নাই।

তারবার্তায় মওলানা সাহেব আরও বলেন যে, কৃষক সমাজ খাজনা ট্যাক্স ও ঋণভারে জর্জরিত। ফি বছর পূর্ব পাকিস্তান বন্যায় প্লাবিত হইতেছে। শ্রমিকসমাজ ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও ছাত্রদের অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। তদুপরি দেশের স্থিতিশীলতা ও সংহতির স্বার্থে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশ পুনর্গঠন করিতে হইবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব নাগরিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তিনি বলেন যে, এই সকল দাবী ছাত্রদের ১১ দফার অন্তর্ভুক্ত এবং দেশবাসী এই দাবী সমর্থন করিয়াছে। মওলানা সাহেব বলেন যে, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের মনোভাবের বিষয় তিনি এখনও কিছু জানিতে পারেন নাই।

মাহবুব মোর্শেদ

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মাহবুব মোর্শেদ প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকা হইতে রাওয়ালপিণ্ডির পথে লাহোর রওয়ানা হইয়া যান। লাহোরে উপনীত হইয়া তিনি

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক বিবৃতি প্রদান করিয়া বলেন, শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী এবং জনাব ভুট্টো ছাড়া রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। সুতরাং তাদের বাদ দিয়া তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন না। তিনি অবিলম্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আজগর খান

লাহোর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী– এয়ার মার্শাল আজগর খান জানাইয়াছেন যে, তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন না। এই উপলক্ষে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তিনি বলেন, প্যারোলে মুক্তিকে তিনি আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ বলিয়াই মনে করেন না। অবিলম্বে তিনি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করিয়া শেখ মুজিবকে মুক্তি প্রদান করিয়া উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দাবী জানান। তিনি আরও বলেন, শেখ মুজিব ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হইতে পারে না।

জেনা. এল আজম

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খান গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, শেখ মুজিবর রহমান এবং মওলানা ভাসানী ছাড়া এই আলোচনার কোন অর্থ হইতে পারে না। তিনি বলেন, তাদের বাদ দিয়া দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি এই বৈঠকে যোগদানে অপারগ।

জেড, এ, ভুট্টো

করাচী, ১৮ই, ফেব্রুয়ারি– পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন না। অদ্য স্থানীয় প্রেস ক্লাবে তিনি সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্ত জানান। জনাব ভূট্টো আরও জানান যে, তাঁর বিরুদ্ধে বহুল প্রচারিত 'ট্রাক্টর মামলা' প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পূর্বে শেখ মুজিবের 'পিণ্ডি গমনে অসম্মতি : 'মুক্ত নাগরিক' হিসাবে নয়, প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাবের জের

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সর্বশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পিণ্ডি গমনে অসম্মত হইয়াছেন এবং সংশ্লিষ্ট মহলকে স্পষ্টতঃ জানাইয়া

দিয়াছেন যে, আগরতলা মামলাটি সমগ্রভাবে প্রত্যাহৃত না হইলে তিনি সরকার ও বিরোধীদলের প্রস্তাবিত আলোচনায় শরিক হইবেন না।

শেখ সাহেবের এই মূহূর্তে 'পিণ্ডি গমনে আপত্তির কারণ, তাঁহাকে পূর্বকথিত 'মুক্ত নাগরিক' হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে প্যারোলে পুলিস প্রহরাধীনে 'পিণ্ডি লইয়া যাওয়ার কথা উঠে এবং শেখ সাহেব ও তাঁর প্রহরীদের জন্য লাহোরের বিমানে ৫টি সিটও বুক করা হয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা মামলাটি সমগ্রভাবে প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত 'পিণ্ডি গমনে অসম্মতি জানান। এদিকে, মামলাটি প্রত্যাহারের ব্যাপারে আইন বিভাগ কর্মরত রহিয়াছেন এবং সে ব্যাপারে যে কোন মুহূর্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করিয়া গতকল্য (মঙ্গলবার) সকালে 'পিণ্ডিতে মিঃ ব্রোহী ও আইন মন্ত্রী জাফরের মধ্যে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত বৈঠককে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহলে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, মামলাটি এই দিনই (মঙ্গলবার) প্রত্যাহৃত হইবে এবং শেখ সাহেবও 'পিণ্ডি যাইবেন। বলা বাহুল্য, এ ধারণা 'পিণ্ডি মহলেও জন্মে। এতদসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় শেখ সাহেব গতকল্যই নিজদলের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদকে পিণ্ডি প্রেরণ করেন। জনাব তাজুদ্দীন পিণ্ডি গিয়া 'ডাক' নেতৃবৃন্দের এবং বিশেষ করিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিবর্গের নিকট শেখ সাহেবের সর্বশেষ অভিমত পেশ করিবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সরকার ও বিরোধীদলের প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে কেবলমাত্র শেখ সাহেবই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং তিনি প্রয়োজন মনে করিলে অপর একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমতাবস্থায়, শেখ মুজিবর রহমানকে বাদ দিয়া আওয়ামী লীগ 'পিণ্ডি আলোচনায় শরিক হইতে পারে না এবং করিবেও না।

তাজুদ্দীনের বক্তব্য

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হইয়াছে যে, ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ গতকল্য (মঙ্গলবার) এখানে বলেন যে, আগরতলা মামলা হইতে মুক্তি পাইবামাত্র শেখ মুজিবর রহমান রাওয়ালপিণ্ডির আলোচনা সভায় শরিক হইবেন।

রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার প্রাক্কালে গতকাল ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের কথা হইল এই যে, কেবলমাত্র আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃত ও শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হইলেই আওয়ামী লীগ প্রধান গোলটেবিল বৈঠকে শরিক হইবেন।

স্থানীয় কোন একটি দৈনিকে প্রকাশিত একটি খবর সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হইলে জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, "এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি কোন মন্তব্য করিব না।" তবে তিনি বলেন যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়া তিনি খবরটির সত্যাসত্য যাচাই করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে একটি বিবৃতি দিবেন।

রাওয়ালপিণ্ডি গমনের প্রাক্কালে জনাব তাজুদ্দিন কুর্মিটোলায় গিয়া শেখ মুজিবরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন যে, পিণ্ডির প্রস্তাবিত বৈঠকে শেখ সাহেবেরই আওয়ামী লীগের একমাত্র প্রতিনিধি হওয়ার কথা। জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, অবশ্য শেখ সাহেব যদি বৈঠকে যানই তাহা হইলে তিনি আর একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন।

জনাব আহমদ আরও বলেন, ৬-দফা পন্থী আওয়ামী লীগকে যদি গোল টেবিলে শরীক হইতে হয় তাহা হইলে শেখ মুজিবকে সেখানে চাই-ই।

জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেখান হইতে সোজা তিনি বিমান বন্দরে আসিয়াছেন। তিনি শেখ সাহেবের কোন বাণী বহন করিতেছেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে জনাব তাজুদ্দীন বলেন ঃ "তেমন বিশেষ তাজুদ্দীন কিছু নয়।" অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, শেখ সাহেবের "কিছু বক্তব্য" তিনি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তবে সে বক্তব্য ইতিপূর্বেই রাওয়ালপিণ্ডির সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।" জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি পিণ্ডি যাইতেছেন।

তিনি বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগের পক্ষে যোগদানের জন্য কেন্দ্রীয় ডাক শেখ মুজিবর রহমানকে মনোনীত করিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবও বৈঠকে শেখ সাহেবের উপস্থিতির প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিচারপতি মুর্শেদ

একই বিমানে পিণ্ডি রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ বলেন যে, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান, ভূট্টো ও মওলানা ভাসানীর যোগদান ব্যতীত কোন আলোচনা বৈঠকই সফল হইতে পারে না। –এপিপি

কলাম
দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
রাজনৈতিক মঞ্চ
মোসাফির

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা যায় ক্ষমতার প্রশ্ন বাদ দিয়া সেই পথ উদ্ভাবনের জন্যই সকল মহলকে আত্ম নিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলাম বিপন্ন, পাকিস্তান বিপন্ন ইত্যাদি পূর্বেকার শ্লোগান কোন কাজে আসিবে না, সে সম্পর্কেও সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের তরুণরা যে নির্যাতন ভোগ করিতেছে এবং অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে তাকে যেন কেহ হালকাভাবে গ্রহণ না করেন, সকল মহলের উদ্দেশ্যে বিশেষতঃ সুবিধাবাদী কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের উদ্দেশ্যে আমরা দৃঢ় কণ্ঠে সেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছি। আমরা কোন পদপ্রার্থী নই- দেশের মঙ্গল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হউক, এ জন্যই আমরা এ দেশের অগণিত ছাত্র-যুবক, রাজনীতিক ও জনসাধারণের ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের সহযাত্রী।

রাজনীতি ক্ষেত্রে যার সহিত যতই মতভেদ থাকুক না কেন, বাস্তব অবস্থাকে আমরা উপেক্ষা করিব না। শেখ মুজিব ও অন্যান্য নির্যাতিত কর্মীদের সহিত যাঁহার যত বিরোধ থাকুক, বর্তমান পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবকে পাশ কাটাইয়া কোন ফলপ্রসূ আলোচনা হইতে পারে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। দেশবাসীর বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের নাড়ীর খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা আমাদের সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন। মন্ত্রিত্ব বণ্টনের ব্যাপারে আমরা কাহারও পক্ষে ওকালতি করিনা। দেশে গণতন্ত্র তথা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। ফাঁক তালে যাহারা মন্ত্রী বা নেতা বনিতে চান তাদের অশুভ পাঁয়তারা আমাদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি আমরা জাতির ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি, কেননা এদেশের জনসাধারণের প্রতি আমাদের অগাধ আস্থা রহিয়াছে। আজিকার গণ-সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবেই। যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এ দেশের যুবশক্তিকে বিল্লির বাচ্চা বলিয়া উপহাস করিত, তাদের মুখেই আজ চুনকালি পড়িয়াছে, সংগ্রামী জনতার কাফেলা আগাইয়াই চলিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোকের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রস্তাবিত সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকল প্রকার মান-অভিমানের প্রশ্ন ভুলিয়া সকলেই একাগ্র

চিত্তে অগ্রসর হইবেন। ব্যক্তি বা কোটারী স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া চলে না। যাঁহারা এই ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিবেন তাঁহারা দেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের জন্য ধিক্কৃত জীবনই অপেক্ষা করিতেছে।

Morning News

19th February 1969

Mujib will be at confce table as free man : says Tajuddin

LAHORE Feb. 18 (APP): Mr. Tajuddin, General Secretary of the Awami League (Six Pointers) said here today that he had been given an understanding that Sheikh Mujibur Rahman would, come to the conference table as a "free man".

He was talking to newsmen at Lahore airport on his way from Dacca to Rawalpindi.

When asked whether the understanding was given by the Government or the Democratic Action Committee, Mr. Tajuddin said he had received a telephonic call yesterday in this regard from Mr. Sabur's house. Mr. Farid Ahmad was talking on telephone and he was told that Nawabzada Nasrullah Khan was also present there.

Replying to a question he said that Sheikh Mujibur Rahman would come to attend the conference only if he was released.

Asked whether his party would not attend the dialogue in the absence of Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Tajuddin said "it is impossible because he is the only nominee of the Awami League and he is also to nominate his associate at the conference and this position has been accepted by the President."

দৈনিক পয়গাম

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মামলা প্রত্যাহৃত না হইলে শেখ মুজিব গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমান ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত রাওয়ালপিণ্ডিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন।

ছয় দফা পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী গতকল্য (মঙ্গলবার) এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য রাওয়ালপিণ্ডি গমনের পথে গতকল্য ঢাকায় বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হওয়া মাত্রই শেখ মুজিবর রহমান রাওয়ালপিণ্ডি বৈঠকে যোগদান করিবেন।

জনাব তাজুদ্দিন এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ সাহেব মুক্তি পাইলেই তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন।

জনাব তাজুদ্দিন রাওয়ালপিণ্ডি গমনের পরে ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ প্রধান তাহাদের পার্টির একমাত্র প্রতিনিধি।

তিনি অবশ্য বলেন যে, শেখ মুজিব যদি বৈঠকে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি সম্মেলনের জন্য অপর একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন।

জনাব আহমদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ছয়দফা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আলোচনা বৈঠকে যোগদান শেখ মুজিবের যোগদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, নিঃসন্দেহে তিনি শেখ মুজিবের উপদেশ লইয়া রাওয়ালপিণ্ডি যাইতেছেন। তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যেই "রাওয়ালপিণ্ডির সংশ্লিষ্ট মহলকে" তিনি তাহা জানাইয়া দিয়াছেন।

জনাব তাজুদ্দীন বলেন যে, তিনি 'ডাক' বৈঠকে যোগদান এবং ডাক নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য রাওয়ালপিণ্ডি যাইতেছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী আরও বলেন যে, শেখ মুজিব এবং তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীর জন্য গতকল্যকার পিআইএ'র অপরাহ্নের ফ্লাইটে ৫টি আসন রিজার্ভ করা হইয়াছিল।

দৈনিক পয়গাম

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুক্ত নাগরিক হিসাবে শেখ মুজিব যোগ দিতে পারেন?

লাহোর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী।– ছয় দফা পন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ঢাকা হইতে লাহোর আগমনের পর সাংবাদিকদের নিকট প্রস্তাব দান করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান 'মুক্ত নাগরিক' হিসাবে সম্মলনে যোগদান করিবেন।

সরকার না 'ডাক' নেতৃবৃন্দ তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দান করিয়াছেন এই মর্মে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব আহমদ বলেন যে, গত সোমবার

জনাব সবুরের বাসভবন হইতে তিনি এই মর্মে টেলিফোন পাইয়াছেন। মৌলবী ফরিদ আহমদ এবং নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সে সময় জনাব সবুরের গৃহে উপস্থিত ছিলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হইলেই তবে তিনি সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিবেন।

শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাঁহার দল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে কি-না জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব তাজুদ্দিন বলেন, ইহা অসম্ভব। কারণ তিনি আওয়ামী লীগের একমাত্র মনোনীত ব্যক্তি এবং তিনিই তাঁহার সহযোগী অপর ব্যক্তি মনোনীত করিবেন। প্রেসিডেন্টও এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। –এপিপি।

দৈনিক পাকিস্তান

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুক্ত মানুষ হিসেবে মুজিবের বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তাজউদ্দিন

লাহোর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ আজ এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান আলোচনার টেবিলে 'মুক্ত মানুষ' হিসেবে আসবেন বলে তাঁকে ধারণা দেয়া হয়েছে।

ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি গমনের পথে এখানে তিনি এই তথ্য প্রকাশ করেন।

সরকার না গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ তাকে উক্ত ধারণা দিয়ে প্রশ্ন করা হলে জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে, গতকাল জনাব সবুর খানের বাসভবন থেকে তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করা হয়েছে। মৌলবী ফরিদ আহমদ তার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছেন এবং তাকে (জনাব তাজউদ্দিনকে) বলা হয়েছে যে জনাব নসরুল্লাহ খানও জনাব সবুরের বাসভবনে উপস্থিত আছেন।

সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পিণ্ডির উদ্দেশ্যে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে তাজুদ্দীন আহমেদ বলেন : ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি দেওয়া হইলেই শেখ মুজিব গোলটেবিলে যাইবেন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ (বুধবার) রাওয়ালপিণ্ডি প্রেসিডেন্ট ভবনে দেশের রাজনৈতিক সদস্যাবলী ও গণতান্ত্রিক প্রশ্নে সরকার ও বিরোধীদলসমূহের মধ্যে

গোলটেবিল বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। এই ব্যাপারে 'পিণ্ডির উদ্দেশ্যে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে গতকাল (মঙ্গলবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি দেওয়া হইলেই শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিলে যোগদানের জন্য 'পিণ্ডি গমন করিবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, দলীয় সিদ্ধান্ত হইল: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তি প্রদান করা হইলেই শেখ মুজিব গোলটেবিলে যাইবেন।

শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিলে যোগদান করিতেছেন বলিয়া গতকাল (মঙ্গলবার) স্থানীয় এক দৈনিকে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জানিতে চাওয়া হইলে আওয়ামী লীগ সম্পাদক বলেন, "এই ব্যাপারে এখন কোন মন্তব্য আমি করব না। তবে 'পিণ্ডিতে গিয়া আমি বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখিব এবং প্রয়োজনরোধে একটি বিবৃতিও দিব।"

জানা গিয়াছে যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর জনাব তাজুদ্দীন শেখ মুজিবের সহিত কয়েক দফা সাক্ষাৎ করেন। গতকালও তিনি ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সোজা বিমানবন্দরে আসেন। সাংবাদিকদের নিকট তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি যে শেখ মুজিবর রহমানের বার্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে, উহা 'বিশেষ ধরনের' কিছু নহে এবং 'পিণ্ডির সংশ্লিষ্ট মহলকেও ইতিমধ্যে উহা জানান হইয়াছে। তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্যই তিনি 'পিণ্ডি যাইতেছেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব কামরুজ্জামান এম,এন,এ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও গতকাল (মঙ্গলবার) লাহোর হইতে 'পিণ্ডি গমন করিয়াছেন।

জনাব তাজুদ্দীন আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় 'ডাক' বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবর রহমানকেই গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবও উহা মানিয়া লইয়াছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিলে যোগদান করিলে আওয়ামী লীগের অপর একজন প্রতিনিধিকে তিনিই মনোনয়ন দান করিবেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বৈঠকে যোগদান করিলে শেখ মুজিবর রহমান অবশ্যই সেখানে থাকিবেন। তিনি জানান যে, আওয়ামী লীগের অপর প্রতিনিধি তিনিও হইতে পারেন।

সম্পাদকীয়

সংবাদ

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সান্ধ্য আইন ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করো

প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় পরপর দুইদিনে চুয়াল্লিশ ঘণ্টা যাবৎ সান্ধ্য আইন জারী থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর দৈনন্দিন জীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত ও বিড়ম্বিত হইয়াছে। এই রুজি-রোজগারহীন ও দুস্থ অবস্থা যাহাতে আর চলিতে না পারে সে জন্য অবিলম্বে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার এবং এই সঙ্গেই সেনাবাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য ও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শহরের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কর্তৃপক্ষীয়দের যে দায়িত্ব আছে, সে কথা স্মরণ করিয়া এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে তাহারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করিবেন না আশা করি।

এই সঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার যে, আর দুইদিন পরেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপিত হইতে যাইতেছে। প্রাদেশিক রাজধানীতে দিনের পর দিন সান্ধ্য আই জারী থাকার ফলে ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মরণের প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশে আগামী কয়েকদিনের সমস্ত অনুষ্ঠানই যাহাতে ব্যাপকভাবে পালিত হইতে পারে যে জন্য সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার এবং সেনাবাহিনী ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন পূর্ব শর্ত স্বরূপ। ইতিপূর্বে ক্রমে ক্রমে মিছিল করিয়া সান্ধ্য আইন তুলিবার যে রেওয়াজ আছে, উহার পুনরাবৃত্তি ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করিয়া আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠানকে পঙ্গু করিয়া দিবে। সুতরাং সান্ধ্য আইন একসঙ্গেই তুলিয়া দিতে হইবে। সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারও একসঙ্গেই করিতে হইবে।

সমগ্র প্রদেশে এবং সারা দেশে সর্বত্রই যাহাতে একুশে ফেব্রুয়ারী মুক্ত স্বচ্ছন্দভাবে উদ্‌যাপিত হইতে পারে, সেজন্য সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা একান্ত আবশ্যক, একথাও আমরা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

আজাদ

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্ব্বশর্ত্ত হিসাবে মোর্শেদ কর্ত্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার দাবী

ঢাকা, ১৮ই ফেবরুয়ারী।–পূর্ব্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এম, মোর্শেদ অদ্য প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে

তাহার যোগদানের পূর্ব্বশর্ত্ত হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পূর্ণ প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির দাবীর কথা পুনরায় ঘোষণা করিয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্নে রাওয়ালপিণ্ডির পথে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে জনাব মোর্শেদ সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন।

বিচাপতি মোর্শেদ জোর দিয়া বলেন যে, শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতে আলোচনা ফলপ্রসু হইতে পারে না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বিচারপতি এস, এম, মোর্শেদ বলেন যে, এই মামলার আইনগত বৈধতা সম্পর্কে আমি সর্ব্বদাই দৃঢ় মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি।

তিনি বলেন, এই সম্পর্কে তিনি সম্মেলন টেবিলে সরকারের নিকট তাহার মতামত পেশ করিবেন।

তিনি বলেন, ছাত্র ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে সকল প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইবে।

তিনি বলেন, তিনি 'ডাক' ও বিরোধী দলীয় অন্যান্য নেতার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য পিণ্ডি গমন করিতেছেন এবং তারপর তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। –পিপিআই

Pakistan Observer

20th February 1969

Sole representative for talks named : DAC moots Mujib's release issue

RAWALPINDI, Feb. 19:–The Government Opposition round table conference on political problems could not start today as schedule with both sides not knowing when they will get down to talks, reports APP.

The central body of the Democratic Action Committee which ended a seven hour session early this morning suggesting a brief postponement later nominated Nawabzada Nasrullah Khan as sole representative for the parleys

The Nawabzada conveyed the DAC decision to Khwaja Shahabuddin the senior most minister in the Presidential Cabinet who is reported to have expressed his dissatisfaction with it. Khwaja Shaheb according to reliable sources pointed out to the DAC convener that the decision was in consistent with the earlier

decision that full delegation of the DAC would take part in the conference.

Nawabzada Nasrullah Khan then convened an emergency meeting of the DAC to consider Khwaja Shahbuddin's response to its decision.

Earlier the Convener of the Central Democratic Action Committee said here this afternoon that the committee had discussed the question of Mr. Mujibur Rahman's release and general political situation in the country during its meeting last night and this morning.

He was talking to newsmen shortly after the committee's decision to authorise him, to hold talks with President Ayub as the sole representative of the DAC.

Asked about the topics discussed at the DAC's meetings last night and this morning. Nawabzada Nasrullah Khan said Mujib's release was a very important issue and it was also discussed at the conference along with the general political situation of the country.

Nawabzada Nasrullah Khan told a questioner that the Central Democratic Action Committee's decision to send him (Nawabzada Nasrullah) as the sole representative of the DAC for talks with the President, was a unanimous decision and the Awami League had agreed to it.

He said the DAC had taken the whole thing into consideration including Mujibur Rahman's case before making any decision.

As regards the date and time of his talks with the President Nawabzada Nasrullah Khan said he would communicate the decision of the committee to the President and I was upto him to fix the date and time for the talks. He said he had no objection if the DAC was represented by him alone and the President was also assisted by a large team.

Replying to another question he said he had notmet any priorities in the eight point as far as talks with the President was concerned.

The decision of the committee was read out to the waiting newsmen by Mr. Farid Ahmad, MNA, (Nizame Islam) member of Central DAC.

Nawabzada Nasrullah Khan declined to add anything to the decision.

The Central Democratic Action Committee had essembled at the residence of a Nizam Islam leader, Mr. Shahabuddin Advocate, at 7-15 p.m. yesterday.

It adjourned last night at about 2-30 after a seven hour meeting to reassemble at midday today.

The meeting which was presided oven by the Convener of the DAC Nawabzada Nasrullah Khan was attended by the representatives of the component parties including the representatives of East Pakistan Awami League exponent of Six Point.

Earlier report adds: The government DAC round table conference on the country is political problems could not start at 10 a.m. today as scheduled following a DAC Central Committee announcement expressing its inability to attend at the given time.

The DAC decision was announced in the early hours of this morning after a seven hour session in which the situation arising out of the refusal of Sheikh Mujibur Rahman of the Awami League (Six Points) and five other leaders of attend the conference was discussed.

Nawabzada Nasrullah Khan, told reporters after the Central Committee meeting that they would request the government that as they were still holding the talks they would not be able to attend the conference at 10 am as scheduled.

The non-DAC leaders who have declined invitations to attend the conference are: Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, chief of National Awami Party, Mr. Zulfikar Ali Bhutto Chairman of the Pakistan Peoples Party, and three independents Air Marshal Asghar Khan, Mr. S. M. Murshed and Lt. Gen. Azam Khan.

Dawn

20th February 1969

Mujib to be persuaded to attend RTC

FROM MAHBUBUL ALAM

RAWALPINDI, Feb. 19: The decision of the Central Executive of the Democratic Action committee to nominate its convener Nawabzada Nasrullah Khan to hold talks with president Ayub Khan as its sole representative virtually amounts to tactfully avoiding the Round Table Conference which was to begin today. It is obvious that the Nawabzada, although he may have the necessary mandate of the DAC, cannot speak on behalf of all the eight component parties on such vital matters as constitutional questions.

Although the decision to nominate the Nawabzada as the sole representative of the DAC was "unanimous", as claimed by himself it marks a radical departure from its original position. It had completed such formalities as nominating the representatives of each parties for the Conference.

What has forced the DAC to reverse its earlier stand is the question of withdrawal of the Agartala case and Sheikh Mujibur Rahman's release coupled with the overall political situation including the incidents in Karachi and Dacca.

It is understood the decision to send Nawabzada Nasrullah Khan to meet the president is intended to facilitate a further discussion on such vital matters as the withdrawal of the Agartala Conspiracy Case and the release of the Six-point Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman.

The DAC took the decision of sending the Nawabzada instead of all the members going to the conference table in view of the feeling that its own unity and future would be in jeopardy unless the Agartala case issue was settled. Matters became more complicated for the DAC in view also of the decisions of Maulana Bhashani, Mr Bhutto and Air Marshal Asghar Khan not to join the round table. All these leaders have put forward their own conditions for participation in the dialogue, but they are all one on the question of Sheikh Mujib's release.

Although the DAC leaders were tight-lipped, it is learnt from informed sources that after the lengthy debate of over nine hours behind closed doors, the consensus of the meeting was that instead of all the members going to the round table, the Convener should go to the President and convey to him the decision of the DAC on the Agartala case. It is understood that certain DAC members wanted the Nawabzada to impress upon the President the need for making a statement on adult franchise and parliamentary system of Government.

While certain West Wing members, particularly those belonging to the Council Muslim League and the Wali Khan NAP, were reportedly hesitant to go to the conference table with Mr. Bhutto and Air Marshal Asghar Khan staying away. East Pakistani members were also faced with a similar problem in respect of Sheikh Mujib and Maulana Bhashani. It is evident that the DAC considered all aspects of the question of participation in the dialogue under the present circumstances and naturally the

decision to wait was considered more wise from the point of view of their own political strategy.

The Six-point Awami League made it clear to the other component parties that without their leader Sheikh Mujibur Rahman they were unable to participate in the talks. The Wali Khan group of NAP reportedly voiced the same opinion.

The Six-point Awami League is reported to have, however, assured that even if the other DAC parties go to the conference table it would not withdraw from the DAC but abstain from the conference table.

Dawn

20th February 1969

Mujib's release demanded by Asghar, Murshed, Azam

The three independent leaders, Air Marshal Asghar Khan, Mr S.M. Murshed and LT-Gen Azam Khan have called on President Ayub Khan to release Sheikh Mujibur Rahman.

In separate replies to President Ayub expressing their inability to accept his invitation to attend the proposed political dialogue, they stressed the need to withdraw the Agartala Conspiracy Case which, in the words of justice Murshed, has assumed a paramount importance.

Asghar's plan

LAHORE, Feb 19: Air Marshal Asghar Khan has called upon President Ayub to agree to adult franchise as a basis for elections to the Presidential office and the legislatures, repeal of the press Ordinance, release of all political prisoners and adequate steps to meet the students' genuine demands.

The four points have been placed before the president as "suggestions" for implementation while the Air Marshal can discuss with Sheikh Mujibur Rahman the question of his participation or otherwise in the round table conference after the latter's release.

In a telegram to President Ayub here this morning, Air Marshal Asghar Khan said the projected dialogue could serve a useful purpose if the leaders of all political parties attended. As such he pointed out, the release of Sheikh Mujibur Rahman was a must.

The Fooling is the text of the Air Marshal's telegram:

"Field Marshal Mohammad Ayub Khan, president of Pakistan, Rawalpindi. Thank you for your telegram inviting me for talks at Rawalpindi to discuss the political situation. Such talks to be useful must include leaders of important political parties. Therefore, consider the release of Sheikh Mujibur Rahman essential. Will communicate my reply after Sheikh Mujibur Rahman is released and I have had opportunity to meet him. In the meantime, would suggest that you agree to (1) adult franchise for election of the National and Provincial Assemblies and the President; (2) repeal of Press and publications Ordinance; (3) release of all prisoners involved in political cases; (4) take steps to resolve students' genuine demands immediately, (Sd) Mohammad Asghar Khan."

Murshed's call

LAHORE, Feb 19: Mr. S. M. Murshed former Chief Justice of East Pakistan has called for the withdrawal of the Agartala Conspiracy Case as according to him it was doing a considerable mischief from the point of view of national integration and much needed unity of the country.

In a letter sent by him to President Ayub today, Mr. Murshed said: "My statement which has appeared in the newspapers today (Feb 19) explains the reasons for my non– participation in the Conference convened today."

"As to the Agartala Conspiracy Case now pending at Dacca, I would like to say that apart from the mooted question of its legality and its continuation after the revocation of the proclamation of emergency, the question of its propriety from the point of view of national expediency has assumed a paramount importance at the present moment for the following amongst other reasons:

"(i) The trial is in my opinion doing a considerable mischief from the point of view of national integration and the much-needed unity of the country:

(ii) The people of both the Wings of Pakistan favour its immediate stoppage:

"(iii) The withdrawal of the case would be a graceful gesture towards national goodwill:

"(iv) It would enable the participation of Sheikh Mujibur Rahman in the proposed conference.

"I may reiterate that the demands of the students and the DAC be accepted without any further delay and that repressive measures should be stopped forthwith and normal conditions restored.

As this is a matter of great public importance I am releasing the text of this letter to the press.

PROTEST

In an interviewed with PPI in Lahore today Mr. Morshed deplored that bullets meant to guard the country's frontiers should be used to pierce the breast of the citizens.

"I enter a strong protest against the use of such violent methods which must cease forthwith," he added.

Giving his reactions to the use of repressive measures in the country, he said no words could adequately condemn the indiscriminate application of Section 144 Cr. P.C. and the imposition of curfew.

Mr. Justice Murshed further supported the decision of the Dacca University academic staff to resort to indefinite strike in protest against the "murder" of the Rajshahi University Reader and injuring of two senior lecturers. He described the staff decision as "the strongest possible condemnation" of this incident.

He said when he left Dacca yesterday, he was sorry to learn about the loss of some valuable lives in Rajshahi including Prof Shamsuzzoha who was a revered teacher. Similarly, bullets had been ringing every day in Dacca Noakhali and other places in the country including Karachi. It was shocking to reflect, he added, that an ironic tragedy had convulsed Pakistan where the sword had neither been able to silence nor to convince the up surge of the people for the reestablishment of their rights. No words could adequately condemn this repression, he said.

Mr. Murshed observed that in this dare hour of distress when Pakistan had been overtaken by such a widespread conflagration, it was the duty of every citizens to see that sanity and normalcy was restored in the country.

Turning to the students struggle, Mr. Justice Murshed said their demands were so just that they should have been accepted long ago.

"It is extremely unfortunate that lathis teargas and bullets should violate the sanctity of a campus which is regarded as hallowed everywhere", he said.

He demanded that such a sacrilege of seats of learning must come to an immediate half.

With a voice surcharged with emotion, the former Chief Justice said: "I am speaking with deepest sense of sorrow and grief and my address is to the country as a whole. Let my country be the judge".–PPI.

Azam's demand

LAHORE, Feb 19: Lt-Gen Azam Khan said here today that the attendance of Maulana Bhashani, Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Z. A. Bhutto, who were accepted political leaders, at the political parleys convened by President Ayub was vitally important and was a must.

He elaborated at a Press conference his telegraphic reply to President Ayub last night in which he had called for withdrawal of the Agartala Conspiracy Case and representation of small units at the proposed political parlays.

He dismissed the question as hypothetical when he was asked whether he would go to the conference table if the case against Sheikh Mujibur Rahman was withdrawn. He said Agartala Case must be withdrawn in the interest of the nation when he was asked whether he being an old general considered the withdrawal of such case an easy matter.

He said various regions like Baluchistan and Sind had their own problems and unless their point of view was presented at the dialogue by the leaders of these regions the conference could not be called properly representative.

When asked whether the Democratic Action Committee and its component parties, plus the independent politicians invited by the President, could not represent the case by small units. Gen Azam said: I am not saving anything against these parties".

Gen Azam said the struggle of the nation must be properly assessed. It was not a fight between the party in power and the Opposition nor could it be called a law and order problem. It was in fact a life and death struggle of the twulve crore people of Pakistan fighting for the restoration of human dignity liberty and socio-economic justice and the establishment of a truly Islamic State and the fulfillment of the ideology of Pakistan.

The national demand for restoration of Peoples sovereignty voiced through the true representatives of every region, he said is perfectly clear and leaves no ground for bargaining or any compromise of principles.

"We must fulfill the ideology of Pakistan as chalked out for by Quaid-i-Azam so that we build a firm and healthy base for the future progress of this nation through Islamic Principles derived on Quran and Sunnah," he said.

Gen Azam said real democracy provides the answer to all problems of this country.

He said it was essential to practice democracy and not just preach it. He further stressed that new leadership must emerge from the younger generations.

Referring to the proposed dialogue, he said in order to make the round-table conference successful and able to achieve it objective" it should be made fully representative. To this end invitations should also be extended to regional leaders who can explain at first hand the major problems facing their respective areas. –APP/PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবরের মুক্তি অপরিহার্য : প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণের জবাবে এয়ার মার্শালের তারবার্তা

লাহোর, ১৯শে ফেব্রুয়ারি– এয়ার মার্শাল আসগর খান প্রেসিডেন্ট ও পরিষদ নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং ছাত্রদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীগুলি মানিয়া লওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্টের নিকট "সুপারিশ" হিসাবেই এই চারিটি দাবী বাস্তবায়নের জন্য পেশ করা হইয়াছে। ইত্যবসরে এয়ার মার্শাল যাহাতে মুক্তি দানের পর শেখ মুজিবর রহমানের সহিত তাঁহার গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্ন আলোচনা করিতে পারেন সেইরূপ সুযোগ দানের আহ্বান জানাইয়াছেন।

অদ্য সকালে প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন যে, সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যোগদান করিলেই প্রস্তাবিত আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে। কাজেই এই উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি অপরিহার্য।

নিম্নে এয়ার মার্শালের তারবার্তার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইলঃ

"ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া আপনি যে তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ। এই ধরনের আলোচনার ফলপ্রসূ হইতে হইলে উহাতে গুরুত্বপূর্ণ

রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অতএব শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির প্রশ্নটি বিবেচনা করুন এবং আমি যাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি সেইরূপ সুযোগ দান করুন। ইত্যবসরে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনি নিম্নোক্ত দাবীগুলি গ্রহণ করুনঃ (১) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, (২) প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল, (৩) রাজনৈতিক মামলায় সংশ্লিষ্ট সকল বন্দীর মুক্তি এবং (৪) ছাত্রদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণ করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ। (স্বাঃ) মোহাম্মদ আসগর খান।" -পিপিআই

কলাম
দৈনিক ইত্তেফাক
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
রাজনৈতিক মঞ্চ
মোসাফির

নানা অনাচার ও অত্যাচারের মুখে আজ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সেইহেতু এখানে ওখানে দুর্ঘটনারও খবর পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলেও নিপীড়িতের প্রতীক হিসাবে শেখ মুজিবের নাম সর্বত্র উচ্চারিত হইতেছে। কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলক ভাবেও তাঁহার নাম ব্যবহার করিতেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবের মনোভাব জানি। দেশে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ছাত্র-যুবক ও জনসাধারণ যে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং শেখ মুজিবরের প্রতি তাঁহারা যে শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি গোটা দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাঁহারা যে ত্যাগ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে তিনি অভিভূত এবং এদেশের ছাত্র-যুবক ও জনতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত। তিনি চান, লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আন্দোলন চলুক। কিন্তু যে-কোন প্রকার উস্কানির মুখেও যেন আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই পথেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইবে; কোন শক্তি জাগ্রত জনতার এই দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে যিনি সর্বাপেক্ষা নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইয়াছেন, সেই শেখ মুজিব কোন প্রলোভনেই জনগণকে পাশ কাটাইবেন না বা জন-দাবীর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না ইহাও স্থির-নিশ্চিত। সরকারী মহলের প্রতি আমাদের আবেদন, অতীতে তাঁহাদের কেহ কেহ যত উদ্ধত্যই প্রদর্শন করিয়া থাকুক না

কেন, জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে তাঁহাদের তরফ হইতে যেন কোনপ্রকার উস্কানিমূলক আচরণ করা না হয়। দেশের পরিস্থিতি কি, আমাদের অপেক্ষা সরকারী উর্ধ্বতন মহলের তাহা আরো ভালভাবেই জানা থাকার কথা। এমনিতেই দেশে যে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে তা আয়ত্তে আনিতে জননেতাদের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। তথাপি আমরা দেশকে সকল প্রকার স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকি বলিয়া এখনো বিশ্বাস করি যে, ক্ষমতাসীনরা দেশে শান্ত পরিবেশ ফিরাইয়া আনার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ব্যবস্থা করিবেন; এখানে মান-অভিমানের প্রশ্ন আর দেখা দিবে না। যে মোকদ্দমাটির ব্যাপার লইয়া কেহ কেহ মান-মর্যাদার প্রশ্ন তুলিয়াছেন দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো তাঁহাদের সেই মনোভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম। কিন্তু দেশে আজ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান নয়। প্রচণ্ড বিক্ষোভে সারা দেশ আজ কম্পিত। ক্ষমতাসীন মহল মান-মর্যাদার প্রশ্ন তুলিলে বিরোধীদলের পক্ষ হইতেও অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। দশ বছরের অত্যাচার-অনাচারের কাহিনী বাদ দিয়াও সাম্প্রতিককালে দেশে যাহা ঘটিয়াছে এবং আমাদের তরুণেরা যেভাবে প্রাণ দিয়াছে, সে-প্রশ্নও উত্থাপন করা যায়। কিন্তু যেহেতু দেশের ঐক্য, সংহতি ও অস্তিত্ব আমাদের সকলের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এবং যেহেতু এই আন্দোলন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষের বিরুদ্ধে নয়–বরং গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সেই হেতু শত অপ্রীতিকর ও বেদনাদায়ক ঘটনা সত্ত্বেও ছাত্র-জনতা ও রাজনীতিবিদেরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এখনো প্রস্তুত। কিন্তু এখনো যাঁহারা সবকিছু নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করিতে চান, তাঁহারা হয়ত আমাদের এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন না। তথাপি সকল মহলের নিকট আমাদের শেষ আবেদন যে, সময় থাকিতে এখনো নিয়মতান্ত্রিক পথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে কালবিলম্ব না করিয়া আগাইয়া আসুন।

Morning News
20th February 1969
Release of Mujib a must : says Asghar

LAHORE, Feb, 19 (PPI): Air Marshal Asghar khan has called upon President Ayub to agree to adult franchise as basis for elections to the presidential office and the legislatures, repeal of the Press Ordinance, release of all political prisoners and adequate steps to meet student's genuine demands.

The four points have been placed before the President as "suggestions" for implementation while the Air Marshal can discuss with Sheikh Mujibur Rahman the question of his participation or otherwise in the round table conference after the latter's release.

In a telegram to President Ayub here this morning, Air Marshal Asghar Khan said the projected dialogue can serve a useful purpose if it included leaders of all political parties. As such, he pointed out, the release of Sheikh Mujibur Rahman was a must.

Following is the text of the Air Marshal's telegram:

"Field Marshal Mohammad Ayub Khan, President of Pakistan, Rawalpindi.

Thank you for your telegram inviting me for talks at Rawalpindi to discuss the political situation. Such talks to be useful must include leaders of important political parties. Therefore consider release of Sheikh Mujib? but Rahman essential. Will communicate my reply after Sheikh Mujibur Rahman is released and I have had opportunity to meet him. In the meantime, would suggest that you agree to one, adult franchise for election of National and Provincial Assemblies and president; two–repeal of Press and Publication ordinance, three–release of all prisoners involved in political cases, four–take steps to resolve students' genuine demands immediately,–Mohammad Asghar Khan".

সম্পাদকীয়

সংবাদ

২০ ফেব্রুয়ারি **১৯৬৯**

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

রাজশাহীতে পুলিস ও সামরিক বাহিনীর গুলীবর্ষণে গত মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনপ্রিয় অধ্যাপক ডঃ জোহাসহ তিন ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর মর্ম-বিদারক। গত তিনমাস যাবৎ এবং বিশেষ করিয়া গত এক মাস যাবৎ দেশব্যাপী গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গকে বুলেট ও বেয়নেট দ্বারা আটকাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মাতিয়া বর্তমান শাসকচক্রের ধারক ও বাহকেরা যে চূড়ান্ত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে কায়েম রাখিয়াছে, রাজশাহীর ঘটনা তাহারই নিদর্শন। বস্তুতপক্ষে আজ সারা দেশে সরকারের তরফ হইতে

সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত আলাপ-আলোচনার মারফত সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পিষিয়া মারার জন্য সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে। এই দ্বিমুখী আচরণের মধ্যে কি রহস্য আছে আমরা জানিনা। তবে এ সম্বন্ধে সরকারী কর্তাদের কোন নিছক কৈফিয়ত জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে দুই জন বন্দীর রহস্যজনকভাবে গুলীবিদ্ধ হওয়ার এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুর ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোন উপায় কি কর্তৃপক্ষীয়েরা দেশবাসীর সামনে রাখিয়াছেন ? কথায় কথায় গুলী, কথায় কথায় সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং দিনের পর দিন কারফিউ জারী রাখিয়া রুজিরোজগারহীন নাগরিকবৃন্দকে নানাভাবে নিগৃহীত ও অপদস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পাইকারীভাবে মারপিট এবং মিছিলের উপর যখন তখন গুলী করিয়া লোক মারার ব্যবস্থা পরিস্থিতির শুধু অবনতিই ঘটাইতেছে। এই ধরনের আচরণ দ্বারা তিক্ততার আবহাওয়াকে তিক্ততরই করা হইতেছে। এইসব আচরণ জনসাধারণের প্রতি প্ররোচনা স্বরূপ। গত কয়েকমাসের প্রত্যেকটি পর্যায়ে দেখা যাইবে --- নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক গোয়ার্তুমি পরিস্থিতিকে --- করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এই বন্ধ্যা ও গোয়ার্তুমির নীতি হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারবার সরকারকে আহ্বান জানাইয়াছি। আজও সেই আহ্বানই জানাইতে চাই। অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে নির্যাতনমূলক নীতির আশ্রয় ছাড়িতে হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণদাবী পূরণের জন্য রাজী থাকার মনোভাব সরকারের আছে বলিয়া সরকারী কর্মকর্তারা মুখে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতে হইবে আচরণে। জনসাধারণকে শায়েস্তা করার যে মনোভাব গত দশ বছরের নির্যাতনমূলক আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে উহা আজ একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। উহাকে পরিহার করিতে হইবে। আলাপ-আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে যে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহার দায়িত্ব মূলতঃ সরকারের। রাজবন্দীদিগকে কারাগারে রাখিবার বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়া, নিরাপত্তা আইন এবং উহার মতো অন্যান্য অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বহাল রাখিয়া কিংবা কায়েমী স্বার্থের একচোখো দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয় দেখিয়া সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি তাঁহারা করিতে পারিবেন না। সরকার ষড়যন্ত্র মামলাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া অনায়াসেই উহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন এবং এই প্রত্যাহার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিরাপত্তাবন্দীসহ অন্যান্য সমস্ত রাজবন্দীকে একটা ঘোষণা দ্বারা মুক্ত

করিয়া নিয়া আলাপ-আলোচনার উপযুক্ত আবহাওয়া এই মূহূর্তেই সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহারা এই সব করণীয়কে চাপা দিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিতেছেন।

সরকার সংগ্রামী জনগণের রায় মানিয়া লইতেছেন, এই কথাটা ঘোষণা করিয়া পরিবেশকে কুয়াশামুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তাদের কোন অংশ কিংবা কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, নির্যাতন দ্বারা জনসাধারণকে দাবাইয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কোন একটা রফার মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, তবে উহা প্রকাণ্ড ভুল হইবে এবং তিক্ততা বৃদ্ধিতেই ইন্ধন যোগাইবে। গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া গণদাবী আদায়ে বিমুখ নন। কিন্তু দেশবাসীকে তপ্ত ---- রাখিয়া তাহাদের পক্ষে আলোচনা চালানো কোনক্রমেই সম্ভব নহে। কারণ, গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ যে দলেরই হউক না কেন তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যমতো দেশবাসীর দাবীকেই উপস্থাপিত করিতেছেন। সেখানে কোন নড়চড় হইবে না, হইতেছে না। আলাপ-আলোচনার পূর্বশর্তগুলি গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের তরফ হইতে খোলা খুলি --- রাখা আছে। এই পূর্বশর্তগুলিকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়া সরকার দেশবাসীর দুর্ভোগ বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সংকটের পর সংকট সৃষ্টি করিতেছেন। এই অন্ধগলি হইতে বাহির হইবার প্রথম পদক্ষেপ হইবে নির্যাতনমূলক নীতি পরিত্যাগ করা।

আজাদ

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে গুজবের ফানুশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার সম্পর্কে গতকাল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ঢাকা নগরী এক গুজবের রাজ্যে পরিণত হয়।

গতকাল অপরাহ্ণে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার হওয়ার সাথে সাথে এই মর্ম্মে গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে 'পিণ্ডি যাত্রা করিতেছেন।

অপর দিকে বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, শেখ মুজিব প্যারলে মুক্তি লাভ করিয়া সন্ধ্যায় পিণ্ডি পৌঁছিবেন। বেতার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার

অল্পক্ষণ পরই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, শেখ মুজিব আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্য্যন্ত গোলটেবিলে যোগদান করিবেন না।

অপর দিকে বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, একটি বিশেষ মহল হইতে শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তিদানের প্রস্তাব করা হইলে শেখ মুজিব তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন।

বেতারের সর্ব্বশেষ সংবাদে পুনরায় বলা হয় যে, ইতিপূর্ব্বে তাহারা মুজিবের প্যারলে মুক্তিলাভ সম্পর্কে যে খবর প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নেজামে এছলাম নেতা ফরিদ আহমদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে আওয়ামী লীগ মহলের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তাহারাও মুক্তিলাভ সম্পর্কে কোন সঠিক খবর দিতে পারেন নাই।

'পিণ্ডি হইতে পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে বলা হয় যে, তথায় অবস্থানরত জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকায় শেখ মুজিবের পরিবারের সহিত যোগাযোগ করিলে মুক্তিলাভ সম্পর্কে মুজিব পরিবার কিছুই জানেন না বলিয়া জানান।

এইভাবে গতকাল সমগ্র ঢাকা নগরী কল্পনা-জল্পনা ও গুজবের রাজত্বে পরিণত হয়।

গতকাল অপরাহ্ণে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজুদ্দিন ও অপর কয়েকজন শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নাই। এদিকে শেখ মুজিবের স্ত্রীর সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান যে, তাঁহার স্বামীর মুক্তিলাভের সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলেন, তাঁহার স্বামী প্যারলে বা জামিনে মুক্তিলাভ করিবেন না।

Pakistan Observer

21st February 1969

State vs Sk. Mujib : Accused remanded to military custody

The Special Tribunal hearing the "Agartala conspiracy case" on Thursday broke it's three week recess by an unscheduled sitting to consider a prosecution prayer for the continuation of the military custody of the accused persons, reports APP.

The prosecution said that in view of the revival of the fundamental rights (following the revocation of the emergency) Tribunal's order had become necessary in respect of the custody of the accused persons.

The Tribunal fixed February 24 (Monday) for further consideration of the prosecution prayer and ordered that in the meantime the accused persons be remanded to military custody as before.

The Emergency Ordinance constituting the Special Tribunal provides for the military custody of the accused till the end of the trial.

The prosecution in its application said that it was necessary to keep the accused persons in the military custody in view of the facts and the circumstances of the case.

The prosecution prayed that the court might pass an order authorising the detention of the accused persons in the military custody or "pass such other and further order as the Tribunal may seem fit and proper."

The three-member Tribunal for the first time met on Thursday without its Chairman. Mr. Justice S. A. Rahman former Chief Justice of Pakistan, who left for Lahore early this week following recent disturbances to Dacca. The Government Guest House where S. A. Rahman was staying was set on fire during demonstration in protest against the death of accused Sergeant Zahurul Huq in a firing during his military custody.

Mr. Ataur Rahman Khan, a defence counsel, prayed for an obituary reference to Zahurul Huq and a prayer for him.

Mr. Justice M. R. Khan who was presiding over Thursday's sitting of the Tribunal said that there was no precedence of such an obituary reference.

Justice M. R. Khan and Justice Maksumul Hakim however, joined the counsels and the accused in their prayer for deceased Zahurul Huq when the counsels said that they could pray for him as Muslims. Mr. Ataur Rahman Khan led the prayer.

Mr. Ataur Rahman Khan earlier condemned the action in which Sgt. Zahurul Huq died while in custody. He termed it as a "dastardly act" adding that "no word of condemnation is enough to express the feeling of the people."

He said: "Unfortunately they (accused) were left in the custody of persons in whom we have no confidence". "Law has crippled unusually your (courts") power to protect them (accused)", he said adding that the accused were living in "deadly panic."

Mr. Naziruddin Ahmed, another defence counsel, said that the death of Zahurul Huq was not only a case of murder but it was also a contempt of court. He also pleaded for speedy inquiry into the matter.

Mr. Justice M. R. Khan said that it was indeed very sad news that a life had been lost. He said the deceased lost his life while he was presumed to be innocent. He said that his life was lost with the presumption of innocence still there.

Justice M. R. Khan said that holding of an inquiry as suggested by the defence counsels was not within the competence of this court. He said the law constituting the Tribunal does not empower it to hold an inquiry in a matter like this "although we feel some inquiry should be made"

Mr. Badrul Hyder Chowdhury, counsel for Sgt. Zahurul Huq, said that the court had ample power under the Criminal Procedure Code to take cognizance of the matter.

Justice M. R. Khan: "Had we been empowered we would have been the first to take initiative to hold an inquiry."

Defence Counsel, Mohammad Ismail, said the court should take cognizance of the matter in which there was interference with the course of justice. He said it was a case of contempt of court and the special emergency ordinance had given the tribunal necessary powers to deal with such a contempt case.

Justice M. R. Khan did not agree that the matter referred to amounted to contempt of court. He said if it was an offence, it was of different nature.

Justice Maksumul Hakim. however, told the counsels that if the defence liked, it could make out a case "and set the ball rolling".

Mr. Ataur Rahman Khan and some other defence counsels prayed to the court that it should record the statement of accused ex-Havildar Mujibur Rahman, who is a witness to the incident in which Zahurul Huq and Fazlul Huq were injured in firing.

The court said that the matter will be taken up after the disposal of the prosecution prayer in respect of the custody of the accused persons.

The Tribunal deferred the consideration of the prosecution prayer in respect of the custody of the accused till Monday on a prayer of the defence counsels.

The court noted that the prosecution had not been able to provide the accused or their counsels with the copies of its application regarding custody of the accused.

Prosecution counsel T. H. Khan, deputising chief prosecution counsel Manzur Qadir, told the court that a particular agency had been given the task of serving the copies but due to the unusual

and abnormal circumstances existing in the city the copies might not have reached the counsels. Mr. Manzur Qadir left Dacca for Lahore early this week.

Mr. justice M. R. Khan told the counsels that when the residence (State Guest House) of the Chairman (Justice S. A. Rahman) was set on fire last Sunday some official record of the proceedings of the Tribunal were burnt. He said those had to be reconstructed and sought the cooperation of the counsels in this respect. The counsels also assured the court of their cooperation.

Earlier, before the court sat for the day's proceedings some of the accused in the dock were seen crying at the death of Zahurul Huq One of them showed marks of injury on his body to some defence counsels.

Dawn

21th February 1969

Mujib's participation vital, says Bhutto

By Our Staff Correspondent

Mr. Z. A. Bhutto Chairman, Pakistan People's Party said in Karachi last night that for any lasting solution of political problems, now facing the country views of Sheikh Mujibur Rahman are essential. He said Mr. Mujibur Rahman is an important man and one must admit he has a big following.

He was talking to newsmen at the City Airport, where he had gone to receive the Awami League leader. But Mr. Rahman did not travel by the aircraft which arrived at 10 p.m. from Dacca.

NO CONTACT WITH DAC

RTC, Mr. Bhutto said, is not the only way for solution of political problems, now facing the country.

"I will discuss with Mr. Mujibur Rahman his views on various problems. It is only fair that I discuss with him and other leaders before deciding to join the talks with the Government," he said.

He said he had no contact with DAC leaders. They all are in Rawalpindi. Telephone is being tapped and therefore I cannot discuss anything specific.

He said, he has discussed with East Pakistan MNAS, Mr. A. S. M. Sulaiman and Mr. Masihur Rahman about the recent disturbances in the Province, and said the situation in Dacca was very grim,"

"Innocent people are being killed on roads every day in Dacca and the people are not mad to get killed. They must be having some genuine reason for defving curfew.

"Myself and any party are greatly concerned with the events in East Pakistan," he said.

About danger to his life and report about attempt to burn his house, he said, "I don't give importance to these matters. Attempts had been made in the past and I have experience. I know how the regime behaves." he added.

APP adds:

Replying to a question, he said that he had not yet decided to participate in the Round Table Conference. He said the RTC was not the only solution to the present crisis.

Replying to another question he said that the question of his Presidential candidature had receded to the background "First we should discuss the crisis," he said.

Dawn

21th February 1969

Asghar lauds role of Mujib in Pakistan Struggle

LAHORE, Feb 20: Air Marshal Asghar Khan said here today that Sheikh Mujibur Rahman had played a significant role in the creation of Pakistan as a student leader.

Addressing a reception arranged in his honour by the National Students Federation here this afternoon he said that he did not believe that Sheikh Mujibur Rahman was not a patriot. The Sheikh had spent ten years in jail for being in the forefront of the Pakistan movement, he added. No one could arrogate to himself the right to call others unpatriotic.

The Air Marshal said that the background of the "Agartala Conspiracy Case is well-Known in the political circles."

Though he was not aware of the legal aspects of this case, yet he said that the unity of the two wings was of paramount importance. With that aspect in view the Sheikh Mujib should be released, he urged.–PPI

Dawn

21st February 1969

Mujib still in detention, says A.L. leader

DACCA. Feb 20: Mr. Mizanur Rehman, MNA, and Organising Secretary of the Awami League (Six Points) tonight issued the following statement:

"I am Shocked to listen to radio broadcast quoting Mr. Farid Ahmed, MNA, about the release of Sheikh Mujibur Rahman on parole and that he is going to Rawalpindi to attend the Round Table Conference. There is absolutely no truth in this report.

"Sheikh Mujibur Rahman will not attend the talks unless the Agartala Conspiracy Case is withdrawn. I wonder how Nawabzada Nasrullah Khan, Convener of the DAC could confirm this misleading report.

"On behalf of the East Pakistan Awami League I protest against this news broadcast by Radio Pakistan and state that Sheikh Mujibur Rahman is still in the Cantonment".–APP.

Dawn

21st February 1969

Mujib struggling for his rights : **Murshed**

LAHORE, Feb 20: Mr. Justice S. M. Murshed, said here this evening that if Sheikh Mujibur Rahman, Awami League chief, was a "traitor" every patriotic Pakistani currently engaged in the popular mass movement was a traitor because he was struggling for his rights.

Addressing a big public meeting in Chowk Nawab Sahib inside Mochi Gate here, he said the meaning of words have changed with the times and those who demanded their rights and struggled for truth, were labelled as "traitors and anti-state."

He said the mass movement launched by the people for their fundamental rights had reached its climax and the dictatorship was on the verge of collapse.

The people were struggling for the restoration of democracy which in itself was a complete programme. He said there were a thousand and one other problems but as democracy had been restricted here, it was put on top of people's demands.

Mr. Justice Murshed said we were one nation whether living in East or West Pakistan. Being Muslims, we believed in one God, one faith and one Prophe. "We are with those who profess' Islam and racite kalma, be it Bhutto, Wali Khan, Abdus Samad Achakzai or anyone else."

He advised the people not to depart from the path of Islam till they professed it. He said it was not good to act otherwise when one called himself a Muslim.

Concluding, he said that sacrifices offered by all sections of the people particularly youth and students would bear fruit. Signs of dictatorship were tumbling down, he added.

GRATITUDE

He conveyed the gratitude of East Pakistanis to West Pakistanis and said both people were continuing their struggle for restoration of their rights. He raised slogans "Dacca ka khoon hamara khoon hai", (blood be it shed in Dacca of Lahore is ours), "Long live shaheeds", "Long live shaheeds", "Bhutto Zindabad" etc. Speaking earlier, Agha Shorish Kashmiri warned the Opposition leaders that serious results would ensure if they showed any weakness in pleading the cause of the people at the Round Table Conference.

Earlier Mr. Justice Murshed received a warm welcome from the people who had awaited him for more than an hour before his arrival.

He was heavily garlanded by the people at Mochi Gate and was carried to Chowk Nawab Sahib amid great cheers and slogans of "Justice Murshed Zindabad."–PPI

TEXT

Following is the text Mr. Justice Murshed's Press statement.

"While bullets have been ringing in Pakistan, more particularly in East Pakistan, I have already spoken that no words are strong enough to condemn such naked oppression and unbriddled brutality.

"I have had in the meantime, read again the press and publications Ordinance as amended in 1963, It appears to me to be one of the most glaring instances of a plethora of black laws which has been imposed on this hapless country for about a decade. The legality of many of the provisions of the aforesaid Ordinances is open to serious challenge under the categories of fundamental rights as embodied in the present Constitution.

"The power to suspend and annul the requisite declaration and the conferment of the power on Governmental authorities to exercise compulsion on certain publications is extremely unjust and arbitrary.

"The power to forfeit periodicals and their presses is a draconic law which is so barbaric in its impact as to transcend the bonds of any civilized legislation.

"The power to summon editors and their agents with a view to disclosing any information possessed by them is as unjust as it is devastating.

"Over and above many other objectionable provisions of these Ordinances, the transformation of Section 500 of the Penal code into cognizable offence has placed journalists and others at the mercy of Governmental authorities and has seriously jeopardised their right to purvey news of importance to the public.

"For over a century, he said Section 500 PPC has been a non-cognizable offence and its metamorphosis is alarming in as much as it widely opens the door to its abuse.

"I do not wish to add to the catalogue of the most objectionable features of a legislation which is patently designed to place newspapers and journals under complete control of the wielders of Governmental power.

"I very strongly urge that the aforesaid ordinances be repealed forthwith and that pre-1958 provisions be restored in the meantime.

"Without freedom of the Press of the country, the freedom of the people is rendered ineffective.

"I draw the attention of the authorities to this pressing problem at a time when the constitution of the country is itself in the melting pot."–PPI.

Dawn

21st February 1969

Students swarm to Chaklala to receive Mujib

RAWALPINDI, Feb 20: About 1,000 students and youngsters this afternoon gathered at the Chaklala airport to receive Sheikh Mujibur Rahman who was reportedly scheduled to travel from Dacca to Rawalpindi.

Although it was known hours before the arrival of the plane that Mr. Rahman is not travelling to Rawalpindi by that flight, people still gathered there, as the PIA Fokker flight, PK-622, landed at the airport. The crowd rushed to the aircraft and mobbed it.

Later, they spotted a former West Pakistan Chief Minister, Sardar Abdur Rashid and raised "Zindabad" slogans for him. They also asked Mr. Rahsid to address the gathering.

Sardar Abdur Rashid asked the students and youngsters to keep their struggle on the right line, and wished them peace and prosperity.

দৈনিক ইত্তেফাক

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব 'পিণ্ডি যান নাই : আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে অটল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্ন ৫টায় ঢাকা হইতে সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত হওয়ার পরক্ষণেই অকস্মাৎ দাবানলের মত সমগ্র শহরে এই মর্মে রটিয়া যায় যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব রহমানকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং এইদিন অপরাহ্নেই তিনি পিণ্ডি রওয়ানা হইতেছেন। এই সংগে আরও রটিয়া যায় যে, আগরতলা মামলাটিও প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

শহরবাসীর অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল মনে এই 'খবরটি' এমনই দোলা দেয় যে, সত্যাসত্য যাচাইয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া রাজধানী নগরীর ছেলেবুড়ো, নারী পুরুষ নির্বিশেষে পরম উৎসিত বোধ করে এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র শহরে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা মিছিল করিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়ে। বহুদিন শ্লোগানের মধ্যে একটি স্লোগান শহরের সর্বত্র সোচ্চারে উচ্চারিত হইতে থাকে। "জেলের তালা ভেঙ্গেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি" প্রধানতঃ এই শ্লোগান সহকারে শত শত খণ্ড মিছিল সারা শহরে ছড়াইয়া পড়ে। নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার ভীড় জমিয়া উঠে শেখ সাহবের বাড়ীতে। পুষ্পস্তবক ও ফুলের মালা সংগ্রহের জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। জনস্রোত চলে বিমান বন্দরের দিকে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের টেলিফোনগুলি মুহুর্মুহু বাজিয়া উঠিতে থাকে–অপর প্রান্ত হইতে ভাসিয়া আসিতে থাকে আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠের একটি মাত্র জিজ্ঞাসা–শেখ সাহেব কোন প্লেনে পিণ্ডি যাইতেছেন? প্লেনে পিণ্ডি যাইতেছেন? 'খবরটি'র সমর্থনের অভাবে সাংবাদিকদের পক্ষে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দানও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এদিকে বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ বুলেটিনে কখনও জমিয়ত নেতা মওলানা আকরম কখনও বা নেজামে ইসলাম নেতা মওলবী ফরিদের উদ্ধৃতি দিয়া কেবলই প্রচার করা হইতে থাকে শেখ সাহেব ঐদিনই প্যারোলে মুক্তি পাইয়া পিণ্ডি যাইতেছেন।

এই অবস্থার মধ্যেই হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ফুলের মালা হাতে আগাইয়া চলে ক্যান্টনমেন্টের দিকে শেখ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানাইতে। দেখিতে দেখিতে বিমান বন্দর এলাকায় সৃষ্টি হয় এক বিশাল জনসমুদ্র। রাজপথের দুই কূল ছাপাইয়া জনতা যখন ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশে উদ্যত হয়, তখন সৈন্যবাহিনীর লোকেরা তাহাদের গতিরোধ করে এবং

অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়া সে জনসমুদ্রকে বিমান বন্দরের দিকে ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হয়। এই সময় সেনা বাহিনীর লোকদের রাইফেল ফেলিয়া করতালি দিয়া ছাত্র-জনতাকে অভিনন্দন জানাইতে দেখা যায়। শেখ সাহেবের বাসভবনে ও বিমান বন্দরে সমাগত বিশাল জনসমুদ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেতৃসম্বর্ধনার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও শেখ সাহেবের দেখা নাই। অতঃপর শোনা যাইতে থাকে, শেখ সাহেব রাত্রি সোয়া সাতটায় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য দিবেন। অতএব চল সেই দিকে। আবার শোনা যায়, শেখ সাহেব বাসায় পৌঁছিয়াছেন, অতএব চল সেই দিকে। এমনি করিয়া শহরবাসীর এক বিশাল অংশ যখন শহীদ মিনার ও শেখ সাহেবের বাড়ীতে ছুটাছুটি করিতেছে, বিমান বন্দরে ক্রমাগত জনসমুদ্রের ধৈর্যের বাঁধ যেন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম। এই অবস্থায় সেনাবাহিনীর দুইজন অফিসার আসিয়া হ্যাণ্ড মাইকে প্রচার করেন যে, শেখ সাহেব আজ পিণ্ডি যাইবেন না–যাইবেন না।

Morning News
21st February 1969
Thousands rush to Airport Road: Rumours About Mujib's release

THOUSANDS OF PEOPLE YESTERDAY EVENING LINED UP ON THE AIRPORT ROAD RIGHT FROM KAWRANBAZAR TO THE MAIN ENTRANCE OF THE CANTONMENT ROAD NEAR THE PIA FLIGHT KITCHEN, REPORTS PPI.

Scores of Processions from different parts of the city and the educational institutions including university halls came out and rushed towards the Cantonment.

People came out of their houses to the roadside as reports went round that the detained Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman was released. These reports coincided with the withdrawal of curfew and section 144 from the city.

Transport came to standstill as the massive processions jammed the entire Airport Road. The processionists were, however, not allowed to move beyond the airport by a contingent of army. The processionists were advised not to proceed further by the forces on duty.

For about an hour late in the evening the processionists waited and raised slogans of "Sheikh Mujib Zindabad" and "Six-Point Zindabad". "We have brought him from Cantonment," The processionists and thousand others were in a jubilant mood and

carried garlands and bougets of flowers. They also fired crackers. The atmosphere was visibly changed from that of panic which prevailed earlier during the day to a mood of festivity.

Finally when they came to know that Sheikh had yet not been released they Started returning to the city. Many processions had also marched to Sheikh's Dhanmandi residence where thousands had collected awaiting his arrival.

Morning News
21st February 1969
Radio report about Mujib contradicted

The organising Secretary of the East Pakistan Awami League, (six-point) Mr. Mizanur Rahman Chowdhury last night contradicted a news item broadcast by Radio Pakistan that Sheikh Mujibur Rahman would go to Rawalpindi to attend the round-table conference on parole, reports (APP).

In a statement issued to the Press, Mr. Rahman said there was absolutely no truth in the report. He said that Sheikh Mujibur Rahman would not attend the talk unless the Agartala Conspiracy Case was withdrawn.

Mr. Mizanur Rahman said: "I am shocked to listen to a radio news Quoting Mr. Farid Ahmed, MNA about the release of Sheikh Mujibur Rahman on parole and his going to Rawalpindi to attend the round-table conference.

"There is absolutely no truth in this report. Sheikh Mujibur Rahman will not attend the talks unless the Agartala Conspiracy Case is withdrawn. I wonder how Nawabzada Nasrullah Khan, Covener of DAC could confirm this misleading news. I on behalf of the East Pakistan Awami League protest against this news broadcast by Radio Pakistan as Sheikh Mujib is still in the cantonment."

দৈনিক পয়গাম
২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
মুজিবের মুক্তির উপর গোলটেবিল বৈঠক নির্ভরশীল

রাওয়ালপিণ্ডি, ২০শে ফেব্রুয়ারী।– যত শীঘ্র সম্ভব রাওয়ালপিণ্ডি আগমনের ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানকে রাজী করানোর জন্য ৬ দফা-পন্থী আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। বর্তমানে প্রধানতঃ ইহার উপরই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান নির্ভর করিতেছে।

পর্যবেক্ষক মহল বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার সাপেক্ষ শেখ মুজিব যদি পিণ্ডি আসিতে রাজী হন এবং গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

প্রকাশ, শেখ মুজিবকে এ ব্যাপারে রাজী করানোর জন্য সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদসহ দলের তিনজন নেতা গতকাল ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। 'ডাক' বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য ইতিপূর্বে তাহারা রাওয়ালপিণ্ডি আগমন করিয়াছিলেন।

এদিকে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে কিনা, সে সম্পর্কে সরকার পক্ষ নীরব রহিয়াছেন। খাজা শাহাবুদ্দীনের কথা অনুযায়ী 'ডাক' পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে একক প্রতিনিধি মনোনীত করায় সরকার পক্ষ সুখী হইতে পারেন নাই।

দৈনিক পয়গাম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

একটি ভুয়া খবর মাত্র

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে শেখ মুজিবের মুক্তি সংবাদ রাজধানীতে ছড়াইয়া পড়িলে শত শত লোক ফুলের তোড়া ও মালা লইয়া কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের দিকে ধাবিত হয়। ইহাছাড়া সমাজের সকল শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য তাঁহার ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে জমায়েত হয়।

অপরদিকে অপরাহ্ন সাড়ে ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ট্রাইব্যুনালের ভবনে উপস্থিত কিছুসংখ্যক আইনজীবী (তাঁহারা ষড়যন্ত্র মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের কৌসুলী) ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটান। ঐ সময় ট্রাইব্যুনালে বিচারপতিদের চেম্বারে বিচারপতি জনাব এম, রহমান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র উজির ভাইস এডমিরাল এ, আর, খান কোনরূপ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই গতকল্য ঢাকা আগমন করেন। ইহা ছাড়া ট্রাইব্যুনাল ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের জি ও সি মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের সামরিক কাষ্টডিয়ান মেজর হাসান, বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান ও কতিপয় পদস্থ সামরিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

এই রিপোর্টার অপরাহ্ন ৫টা ৪০ মিনিটে ক্যান্টনমেন্টে ট্রাইব্যুনাল ভবনে পৌঁছিয়া উল্লিখিত ব্যক্তিদের অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতে পায় এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের নিকট হইতে জানিতে পারে যে, শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তিদানের জন্য আবেদন করা হইতেছে। ঠিক ৬টায় বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেন ও জনাব আমিরুল ইসলাম জামিনের দরখাস্ত সম্পর্কে আলোচনার জন্য সামরিক কাষ্টোডিয়ান মেজর হাসানসহ শেখ মুজিবের সহিত দেখা করিতে যান। কিন্তু ১৫/২০ মিনিট পরেই তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং জানান যে, শেখ মুজিব জামিনে বাহির হইতে রাজী নহেন।

এই সংবাদ জি ও সি কে জানান হইলে তিনি (জি ও সি) নিজেই শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাত করেন।

কিয়ৎক্ষণ পর জি, ও, সি ট্রাইব্যুনালে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উপস্থিত আইনজীবীদের সহিত আলোচনা করেন। ডাক-এর নেতা লাহোরের মওলানা আকরামের বরাত দিয়া রেডিও পাকিস্তান সন্ধ্যা ৬টার বুলেটিনে শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে উহা শুনিয়া শেখ মুজিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়া আইনজীবীগণ জানান।

রেডিও পাকিস্তানের উক্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব নাকি আইনজীবীদের বলিয়াছেন যে, প্যারোলে বা জামিনে মুক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। এই সংবাদ তাঁহাকে (শেখ মুজিবকে) জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া শেখ মুজিব নাকি মন্তব্য করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জি, ও, সি পুনরায় বিবাদী পক্ষের কৌসুলী ডঃ কামাল হোসেনসহ শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং পৌনে ৮টায় ট্রাইব্যুনালে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় আইনজীবিগণ ট্রাইব্যুনাল ভবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

দৈনিক পয়গাম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব প্যারোলে মুক্তি চান না

রাওয়ালপিণ্ডি, ২০শে ফেব্রুয়ারী।– সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। আওয়ামী লীগের জনৈক কর্মকর্তা বলেন যে, তিনি টেলিফোনে ঢাকায় শেখ মুজিবের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলে তাহারা জানান যে, তাহারা শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে কিছুই অবগত নন।

তিনি এই সংগে দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানান যে, শেখ মজিব প্যারোলে পিণ্ডি আগমন করিবেন না। তিনি যদি পিণ্ডি আসেনই, তাহা হইলে মুক্ত মানুষ হিসাবেই আসিবেন। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মীজানুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা : মুজিব প্যারোলে রাওয়ালপিণ্ডি যাবেন না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মীজানুর রহমান চৌধুরী গত রাতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিব প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না। তিনি এ ব্যাপারে রেডিও পাকিস্তানের খবরের প্রতিবাদ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রেডিও পাকিস্তানের উক্ত খবরের কোন সত্যতা নেই। তিনি বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত শেখ মুজিব আলোচনায় যোগ দেবেন না।

এপিপি পরিবেশিত জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর বিবৃতির বিবরণ নীচে দেয়া হলঃ শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হচ্ছে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যোগ দিতে যাচ্ছেন বলে জনাব ফরিদ আহমদ এম এন এর উদ্ধৃতি দিয়ে রেডিও পাকিস্তান যে খবর প্রচার করেছে তা শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি।

এই খবরের কোনরূপ সত্যতা নেই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করা হলে শেখ মুজিব আলোচনায় যোগ দেবেন না। ডাকের আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লা খান এই বিভ্রান্তি জনক খবর অনুমোদন করায় আমি বিস্মিত হয়েছি।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রেডিও পাকিস্তানের এই খবরের প্রতিবাদ করছি। কারণ শেখ মুজিব এখনো ক্যান্টনমেন্টে রয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব-ভাসানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য খাজা শাহাবুদ্দীনের ঢাকা আগমন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল শুক্রবার রাওয়ালপিণ্ডি থেকে "গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য" ঢাকা আগমন করেন। তিনি আওয়ামী

লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য এখানে এসেছেন।

তথ্য মন্ত্রীর সঙ্গে একই বিমানে মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জামাতা জনাব সোলেমান ও কন্যা বেগম আখতার সোলেমানও ঢাকা আগমন করেন।

সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বেতার কর্তৃক প্রচারিত খবরের প্রতিবাদ শেখ মুজিব প্যারোলে যাইবেন না

ঢাকা, ২০শে, ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– শেখ মুজিবর রহমান প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিণ্ডি যাইতেছেন বলিয়া পাকিস্তান বেতার হইতে যে খবর প্রচারিত হইয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

জনাব রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, উক্ত খবরের কোন সত্যতা নাই। তিনি বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা না হইলে শেখ মুজিবর রহমান গোলটেবিলে যাইবেন না।

জনাব রহমান বলেন, "শেখ মুজিবর রহমান প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিণ্ডি যাইতেছেন বলিয়া জনাব ফরিদ আহমেদের উদ্ধৃতি দিয়া পরিবেশিত পাকিস্তান বেতারের খবরে আমি মর্মাহত হইয়াছি। এই খবরের কোন সত্যতা নাই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত না হইলে শেখ মুজিবর রহমান গোল টেবিলে যাইবে না। আমি অবাক হই যে, কীভাবে 'ডাক' আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এই বিভ্রান্তিকর খবরকে সত্য বলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে আমি পাকিস্তান বেতারের এই খবরের প্রতিবাদ জানাইতেছি কারণ, শেখ মুজিব এখনও ক্যাণ্টনমেণ্টেই।"

আজাদ

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব ও ভাসানীর সহিত আলোচনার জন্য তথ্য উজিরের ঢাকা উপস্থিতি

ঢাকা, ২১শে ফেবরুয়ারী। –শেখ মুজিবর রহমান ও মওলানা ভাসানীর সহিত আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য উজির খওয়াজা শাহাবুদ্দিন আজ রাত্রে এখানে উপনীত হইয়াছেন। এখানে উপনীত হওয়ার পর তিনি প্রতিরক্ষা

উজির জনাব এ আর খানের সহিত একটি সামরিক জীপে করে বিমান বন্দর ত্যাগ করেন।

বর্ত্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে আটক রহিয়াছেন এবং ন্যাপনেতা মওলনা ভাসানী টাঙ্গাইলে রহিয়াছেন। আগামীকাল অপরাহ্নে তিনি এখানে উপনীত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাহাকে লইয়া আসার জন্য আগামীকাল প্রত্যুষে একটি মোটর গাড়ী টাঙ্গাইল প্রেরণ করা হইবে। –এপিপি

Dawn

22nd February 1969

Shahabuddin to meet Mujib and Bhashani Reaches Dacca on important mission

LAHORE, Feb 21: The Central Information and Broadcasting Minister, Khwaja Shahabuddin, said here today that door for the political talks with the Opposition leaders were still open.

He was talking to newsmen on his arrival here on his way from Rawalpindi to Dacca.

He said he was going on a very important mission to East Pakistan and would try to persuade Sheikh Mujibur Rahman and Maulana Bhashani to attend the Round Table Conference.

He declined to comment when asked whether he was carrying any formula for the resolution of the present deadlock.

Replying to a question he said it would have been inappropriate for the Government to have agreed to talk to Nawabzada Nasrullah Khan as the sole representative of the Democratic Action Committee.

Commenting on Air Marshal Asghar Khan statement in which the Air Marshal had expressed doubts about the sincerity of purpose on the part of the Government, Khwaja Shahbuddin said there seemed to be some misunderstanding. "We are not going to talk as opposite parties but we propose to mutuality discuss the political problems confronting the country."

Khwaja Shahabuddin also had a telephonic conversation with the East Pakistan Governor, Mr. Abdur Monem Khan, from the VIP lounge of the Lahore airport.

He later left for the West Pakistan Governor's House accompanied by Provincial Chief Secretary Mr. B, A, Kureshi and Information Secretary, Mr. Masud-ur-Rauf.

DOORS OPEN

Earlier in Rawalpindi, Mr. S. M. Zafar, who had come to see off Khwaja Shahabuddin at Chaklala, said: "We want to keep the door open for talks with the Opposition."

Asked about the nature of the talks Khwaja Saheb was going to hold with Maulana Bhasahni and Mr. Mujibur Rahman, the Law Minister said, the future of the Government Opposition negotiations would depend on the talks which Khwaja Saheb would have with these two East Pakistan leaders.

Vice-Admiral A.R. Khan, the Minister for Defence and Home Affairs, it may be mentioned, is already in Dacca. He had gone there yesterday and was expected to return to the interim capital this evening.

Later on arrival in Dacca, Khwaja Shahabuddin, was received at the airport by the Defence Minister, Mr. A R Khan. The G.O.C. East Pakistan, Major General Muzafiaruddin, was also present at the airport.

Dawn

22nd February 1969

Murshed's Plea for release of Mujib : 'Agartala Case be withdrawn in national interest'

LAHORE, Feb. 21: Mr. Justice S. M. Murshed has said the very fact that the president of Pakistan is agreeable to a dialogue with Sheikh Mujibur Rahman even on the release of the latter on parole postulates that he cannot be regarded as a "traitor to the country."

The former Chief Justice of the East Pakistan High Court, in a statement issued here today on "Shaheed Day" said the reason and the logic was that an announcement be immediately made that the president had accepted the basic demands of the people as also those of the student community.

Demanding immediate withdrawal of the Agartala Conspiracy Case, Mr. Justice Murshed said: "I see no difficulty in withdrawing the case in toto, if only to soften a great tension" which, he said, had convulsed not merely East Pakistan but also a preponderance of the people in the Western Wing of the country.

APPEAL TO PEOPLE

He said apart from the vexed question of the legality of the agartala case, with regard to which he said he entertained "very

strong opinion", the clear and unmistakable verdict of the people was that the case be withdrawn forthwith in the national interest. A small freakish dissent upon this proposition was to say the least negligible he added.

Justice Murshed appealed to the nation to rise above all petty considerations in this grave hour of a national crisis and put out a conflagrations which, he said, was holding the country in its devastating grip.

The former Chief of the East Pakistan High Court observed that for a Pakistani, this day namely Feb. 21, was the birthday of an event of the most seminal consequence to the nation.

In commemoration of a sanctified day, today Justice Murshed said: "I offer my humble salutation to the immortal dead."

TAXT OF STATEMENT

Following is the text of his statement: "For a Pakistani, this day, namely, Feb.21 is the birthday of an event of the most seminal consequence to the nation. I have already issued in Dacca, a short statement, in commemoration of a sanctified day. Today, I offer my humble salutation to the immortal dead.

"In the anguish of an over shadowing suspense as to the commencement of the proposed conference, summoned by the president, the demand of reason and logic is that an announcement be immediately made that the president of Pakistan has accepted the basic demand of the people as also those the student community. They are well-known and I need not repeat them.

"As to the Agartala Conspiracy Case, apart from the vexed question of its legality with regard to which I entertain very strong opinion, the verdict of the people is clear and unmistakable, that is, the case be withdrawn forthwith in the interest of national expediency. A small freakish dissent upon this proposition is, to say the least, negligible. The very fact that the President of Pakistan is agreeable to a dialogue with Sheikh Mujibur Rahman, even on the release of the later on parole postulates that he cannot be regarded as a traitor to country. I see no difficulty in withdrawing the case in toto, if only to soften a great tension that has convulsed not merely East Pakistan but a preponderance of our people in the Western Wing of the country.

In this grave hour of a national crisis let us rise above all petty considerations which holds the country in its devastating grip. We

all need utter the prayer with utmost sincerity that the light and guidance of God direct our course at a moment when the country stands before the cross -roads of an unprecedented convulsion.

We all stand in the sybilline presence of history and I repeat to every citizen of Pakistan to respond to the call of nation. The finger of our citizens of tomorrow are already directed towards us. –PPI.

দৈনিক ইত্তেফাক

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি

ঢাকা হকার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মমিন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি খোলা মনে বিরোধী দলগুলির সহিত রাজনৈতিক ও জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ও আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দেশপ্রেমিক ও জনস্বার্থের সংগ্রামী বীর শেখ মুজিবর রহমানকে কারাগারে রাখিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ করার কি অর্থ হইতে পারে!

শেখ মমিন উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া বলেনঃ যদি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সত্যিকারভাবে দেশের ও জনগণের স্বার্থের খাতিরে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করার উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দান করা উচিত।

শেখ মমিন ২১শে ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে অমর শহীদ দিবস পালনের জন্য ঢাকা হকার্স সমাজের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। এই দিবসের ন্যায্য দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকারের শপথ গ্রহণের জন্য তিনি হকারদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

অবশেষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আইয়ুবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত ঃ
দেশের সঙ্কটাবস্থা নিরসনে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আজ জাতির উদ্দেশে এক বিশেষ বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে আগামী নির্বাচনে আর তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন না। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের পথে যে সমস্ত অসুবিধা বিদ্যমান, তাহা দূরীকরণের জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নির্দলীয় নেতৃবৃন্দ উহাতে শরিক হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা উচিৎ যাহাতে আমরা গণতন্ত্রের সর্বোত্তম ঐতিহ্য অনুসারে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারি এবং আপনারা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিতে পারেন।

তিনি জানান যে, যে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে তাহার জন্য জাতীয় পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার ভাষণে বলেন যে, জাতি আজ সঙ্কটজনক সময় অতিক্রম করিতেছে এবং আন্দোলন উন্মত্ততার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিকেরই ইচ্ছা যে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসুক এবং শান্তি ও সম্প্রীতি পুন:প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তান আমার প্রাণ এবং ইহার সেবায় আমি সারাটা জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। সুতরাং ইহার নিরাপত্তা বিপন্ন এবং উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার মত কিছু হইতে দেখিলে আমি তাহা বরদাশত করিতে পারি না।

তিনি বলেন, আমি জানি যে, বর্তমান পরিস্থিতির সুরাহা করার জন্য আজ আমি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি না কেন, আমাদের ভবিষ্যতের উপর তাহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে। আমি আপনাদের যে রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রদান করিয়াছিলাম, পাকিস্তানের স্থায়িত্ব এবং উহার জনগণের উন্নতি ছাড়া তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিজেকে আজীবন ক্ষমতায় বহাল করার কোন বাসনা আমার মনে কোন সময় স্থান পায় নাই। এপ্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমার ঘনিষ্ঠতম মহল জানেন যে, ১৯৬৫ সালের নির্বাচনের পর আমি তাহাদের কাছে ইহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, চলতি মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর আমি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইব না এবং আগামী নির্বাচনের পর অন্য কাহাকেও প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দেশে যে অসন্তোষ বিরাজমান রহিয়াছে তৎসম্পর্কে আমি পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত রহিয়াছি। দেশবাসী চায় বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। আমি আরো জানি যে, দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আরো বেশী অধিকার চায়। আর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মনে করে যে, বর্তমান পদ্ধতিতে তাহারা রাষ্ট্রীয়

ব্যাপারে সম অংশীদার নয় এবং নিজেদের প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার উপর তাহাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, দেশে এই মনোভাবও বিদ্যমান যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহাদের যে সমস্ত ক্ষমতা থাকার দরকার, বর্তমান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির তাহা নাই।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, দেশের তরুণ সমাজ শিক্ষার বর্তমান পরিবেশে অসন্তুষ্ট এবং তাহারা চায় যে, তাহাদের অভাব অভিযোগসমূহ অবিলম্বে দূর করা হোক। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাহাদের অসুবিধা ও অভাব-অভিযোযোগের প্রতিকার আমার দায়িত্ব। এই কারণেই আমি সমস্ত বিরোধী দল ও নির্দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আমার সহিত দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়াছি।

আমরা যদি নিজেদের দেশের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমান পরিস্থিতির একটা সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করা প্রত্যেকরই জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু কতিপয় অসুবিধার জন্য আমার প্রস্তাবিত সম্মেলনে এখনও বসিতে পারে নাই। সুতরাং উক্ত সম্মেলনে যাহাতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং নির্দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শরিক হইতে পারেন সেজন্য আমি ঐ সমস্ত অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করিতেছি।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তরুণ ছাত্রদের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন। ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, 'আমর প্রিয় ছেলেমেয়ারা, আপনার নিশ্চিত থাকুন যে, সর্বাধিক ত্বরিত গতিতে আপনাদের সমস্যা ও অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের চেষ্টা করা হইতেছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব আপনাদের।

উপসংহারে প্রেসিডেন্ট জানান যে, খোদা না খাস্তা, বিরোধী দলের সহিত কোন কারণে মতৈক্যে উপনীতক হইতে না পারিলে তাহার জন্য সেমতাবস্থায় কেবলমাত্র একটা পথই খোলা থাকিবে। তাহা হইল–প্রস্তাবিত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবসমূহ সরাসরি জনগণের সামনে পেশ করা। তবে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এই সমস্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জাতীয় পরিষদে পেশ করা হইবে। আগামী নির্বাচন যাহাতে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্য একাজ অবশ্য কালক্ষেপণ ব্যতিরেকেই করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন। -এপিপি

Morning News
22nd February 1969
Shahabuddin in city to meet Mujib, Bhashani
(By Our Staff Reporter)

The Central Information Minister, Khwaja Shahabuddinn flew into Dacca from Rawalpindi last night on "an important mission".

The Minister told waiting newsmen at the Dacca airport "you know more than myself" and got into an army jeep and drove to the Dacca Cantonment, along with the Defence and Home Minister Vice-Admiral A. R. Khan and GOC East Pakistan, Major-General Muzaffer-uddin.

Khwaja Shahabuddin during, his brief stay in Dacca, will meet Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman and NAP Chief Moulana Bhashani.

Moulana Bhashani is currently at Tangail but is expected to arrive in Dacca any time today.

দৈনিক পয়গাম
২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শাহাবুদ্দীনের ঢাকা আগমন : শেখ মুজিব ও ভাসানীর সংগে আলোচনার উদ্যোগ

ঢাকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী।– শেখ মুজিবর রহমান ও মওলানা ভাসানীর সহিত আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার উজির খাজা শাহাবুদ্দীন অদ্য রাত্রে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন।

"একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশনে" আগত খাজা শাহাবুদ্দীনকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান এখানে অবস্থানরত দেশরক্ষা উজির জনাব এ, আর, খান। তাঁহার সহিত পূর্ব পাকিস্তানের জি ও সি মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দীনও বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

বিমান বন্দরে অবতরণের অব্যবহিত পরই তথ্য উজির জনাব এ, আর, খানের সহিত সামরিক বাহিনীর একখানি জীপে করিয়া বিমান বন্দর ত্যাগ করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমান ক্যান্টনমেন্টে তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন এবং সামরিক মওলানা ভাসানী বর্তমানে টাঙ্গাইলে রহিয়াছেন। আগামীকল্য বিকালে মওলানা সাহেব ঢাকা আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে। আগামীকল্য সকালে তাঁহাকে আনার জন্য একখানি মোটর গাড়ী টাঙ্গাইলে প্রেরণ করা হইবে।

দৈনিক পয়গাম
২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
পল্টনের জনসভায় ছাত্র নেতার ঘোষণা : শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে আগামী ৪ঠা মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আজ শুধু ভাষার দাবী আদায় করিতেই চায় না তাহারা চায় মুক্তি।

গতকল্য (শুক্রবার) মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় জনাব তোফায়েল আহমদ উপরোক্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য ঢাকার রাজপথে যে রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছিল উহার ১৭ বছর পর আজ আবার পূর্ব বাংলার ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী তথা প্রদেশের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে–তাহারা আজ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। শহীদ দিবস উপলক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ রাশীদুজ্জামান সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব মাহবুবুল হক দুলন, সম্প্রতি পুলিশের গুলীতে নিহত আইনের ছাত্র মরহুম আসাদুজ্জামানের বড় ভাই জনাব রশীদুজ্জামান, সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, জনাব আবদুর রউফ, জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার ও জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

জনাব তোফায়েল আহমদ সভাপতির ভাষণে বলেন যে, ১১-দফা কোন শ্রেণী বিশেষের দফা নয়–১১-দফা হইল মুক্তির দফা–পূর্ব বাংলার স্বাধীকার আদায়ের সনদ। সভার সময়ের বহু পূর্ব হইতেই শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে খণ্ড খণ্ড মিছিল সহকারে ছাত্রজনতা পল্টনে জমায়েত হইতে শুরু করে। সভা শুরু হওয়ার পরেও বহু মিছিল পল্টন ময়দানে আগমন করে। কিন্তু অপরাহ্ন ৪টার সময় কয়েকশত বৈঠাসহ মাঝিদের একটি মিছিল সভাস্থলে আগমন করিলে উপস্থিত জনতার হর্ষধ্বনিতে পল্টন ময়দান মুখরিত হইয়া উঠে। সভা মঞ্চে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার কর," "শেখ মুজিবের মুক্তি চাই," "সর্বহারাদের প্রিয় নেতা মনি সিং-এর মুক্তি চাই" প্রভৃতি শ্লোগান লিখিত বিরাট ব্যানার শোভা পাইতেছিল।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিবের মুকতি : তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিবর রহমানসহ অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব "আগরতলা মামলা" সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সও বাতিল করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে তাঁর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন। বেলা দেড়টায় এই খবর পাওয়া যায়। ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি নং এম,আর ও ৫৯ (আর) ৬৮ বলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলা শুরু হয়।

১৯৬৮ সালের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই মামলার শুনানী শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী শুনানী শেষ হয়।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

১। শেখ মুজিবর রহমান
২। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।
৩। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।
৪। সুলতান আহমদ।
৫। নূর মোহাম্মদ।
৬। জনাব আহমদ ফজলুর, সিএসপি।
৭। সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ।
৮। প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার।
৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দীন।
১০। জনাব রুহুল কুদ্দুস, সিএসপি।
১১। সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক।
১২। মিঃ ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী)।
১৩। মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন।
১৪। সুবেদার (আবদুর রাজ্জাক)।
১৫। সাবেক হাবিলদার-ক্লার্ক মুজিবুর রহমান
১৬। সাবেক সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজজাক।
১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক (শহীদ)।
১৮। সাবেক এ বি মোহাম্মদ খুরশীদ।

১৯। খান এম শামসুর রহমান, সিএসপি।
২০। রিসালদার এ কে এম শামসুল হক।
২১। হাবিলদার আজিজুল হক।
২২। জনাব ফজলুল বারী।
২৩। সার্জেন্ট শামসুল হক।
২৪। মেজর শামসুল আলম।
২৫। ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল মোতালেব।
২৬। ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া
২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা।
২৮। ক্যাপ্টেন এ এম এম নূরুজ্জামান।
২৯। সার্জেন্ট আবদুল জলিল।
৩০। জনাব মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী।
৩১। ফাস্ট লেফটেনান্ট এম এম এম রহমান।
৩২। সাবেক সুবেদার এ কে এম তাজুম ইসলাম।
৩৩। জনাব মোহাম্মদ আলী রেজা।
৩৪। ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন
৩৫। ফাস্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

১১-দফার সংগ্রাম চলবেই চলবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (২১শে ফেব্রুয়ারী) 'শহীদ দিবস' পালন উপলক্ষে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সমবেত ২ লক্ষাধিক ছাত্র-জনতা আর একবার ১১-দফা কর্মসূচীর প্রতিটি দাবী আদায় ও ১১-দফার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান গণসংগ্রামকে অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করে। অবিলম্বে আইয়ুব সরকারের পদত্যাগ, ১১-দফার ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা, মুজিব, মনি সিং, মতিয়া চৌধুরী সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ষড়যন্ত্র মামলা সহ সকল মামলা প্রত্যাহার, সকল রাজনৈতিক দণ্ড মওকুফ, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, সাম্প্রতিক আন্দোলনের শহীদানের ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দান, সকল হত্যাকাণ্ড, গুলীবর্ষণ ও অত্যাচারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিদের অপসারণ ও শাস্তি প্রদানের দাবীতে আগামী ৪ঠা মার্চ প্রদেশ ব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালনের আহ্বান জানায় এবং ৩রা মার্চের মধ্যে বর্তমান মৌলিক

গণতন্ত্রী ব্যবস্থাকে কবর দেওয়ার জন্য সকল মৌলিক গণতন্ত্রী, সকল এম এন এ ও খেতাব বর্জনের আহ্বান জানায়। সকল ইউনিয়ন হইতে যাহাতে বি, ডি, সদস্যরা পদত্যাগ করেন তজ্জন্য ছাত্র শ্রমিক কৃষক-জনগণের প্রতি লক্ষ্য রাখারও আহ্বান জানান হয়।

সভায় ১১-দফা দাবীর প্রশ্নে যে কোন রূপ আপোষের বিরুদ্ধে এবং প্রতিটি রাজবন্দীর মুক্তি, হুলিয়া ও মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি পূর্বশর্ত পূরণের পূর্বে কোন গোলটেবিল বৈঠকে বসার বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হয়।

সভায় গণআন্দোলন দমনের কাজে ক্রমাগত সেনাবাহিনী ব্যবহার করার এবং ১১-দফার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য পূনর্বার দেশবাসীর উপর কোন সামরিক শাসন চাপাইয়া দেওয়ার চক্রান্তের মারাত্মক পরিণতির কথা শাসকগোষ্ঠীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, দেশবাসী যে কোন আত্মত্যাগের বিনিময়ে দ্বিতীয় মার্শাল ল প্রতিহত করিবে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করা হইলে, মুক্তির জন্য জনগণ চীন, রাশিয়া, ভিয়েৎনাম, আলজিরিয়ার জনগণের মত সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইবে।

সভায় জনগণকে আরও সুতীব্র আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, সর্বসংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ইতিমধ্যে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ সমূহকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার জন্যও ছাত্র, শ্রমিক জনতার প্রতি আহ্বান জানান হয়।

সভায় ভাষা আন্দোলনের এবং ১১-দফা ভিত্তিক সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের বার শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ও শামসুদ্দোহা, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও আসাদুজ্জামান ও অন্যান্যদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের সান্ধ্য আইন থাকাকালীন সময়ের জন্য শ্রমিকদিগকে বেতন প্রদানের জন্য মিল মালিকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া, ২১শে ফেব্রুয়ারী কল কারখানা চালু রাখার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন প্রদান ও চাকুরীর নিরাপত্তা বিধানের দাবী, সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ও সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড উন্নয়ন অধিকার প্রদানের দাবী, রেল শ্রমিকদের ২১ দফা দাবী সহ সকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া শহীদ মিনারের বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত মূল পরিকল্পনার আশু বাস্তবায়ন, শহীদ চত্বর নির্মাণ ও প্রদেশের সকল স্থান হতে কারফিউ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন ছাত্রের অনশন ধর্মঘটে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (স্থানাভাবে পূর্ণ বিবরণ ও বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ অদ্য প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। বা: সা:)

সম্পাদকীয়
দৈনিক পয়গাম
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শেখ মুজিবের মুক্তি

অবশেষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও প্রত্যাহৃত হইয়াছে। শেখ মুজিবর রহমানসহ ষড়যন্ত্র ও নিরাপত্তা আইনে ধৃত সকল বন্দীই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ, প্রদেশের কারাগারে কেবলমাত্র গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই আজ আর বিনাবিচারে আটক নাই। প্রদেশের মানুষ শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের সরকারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিয়াছে। ইহাকে তারা গণ-আন্দোলনের মহান বিজয় হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে। বিগত ২১ তারিখে প্রদত্ত বিশেষ বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে বসিবার পথে যাবতীয় বাধা অপসারিত করা হইবে।

শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের সেই ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া শেখ মুজিব জনগণের প্রাণঢালা সম্বর্ধনার জওয়াবে বলিয়াছেন : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এক ও অভিন্ন। গণঅধিকার আদায় প্রসঙ্গে শেখ মুজিব আরো বলেন : এ সময় প্রয়োজন শান্তির। এই পর্যায়ে মুহূর্তের জন্য উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই বলিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

বর্তমান গণ-আন্দোলন, জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক জাতীয় সঙ্কট নিরসনের জন্য গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট যে জনগণের আশা ও আকাংক্ষার পূর্ণ মর্যাদা দানে প্রস্তুত, তাও দৈনিক ইত্তেফাক ও .... উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। মোদ্দা কথা এই যে, সরকার নিজের তরফ হইতে করণীয় সকল কাজেরই আঞ্জাম দিয়াছেন; এখন বৈঠকে বসা এবং গণদাবী পেশ করার দায়িত্ব বিরোধীদলীয় নেতৃবর্গের। প্রেসিডেন্টের আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে এধরনের অহেতুক সন্দেহে যে অধিকার আদায়ের দাবীতে জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ, সেই অধিকার আদায়ের কাজটাই বিলম্বিত হইবে। এই বিলম্ব প্রকারান্তরে গণ-অসন্তোষ বৃদ্ধিরই সহায়তা করিবে এবং ইহাতে উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পাইবে। ইহা শেখ মুজিব কথিত শান্তি ও শৃংখলার পন্থা যে হইবে না, তা বলাই বাহুল্য।

কথায় বলে, বেশী কচলাইলে লেবু পর্যন্ত তিতা হইয়া যায়। জনগণের দাবী–প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, আইন পরিষদসমূহের প্রতিনিধিত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। জনগণের আন্দোলনেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এখন নানা অজুহাতে এই পথযাত্রা বিলম্বিত করার অর্থই হইবে জনসাধারণকে পূর্ণ কামিয়াবী হইতে বঞ্চিত করা ইহা কারো কাম্য হইতে পারে না। যতদূর জানা গিয়াছে, শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠক যোগদান করিবেন। মওলানা ভাসানী নিজে উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার দলের প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দিবেন বলিয়াও আশা করা যাইতেছে। সুতরাং গোলটেবিল বৈঠক বসিবে এবং তা সফল হইবে, এই আশা নিঃসন্দেহে পোষণ করা যাইতে পারে।

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুক্তমানব শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দুর্জয় সংগ্রামের সেনানী শেখ মুজিব আজ মুক্ত মানব। গতকাল শনিবার দুপুরে কুর্ম্মিটোলাস্থ সেনানিবাসের আটকাবস্থা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। খাইবার হইতে কক্সবাজার পর্য্যন্ত সচেতন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মুখে সরকার শেখ মুজিবকে মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সরকার তথাকথিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলা তথা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই মামলা প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিব সহ পয়ত্রিশজন অভিযুক্ত বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তবে গত শনিবার আটকাবস্থায় সার্জ্জেন্ট জহুরুল হক সেনানিবাসে গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন।

গত বছর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মে মাসের শেষের দিকে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না হওয়ায় এবং শেখ মুজিব মুক্তি লাভ না করার ফলে গত ১৭ই ফেবরুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না করায় শেখ মুজিবই ইতিপূর্ব্বে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি তিনি প্যারোলে বা জামিনে মুক্তি লাভ করিতেও অস্বীকৃতি জানান।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারসহ প্রদেশের বিভিন্ন জেল হইতে মণি শিং, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মতিয়া চৌধুরী, হাতেম আলী খান, শুধাংসু বিমল দত্ত,

নগেন সরকার, রবি নিয়োগী, সন্তোষ ব্যানার্জ্জীসহ গতকাল চৌত্রিশজন রাজনৈতিক বন্দীও মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

বেলা প্রায় বারটার দিকে সেনানিবাসে শেখ মুজিবকে প্রথম মুক্তিদানের পর তিনি তথাকথিত মামলায় অভিযুক্তদের আনুষ্ঠানিক মুক্তির জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি তাহাদের মুক্তির পর একটি জীপে করিয়া বেলা একটার সময় ধানমণ্ডীর নিজ ভবনে আগমন করেন।

তাহাকে দেখিবার জন্য সমগ্র শহরের লক্ষ লক্ষ আবাল বৃদ্ধজনতা রাস্তায় নামিয়া আসেন।

মুক্তির পর নিজ বাসভবনে আগত বিপুল জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন যে, আমার মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার সংগ্রাম ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-জনতার বিজয়।

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুখর পল্টন : ছাত্রদের এগার দফার প্রতি মুক্ত মানবদের পূর্ণ সমর্থন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তথাকথিত আগরতলা মামলা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলা হইতে সদ্যমুক্ত নেতৃবর্গ গতকাল শনিবার পলটনে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে অনুষ্ঠিত দুই লক্ষাধিক সংগ্রামী মানুষের সমাবেশে ভাষণ দানকালে ছাত্রদের এগারো দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, জনগণের শাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন পরিচালিত এই সভায় জনসমুদ্রের উদ্দেশে, সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইয়া প্রাণস্পর্শী ভাষণদান করেন আগরতলা মামলা হইতে মুক্ত লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সিএসপি শামসুর রহমান, মোঃ আলী রেজা, দেশরক্ষা আইনে সাজাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত প্রবীণ কৃষক নেতা হাতেম আলী খান, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান ও একমাত্র মহিলা রাজবন্দী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আলী হায়দার খান।

আগরতলা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন তাহার কণ্ঠেও বাংলার জন্য সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে বলেন যে, জনগণের সংগ্রামের জন্যই আগরতলা মামলা সরকার প্রত্যাহার করিতে বাধ্য

হইয়াছে। তাই সংগ্রামী ছাত্র-জনতার প্রতি তিনি তাহার অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

জনসভায় ভাষণ দানকালে আগরতলা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সি এস পি শামসুর রহমান খান সংগ্রাম করিয়া আগরতলা মামলা প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করিবার জন্য জনতার সংগ্রামকে অভিনন্দিত করেন।

তিনি বলেন, সরকারকে আপনার দাবী মানিতেই হইবে। কারণ পাকিস্তান আপনারাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পাকিস্তান কোন সি এস পি অফিসার কিম্বা কোন স্বার্থ সন্ধানী দুঃসাহসিকের (এ্যাডভেনচারিষ্টের) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই দেশে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন লক্ষ শাসনতন্ত্র কায়েম করিতেই হইবে। এবং সরকার কী প্রকারের হইবে তাহাও জনগণই নির্দ্ধারণ করিবে। জনগণের যিনি নেতা তাহাকেও জনগণের কথামত কাজ করিতে হইবে।

তিনি বলেন, আজ দুঃখ ও আনন্দের দিন। আনন্দ এই জন্য যে, জনগণের জয় হইয়াছে–শাসক গোষ্ঠী পরাজয়বরণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখ এই জন্য যে, আমরা (আগরতলা মামলার অভিযুক্ত) পয়ত্রিশজন ছিলাম। অথচ মুক্তি পাইয়াছি চৌব্বিশজন। বন্ধু জহুরুলকে আমরা আনিতে পারি নাই।

তিনি বলেন যে, দেশকে সকল শাসন শোষণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে–মানুষের হাতে ক্ষমতা ফিরাইয়া দিতে হইবে–তবেই দেশের সর্ব্বত্র যে আন্দোলনের দাবানল ছাড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা শান্ত হইতে পারে।

সদ্য কারামুক্ত প্রবীণ কৃষক নেতা হাতেম আলী খান জনতার উদ্দেশে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

তিনি বলেন, বাংলা দেশ কৃষকের দেশ। এদেশের সমস্ত সম্পদ তৈরী করে কৃষক অথচ কৃষকের পেটে ভাত নাই। কলকারখানা তৈরী করে শ্রমিক অথচ শ্রমিকের পেটে খাবার নাই। পরিধানের কাপড় নাই। অন্যদিকে এগারোতলা দালান উঠিতেছে-তৈরী হইতেছে পাকা রাস্তা।

কৃষক নেতা বলেন, সারা জীবন ধরিয়া আমরা কৃষক সমাজ কেবল বঞ্চিত হইয়াছি, আমরা যাহা উৎপাদন করিয়াছি, তাহা সরকার, মহাজন, জোতদার লইয়া যাইতেছে।

কিন্তু আর নহে–আমি যাহা উৎপাদন করিব তাহা হইতে আমার খাওয়া পরার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে উহাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে দিব।

তিনি বলেন, আমাদের দাবী মানিয়া লইবার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছি কিন্তু কোন ফল লাভ হয় নাই। এইবার সম্মুখ সংগ্রামে সেই দাবী আদায় করিয়া লইয়ব। গত শুক্রবার প্রচারিত প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিশেষ

ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া জনাব হাতেম আলী খান বলেন যে, আমাদের দাবীর প্রতি কোন অস্পষ্টতা নাই। আমাদের দাবী প্রকাশিত ও স্পষ্ট। কেবল মাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই তাহা বাস্তবায়িত করিব।

বেগম মতিয়া চৌধুরী সভায় ভাষণ দানকালে বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত জনগণের দাবী আদায় না হইবে ততদিন সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ওবায়দুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি যদি রক্ষা করিতে হয় তবে পাকিস্তানের রাজধানী এবং সশস্ত্র বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদর দফতর ঢাকায় ও নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রাম স্থানান্তর করিতে হইবে।

তিনি বলেন, বিগত একুশ বছর ধরিয়া আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানীতে গিয়াছি এখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঢাকায় আসিতে হইবে।

এই দাবী মানিয়া না লওয়া হইলে, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা প্রণয়ন করিয়া লইব।

তিনি বলেন, আসাদ ও সার্জ্জেন্ট জহুরুল হক সহ যে বহু সংখ্যক ছাত্র, নাগরিক প্রাণ দিয়াছেন–তাহাদের জন্য আমি তদন্ত দাবী করি না। ভাইয়েরা আপনারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হন। শিয়াল কুকুরের মতো আর আমাদের হত্যা করা চলিবে না।

জনাব রহমান চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কারাগারে আটক সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দানের জন্য চরমদাবী ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, সভায় ভাষণ দানের পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং মাল্যভূষণকালে জনতা তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনি প্রদান করে।

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ভাসানীর সাথে মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সদ্য করামুক্ত শেখ মুজিব আগামীকাল সোমবার পিণ্ডির পথে লাহোর যাইবেন। গতকাল রাত্র প্রায় দশটার দিকে তিনি ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর সাথে পঁয়তাল্লিশ মিনিটকাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিষয়াদি বিশেষ করিয়া গোলটেবিল বৈঠক ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার সাথে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দিন ও মোমিন তালুকদার মওলানা সাহেবের বাসভবনে গমন করেন।

প্রকাশ, মওলানা ভাসানী ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর উপর জোর দেন। এবং শেখ মুজিব ১১ দফার মধ্যেই ছয়দফা কর্ম্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানান।

আজ রবিবার জনাব জেড, এ, ভুট্টো ঢাকা আগমন করিতে পারেন। গতকাল বিকালে শেখ মুজিবের সাথে তাহার টেলিফোনে আলাপ হইয়াছে। সম্ভবতঃ শেখ মুজিব ও ভুট্টো একত্র লাহোর গমন করিবেন।

শেখ মুজিব জানান যে, ঢাকার নেতৃবর্গের সহিত আলোচনার পর তিনি লাহোর ও পিণ্ডিতে এয়ার মার্শাল আসগর খান জনাব ভুট্টো, জেনারেল আজম খান ও বিচারপতি মুর্শেদের সাথে আলোচনায় মিলিত হইবেন এবং তাহাদের সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, জনগণের দাবীর জন্য আলোচনা করিতে আপত্তি নাই। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে পিণ্ডি যাইতেছেন কিনা তাহা বলিতে অস্বীকার করেন।

রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, সকলের সাথে আলোচনার পর তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন।

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের বিবৃতি : মুজিবকে ছাড়া গোলটেবিল অবান্তর

(সংবাদদাতার তার)

চট্টগ্রাম, ২০শে ফেবরুয়ারী।–চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জনাব এম, এ, আজিজসহ ৭ জন নেতা আজ এক বিবৃতিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বশর্ত্ত হিসাবে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবকে মুক্তিদান ও দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার দাবী জানাইয়াছেন।

উহাতে তাঁহারা বলেন যে, ডাক নেতৃবর্গ যদি এই বিষয়গুলির উপর আপোষ রফার মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবর্গকে বাদ দিয়া বৈঠকে বসেন, তবে তাহারাই উহার পরিণতির জন্য দায়ী থাকিবেন।

উক্ত বিবৃতিতে অন্যান্য স্বাক্ষরদাতাগণ হইতেছেন–জনাব আবদুল্লাহ আল হারুণ চৌধুরী, জনাব এম, এ হান্নান, জনাব মুয়িদুল আলম, জনাব আবু সালেহ, জনাব এম, কফিলুদ্দিন এবং জনাব এ, কে আজাদ।

বিবৃতিতে আশঙ্কা করা হয় যে, সে ক্ষেত্রে দেশের সংহতি পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব-আজম খান টেলিফোনে আলোচনা

ঢাকা, ২২শে ফেবরুয়ারী।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান ও আসগর খানের সহিত আজ রাত্রে টেলিফোনে আলাপ করেন। প্রকাশ, শেখ মুজিব জেনারেল আজম খানকে জানাইয়াছেন যে, তিনি সোমবার লাহোর রওয়ানা হইবেন। –পিপিআই

আজাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিবকে গণ-সম্বর্দ্ধনা দান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্ব্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ রবিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় স্থানীয় ঘোড়দোড় ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান সহ সদ্যমুক্ত আগরতলা মামলার সহিত জড়িত বলিয়া কথিত ব্যক্তিদের এবং সদ্য কারামুক্ত সকল শ্রেণীর ছাত্র ও রাজনৈতিক বন্দীদের গণসম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে।

সম্পাদকীয়

আজাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক বিশেষ বেতার ভাষণে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলিয়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের শাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য নয়, বরং দেশের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে বর্তমান শাসনতন্ত্র কায়েম করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি জনমত সম্পর্কেও অবহিত রহিয়াছেন। জনসাধারণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষপাতী, শিক্ষিত সমাজ মনে করেন যে, শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত রহিয়াছেন, পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী মনে করেন যে, শাসনকার্য্যে তাঁহারা অংশীদার নহেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন নহে বলিয়া অনেকের ধারণা এবং ছাত্র সমাজ সকল শিক্ষা

সমস্যার আশু সমাধান কামনা করেন। দেশ আজ দারুণ সংকটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই সঙ্কট অতিক্রম করার জন্য এসব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁহার আমন্ত্রণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গ্রহণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, কোন কোন বাধার জন্য এই সম্মেলন এখনো শুরু হইতে পারে নাই। এসব বাধা অপসারণের চেষ্টা চলিতেছে। আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে আসা শেষ পর্যন্ত যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তিনি তাহার নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক সোপারেশ কালবিলম্ব না করিয়া জাতীয় পরিষদে পেশ করিবেন বলিয়া প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন। দেশ সঙ্কটমুক্ত হউক এবং জাতীয় জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসুক, ইহা অপেক্ষা অধিকতর কাম্য আজ আর কিছুই নহে। যে অস্বাভাবিক পরিবেশে গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, তাহার অবসানের জন্য রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক মুক্তির পথ সন্ধানের প্রয়োজনীয়তাও দীর্ঘদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে। সঙ্কট একদিনে দেখা দেয় নাই, ক্রমে ক্রমে ইহা দানা বাধিয়া উঠিয়াছে। এ সঙ্কট অবসানের পরিপূর্ণ অবকাশ পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাঝে রহিয়াছে বলিয়া যে বিশ্বাস গোটা দেশকে আজ প্রাণ-চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সহিত শাসন কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ যদি সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে দেশ অনিশ্চয়তার গোলকধাধার বাহিরে আসিয়া নিশ্চিততর ভবিষ্যৎকে সন্ধান করিয়া নিতে সমর্থ হইবে। ধীর-স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখার সময় আজ জাতির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং বিপর্যয়ের পাকচক্র হইতে বাহির হইয়া আসার দায়িত্বও গোটা জাতিকে সমানভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। জনসাধারণের অভিলাষ অনুসারে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে সাজাইয়া তোলার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত স্টেটসম্যান উচিত, এবং ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা যে জাতীয় কল্যাণ চিন্তার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই, তাহারও পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। জাতি তাহার আশা আকাংখার অভিব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের বাস্তব রূপ কি দাড়াইবে এবং তাহাতে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের দায়িত্ব কি ভাবে পালন করিবেন, তাহা সাগ্রহে সারা দেশ লক্ষ্য করিয়া যাইবে।

দেশকে সঙ্কটের বাহিরে লইয়া আসার দায়িত্ব বিরোধীদলের নেতাদের উপরও বহুলাংশে আসিয়া পড়িয়াছে। দলীয় কর্ম্মসূচীর উর্ধে জাতীয় আদর্শের লক্ষ্যভূমি নির্ধারণে তাঁহারা সমর্থ হইলে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সমাধানে নিজস্ব অবদান তাঁহারা সৃষ্টি করিতে পারিবেন। সুনির্দিষ্ট সোপারেশ পেশ করার

দায়িত্ব পালনের ইহাই উপযুক্ত সময়। শাসনতান্ত্রিক সমস্যার জটিলতা উন্মোচন করা সম্ভব হইলে, পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্তর্বর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পথে তেমন কোন বাধা নাও আসিতে পারে। বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ যে বিচক্ষণতার পরিচয় দান করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে। ঘটনা প্রবাহের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রমাণ করার দায়িত্বও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অস্থির ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কোন কিছুকেই অনড় বা শেষ কথা গ্রহণ না করার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। অনিবার্য্য ঘটনা প্রবাহ ভবিষ্যৎকে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন রূপ দান করিয়া থাকে। এর মাঝে একটি কথা সত্য যে, রাজনীতিতে ব্যক্তি নয় নীতির প্রশ্নই শেষ কথা। নীতি ও কর্মসূচীর আলোকে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগ পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের জন্য থাকিবে, ইহা রাজনৈতিক আদর্শেরই গোড়ার কথা। পাকিস্তানের শক্তি ও সংহতির আদর্শে নীতি ও কর্মসূচী যাচাইয়ের দায়িত্ব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের। পাকিস্তানের বিগত বৎসর সমূহের ইতিহাসে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগের সমস্ত ঘোষণার নিদর্শন এই প্রথম। পাকিস্তনের শাসনতন্ত্রের রূপান্তরের জন্য পাকিস্তানের ছাত্র ও জনসাধারণ যে মহান উদ্দীপনার পরিচয় দান করিয়াছেন এবং যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও পাকিস্তানের ইতিহাসের এক সুমহান ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

Dawn
23rd February 1969

Agartala Conspiracy Case Withdrawn : Mujib and others released :
PEOPLE'S DEMND ACCEPTED

DACCA, FEB 22: THE AGARTALA CONSPIRACY CASE HAS BEEN WITHDRAWN AND ALL THE 34 ACCUSED INCLUDING SHEIKH MUJIBUR RAHMAN HAVE BEEN RELEASED.

THE WITHDRAWAL OF THE CASE CAME IN THE FORM OF REPEAL OF THE CRIMINAL LAW AMENDMENT (SPECIAL TRIBUNAL) ORDINANCE OF 1968 UNDER WHICH THE CASE WAS BEING TRIED.

The repeal of the Ordinance was announced here today by the Home Minister, Vice-Admiral A. R. Khan. The announcement said:

"Whereas the emergency has been lifted and the fundamental rights revived, to avoid any conflict with the fundamental rights,

the Government has considered it expedient to repeal the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance No. 6 of 1968 under which the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others is being tried. Accordingly Sheikh Mujibur Rahman and others have been released".

The release of Sheikh Mujibur Rahman and other persons from the Dacca Cantonment where they were being held in military custody followed the repeal of the Ordinance.

Sheikh Mujibur Rahman was the last man to come out of custody. After their release, he waited to see all the accused come out of custody, and then followed them.

Sheikh Mujib was quietly taken to his Dhanmandi residence at about 1 p.m. in a jeep by some military officers.

One of the accused, Sgt. Zahurul Huq, who was injured during an alleged attempt to escape from custody, later succumbed to injuries on the night of Feb 15.

The other person injured in the same firing, Ft.–Sgt. Fazlul Huq, is recovering in the Combined Military Hospital.

Besides Sheikh Mujibur Rahman and the military personnel accused in the case, the civilian accused included three CSP officers.

The case was first brought to public notice on January 1,1968, with the issue of a Government Press Note on the arrests of some of the accused. The first arrests were made in early December, 1967, and most of the arrests were completed by the end of December. The last arrest was made in May, 1968. There were 35 accused in the case. Eleven other accused had turned approvers.

Sheikh Mujibur Rahman's involvement in the alleged conspiracy was announced by the Government on Jan 18. The Awami League leader was already in jail under DPR since May 9, 1966.

All the accused had pleaded not guilty with Sheikh Mujibur Rahman telling the court: "This is a conspiracy against me".

The Ordinance creating the Special Tribunal for trying the case was promulgated on April 21, 1968. The Tribunal was headed by former Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice S. A. Rahman.The two other members were Mr. Jutice M. R. Khan and Mr. Justice Maksumul Hakim of the East Pakistan High Court.

The withdrawal of the case was a pre-condition set by Sheikh Mujibur Rahman for attending the proposed political talks in Rawalpindi.

The case was withdrawn in the wake of determined demands of the people of East Pakistan, supported by leaders of all Opposition parties during recent weeks, which witnessed outbursts of violence, and stormy demonstrations all over the Province. The violent demonstrations led to calling out of Army and imposition of curfew in different parts of the Province. The demand gained momentum following withdrawal of Emergency and the stalemate over the holding of the proposed Round Table Conference to which Sheikh's presence was pressed for.

The death of one of the accused, Sgt. Zahurul Huq, further intensified the demand for the withdrawal of the case and the release of all case and the release of all the accused.

The much-awaited release of Sheikh Mujib and withdrawal of the case took place after the air dash to Dacca of Defence Minister A. R. Khan and Central Information Minister Khwaja Shahabuddin. –APP.

Dawn

23rd February 1969

Shahabuddin meets Mujib, Bhashani

DACCA, Feb 22: Khwaja Shahabuddin, Central Information Minister, this evening had a 50-minute talk with the National Awami League chief Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani.

After the meeting Khwaja Shahabuddin told waiting newsmen that he had come to Maulana Bhashai, to persuade and request him to attend the Round Table Conference to be held in Rawalpindi. He said that he also discussed the President's invitation to him in this connection.

Replying to newsmen Khwaja Sahib said that he would like to meet Shaikh Mujibur Rahman again before leading for Rawalpindi.

Earlier, last night Khwaja Shahabuddin, within hours of his Arrival in Dacca from Rawalpindi had talks with Sheikh Mujibur Rahman in the Dacca Cantonment.

Maulana Bhashani told newsmen in the presence of Khwaja Shahabuddin that he (Maulana) supported the 11-Point Programme of the students and unless these were fulfilled, what is use of the negotiation.

Maulana Bhashani said that his demand was release of all political prisoners and repeal of Safety Act, which should be met by the President.

After his meeting with Maulana Bhashani Khwaja Shahabuddin said, tonight that he had impressed upon the NAP chief that in view of the President's broadcast it is evident that he has no personal objectives.

Khwaja Sahib, in a statement said he called on the Maulana to request him to join the talks for which he had already been invited by the President. The President, the Minister said, had invited the leaders of all political parties to sit together and find solutions to the national problems through mutual discussions.

Dawn

23rd February 1969

Dacca celebrates Mujib's release

DACCA, Feb 22: Dacca, the provincial metropolis, which witnessed series of disturbances till the other day, today reverberated with welcome slogans to celebrate the release of Sheikh Mujibur Rahman.

As the eagerly awaited news of the release of Sheikh Saheb was broadcast from Radio Pakistan at 2 P. M., it sent a wave of excitement all over the city. It was followed by a mass rejoicing, merriment and thanks to the Almighty. All roads led to the residence of Sheikh Saheb in Dhanmandi residential area.

With bouquets and garlands in their hands, hundreds and thousands of people, young and old alike, made a bee line to Dhanmandi area to greet the freed leader. People, of all ages and from all strate of society, came out on the streets, many dancing, raising welcome slogans to join in the historic and unprecedented welcome Crackers were exploded to celebrate the occasion.

A couple of hours after his release, Sheikh Mujib was taken out in a procession from his residence in an open jeep followed by a surging mass of people who had come from all over the city and even from suburban areas to have a glimpse of their leader and join in the triumphant procession. Garlands were showered by the cheering and jubilant multitude.

As the procession moved at a snail's pace from his residence along Mirpur Highway, Sheikh Saheb was also lustily cheered by

women from their house tops along the two sides of the road. All approach roads to the Mirpur Highway were packed with people and traffic had to be diverted.

Many processionists and spectators danced, sang and hugged each other with joy.

Sheikh Mujib waved back to the people.

Meanwhile, a big crowd of people had gathered in front of Shaheed Minar where Sheikh Mujib was supposed to come on way to the city. The crowd composed mostly of students was tumultuous.

An equally big crowd had thronged the corner of the Race Course ground where three great leaders of Pakistan, Sher-e-Bangla A.K. Fazlul Huq, Mr. H. S. Suhrawardy and Khwaja Nazimuddin are buried.

Other released persons of the Case were also taken round the city in open trucks. Lt Com. Moazzem Hossain was profusely garlanded by the people.

Local papers brought out special editions on the release of Sheikh Saheb and the withdrawal of the Case.

Black flags which were fluttering on top of private and public buildings and shops and vehicles were removed. Black arm bands which were used by the people also disappeared.

Sheikh Saheb returned to his residence around 5 P.M, after visiting Azimpur Graveyard, Shaheed Minar, Dacca Medical College Hospital, Mazars of three great leaders Sher-e-Bangla, Mr. Suhrawardy and Khwaja Nazimuddin and the house of Sergeant Zahurul Huq, who died in firing at cantonment while in detention. In the Medical College Hospital, he talked to persons who were injured during the last few days.–APP.

Dawn

23rd February 1969

A dream comes true: Mujib's homecoming

DACCA, Feb 22: Hasina, eldest daughter of Sheikh Mujibur Rahman, burst into tears as she saw her father back in the house after two years and nine months of detention.

Coming straight from the University, Hasina who was recently married rushed to her father and embraced him. She tried to speak but words failed her.

Little Rehana, youngest daughter of the Sheikh who was playing in the drawing room with some other girls jumped to her father who kissed her. She told APP that "I also exchanged a kiss." She said: I could not believe as my brother jamal broke the news! "Abba has some," She is a student of class seven.

DREAM COMES TRUE

University student Hasina told APP that she had been in the lawn of Dacca University's Women's Hall (Rokeya Hall) where she was informed about her father's release by a bearer. Then came one of her friends with the same news and asked her to rush home immediately.

Hasina said she hired an auto-rickshaw whose driver confirmed the news saying "I had a handshake with Sheikh Saheb at his residence".

She still could not believe the news and thought it was only a rumour.

She then recalled her dream of February 18 in which someone had asked her not to worry much as he (Mujib) would be freed on March 3. She said she could not believe the news of her father's release first as she could not think the dream would come true so soon.

Hasina said that the May 8, 1966 was "unforgettable" for her as she had offered the last cup of tea to her father in that night prior to his arrest.

She said that her father went to bed at midnight after a very busy day of his party activities. Later she and her maternal uncle went to study for their intermediate examination. Shortly after, she had to come out of the room in response to the call of a police officer who told her that they were there to arrest Sheikh Saheb.

She said that as she was talking to the police party her father got up to attend a telephone call from Mr. Tajuddin, Awami League's General Secretary.

Mr. Tajuddin told the Sheikh that he (Tajuddin) was under arrest. Hasina then heard her father tell mother he also might be arrested. There upon Hasina told her father that the police were already in their house.

Hasina said that she then offered a cup of tea to her father before he left the house at about 3 O'clock in the morning.

Hasina said that on the day of his arrest Sheikh Saheb had addressed a public meeting at Narayangonj where a gold medal with six stars representing his Six Points was presented to him.

A PPI correspondent found thousand of people gathered to have a glimpse of their leader.

The residence of Sheikh Mujib was surrounded by a large crowd of relatives, political leaders and students. Sheikh Mujib with a broad smile, on his lips waved back to the cheering crowd.

Scenes of jubilation were all around. Immediately on his arrival his wife, son and daughters one after another embraced him, hugged him and broke down in tears. Then came the friends and admirers who also embraced him and congratulated him.– APP/PPI.

Dawn

23rd February 1969

Release came as a surprise to Begum Mujib

DACCA. Feb 22: Mrs. Sheikh Mujibur Rahman was getting, ready to take some food for her husband to the Cantonment when at about 1 P.M a military jeep with some military officers arrived at the residence with Sheikh Mujib. Lawyer Zulmat Ali was also in the jeep.

Mrs. Mujib said he was taken by surprise to see Sheikh Saheb whom she asked whether the case had been withdrawn. He said that a case was withdrawn and everybody was released.

Sheikh Saheb was in a buttoned coat and was smoking a pipe.

Mrs. Mujub offered her husband a cold drink. She said the Sheikh was not feeling well.

Last night when Mr. Mujib went to see her husband at the Cantonment, at 9-30 she was him cooking Dal.

The son and daughter of Sheikh Mujib were present at their residence when their father came in from the Cantonment.

Also present were Begum Akhtar Sulaiman, daughter of late Mr. Husain Shaheed Shurawardy, and her husband Mr. Sulaiman.

Mr. Akhtar Sulaiman and his wife were "most happy" to see the Sheikh released, they said.

Begum Akhtar, who came here last night, said "DAC leaders found it necessary to have Sheikh at the round table conference, and so we came."

Begum Akhtar said she had told Mrs. Mujib last night that Sheikh would be released and that was why she (Begum Akhtar) had come to Dacca. –APP

Dawn
23rd February 1969
Azam welcomes Mujib's release

LAHORE, Feb 22: Lt.-Gen. Azam Khan has welcomed the release of Sheikh Mujibur Rahman and the complete withdrawal of Agartala Conspiracy Case.

In a statement issued here today the former Governor of East Pakistan said:

"The release of Sheikh Mujibur Rahman and the complete withdrawal of Agartala Case is a welcome decision for the whole nation. This decision should have come earlier. Sheikh Mujibur Rahman is a patriot and an accepted leader of the people. His participation in any conference where national issues are to be decided is a must. His services will go a long way in restoring normalcy. The nation expects him to make his full contribution for the achievement of national goals and objectives.

"I extend to Sheikh Mujibur Rahman my hearty good wishes and look forward to meet him."

TELEGRAM TO AYUB

Meanwhile, Gen Azam has sent a telegram to President Ayub appreciating his decision not to contest the coming presidential election and hailing the withdrawal of the Agartala Case.

In the telegram, he said: The nation deeply appreciates the spirit in which you have taken the decision not to stand for the coming presidential election and your offer of considering the nation's demand for free and fair elections. The withdrawal of Agartala Case is a wise step and hailed by the nation and would go a long way in restoring normalcy in East Pakistan. The presence of troops is unwarranted and creates further complications. Harsh measures would not produce the desired atmosphere.

"The release of all political prisoners, the acceptance in full of the students' just demands the freedom of the press and judiciary is a must in view of acknowledging the just rights of the people and restoring dignity of life.

"My effort throughout has been to secure for the people their rights and sovereignty and will continue to contribute my very best

towards the fulfillment of the just demands and aspirations of the nation so as to achieve solidarity unity progress and prosperity of the people of Pakistan. This can only be made possible by conceding to them the right to choose their leaders through free and fair elections on the basis of direct adult franchise, the only solution acceptable to the nation.

MUJIB'S SACRIFICES

Gen Azam in a telegram sent to Sh. Mujibur Rehman, said that the latter's "sacrifices in the cause of the nation have been monumental."

The telegram read: "your release has been long awaited and is welcomed by the whole nation. Accept from me and my family our hearty congratulations. Your sacrifices in the cause of the nation have been monumental. I will see you in Lahore."–APP/PPI.

Dawn
23rd February 1969
6 AL Leaders appeal to maintain peace : Mujib's release hailed

RAWALPINDI, Feb 22: The acting president of East Pakistan Awami League (Six Point), Syed Nazrul Islam, and six other leaders of the party today appealed to the people to maintain peace and to act with sagacity and wisdom "so that normalcy may be completely restored and the transfer of power from one man to the people may be achieved through normal constitutional and peaceful means".

They welcomed the repeal of the Ordinance under which their leader Sheikh Mujibur Rehman with others, was being tried and President Ayub Khan's decision not to contest the next presidential elections.

Syed Nazrul Islam, besides himself, issued the joint statement on behalf of Mr. A. M. Kamruzzaman, MNA, and convener of all Pakistan Awami League, Mr. Khandakar Mostaque Ahmed, Vice president of EPAL, and Messrs Mollah Alaluddin, Shamsul Haque, Abdul Mannan, G. Mustafa Sarwar who are here in connection with the Democratic Action Committee meetings and the proposed Round Table Conference.

They said that by accepting the consistent demand of the people of both wings for the release of Sheikh Mujibur Rahman, the Government had shown a good gesture to bring back normalcy in the country.

They hoped that with the removal of the "main impediment" the proposed Round Table Conference would soon be held to find out solutions to the country's constitutional problems.

President Ayub Khan's declaration not to contest the next presidential election followed by the release of Sheikh Mujibur Rehman they said was to be considered as a victory of the people at the beginning of a new chapter of our history in which the people's voice will ultimately prevail over the affairs of the State.

The Awami League leaders congratulated all opposition parties inside and outside the Democratic Action Committee, independent leaders Air Marshal Asghar Khan, Mr.S. M. Murshed and LT.-Gen. Azam Khan, Students, labourers, peasants and all other sections of people in both the wings of the country who had demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman and the withdrawal of his case.

PEOPLE'S UNITY

They expressed the hope that the unity of the people of both the Wings which has come through common sufferings, shall be maintained and unitedly they will fight together and work together of bring happiness and prosperity to the people of Pakistan.

They also hoped that Sheikh Mujibur Rahman who is a leader of the tolling masses would come forward now to give a correct lead to the country so that the causes for which the martyrs in both wings of Pakistan have given their blood may soon be realised.

In Lahore, the former Industries Minister Ch. Nazir Ahmad said that the president decision of not seeking re-election and the withdrawal of the case against Sheikh Mujibur Rahman should create better climate for political understanding.

He said: "We are passing through a critical time. A corrupt inefficient and autocratic Government has brought Pakistan to the verge of social moral and economic bankruptcy. The administration may yet find it very difficult to justify its action in starting the Agartala Case. But we have yet to solve the law and order situation in the country and if we fail to do so in time it may be too late.

Syed Riaz Ahmad Pirzada, President of Awami League, Rawalpindi, said that the repeal of the Ordinance and release of Sheikh Mujib was the best news of the day.

"I hail it on behalf of the local Awami League", he said.

GOOD GESTURE

..In Karachi Sardar Bahadur Khan, a former Muslim League leader and an ex-member of the National Assembly on Saturday hailed the withdrawal of Agartala conspiracy Case and the release of Sheikh Mujibur Rahman.

"It is a very good gesture", he said and added that any political understanding with East Pakistanis could not have any meaning unless Sheikh Mujibur Rahman was a party to it. When asked to comment on President Ayub's announcement of Feb 21 about not contesting the next election Sardar Bahadur said he had no comments on it.

Sardar Bahadur was in Karachi on his way to pilgrimage to Mecca. He is flying to Jeddah on Sunday morning.

In Dacca, Mr. Wahiduzzaman, MNA, today welcomed the release of Sheikh Mujibur Rahman and withdrawal of Agartala Conspiracy Case.

In a statement issued to the press. Mr. Wahiduzzaman, a former Central Minister said, it may now be necessary to bring to justice those that are responsible for instituting this case."

He said this case had brought not only sufferings to a number of innocent people, but has also hurt the sentiment of the East Pakistanis and has damaged the image of Pakistan in the world.

Mr. Zaman hoped that Sheikh Mujibur Rahman should now be able to contribute his best towards the formulation of a suitable and satisfactory Constitution for the country. He said I must confess that this is a tumultuous victory of the people against tyranny and injustice.

Dewan Abdul Basit, Provincial Industries Minister, said today that after the memorable February 21, the day of February 22, 1969 is again a historic day.

He said that the supremacy of the people's will had again been established. I congratulate our fellow freedom fighter, Sheikh Mujibur Rahman sahib and hope that he will now strive to make Pakistan into a more happier and prosperous state which has been the dream of all of us.

He said that the president indeed had once again demonstrated the deep respect for the majesty of people's will.–APP.

Dawn
23rd February 1969
Reception for Mujib and others today

DACCA, Feb 22: A reception will be held at the Dacca Race Course in honour of Sheikh Mujibur Rahman and others at 2 p.m. tomorrow. Sheikh Mujibur Rahman and the released accused of the Agartala Conspiracy Case will speak at the reception. –APP.

Dawn
23rd February 1969
Nasrullah, Daultana hail Mujib's release

RAWALPINDI, Feb 22: Nawabzada Nasrullah Khan, Convenor of the DAC, today welcomed the Government decision to repeal the Ordinance under which Sheikh Mujibur Rahman and others were being tried.

He also welcomed the subsequent release of Sheikh Mujibur Rahman and others and hoped that following this decision the constitutional and political problems of the country would be solved at the round table conference without any further delay APP.

The President of the Council Muslim League, Mian Mumtaz Daultana was today "overjoyed" that Sheikh Mujibur Rahman was now free to play his "very great role in strengthening the solidarity of Pakistan."

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার : মুজিবসহ সকলের মুক্তিলাভ : কারাগার রাজবন্দী শূন্য
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধসিয়া পড়িয়াছে। জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া দোর্দণ্ড-প্রতাপ সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নি-সন্তান, দেশগৌরব আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকেই কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে গতকল্য (শনিবার) মধ্যাহ্নে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন কৃষক নেতা মণি সিং, আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান ও একমাত্র মহিলা রাজবন্দী মতিয়া চৌধুরী সহ নিরাপত্তা আইনে আটক বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আরও ৩৪ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে। প্রদেশের কারাগারে কেবলমাত্র গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই আজ আর বিনা বিচারে আটক নাই।

ফরাসী বিপ্লবের নায়করা যেমন করিয়া একদিন বাস্তিল কারাগার ভাঙ্গিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র-জনতা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। ইতিহাসে নজিরবিহীন এই নিরস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়ক ছাত্র-জনতা উদ্ধত রাজরোষ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বৈরাচারী শাসকের কারাগার হইতে যুক্ত করিয়া আনিয়াছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও সকল রাজবন্দীকে।

অনেক বীরের রক্ত, অনেক বোনের হাহাকার আর অনেক মায়ের অনিরুদ্ধ অশ্রুপিচ্ছিল পথে, বুলেট আর বেয়নেটের উদ্ধত হুংকার আর ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের বিষাক্ত ছোবল উপেক্ষা করিয়া ছাত্র-জনতা, কৃষক-মজুর, শিক্ষক মধ্যবিত্তের এই জীবনপণ সংগ্রাম সমানে আগাইয়া চলিয়াছে। আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের সকলেই মুক্তি পাইয়া স্ব স্ব পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিলেও ফিরিতে পারেন নাই সার্জেন্ট জহুরুল হক আর ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক। সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দী অবস্থায় গত শনিবার প্রহরীর হাতে গুলীবিদ্ধ হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক গুরুতর আহত অবস্থায় কুর্মিটোলার সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত শনিবারে কুর্মিটোলায় সার্জেন্ট জহুরুল হক গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হওয়ার পর আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি দাবীতে যে প্রচণ্ড গণ-বিস্ফোরণ হয়, তাহার ধারাক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহাসহ রাজশাহীতে ২ জন, ঢাকায় ৫ জন, নোয়াখালীতে প্রাথমিক স্কুল ছাত্রসহ ৩ জন, কুষ্টিয়ায় ১ জন, খুলনায় ৮ জন ও পাবনায় ২ জন অধিকার সচেতন ছাত্র, শিক্ষক ও মেহনতী মানুষকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। দেশরক্ষা মন্ত্রী জনাব এ, আর খান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেন যে, দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত জনগণের মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘাত এড়াইবার জন্য সরকার ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সটি বাতিল ঘোষণা

করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই অর্ডিন্যান্সবলেই শেখ মুজিবর রহমান সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলিতেছিল।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালের ৯ই মে ভোরে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হইয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকেন। ডজন খানেক রাজনৈতিক মামলার আসামী হিসাবে কারাগারে তাঁর বিচারও চলিতে থাকে। পরে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁহাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামী হিসাবে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

'জেলের তালা ভেঙ্গেছি শেখ মুজিবকে এনেছি'

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (শনিবার) ৩৩জন সঙ্গীসহ শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি এবং তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সংবাদে দিনের পর দিন ধরিয়া বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা, সংঘর্ষ, গুলীর আওয়াজ আর প্রচণ্ড গণ আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরীতে প্রাণোচ্ছল আনন্দের ঢল নামিয়া আসে।

বিরামহীন আপোষহীন গণদাবীর মুখে মামলাটি প্রত্যাহারের এবং অভিযুক্ত সকলের মুক্তির বিজয় উৎসবে উন্মত্ত হাজার হাজার নর নারী শিশু গতকাল প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত রাজপথে নামিয়া আসে। সমগ্র শহরটি অল্পক্ষণের মধ্যেই অগণিত হাস্যোজ্জ্বল ছাত্র জনতার আনন্দ-উল্লাসে, কল-কাকলিতে একটি উৎসব-নগরীতে পরিণত হয়। এই বিজয় উল্লাসের মুহূর্তে লক্ষ প্রাণের অনুভূতির সংগে নিজেদের অনুভূতি মিলাইয়া-মিশাইয়া একাকার করিয়া দিবার জন্য শহরতলির বিভিন্ন এলাকা হইতেও হাজার হাজার ছাত্র-জনতা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত শহরের দিকে ছুটিয়া আসে। ঢাকা নগরীর গতকল্যকার উৎসব রঞ্জিত রূপ শুধু চোখ ভরিয়া দেখার মত–অন্তর দিয়া অনুভব করার মত, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। যতদূর চোখ গিয়াছে, দেখা গিয়াছে শুধু আনন্দ-উচ্ছল মানুষের দুর্বার স্রোত। ইহার শুরু, শেষ আর পরিধি নির্ণয় ছিল মানুষের সাধ্যের অতীত। সারা শহরের পথে পথে মানুষ দুরন্ত ক্ষ্যাপার মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে এক নজর

দেখার জন্য। একবার শোনা গিয়াছে নেতা শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের জন্য আসিতেছেন, দীর্ঘ পৌনে তিন বছরের অদর্শন বেদনায় পাগল জনতা নেতার বাড়ীর পথ ছাড়িয়া ছুটিয়াছে শহীদ মিনারের দিকে। আবার শোনা গিয়াছে তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মাজার জেয়ারতে গিয়াছেন। জনতার স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে সেই দিকে। আবার খবর আসিয়াছে নেতা পল্টন ময়দানে ভাষণ দিবেন। বর্ষার পাহাড়ী ঢলের মত জনসমুদ্র বিপুল বেগে ধাবিত হইয়াছে পল্টনের দিকে। শেখ সাহেবের মুক্তির খবর পাওয়ার পর যাঁহারা তাহার ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে ছুটিয়া গিয়াছিলেন তাহারা কোন অবস্থাতে নেতার সঙ্গ ছাড়েন নাই। উপরন্তু স্বীয় বাসভবন হইতে শহীদ মিনারে আসার পথে অপেক্ষমান হাজার হাজার মানুষ তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। গত পরশু পর্যন্ত যাহারা বজ্রকণ্ঠে ধ্বনি তুলিয়াছেন "জেলের তালা ভাঙ্গতে হবে, শেখ মুজিবকে আনতে হবে" গতকাল সেই ছাত্র জনতাই উল্লসিত কণ্ঠে গগণস্পর্শী ধ্বনি তুলিয়াছে, "জেলের তালা ভেংগেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি।"

ছাত্র-জনতার এই আনন্দ ছিল দীর্ঘ অদর্শন বেদনার পর হারানো মানিককে বুকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দ। অনেকে নেতাকে দেখার পর আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। সেই দৃশ্য হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, সেই আনন্দের ছবি শুধু প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করা যায়–কথার পরে কথার মালা সাজাইয়া ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু এই যে আনন্দ, এই যে প্রাণোচ্ছল হাসির জোয়ার, ইহারই ফাঁকে ফাঁকে উৎসবমুখর লক্ষ প্রাণের অলিন্দে অলিন্দে নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের কালো ছায়া। এ দেশের মানুষ ভুলিয়া যায় নাই, এই বিজয় আর আনন্দের মুহূর্তটিকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিতে গিয়া অনেকে আত্মাহুতি দিয়াছেন। অনেক ঘরের সোনালী আলো নিভিয়া গিয়াছে, অনেক বাঁশরী নীরব হইয়াছে, অনেক ফুল অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে, অনেক খেলাঘর ভাংগিয়া তছনছ হইয়া গিয়াছে চিরকালের জন্য। যেসব বীরের রক্ত, মায়ের অশ্রু এই বিজয়ের পথে পথে ছড়াইয়া আছে উহাই ছাত্র-জনতার আনন্দ উৎসবের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে একটি সকরুণ গাম্ভীর্যের ছায়া। তাই বিজয় উল্লাশের পাশাপাশি শ্রদ্ধায় শির অবনত করিয়াছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ বীরদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে। গণশক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ বিষণ্ন আনন্দের পটভূমিতে অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়া শপথ নিয়াছে ঃ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শান্তি চাই আর চাই শৃংখলা : শেখ মুজিবুর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হওয়ায় আটকাবস্থা হইতে মুক্তিলাভের স্বল্পক্ষণ পরে স্বীয় বাসভবনের দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমবেত জনসমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাঁহার মুক্তি লাভে দেশবাসীর বিজয় সূচিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এক অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ। শেখ মুজিব বলেন যে, ছাত্র-জনতার এ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মাহুতি কখনও বিফলে যাইবে না। –যাইতে পারে না।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি দিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশবাসীর প্রতিটি দাবী লইয়া তিনি অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাইবেন; কেননা, তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশ ও দেশবাসীর অধিকার ও স্বার্থের স্থান সর্বোচ্চ।

দেশের উভয়াংশের ছাত্র-জনতা যেভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে সেজন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব বলেন, জনগণ এক মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, জাতি কোনদিন তাহা বিস্মৃত হইবে না।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশবাসীর দাবীদাওয়ার প্রশ্নে তিনি পর্বতের মত অটল আছেন এবং তিনি মনে করেন যে, দেশবাসীর অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রাক্কালে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। এক পর্যায়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শেখ মুজিব বলেন যে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে সূর্য-সন্তানেরা অকালে হৃদয় নিংড়ানো রক্তে রাজপথ রাঙ্গাইয়া গেলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার নাই। আজকের দিনে কোটি কণ্ঠের সংগে কণ্ঠ মিলাইয়া আমিও বলি, "জয়–ছাত্র-জনতার জয়।"

অগণিত ভক্তের প্রেম-ভালবাসার অনির্বাণ শিখার সামনে আকণ্ঠ মাল্যভূষিত হইয়া শেখ মুজিব দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সংগ্রামী ছাত্ররা যে ১১ দফা দিয়াছেন তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। কারণ ১১ দফার মধ্যে আমার দলের ৬ দফার রূপরেখাও রহিয়াছে।

দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনার প্রশ্নটির অবতারণা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সফল করার পূর্বসর্ত। সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনার উপর

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন যে, সংগ্রাম হইবে দুর্বার হইতে দুর্বারতর। সে সংগ্রামও পরিচালনায় মুহূর্তের জন্য যেমন বিরতির সুযোগ নাই, ঠিক তেমনি মুহূর্তের জন্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়ারও কোন অবকাশ নাই।

হ্রস্ব বক্তৃতার উপসংহারে দেশবাসীকে তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন যে, সংগ্রামী বীর যাঁরা মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন আমরা তাঁদের রুধির ধারাকে ব্যর্থ হইতে দিব না। প্রয়োজনবোধে আমার নিজের রক্ত দিয়া বিগতকালের সংগ্রামী রক্তের সাফল্যকে চিরন্তন ও চিরজাগরূক রাখিব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সাহেবের বাসভবনের বাহিরে এবং চতুর্দিকের রাস্তায় তিল ধারণের ঠাঁইটুকুও ছিল না। কেবল মানুষ আর মানুষের ঢেউ আসিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁর বাসভবনের সম্মুখবর্তী সড়কে, আর লেকের পাড়ে। পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই গাড়ী বারান্দায় আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিতে হইতেছিল আগ্রহী জনতার সাথে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ভাসানী সকাশে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) অপরাহ্নে ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর সঙ্গে পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। মওলানা সাহেব গতকালই টাঙ্গাইল হইতে ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিবর রহমান সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনেও গমন করেন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লেঃ জেনারেল আজম খান, জনাব এস, এম, মোর্শেদ এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো টেলিফোনে শেখ সাহেবকে অভিনন্দন জানান।

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান

আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণের দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুঃশাসনের কারাকক্ষ হইতে দেশের প্রিয় সন্তান শেখ মুজিব অন্যান্য সহবন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তাঁর প্রিয় দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শহীদী ঈদের

সেনাদের অভিযান সফল হইয়াছে। গণ-জাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে নূতন এক ঊষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী। তবু আজ অহল্যা-প্রতিম পূর্ব বাংলা জাগ্রত। তার অশোক আকাশে ফাল্গুনের রক্তসূর্যে নূতন প্রাণের পতাকা শিহরিত। মেঘের সিংহবাহনে নূতন প্রভাত আসিয়াছে। এই প্রভাতের সাধনায় তিমির রাত্রির তপস্যায় যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন, আজ বিপুল বিজয়ের ক্রান্তিলগ্নে তাঁহাদেরই আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের অবনত চিত্তের অভিনন্দন।

চারিদিকে আজ জয়ধ্বনি। চারিদিকে আজ প্রলয়োল্লাস। বজ্রের ভেরীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। সুপ্ত গণ-বাসুকী জাগরণের প্রথম চমকে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সব বাধা, সব চক্রান্ত, সব আগল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার দুর্গে গণ-জাগরণের বিজয় কেতন একদিন উড্ডীন হইবেই, এ প্রত্যয় আমাদের চিরকালের। ইতিহাসের এই শিক্ষা মিথ্যা হয় নাই। একদিন যাহাকে মনে হইয়াছিল দুর্ভেদ্য, আজ তাহা লুপ্ত। মধ্যরাত্রির সূর্যতাপসদের যে সাধনাকে একদিন মনে হইয়াছিল ব্যর্থ প্রয়াস, আজ তাহাই জয়ের মহিমায় মহিমান্বিত। এই মহিমা গণ-চেতনার। এই বিজয় গণ-মানুষের। দুঃশাসনের লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া, প্রভাতের রক্তসূর্য ছিনিয়া আনিয়া এ গণ-মানুষেরা আবার প্রমাণ করিল তাহারা অপরাজেয়। তাহারা চিরকালের অপরাভূত শক্তি। এই শক্তিকে যাহারা তুচ্ছ ভাবিয়াছিল, তাহাদের পতন ঘটিতেছে। এই শক্তিকে যাহারা দমন করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। গণ-অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠা আজ সফল সংগ্রামের মাঝে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবু আমরা আনন্দ করিব না। দেশের মানুষ আজ তাহাদের হৃত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনায় অধীর। কারাকক্ষের লৌহ কপাট খুলিয়া দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দীর্ঘদিনের বন্দীদশা শেষে আবার এক এক করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরিয়া আসিতেছেন। দেশের মানুষ ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাদের প্রিয় মুজিবকে। পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন তথাকিথত ষড়যন্ত্র মামলার সকল অভিযুক্ত। কেবল ফিরিয়া আসে নাই একজন। তিনি কোনদিন ফিরিয়া আসিবেন না। প্রিয়জনের ব্যগ্র বাহুর সান্নিধ্য আর তিনি কোন দিন লাভ করিবেন না। বন্দীদশাতেই নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। বহু নাম জানা আর না-জানা শহীদের রক্তে মিশিয়া গিয়াছে শহীদ জহুরুল হকের রক্ত। এ শোণিতচিহ্ন আমাদের স্মৃতি হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না। জহুরুল হকের শোণিতরেখা এদেশের গণজাগরণের প্রদীপ্ত পথরেখা। জহুরুল হক

অমর। নিজের প্রাণের মূল্যে এদেশের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি মৃত্যুহীন প্রাণের পতাকা উড্ডীন করিয়া গেলেন।

ইতিহাসের গতি অনিরুদ্ধ। গণ-শক্তির বিজয় অপ্রতিরোধ্য। সফল সংগ্রামের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই আমরা আবার আমাদের লক্ষ্যের ধ্রুবতারা অন্বেষী হইয়াছি। বিজয়ের গৌরবে আমরা যেন মোহাবিষ্ট না হই। পথভ্রষ্ট না হই। জনগণের বিজয়ের রথচক্রে সেই বজ্রের ভেরীই নিনাদিত হউক, যাহার মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থ ও অধিকার চেতনা জাগ্রত। জনগণের জয় সার্থক হউক, জনগণের উত্থান স্থায়ী ও সফল হউক।

সম্পাদকীয়
দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
জয়, নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান

আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণের দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুঃশাসনের কারাকক্ষ হইতে দেশের প্রিয় সন্তান শেখ মুজিব অন্যান্য সহবন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তাঁর প্রিয় দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছে। শহীদী ঈদের সেনাদের অভিযান সফল হইয়াছে। গণ-জাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে নূতন এক ঊষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী। তবু আজ অহল্যা-প্রতিম পূর্ব বাংলা জাগ্রত। তার অশোক আকাশে ফাল্গুনের রক্তসূর্যে নূতন প্রাণের পতাকা শিহরিত। মেঘের সিংহবাহনে নূতন প্রভাত আসিয়াছে। এই প্রভাতের সাধনায় তিমির রাত্রির তপস্যায় যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন, আজ বিপুল বিজয়ের ক্রান্তিলগ্নে তাঁহাদেরই আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের অবনত চিত্তের অভিনন্দন।

চারিদিকে আজ জয়ধ্বনি। চারিদিকে আজ প্রলয়োল্লাস। বজ্রের ভেরীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। সুপ্ত গণ-বাসুকী জাগরণের প্রথম চমকে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সব বাধা, সব চক্রান্ত, সব আগল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার দুর্গে গণ-জাগরণের বিজয় কেতন একদিন উড্ডীন হইবেই, এ প্রত্যয় আমাদের চিরকালের। ইতিহাসের এই শিক্ষা মিথ্যা হয় নাই। একদিন যাহাকে মনে হইয়াছিল দুর্ভেদ্য, আজ তাহা লুপ্ত। মধ্যরাত্রির সূর্যতাপসদের যে সাধনাকে একদিন মনে হইয়াছিল ব্যর্থ প্রয়াস, আজ তাহাই জয়ের মহিমায় মহিমান্বিত। এই মহিমা গণ-চেতনার। এই বিজয় গণ-মানুষের।

দুঃশাসনের লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া, প্রভাতের রক্তসূর্য ছিনিয়া আনিয়া এ গণ-মানুষেরা আবার প্রমাণ করিল তাহারা অপরাজেয়। তাহারা চিরকালের অপরাভূত শক্তি। এই শক্তিকে যাহারা তুচ্ছ ভাবিয়াছিল, তাহাদের পতন ঘটিতেছে। এই শক্তিকে যাহারা দমন করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। গণ-অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠা আজ সফল সংগ্রামের মাঝে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবু আমরা আনন্দ করিব না। দেশের মানুষ আজ তাহাদের হৃত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনায় অধীর। কারাকক্ষের লৌহ কপাট খুলিয়া দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দীর্ঘদিনের বন্দীদশা শেষে আবার এক এক করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরিয়া আসিতেছেন। দেশের মানুষ ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাদের প্রিয় মুজিবকে। পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার সকল অভিযুক্ত। কেবল ফিরিয়া আসে নাই একজন। তিনি কোনদিন ফিরিয়া আসিবেন না। প্রিয়জনের ব্যগ্র বাহুর সান্নিধ্য আর তিনি কোন দিন লাভ করিবেন না। বন্দীদশাতেই নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। বহু নাম জানা আর না-জানা শহীদের রক্তে মিশিয়া গিয়াছে শহীদ জহুরুল হকের রক্ত। এ শোণিতচিহ্ন আমাদের স্মৃতি হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না। জহুরুল হকের শোণিতরেখা এদেশের গণজাগরণের প্রদীপ্ত পথরেখা। জহুরুল হক অমর। নিজের প্রাণের মূল্যে এদেশের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি মৃত্যুহীন প্রাণের পতাকা উড্ডীন করিয়া গেলেন।

ইতিহাসের গতি অনিরুদ্ধ। গণ-শক্তির বিজয় অপ্রতিরোধ্য। সফল সংগ্রামের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই আমরা আবার আমাদের লক্ষ্যের ধ্রুবতারা অন্বেষী হইয়াছি। বিজয়ের গৌরবে আমরা যেন মোহাবিষ্ট না হই। পথভ্রষ্ট না হই। জনগণের বিজয়ের রথচক্রে সেই বজ্রের ভেরীই নিনাদিত হউক, যাহার মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থ ও অধিকার চেতনা জাগ্রত। জনগণের জয় সার্থক হউক, জনগণের উত্থান স্থায়ী ও সফল হউক।

কলাম
দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
রাজনৈতিক মঞ্চ
মোসাফির

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। উহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা এই যে, তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করিবেন না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের পথ তিনি অনুসরণ করিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের এই ঘোষণাকে এই মুহূর্তে অভিনন্দিত করা না গেলেও ইহাকে আমরা একটি বাস্তব পদক্ষেপ এবং জনমতের প্রতি আংশিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নজির হিসাবেই গ্রহণ করিব। কিন্তু মি: জনসন যেমনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিবার ঘোষণা প্রচারপূর্বক বাস্তবতা ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন দ্বারাও তাঁহার আমলের সৃষ্ট ভিয়েৎনামসহ প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং সেই সকল সমস্যা আজো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; তেমনি আমরা মনে করি, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও তাঁহার দশ বছরের শাসনামলের বহু অপকীর্তি যেভাবে জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে, শুধুমাত্র তাঁহার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী না হইবার সিদ্ধান্তে উহার সমাধান হইবে না। তাঁহার আমলে সৃষ্ট সমস্যাবলী এবং হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর উল্লেখ না করিয়া সমস্যার সমাধান কিভাবে হইতে পারে তাহার পথ বাৎলানো সম্ভব নয়।

আজ সুদীর্ঘ দশ বছর পরে প্রেসিডেন্টের শুক্রবার বেতার ভাষণে এই সহজ সত্যটি মৌখিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সহজ সত্যটি তুলিয়া ধরিতে গিয়া এদেশের বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ... দৈনিক 'ইত্তেফাক' অকথ্য নির্যাতনের শিকার হইয়াছে। সুতরাং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যদি আন্তরিকভাবে এদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চান, তাহা হইলে যেমন তাঁহার আমলের সৃষ্ট সমস্যাদির অবসান ঘটাইতে হইবে, তেমনি আজ যাঁহারা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন, সেই শহীদদের প্রতি এবং নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশব্যাপী, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে যে গণ-আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের কৃতিত্ব নয়, তাহা মূলত: আইয়ুব শাসনামলে সৃষ্ট সমস্যাদি ও দমননীতির বিরুদ্ধে; এবং ছাত্র-জনতা ও রাজনীতিকদের ঐক্যের সুফল। তাই শুধু 'নির্বাচনে পদপ্রার্থী হইব না' এই কথা বলিয়াই তিনি গণমনে আস্থা কিম্বা শুভেচ্ছার ভাব সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অনাচার ও অবিচার করা হইয়াছে তাহার যথার্থ প্রতিকার করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি, সকল তিক্ততা সত্ত্বেও আমরা আলাপ-আলোচনা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে সকল সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। কিন্তু আলাপ-আলোচনা এক কথা, আর আপোষ ভিন্ন কথা। গণ-অধিকারের প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। জনসাধারণের জন্যই ছাত্র-জনতা, রাজনীতিকরা সংগ্রাম

করিয়াছেন, নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন; জনসাধারণের স্বার্থকেই সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। কিন্তু আইয়ুবের শাসনামলের সৃষ্ট সমস্যায় পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যেভাবে ভুগিয়াছে, তাহা ভুলিতে বেশ কিছুদিন লাগিবে'।

Morning News
23rd February 1969
LAKHS OF PEOPLE GIVE TUMULTUOUS OVATION TO MUJIB
(By our staff Reporter)

HUNDREDS OF THOUSANDS OF DACCA CITIZENS GAVE A TUMULTUOUS RECEPTION TO SHEIKH MUJIBUR RAHMAN YESTERDAY WHEN HE ALONG WITH 33 OTHERS WAS RELEASED FROM MILITARY CUSTODY FOLLOWING THE WITHDRAWAL OF THE CASE "STATE VS. SK. MUJIBUR RAHMAN AND OTHERS."

AS SOON AS THE NEWS OF THE RELEASE OF THE DETAINED LEADER BROKE PEOPLE IN CHEERING THOUSANDS RUSHED TO SHEIKH'S DHANMANDI RESIDENCE, ALTHOUGH THE NEWS BROKE AROUND NOON, THE FRENZIED RUSH TO HIS HOUSE BEGAN AFTER THE RADIO ANNOUNCEMENT AT 2 P.M. PEOPLE SANG, DANCED RAISED SLOGANS OF "SHEIKH MUJIB ZINDABAD"

By 2-30 p.m. the Dacca-Mirpur Road had turned into a vast sea of human heads. The people carried towers and bouquets to greet the leader. Crackers exploded in hundreds. In the vast crowd were young and old, men and women and even toddlers.

A couple of hours after his release Sheikh Mujib was taken from his residence in an open jeep. The jeep moved, at a snan's space as every person wanted to shake hands with the Sheikh. A surging mass followed the vehicle People by then had rushed from even the suburban areas to have glimpse of the freed leader. Thousands of bouquets of nowers were showered on the jeep. Women shouted slogans from roottops greeting the Sheikh.

All approach roads to Mirpur highway were packed with people and vehicular traffics came to a halt. Even when the procession with the Sheikh at his head was still far off from the New Market, the entire area was jammed with eagerly waiting people.

Moving scenes were witnessed at the Central Shaheed Minar which the Sheikh visited. Thousands of students raised slogans of "Sheikh Mujib Zindabad" as jeep passed by Sheikh Mujib acknowledged the greetings with a "V" sign with tingers. An equally large crowd was waiting at the Race Course corner where Sheikh Mujib came to pay his respect at the mazars of Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq, Mr. Husein Shahid Suhrawardy and Khwaja Nazimuddin.

At this point when he was told that a group of students at the Dacca University had gone on hunger strike for his release, Sheikh Mujib went to meet them at the University ground.

Meanwhile thousands of people had gathered at the Paltan Maidan in anticipation that Sheikh Mujib will address them. The meeting was addressed among others by Mr. Shamsur Rahman C.S.P. who had been freed from military custody along with Sheikh Mujibur Rahman, Mrs. Matia Chowdhury, a student leader, Mr. Obaidur Rahman and Lt. Commander Moazzam who had been freed from military custody along with the Sheikh.

MUJIB FOR LAHORE

PPI adds: Sheikh Mujibur Rahman had a telephonic conversation with Lt. Gen. Azam Khan last night.

Sheikh Saheb is understood to have told the General that he would fly to Lahore on Monday where he would meet the General, Air Marshal Asghar Khan, Mr. Justice S.M Murshed and other political leaders,

From Lahore, Sheikh Mujib will go to Rawalpindi to meet the DAC leaders there. Newspapers brought out special editions which sold like hot cakes.

Morning News
23rd February 1969
Mujib advises calm
(By our staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, yesterday called upon the people to remain calm and peaceful at all costs.

In his first speech since release from military custody the Awami League chief told a vast cheering, slogan chanting crowd at his Dhanmandi residence not to be provoked under any circumstances.

As the tumultuous crowd broke into thunderous slogans of "Sheikh Mujib Zindabad", he told them that his release and the total withdrawal of the Agartala Conspiracy Case was nothing "but victory of the people who had been fighting for a long time".

He declared that the blood of the shaheeds would not be allowed to go in vain and he would engage all his energies for the reansation of the demands of the people. "I shall be always with you in your struggle", he said.

Sheikh Shahib said he had full support for the 11-point demands of the students and pointed out that his party's Six points were also embodied in the student demands. He said before him there was no difference between the people of East and West Pakistan. He would night for the cause of the entire people.

Sheikh Mujib, who had to appear on his balcony a number of times as people swelled into a sea of humanity, said the struggle already launched in the country was the struggle between the oppressor and the poor. "The truth must triumph" he said.

Morning News
23rd February 1969
Mujib & 33 others released: Case withdrawn
(By our staff Reporter)

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman and 33 others were released yesterday following withdrawal of the case "State vs. Sk Mujibur Rahman and others" by the Government.

The Central Home Minister Vice-Admiral A. F. Khan issued a Press release yesterday noon which said: "Whereas the emergency has been lifted and fundamental rights revived, to avoid any conflicts the Government has considered it expedient to repeal the Criminal Law Amendment "Special Tribunal Ordinance No. VI of 1968 under which the case State vs. Sk. Mujibur Rahman and Others is being tried. Accordingly Sk. Mujibur Rahman and others have been released".

Sheikh Mujibur Rahman along with 34 others including the CSP officers had been charged with conspiracy to separate East Pakistan, from the Centre with the assistance of Indian arms and money.

A three-member Tribunal headed Mr. Justice S. A. Rehman, a former Chief Justice of Pakistan was set up to hear the case. The hearing started in mid-June last year.

The withdrawal of the case came in the wake of a countrywide agitation by the students, political leaders workers, peasants and common man.

Sk. Mujib was arrested on May 9, 1966 under Defence of Pakistan Rules, Subsequently he was released from DPR detention and taken into military custody in January 1968.

All the accused in the case "State vs. Sheikh Mujibur Rahman and others" returned home except for two. Sgt. Zahurul Huq died on February 15 at the Combined Military Hospital after he had received injuries due to firing by the guards. The other person injured in the same incident Flt. Sgt. Fazlul Huq, although released, is still in the Combined Military Hospital receiving treatment.

Morning News
23rd February 1969
SHEIKH MEETS BHASHANI
(By our staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman met Moulana Bhashani at the residence of Mr. Sayeedul Hasan, Treasurer EPNAP (Bhashani group) for 35 minutes last night.

Coming out of the conference room Sheikh Mujibur Rahman told warning newsmen, "I had purely personal talks with the Moulana".

Moulana Bhashani said, "I told him (Sheikh Mujibur Rahman) of the political situation obtaining in the country and also how the present movement had started". He said, "I also told him the feelings of the students peasants and workers".

Moulana said he did not discuss with Sheikh Mujibur Rahman anything about the proposed round table conference. "I don't know whether he (Sheikh Mujibur Rahman) will go to the round table conference or not but then his party is the constituent of DAC". He also believed that Sheikh Mujibur Rahman will place the demands of the people (11-points) at the conference.

Morning News
23rd February 1969
Public reception to Mujib at Race course today
(By our staff Reporter)

The All-Party students' Committee of Action has arranged a public reception to Sheikh Mujibur Rahman and others released from political detention at the Ramna Race Course today at 2 p.m.

Announcing this last evening Mr. Tofail Ahmed Vice-President DUCSU, said that under the new arrangements Sheikh Mujibur Rahman will now address the people at the Race Course Maidan instead of Paltan as announced earlier in the day yesterday.

According to an agency report Sheikh Mujib will announce his Future programme at this public meeting.

Morning News

23rd February 1969

Begum Mujib taken by surprise

(By our staff Reporter)

Mrs. Sheikh Mujibur Rahman was getting ready to take some food for her husband at the Cantonment at about 1 p.m. A military jeep with some military officers arrived at the residence with Sk. Mujib. Lawyer Zulmat Ali was also in the jeep.

Mrs. Mujib told APP she was taken by surprise to see Sheikh Saheb whom she asked whether the case had been withdrawn. He said, Mrs. Mujib continued, that the case was withdrawn and everybody was released.

Sheikh Saheb was in closed button coat and had a pipe between his lips.

Mrs. Mujib offered her husband cold drink. She said Sheikh was not feeling well.

On Friday night when Mrs. Mujib went to see her husband at the Cantonment at 9-30 she saw him cooking dal.

The son and daughter of Sk. Mujib were present at their residence when their father came in from the Cantonment.

Also present were Begum Akhtar Sulaiman, daughter of late Mr. H. S. Suhrawardy, and her husband Mr. Sulaiman.

Mr. Akhtar Sulaiman and his wife were "most happy" to see the Sheikh released, they told APP.

Begum Akhtar, who came here on Friday night, told APP, "DAC leaders found it necessary 'o have Sheikh at the roundtable conference and so we came".

Begum Akhtar said she had told Mrs. Mujib on Friday night that Sheikh would be released and that is why she (Begum Akhtar) had come to Dacca.

HASINA BURST INTO TEARS

Hasina, eldest daughter of Sheikh Mujibur Rahman burst into tears as she could not check her emotion to see her father standing in their house after over three years of detention.

Coming from outside Hasina who was recently married rushed to her father, Sheikh Mujib and embraced him. She tried to speak, but murmured sobbing and sobbing.

Little Rehana, youngest daughter of the Sheikh who was playing in the drawing room with a fellow girl jumped to her father who kissed her. She told APP that "I also exchanged a kiss". She said, I could not believe as my brother Jamal broke the news "Abba has come". She is a student of class VII.

University student Hasina told APP that she had been in the lawn of University's women hall (Rokeya Hall) where she got first news about her father's release from a bearer. Then come one of her friends with the came news who asked her to rush immediately. Hasina said she hired an auto-rickshaw when the driver confirmed the news saying "I had a handshake with Sheikh Saheb at his residence". She said that she could not believe the news and thought it was a rumour.

Recalling her dream of February 18 night she said somebody asked her not be worried much. He would be freed on March 3. She said she could not believe the news of her father's release first as she could not think the dream would be fulfilled so early.

সম্পাদকীয়

সংবাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বিজয়ের মুহূর্তে : একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা লগ্নে

আগামী নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এই ঘোষণা প্রদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্য সকলেই মুক্তি পাইয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মনি সিং, মতিয়া চৌধুরী, আবদুল হালিম, হাতেম আলী খান, ওবায়েদুর রহমান, মনি কৃষ্ণ সেন, নগেন

সরকার, পূর্ণেন্দু দস্তিদার সহ অন্যান্য সকল রাজবন্দীর মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা বিরাট বিজয়। এই বিজয়ে আমরা সকলের সহিত শরীক হইতেছি এবং সর্বাগ্রে আমাদের প্রিয় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই বিজয়ের সকল গৌরব আমাদের সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদেরই প্রাপ্য। বিশেষ করিয়া আমাদের ছাত্র সমাজ একনায়কতাবাদী ব্যবস্থা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছে এবং এই সংগ্রামে যে ত্যাগ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে তেজগাঁও এবং নারায়ণগঞ্জের বীর শ্রমিকদের কথা; কেননা তাহারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই সংগ্রামকে দিয়াছে অজেয় শক্তি এবং তাহাদের আত্মত্যাগ কাহারও অপেক্ষা কম বিবেচিত হইবে না।

প্রেসিডেন্টের ঘোষণা 'ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহার কিংবা সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি কোনটাই আমাদের নিকট বিস্ময় হিসাবে আসে নাই। যাহা বিস্ময় হিসাবে আসিয়াছে তাহা হইল মামলা প্রত্যাহার, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণা দানে অহেতুক বিলম্ব। অনেক মৃত্যু, অনেক রক্ত এবং বহু সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা আমাদের এই বিলম্বের মাসুল যোগাইতে হইয়াছে। এক মাস পূর্বে এই সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষিত হইলে অনেক অমূল্য জীবন রক্ষা পাইত, বহু ক্ষয়ক্ষতি হইতে দেশ বাঁচিয়া যাইত। খাইবার হইতে টেকনাফ পর্যন্ত, নওশেরা হইতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত যে বিপুল গণঅভ্যুত্থানের তরঙ্গ দোলায় সমগ্র দেশ আন্দোলিত হইয়াছে সেখানে এই দুইটি প্রশ্ন ছিল মুখ্য প্রশ্ন। এই প্রশ্নে সরকার আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করার ফলেই সমস্যার কোন রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অবশ্য গণআন্দোলনের দুর্বার স্রোতকেও স্তব্ধ করা যায় নাই। গণবিজয়ের এই সুবর্ণ মুহূর্তে আমরা সংগ্রামের সেই অমর শহীদদের প্রতি আর একবার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাহাদের পূত পবিত্র স্মৃতিকে আমাদের কথায় এবং কাজে, আমাদের আগামী দিনের প্রতিটি মুহূর্তের চেতনায় এবং ধ্যানে অক্ষয় করিয়া রাখিবার শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিটি নাগরিককে সেই শপথ গ্রহণের আবেদন জানাইতেছি। যে জাতি তাহার বীরদের সম্মান দিতে জানে না, তাহার শহীদদের স্মৃতিকে সম্মান করিতে জানেনা সে জাতির কোন ভবিষ্যৎও থাকে না।

প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় প্রায় সকল বিরোধীদলই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাকে বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা নেতৃবৃন্দের এই মনোভাবের প্রতিফলন করিয়া বলিতে চাই বিলম্বে হইলেও প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের পথকে সহজতর করিবে একমাত্রও তখনই যখন গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট একটা সর্বজনগ্রাহ্য কর্মপন্থা গ্রহণে সফল হইবেন এবং প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা দ্বারা অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

আমরা আওয়ামী লীগ প্রধান এবং শ্রী মনি সিংসহ সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্ত পরিবেশে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং বলিতেছি তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন জনতার শক্তিতে, জনতার দুর্বার মনোবল ও সংগ্রামী জমায়েতের মুখে। তাঁহাদের এই মুক্তি জনতারই বিজয়।

জনতার এই বিজয়ের মুহূর্তে আমরা দেশবাসীর খেদমতে আরও কয়েকটি কথা নিবেদন করা অপরিহার্য বিবেচনা করিতেছি। কথাগুলি হইল ১৯৫৮ সালের এক অন্ধকার রাত্রিতে দেশের বুকে স্বৈরাচারের যে কালো অধ্যায় সূচিত হইয়াছিল আজ সে অধ্যায়ের অবসান এবং জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায় রচনার মুখোমুখি আমরা অবস্থান করিয়াছি। এই নতুন অধ্যায় কিভাবে উন্মোচিত হইবে তাহা জনসাধারণের উপরই নির্ভর করিতেছে। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক গণবিজয়ের মত বর্তমান বিজয়ও বিভেদনীতি ও চক্রান্ত রাজনীতির খপ্পরে পড়িয়া নস্যাৎ হইবে কিনা তাহা জনসাধারণের উপরই নির্ভর করিতেছে। প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ১৯৫৮ সালের কালো রাত্রি আসিয়াছিল। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে কিনা তাহাও নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের উপর। আসুন আমরা আজ শপথ গ্রহণ করি–আমাদের বিজয়কে নস্যাৎ করার মত সকল বিভেদকামী শক্তির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কবর রচনা করি। আসুন যে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়িয়া উঠিয়াছে উহাকে দুর্বার করিয়া তুলি। আসুন গণতান্ত্রিক সমাজের বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করি। জনগণকে আজ এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। কেননা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব চলিয়া গেলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বর্তমান ব্যবস্থাকেই পরিবর্তন করিতে হইবে। সে কাজে সকল দল ও মতকে একমাত্র দেশবাসীর সক্রিয় উদ্যোগই ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সফল হইবে।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন : শেখ মুজিবের মুক্তিতে সর্বত্র আনন্দের সঞ্চার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিতে গতকল্য (শনিবার) দলমত নির্বিশেষে দেশের নেতৃবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন ও শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান।

মাওলানা ভাসানী

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকলের মুক্তিদানকে শুভ পদক্ষেপ বলিয়া মন্তব্য করেন এবং "বিজ্ঞ নীতির" জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। ইহাছাড়া, মনি সিং, অজয় কুমার রায়, শৈল রঞ্জন মিত্র, সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী এবং অমলকান্তি সেন সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির সংবাদে মওলানা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ছাত্র সমাজের ১১ দফা আমারও দাবী : শেখ মুজিব

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) তাঁহার বাসভবনে জমায়েত হর্ষোৎফুল্ল জনতার উদ্দেশে ভাষণদানের এক পর্যায়ে বলেন যে, জনগণের অনুমতি ব্যতিত তিনি রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিবেন না। তিনি বলেন যে, তাঁহার মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে সংগ্রামী জনগণেরই জয় হইয়াছে।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, জনগণের দাবী আদায়ের জন্য তিনি তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন এবং সবসময়ই জনগণের সংগ্রামে কাঁধ মিলাইবেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব যে কোন মূল্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবীসহ পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের দাবীর প্রতি তাহার পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য এবং সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে। তিনি অবিলম্বে প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স আইনের প্রত্যাহার দাবী করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আজ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (রবিবার) বেলা দুই ঘটিকায় রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের সম্মানার্থে এক বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হইবে। গতকল্য (শনিবার) সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করায় শেখ মুজিবসহ এই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত অপর ৩৩ জন আসামী সকলেই মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করিবেন। শেখ মুজিবের মুক্তি সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক নেতাকে একবার দেখিবার জন্য তাহার বাসভবনে গতকল্য ভিড় জমায়। শেখ মুজিব এই বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তিনি সব সময় জনগণের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গোলটেবিল বৈঠকের সম্ভাবনা বৃদ্ধি

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তি লাভের ফলে সরকার ও নির্দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিরোধী দলীয় নেতাদের মধ্যে 'গোলটেবিল বৈঠক' অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

আগামীকল্য (সোমবার) শেখ মুজিবর রহমান রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইহাছাড়া পিপল্‌স পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও যে সব নির্দলীয় নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা অর্থাৎ জনাব ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও জনাব মুর্শেদের আলোচনায় যোগদানের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত আলোচনার জন্য 'ডাক' নেতৃবৃন্দ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহকে মনোনীত করিয়া ছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব, জনাব ভুট্টো, জনাব আসগর খান ও জনাব মুর্শেদ বৈঠকে যোগদান করিলে

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির (ডাক) অধিক সংখ্যক সদস্য বৈঠকে যোগদান করিতে পারেন। তবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিংপন্থী) প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কিম্বা তাঁহার দলের বৈঠকে যোগদান না করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কাজেই শেষ পর্যন্ত এই দলকে বাদ দিয়া পিণ্ডিতে বহু প্রত্যাশিত ও বিঘোষিত গোলটেবিল বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু হইবে।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সোমবার মুজিবের পিণ্ডি যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) রাত্রে এখানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের জানান যে, আলোচনা বৈঠকে যোগদানের পূর্বশর্তগুলি পূরণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জনসাধারণের অনুমতি লাভ করিলে তিনি আলোচনা বৈঠকে শরিক হইবার জন্য আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডি রওয়ানা হইবেন।

গতকল্য শেখ মুজিব ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা শেষে বাহিরে আসিয়া অপেক্ষমান সাংবাদিকদেরকে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করেন। শেখ মুজিব প্রায় আড়াই বৎসর পর ভাসানীর সহিত মিলিত হইলেন। তাহাদের এই আলোচনার কোন আভাস না দিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, তাহাদের মধ্যকার এই আলোচনা সম্পূর্ণ "ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে" সীমাবদ্ধ ছিল।

আলোচনা বৈঠকের পূর্ব শর্তগুলি সম্পর্কে বলিতে গিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, আলোচনা বৈঠকে যোগদানের শর্ত ছিল সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার।

গতকল্য শেখ মুজিব ন্যাপ প্রধান ভাসানীর সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে জনাব সাইদুল হাসানের বাসভবনে উপস্থিত হইলে মওলানা ভাসানী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলেন যে, তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি "অত্যন্ত খুশী" হইয়াছেন। তিনি লাহোরে এয়ার মার্শাল আসগর খান, জেনারেল আজাদ খান, জনাব এস, এম, মুর্শেদের সহিত সাক্ষাতের পর "ডাক" নেতৃবৃন্দের সহিত রাওয়ালপিণ্ডিতে সাক্ষাৎ করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) বেগম শেখ মুজিবর রহমান প্রিয়তম স্বামীর জন্য কিছু খাদ্য লইয়া ক্যান্টনমেন্টে গমনের জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন প্রায় একটার সময় শেখ মুজিবকে সঙ্গে লইয়া একটি মিলিটারী জীপ তাঁহার ধানমণ্ডীস্থ ভবনে আসিয়া থামে। স্বামীকে মিলিটারী জীপ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া যান। তিনি স্বামীকে প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে কিনা? শেখ মুজিব তখন সহাস্যে স্ত্রীকে বলেনঃ হ্যাঁ, মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বেগম মুজিব স্বামীকে সর্ব প্রথম ঠাণ্ডা সরবত পান করিতে দেন।

গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ক্যান্টনমেন্টে বেগম মুজিব যখন স্বামীকে দেখিতে যান, তখন তিনি (শেখ সাহেব) ডাল রান্না করিতেছিলেন।

শেখ সাহেব যখন "মুক্ত মানুষ" হিসাবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন গৃহে তাঁহার পুত্র-কন্যা ছাড়াও মরহুম সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান এবং জামাতা জনাব সোলায়মানও ছিলেন।

বেগম আখতার সোলায়মান সাংবাদিকদের বলেন, "আমি শুক্রবার রাত্রে বেগম মুজিবকে তাঁহার স্বামীর মুক্তি সম্পর্কে আভাস দান করিয়াছি।"

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বটতলায় মুজিব : ছাত্রদের অনশন ভঙ্গ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরণ অনশন ধর্মঘটী ৪ জন ছাত্র গতকল্য (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টায় অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করিয়াছেন। শেখ মুজিবর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অনুরোধে তাহারা এই অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেন।

উল্লেখযোগ্য, ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারা ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবীতে গত বৃহস্পতিবার দুপুর হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছিলেন।

গতকল্য সন্ধ্যায় শেখ মুজিব বটতলায় গমন করেন এবং অনশন ধর্মঘটী ছাত্রদের এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, তাহারা যে জন্য এই ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন তার জন্য তিনি সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। তিনি নিজ হাতে তাহাদের সরবত পান করাইয়া অনশন ভঙ্গ করান। ছাত্র ৪ জন হইতেছে জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, জনাব ফজলুল হক ওসমানী, জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও জনাব তাজুল ইসলাম হাশমী।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ : ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার

(স্টাফ রিপোর্টার)

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি আওয়ামী লীগ প্রধান ৪৯ বৎসর বয়স্ক শেখ মুজিবর রহমানকে ঢাকার লক্ষ লক্ষ উল্লাস-বিহ্বল জনসাধারণ গতকল্য (শনিবার) বীরোচিত সম্বর্ধনা দান করেন। স্মরণকালের ইতিহাসে পাকিস্তানের কোন জননেতা এমনি ধরনের গণসম্বর্ধনায় সিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। বিপ্লবের অগ্নিসেনা আলজিরিয়ার বেন বেল্লা ফরাসী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে যে গণসম্বর্ধনা জানান হইয়াছিল গতকল্য শেখ মুজিবের সম্বর্ধনার সহিত তাহার তুলনা করা যায়।

শেখ মুজিবের মুক্তির সংবাদ বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত সারা শহরে ছড়াইয়া পড়িলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উল্লাস নৃত্য করিতে থাকে এবং রাস্তাঘাট ও অলি-গলি সয়লাব করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়ে। মানুষের চাপ চাপ ভিড়ে শহরের অসংখ্য রাজপথে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে অচল হইয়া পড়ে। অপরাহ্ন হইতে রাত্রি পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে।

"আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব" ধ্বনি সারা শহরকে সচকিত-উচ্চকিত করিয়া রাখে।

পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক শেখ মুজিবের মুক্তির সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে মৌমাছির মত মানুষ তাহার ধানমন্ডীস্থ বাসভবনের দিকে ধাবিত হয়। তাঁহার বাসভবন কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ আর শুধু মানুষের ভিড়ে ভরিয়া যায়। শেখ সাহেব তাঁহার গৃহের অলিন্দ হইতে উল্লসিত জনতার প্রতি সহাস্যে হস্ত আন্দোলন করিয়া অভিনন্দন জানান। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে কয়েক দফা বক্তৃতা দান করেন। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমার মুক্তি জনগণেরই বিজয়।"

শেখ সাহেবের গৃহে সমবেত উল্লসিত জনতা তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন। বাজির শব্দে আর জনগণের উল্লাস ধ্বনিতে সমগ্র এলাকা ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়।

শেখ সাহেব অপরাহ্ন তিনটায় একটি খোলা জীপে করিয়া জনগণের সহিত সাক্ষাতের জন্য রাস্তায় নামিয়া পড়েন। পথের দুইধারে সমবেত উদ্বেলিত জনতা তাঁহাকে দেখামাত্র দীর্ঘ করতালিতে ফাটিয়া পড়ে।

তাঁহার খোলা জীপকে অসংখ্য মোটর সাইকেল আগাইয়া নিয়া যায়। মীরপুর রোড, নিউ মার্কেট ধরিয়া তিনি শহীদ মিনারে আগমনের পর এক অভুতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। উল্লাস আর আনন্দে জনগণ দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে শুরু করে। আবেগ-উত্তেজনায় কতিপয় ছাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শহীদদের স্মৃতিবাহী শহীদ মিনারের সম্মুখে খোলা জীপে দাঁড়াইয়া তিনি নীরবে শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

গৃহ হইতে শেখ মুজিবর রহমান খোলা জীপে করিয়া যখন বাহির হন তখন এক উদ্বেলিত জনসমুদ্র তাঁহাকে অনুসরণ করে। মিছিল যতই অগ্রসর হইতে থাকে মানুষের সংখ্যা ততই বাড়িতে থাকে। কত হাজার ফুল যে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহার হিসাব করা দুঃসাধ্য। কত আবেগ, কত আনন্দ, কত অনুভূতির পরশ-সিক্ত ছিল এই সম্বর্ধনা। সংগ্রামী মহিলা ও ছাত্রীরাও এই সম্বর্ধনায় শরীক হন। আবাসিক এলাকার অলিন্দ হইতে হাজার হাজার মহিলা ও শিশু তাঁহাকে হাত নাড়িয়া সম্বর্ধনা জানায়।

শেখ মুজিবর রহমান আজিমপুর গোরস্থানে সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ বীরদের কবর জেয়ারত করেন এবং ফাতেহা পাঠ করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও গমন করেন। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মরহুম জননেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুর হকের মাজারও জিয়ারত করেন। তিনি সামগ্রিক হেফাজতে গুলিবর্ষণের ফলে নির্মমভাবে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হকের গৃহেও গমন করেন।

গতকল্য নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা এবং টঙ্গী হইতেও হাজার হাজার উল্লসিত শ্রমিক ট্রাক-বাসে করিয়া শহরে আগমন করে এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত "শেখ মুজিব শেখ মুজিব" "আমার ভাই তোমার ভাই শেখ মুজিব," আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব" জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো" "সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে চলবে" ধ্বনিতে পর্যন্ত উল্লসিত শহরকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া রাখে।

গতকল্য পাড়ায়-পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে-গলিতে আনন্দ প্রকাশের জন্য হাজার হাজার পটকা ফোটান হয়। রাস্তায়-রাস্তায় আনন্দ নৃত্য গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিতে থাকে। গানে মুখরিত থাকে শহর। উৎসব আর উৎসব আনন্দ আর আনন্দ।

গতকল্য শেখ মুজিবের মিছিলের পশ্চাৎভাগে তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত খান শামসুর রহমান, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও পৃথক পৃথক ট্রাকে উল্লাস-মুখর জনতা পরিবৃত হইয়া শহর পরিভ্রমণ করেন। তাহাদেরও বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। জিন্দাবাদ ধ্বনিতে তাহাদের সিক্ত করা হয়।

গতকল্য লক্ষ মানুষের কণ্ঠে একটি শ্লোগান বিশেষ প্রিয় ছিল। তাহা হইল "ক্যাণ্টনমেণ্টের তালা ভেঙ্গেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি।"

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ছাত্র-জনতার দুর্বার সংগ্রামের সাফল্য : তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার : মুজিবসহ সকলের মুক্তিলাভ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব বাংলার শত শহীদের তাজা রক্তে উজ্জীবিত জাগ্রত ছাত্র জনতার দুর্বার সংগ্রাম জেলের তালা ভেঙ্গেছে শেখ মুজিবকে মুক্ত করেছে। অজেয় গণ জোয়ারে আগরতলা মামলা ফেঁসে গেছে আর কুর্মিটোলা সেনানিবাস হতে জনসমুদ্র এসে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন শেখ মুজিবের সাথে আরো তেত্রিশ জন। ফেরেননি শুধু একজন মরহুম সার্জেন্ট জহুরুল হক।

শুধু তাই নয়, কারাগারের লৌহ কপাট উন্মুক্ত করে ছিনিয়ে এনেছে বিত্তহীনদের সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মনি মহারাজ মনি সিংকে।

সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবের মুক্তির সংবাদ বিদ্যুতের মত শহরময় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সারা শহরে উৎফুল্ল জনতা বেরিয়ে আসে রাস্তায় রাস্তায়। সারা শহরের অলি গলি যেন মিশেছিল একই সড়কে। পদভারে সঞ্চরমান সে সড়কের গতি ছিল একমুখী। জেলের তালা ভেঙ্গেছি শেখ মুজিবকে এনেছি– শ্লোগানে মুখরিত লক্ষ জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছিল ধানমণ্ডি এলাকায় শেখ মুজিবের বাসভবন অভিমুখে। কেউ কেউ বাজিয়ে চলেছিল ঢোলক মাদল। আবার কোন কোন মহল্লাবাসী ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে মুখরিত করে চলেছিল সারা পথ।

বেলা একটার মধ্যে তাঁর বাসভবন এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনা ও ছাদও বোঝাই হয়ে যায়। শেখ মুজিবকে এক পলক দেখার জন্যে উদগ্রীব জনতার ভিড়ে এক পর্যায়ে শেখ মুজিবর রহমান ব্যালকনীতে এসে দাঁড়ালে উৎফুল্ল জনতা শ্লোগানে আকাশ-পাতাল মুখরিত করে তোলেন। সান্নিধ্যে পৌছাতে অক্ষম অনেকে এই সময় মালা ও পুষ্প

দূর থেকে তার কাছে পৌছাবার জন্যে নিক্ষেপ করে শ্রদ্ধা জানান। শেখ মুজিব তাদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন ও কক্ষের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। জনতার ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে বেলা পৌনে ৩টার সময় তাকে একটি খোলা জীপে তুলে এক দীর্ঘ মিছিল শহীদ মিনার অভিমুখে যাত্রা করে। জীপটির অগ্রভাগে পাকিস্তানের একটি জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়।

জীপটি নিউ মার্কেট অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে পথের দু'পাশে, বাড়ীর বারান্দা ও ছাদে অপেক্ষমান অগণিত নরনারী করতালি, হর্ষধ্বনি ও পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। বিপুল জনতার কাতার ভেদ করে মিছিলটি ইডেন কলেজ হোস্টেলের সামনে এসে পৌছলে হোস্টেলের ছাত্রীরা তাকে পুষ্প বর্ষণ করেন। এরপর শহীদ সড়ক হয়ে মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌছলে মিনার এলাকা মেডিকেল কলেজ ও নার্স হোস্টেলের ছাদে বারান্দায় অপেক্ষমান শত সহস্র নর-নারী মহা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং শেখ মুজিব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানান।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌছে শেখ মুজিব একুশের মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মোনাজাত করে শাহীদানের মাগফেরাত কামনা করেন।

ধানমণ্ডি থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌছতে মিছিলটি একটি চলমান জন সমুদ্রে পরিণত হয় এবং এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে।

শহীদ মিনার থেকে মিছিলটি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও খাজা নাজিম উদ্দীনের মাজারে পৌছে এবং সেখানে শেখ মুজিবর রহমান এই তিনজন নেতার মাজার জিয়ারত করেন। এখান থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে গিয়ে তার মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে আমরণ অনশনরত ৫ জন ছাত্রের অনশন ভঙ্গ করান। এরপর তিনি আজিমপুরে মরহুম সার্জেন্ট জহুরুল হকের কবর জেয়ারত করেন এবং হাসপাতালে গুলীতে আহত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন। এদিকে পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবের জনসভার খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং লক্ষাধিক জনতা তাদের প্রিয় নেতাকে দর্শনের জন্যে পল্টন ময়দানে এসে জমায়েত হন। ইতিমধ্যে তথাকথিত আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে খান শামসুর রহমান, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব আলী রেজা, সদ্য সাজামুক্ত কৃষক নেতা জনাব হাতেম আলী খান, মিসেস মতিয়া চৌধুরী, জনাব ওবায়দুর রহমান ও ছাত্রনেতা জনাব আবুল কালাম আজাদ জনতার ভিড় ঠেলে মঞ্চে এসে পৌছলে জনতা

করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে তাঁদেরকে খোশ আমদেদ জানান। তাঁদেরকে সমবেত জনতার নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এবং জনতার পক্ষ থেকে মাল্যভূষিত করা হয়। কিন্তু জনসভার শেষের দিকে ক্লান্ত শেখ মুজিবের পক্ষে পল্টনের জনসভায় আসা সম্ভব হচ্ছে না বলে ঘোষণা করা হলে জনসমুদ্র 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে মিছিলে মিছিলে রাজপথে বেরিয়ে পড়েন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গতকাল শনিবার সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছেন এবং মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবসহ অপর ৩৩ জন ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছেন।

১৯৬৬ সালের ৮ই মে দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় আগরতলা মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে পুনরায় গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে নেয়া হয়। এছাড়া গতকাল মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ মুক্তি পেয়ে নিজ নিজ বাসায় পৌঁছলে তাদের বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সম্পাদকীয়
দৈনিক পাকিস্তান
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শেখ মুজিবের মুক্তি

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যদের' মামলা সরকার প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। শেখ মুজিবর রহমান মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহার সহিত অন্যান্য যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাও ছাড়া পাইয়াছেন। এই ঘটনায় চতুর্দিক হইতে আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। শেখ মজিবর রহমানকে আমরা অভিনন্দন জানাই। অন্যান্য সকলের প্রতিও আমাদের অভিনন্দন। এই আনন্দময় মুহূর্তে বেদনার সহিত আমরা স্মরণ করি মরহুম সার্জেন্ট জহুরুল হককে, যিনি মাত্র কিছুদিন আগে ক্যান্টনমেন্টে মর্মন্তুদ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য দেশের সকল কোণ হইতে জোর দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল। ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষ এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সরকার এই গণদাবী পূরণ করিয়াছেন। শেখ সাহেব অবশেষে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা আনন্দিত। জনমনের অসন্তোষ অথবা দাবীকে

পাশ কাটাইয়া দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কোনরূপ সমাধান সম্ভব নহে। সুখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ একথা শেষ পর্যন্ত উপলব্দি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেশের রাজনীতিতে শেখ সাহেবের জন্য এখন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্ধারিত। জনগণ তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। শেখ মুজিবের মুক্তি জনগণেরই বিজয় ঘোষণা করিতেছে। আমরা তাঁহার জন্য সুস্থ দেহ ও দীর্ঘ, সক্রিয় জীবন কামনা করিতেছি।

সম্পাদকীয়
দৈনিক পাকিস্তান
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত

গত একুশে ফেব্রুয়ারী এক বিশেষ বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্য, নজীরবিহীন। রাষ্ট্র পরিচালনায় দশ বৎসর সক্রিয় ভূমিকা পালন করার পর প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছায় রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে মনস্থ করিয়াছেন। স্পষ্টতঃ দেশের স্বার্থ এবং জাতির ভবিষ্যতকে তিনি দলগত এবং ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর স্থান দিয়াছেন। প্রেসিডেন্টের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বিরোধী মহলেও অভিনন্দন লাভ করিয়াছে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য অপরিসীম। গত কয়েক মাস ব্যাপী প্রাপ্ত গণবিক্ষোভের ফল যে সব আভ্যন্তরীণ সমস্যা স্পষ্টভাবে জাতির সামনে উঠিয়া আসিয়াছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে সব সমাধানের আন্তরিক আগ্রহ প্রেসিডেন্টের বিশেষ বেতার ভাষণের মধ্যে নিহিত। দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনকল্পে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। ডাক-নেতাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা করিয়াছেন এবং দেশরক্ষা আইনে ধৃত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির অঙ্গদলগুলি প্রেসিডেন্টের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান, মাওলানা ভাসানী, জনাব ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান, জেনারেল আজম এবং জাস্টিস মুরশিদ বিভিন্ন প্রশ্নে এই বৈঠকে যোগদান করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। নেতৃবর্গ যে সব দাবী উত্থাপন করেন

সেগুলির মধ্যে ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার', ছাত্র সমাজের ১১-দফা এবং অন্যান্য বিষয়। সরকার গতকাল এই মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত এই প্রচেষ্টাকে বিশেষ আন্তরিকতা দান করিয়াছে।

আমরা আশা করি, দেশের সামনে যে রাজনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিরসনকল্পে দলমত নির্বিশেষ সকল নেতাই উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। গত কয়েক মাস ধরিয়া সারা দেশ অশান্ত। ছাত্র বিক্ষোভ ও গণ-বিক্ষোভ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ছাত্র সমাজ, কৃষক, শ্রমিক বুদ্ধিজীবী এক কথায় দেশের সকল স্তরের মানুষ আন্দোলনে শরীক হইয়াছে। লাঠি, গুলি বর্ষণ, কারফিউ, অগ্নি সংযোগ, ঘেরাও প্রভৃতি ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বহু অমূল্য জীবন নষ্ট হইয়াছে, বহু সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং সর্বোপরি সৃষ্টি হইয়াছে এক সার্বিক সংশয়ের আবহাওয়া। এই পরিস্থিতি কোনক্রমেই কাহারও কাম্য হইতে পারে না।

বর্তমান পরিস্থিতির মধ্য দিয়া সকলের জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল, গণ-অসন্তোষ এবং জনমনের বিক্ষোভকে পাশ কাটাইয়া দেশে স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা অসম্ভব কাজ। সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট এ-কথা প্রমাণ করিয়াছে যে জনগণ যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার কামনা করেন তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরে দানা বাধিয়া উঠা অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও অবসান চাহেন। কাজেই আমরা আশা করি নেতৃবৃন্দ গোড়া ধরিয়া সকল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। এই জন্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শাসক ও শাসিতের চিরাচরিত মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া আজ গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিতে হইবে মানুষ কি চায়, এবং কেন বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। দেশের সকল স্তরের মানুষের ভাগ্যকে স্পর্শ না করিলে কোন পরিবর্তনই দেশে স্থায়ী শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিবে না। বর্তমানের ব্যাপক গণ আন্দোলন এই শিক্ষাই তুলিয়া ধরিয়াছে যে সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট না হইলে, তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর না হইলে নতুনভাবে অশান্তি সৃষ্টি হইবে। এবং তাহার মাত্রা এখনকার সকল কিছুকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করি, প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকের সাফল্যের জন্য সকল দলমতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি একান্তভাবে প্রয়োজন। আন্দোলনের

মাধ্যমে জনগণ তাহাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। দেশের মানুষ আত্মত্যাগের বিনিময়ে নিজেদের দাবী-দাওয়া সকলের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে পালন করিয়াছে অগ্রণী ভূমিকা। বর্তমান পরিস্থিতি জনগণের সার্বভৌমত্ব-নতুন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রেসিডেন্টের ঐতিহাসিক ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করি, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গুলীবর্ষণ সম্পর্কে শেখ মুজিব

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবের সম্মুখে জনসভা হইতে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনকারী জনতার উপর সম্মিলিত বাহিনীর গুলীবর্ষণের উপর শেখ মুজিবর রহমান একটি বিবৃতি দিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতি নিম্নরূপ:

"আজ সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবের সম্মুখে এক মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষ লোকের ঐতিহাসিক জনসভা আজ এই মর্ম্মে শপথ গ্রহণ করিয়াছে যে, শহীদের আত্মত্যাগ পূত সংগ্রামকে আমরা কিছুতেই অবাঞ্ছিত উত্তেজনা সৃষ্টির মুখে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দিবনা। এক্ষণে এই শপথ রক্ষার জন্য আমি আমার প্রিয় দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি।"

'আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলে দেশের দিগন্তে যে আশার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে উহাকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করিতে হইবে।'

'যে কোন প্রকার প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে দেশবাসীকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আমি আবার আবেদন জানাইতেছি। সরকারকেও আমি কোন প্রকার প্ররোচনা প্রদান ও উস্কানীমূলক কাজ না করার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছি।'

"এই দূর্ঘটনায় যাহারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহাদের ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছি।"

উল্লেখ্য যে, পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগ জনাব শেখ মুজিবর রহমানের উক্ত বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রচার করেন।

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তিতে আজম খানের অভিনন্দন

লাহোর, ২৩শে ফেবরুয়ারী।–লেঃ জেনারেল আজম খান অদ্য শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় বলেন যে, জাতির প্রতি তাহার যে আত্মত্যাগ তাহা অপরিসীম।

তারবার্তায় জেনারেল আজম বলেন, আপনার মুক্তির প্রতি সমগ্র জাতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছে। আমার এবং আমার পরিবারের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। –পিপিআই

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব সম্বর্দ্ধনা সভার প্রস্তাবাবলী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সদ্য কারামুক্ত জননেতা শেখ মুজিবর রহমানের সম্বর্দ্ধনার জন্য সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গতকাল রবিবার ঘোড়াদৌড় ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আগামী ৩রা মার্চ্চের মধ্যে সকলকে মৌলিক গণতন্ত্রী, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ ও বর্ত্তমান সরকারের প্রদত্ত খেতাব বর্জ্জনের আহ্বান জানান হইয়াছে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ৩রা মার্চ্চের মধ্যে সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ ও খেতাব বর্জ্জন করা না হইলে পদত্যাগ ও খেতাব বর্জ্জনে বাধ্য করা হইবে।

সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে ১১-দফাকে স্থান দেওয়ার দাবী করা হইয়াছে।

অপর এক প্রস্তাবে নিরাপত্তা আইন প্রেস ও পাবলিকেসন্স অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারে দাবীতে আগামী ৪ঠা মার্চ্চ সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তান ব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ছাত্র, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি প্রাণঢালা সম্বর্দ্ধন জ্ঞাপন এবং ১১-দফা বাস্তবায়নের আহ্বান জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, ১১-দফা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার ও মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সম্বর্দ্ধনা সভায় গৃহীত অপর প্রস্তাবে নিরাপত্তা আইন ও প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার এবং লাহোরের প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেড প্রকৃত মালিক পক্ষের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী করা হইয়াছে।

এক প্রস্তাবে অতিসত্ত্বর জনসাধারণের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী করা হয়।

সম্বর্দ্ধনা সভায় গৃহীত অপর কয়েকটি প্রস্তাবে রাজনৈতিক মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার, ডক্টর শামসুজ্জোহার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ ও সম্মিলিত বাহিনীর গুলিতে নিহত অন্য সকল শহীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবী করা হইয়াছে।

সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে চাঁদা উঠাইবার নিন্দা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইহা স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর কারসাজি। প্রস্তাবে বলা হয় যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। অপর এক প্রস্তাবে আজ সোমবার শিক্ষকদের কর্ম্মসূচীর প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ঈদে কালব্যাজ ধারণের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার প্রস্তাবগুলি পেশ করেন এবং সমবেত জনতা হাত তুলিয়া উহা সমর্থন করেন।

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিব "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্ব্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। গতকাল রবিবার ঘোড়দৌড় ময়দানে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্বার্দ্ধনা সভায় বিপুল করতালির মধ্যে সর্ব্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, আমরা শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করিতেছি।

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের প্রতি উর্দু ভাষাভাষীদের সমর্থন

ঢাকা, ২৩শে ফেবরুয়ারী।–পূর্ব্ব পাকিস্তানের উরদু ভাষাভাষী জনসাধারণ অদ্য শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি সর্ব্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহকে মাল্য ভুষিত করেন। –এপিপি

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সহিত বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রত্যহ শত শত অভিনন্দন সুচক টেলিগ্রাম ও টেলিফোন শেখ মুজিবর রহমানের নিকট আসিয়া পৌছিতেছে। গতকাল রবিবার সদ্য কারামুক্ত প্রখ্যাত ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ মনি সিং ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান সহ বহু রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহাছাড়া কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা কাজী আবদুল কাদের সহ শত শত রাজনৈতিক কর্ম্মী ও শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সারাদিন ব্যাপী শেখ মুজিবের বাসভবনে আগমন করিয়া শেখ মুজিবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। গতকালও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল আসিয়া শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইয়া যায়।

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তিতে আসগর খানের অভিনন্দন

লাহোর, ২২শে ফেব্রুয়ারী। –এয়ার মার্শাল আসগর খান আজ এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির সংবাদে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিব লাহোর আসিলে তিনি তাঁহার সহিত আলোচনা বৈঠকে বসার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের বাধা দূরীভূত হইয়াছে

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে পিণ্ডিতে আগত ছয়দফা পন্থী পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতা আজ রাত্রে এখানে বলেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি, গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রধান বাধা দূরীভূত হইয়াছে। –পিপিআই

আজাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ নেতার অভিনন্দন

(সংবাদদাতার তার)

কুষ্টিয়া, ২২শে ফেব্রুয়ারী।–কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস অদ্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীদের মুক্তিতে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবর রহমান এর মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্যের প্রতি অভিনন্দন জানান।

Pakistan Observer

24th February 1969

Mujib's appeal : Maintain peace, tranquillity

Sheikh Mujibur Rahman Chief of the East Pakistan Awami League appealed to the people on Sunday night to maintain peace and tranquility and remain peaceful under all circumstances, reports PPI.

In a Press statement in Dacca on Sunday night be also warned the Government not to incite or provoke the people any more.

Sheikh Saheb in his statement said, he was grieved to know that tragedy occurred near Dacca Club on Sunday evening. He said that a million people have pledged in the historic meeting at Race Course on Sunday evening that they would never allow to divert the aim of their movement and let the sacrifices made by people go in vain.

He made a fervent appeal to the people to honour the pledges. He said that we must maintain at all cost peace and tranquility so that the rays of hope of better days which are within the sight due to ceaseless struggle may not be lost. As such, we must maintain discipline in the face of provocation and incitement.

Finally, Sheikh Saheb sympathised with those who were injured in the incident.

Later Sheikh Saheb visited the hospital where the injured persons have been admitted. He talked with them and found them being looked after well.

Pakistan Observer

24th February 1969

We Want to listen Tagore's Songs : Mujib

By A Staff Correspondent

Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman in the mammoth public meeting at the Ramna Race Course on Sunday said that the people of East Pakistan want to listen to Tagore's songs and read his inimitable works and there is none who could stop it.

Criticising the move for banning Tagore, the Sheikh warned those interested quarters to desist from such move. He particularly mentioned of Radio Pakistan and said that the Radio must put the tunes of Tagore.

He said that Tagore was an universal poet and translations of his works are being read in most civilized countries. It will be most unfortunate if we could not read such a literary giant especially when he wrote in my mother tongue, he added.

Dawn

24th February 1969

Mujib demands directly elected Sovereign Parliament : Representation on basis of population sought : Referendum in West Wing on One Unit urged

DACCA, Feb 23: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, today discarded parity and demanded representation in all spheres on the basis of population under a new constitutional arrangement.

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a reception attended by over half a million people, given by the All-Parties Central Students Action Committee for him and other released accused of the Agartala Conspiracy Case at the Ramna Race Course.

The Awami League Chief demanded election of a sovereign Parliament on the basis of direct adult franchise which would either amend the present Constitution or frame a new one.

Sheikh Mujibur Rahman said that he would join the proposed Rawalpindi talks where he would place his demands on behalf of the people of the two Wings. He said he wanted full regional autonomy on the basis of his Six-point Programme and for West Pakistan a sub-federation with autonomy for its provinces.

He asked the Government to leave the issue of One Unit to the people of West Wing to be decided by vote. He said that the people there did not want it (One Unit).

The Awami League Chief said that he had first in early 1966 placed his demand for a Constitution on the basis of his Six-point programme at a conference in Lahore.

He added that when the present regime had refused to pay any heed to it, he placed it before the people, He said that the regime had accused him of trying to bring about secession of East Pakistan

But he asked why the Eastern Wing with 56 per cent of the population of the country .... The ... that only solution to the problem was regional autonomy in all spheres and self-sufficiency for East Pakistan in all matters.

CHEATED ON PARITY

Sheikh Mujib said that the people of East Pakistan has accepted parity in representation in the parliament only on the condition that parity would be observed in all other spheres including the Central Services.

But he said, that they had been deceived in this regard and said they were no more prepared to accept parity. "However in East Pakistan would talk of parity he has no place here," he said.

The Awami League Chief spoke of gross disparity in the Central Services. Particularly the Defence Services. He said 80 per cent of the defence expenditure were made in West Pakistan. He said the central capital was in West Pakistan and the capital formation had taken place more in West Pakistan. He said East Pakistan had some powers in the Parliament. Which had also been taken away by the present regime.

Sheikh Mujib said: "My struggle is directed against all sorts of repression and exploitation and not against any region. He said all oppressed Bengalees, Sindhis, Punjabees, Baluchis, Pakhtoons and Pathans are equal before me.

He said as the Central Capital, Central establishments capital formation, and head quarters of the three armed services were located in West Pakistan. Economic disparity between the two wings continued to widen unabated. It was in this context of things, he said that he wanted autonomy for the people of East Pakistan as well as for those of different regions in West Pakistan who would remain in a sub-federation.

FIGHT AGAINST EXPLOITERS

Sheikh Mujib said that people had struggled to achieve Pakistan for the 12 crore Pakistanis and not for a handful of industrialists, traders and businessmen.

He said that his fight was against some exploiters who had their headquarters in West Pakistan and not against the West Pakistan people.

He said he loved mankind irrespective of their nationality or religion. He also advocated communal harmony in East Pakistan and said "Bengalees, Biharis, Hindus or Muslims, all who live in East Pakistan are our brothers."

Sheikh Mujib demanded that Radio Pakistan must adequately broadeast songs of Rabidra Nath Tagore. The Awami League chief said that Rabindra Nath was not only the poet of Bengalees but was a world poet.

He said that people read Shakespeare, Marx, Hafiz, Mao Tse Tung and Aristotle to learn something from them, Similarly people wanted to learn from Rabindra Nath.

'ISLAMABAD CONSPIRACY CASE'

The public meeting began amidst thunderous cheers, and slogans, clapping and showering of flower petals. Sheikh Mujib took the mike to congratulate the people on their victory in securing the release of political detenus and those who were being tried for so-called conspiracy. He expressed his gratitude to the struggling students and masses.

Sheikh Mujib suggested that the people should henceforth described the so-called Agartala Conspiracy Case as the Islamabad Conspiracy Case and explained how and under what cirmumstances he was released and removed from the Central Jail at dead of night to be subsequently charged with conspiracy.

He said he could realise at the time of being removed from the Central Jail to military custody that something serious was going to happen. In a choked voice, the Sheikh said: "I took a handful of dust at the gate of the Central Jail and prayed to Almighty Allah so that I could be buried in the soil of my motherland if I died".

The Awami League chief declared he did not believe in any conspiracy. He said: "I fear only Allah and none else. What I realise, what I understand for the interest of my country I speak out without any fear", he added.

He narrated his experience in solitary confinement during which, he said, he was not allowed to communicate with his family. He said he was prepared for the worst but even then he believed that the people would be able to realise their rights.

He said with the withdrawal of the case, he had come out with 33 others who were accused but could not bring back one of them Sgt. Zahurul Huq. He condemned the Government action in "killing" Zahurul Huq, Dr. Shamsuzzoha, Asaduzzaman and others.

INDUSTRIALISTS WARNED

Sheikh Mujibur Rahman censured the Government for using the police against the workers for the interest of a few industrialists. He said the workers were put into jail when they placed their legitimate demands and they were deprived of their rights.

He warned the industrialists that if they did not share a portion of their profit with the workers, they may have to incur a greater loss in the long run.

Sheikh Mujib criticised the Press and Publications Ordinance and regimentation of the Press and arrest of Journalists. He also criticised the University Ordinance.

The Awami League Chief, said that he had been actively associated with all the movements in the country but none was like their present one. He was particularly critical of Governor Abdul Monem Khan and said that if the latter remained here, it would not be possible to maintain peace, He said: "The President should keep his patwari (Governor Monem Khan) in West Pakistan". "When I imagine his (Monem Khan's) face, I see as if Namrud and Pharaoh are before me", he said amidst laughter.

Sheikh Mujib said the proctor of Rajshahi University was killed in broad daylight. Besides, so many students, peasants and workers.

He said he never heard of any oppressor like the present government after Hitler. He wanted the Government to explain under what rule they had imposed curfew and killed innumberable people. Why this oppression?, he asked.

The Awami League chief called for maintenance of peace and said that "through peaceful mass movement we can achieve our goals". He asked the Government not to do anything which might cause provocation to the people. He demanded the withdrawal of the army and curfew from all over the province.

TRIBUTE TO STUDENTS

Sheikh Mujib paid tribute to the correct leadership given by the students and said they were really capable leaders to guide the mass movement.

He announced his support to the students' 11-point demand, which, he said, included his Six-point demands almost in toto and pledged to fight for the realisation of the 11-point demands.

He pointed out that the daily Ittefaq had to cease publication. He regretted that journalists were detained for writing the truth and the workers for demanding increased salary. Sheikh Saheb demanded the repeal of the Safety Act, the Press and Publications Ordinance and all anti-workers labour laws. –APP/PPI

Dawn

24th February 1969

Mujib speaks to Asghar, Murshed on telephone : Leaves for Lahore today

DACCA, Feb 23: The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman had telephonic talks with Air Marshal Asghar Khan, Begum Asghar Khan, Sardar Shaukat Hayat Khan, Justice S. M. Murshed and Malik Gholam Jilani this morning.

According to a tentative programme, the Sheikh will stay for a while at the residence of Malik Gholam Jilani after his arrival in Lahore tomorrow noon from where he is expected to proceed to Rawalpindi the same day.

Among a large number of people who visited the Awami League leader's house this morning were a veteran Leftist leader, Mr. Moni Singh, who was also released yesterday, Kazi Abdul Kader, A Convention League leader, and Mr. Ataur Rahman Khan, A former chief minister of the province. –APP.

CARRYING MANDATE

PPI adds: Sheikh Mujib will leave for Lahore tomorrow morning en route to Rawalpindi. He will be accompanied by seven members of his party. They are Mr. Tajuddin, General Secretary, Mr. Mizanur Rahman, Organising Secretary, Abdul Malik Ukil. Abdul Mannan, Zahoor Ahmed Choudhury, M. A. Aziz and Mr. Maizuddin.

Sheikh Mujib said he would stay a couple of hours in Lahore to confer with Gen. Azam, Justice Murshed and Air Marshai Asghar Khan before he leaves for Pindi.

He said that he would then go to Pindi for the Round Table Conference and place his viewpoint. He said that he was taking the mandate of the people with him and carrying their demands.

A Lahore message adds: Sheikh Mujib will have important political parleys with the three independent leaders already in Lahore–Air Marshal Asghar Khan, LT. Gen Azam Khan and Mr. Justice Murshed, before proceeding to the interim capital. Chairman Bhutto of the PPP is expected to join the talks in Lahore.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

৯-সদস্যের দল লইয়া অদ্য শেখ মুজিবের লাহোর যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল আজ (সোমবার) সকালে 'পিণ্ডির পথে লাহোর রওয়ানা হইবেন। লাহোরে শেখ সাহেব এয়ার মার্শাল এম, আসগর খান, জনাব এস, এম, মোরশেদ ও লেঃ জেনারেল আজম খানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঘণ্টা কয়েক লাহোরে অবস্থান করিবেন। অতঃপর রাওয়ালপিণ্ডিতে 'ডাক'-এর অদ্যকার সভায় যোগদানের পূর্বে তিনি ডাক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবেও আলোচনা করিবেন। শেখ সাহেব পি,পি,আই প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, জনগণের দাবী-দাওয়া ও ম্যাণ্ডেট লইয়াই তিনি 'পিণ্ডি যাইতেছেন।

আওয়ামী লীগের যে সব সদস্য শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে যাইতেছেন তাঁহারা হইলেন; পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব এম, এ, আজিজ, জনাব ময়জুদ্দিন এবং জনাব মতিউর রহমান।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড এ, ভুট্টো গতরাত্রে পিপিআই প্রতিনিধিকে বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবরের সহিত তিনি আজ লাহোর রওয়ানা হইবেন।

শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে আওয়ামী লীগপ্রধানের সহিত দ্বিতীয় দফা রুদ্ধদ্বারকক্ষ আলোচনার পর এক সাক্ষাতকারে জনাব ভুট্টো বলেন যে, শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার 'অত্যন্ত প্রয়োজনানুগ ও সন্তোষজনক' আলোচনা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত দ্বিতীয় দফা বৈঠকের পর জনাব ভুট্টো বলেন যে, লাহোরে গিয়াও তিনি শেখ সাহেবের সহিত আলোচনা চালাইয়া যাইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিবই : বেতার-টেলিভিশনের উদ্দেশে শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বন্দীদশা হইতে সদ্যমুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর হইতে সর্ব প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের দাবী জানাইয়াছেন।

গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের গণসম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসংগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বর্তমান সরকারের হামলায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, জ্ঞান আহরণের পথে এই সরকার যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন তার নজির বিশ্বে বিরল। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, সেক্সপিয়র, এরিষ্টটল, দান্তে, লেনিন, মাওসেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙ্গালী কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন। শেখ মুজিব দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা এই ব্যবস্থা মানি না– আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিবই এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত এই দেশে গীত হইবেই।

শেখ মুজিবর রেডিও এবং টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া অবিলম্বে রেডিও ও টেলিভিশন হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের জোর দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের গণমহাসাগর গতকাল (রবিবার) পূর্ব বাংলার নির্যাতিত জননায়ক শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও গতকল্যকার গণসম্বর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবর রহমানের বাংলা ও বাংগালীর স্বার্থে অবিচল ও অবিরাম সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঢাকার ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের উদ্দেশে বলেন যে, আমরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করার প্রয়াস পাই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হইয়া উঠে তা হইতেছে তিনি মানব দরদী– বিশেষ করিয়া বাংলা ও বাঙ্গালীর দরদী, প্রকৃত বন্ধু। তাই আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের পক্ষ হইতে আমরা তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করিতে চাই। রেসকোর্সের জনতার মহাসমুদ্র তখন একবাক্যে বিপুল করতালির মধ্য দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
ভাসানী ও শেখ সকাশে ভুট্টো

জনাব জেড, এ ভুট্টো গতকল্য (রবিবার) রাত্রে ঢাকায় বলেন যে, তিনি ৬-দফা আওয়ামী লীগ ও ভাসানীপন্থী ন্যাপের মধ্যকার ব্যবধান দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি এই ব্যবধানের বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন।

মওলানা ভাসানীর সহিত ৪৫ মিনিটকাল আলোচনা শেষে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, এখান হইতে সরাসরি তিনি শেখ মুজিবর রহমানের নিকট যাইতেছেন। মওলানা সাহেবের নিকট হইতে শেখ মুজিবের নিকট কোন বার্তা লইয়া যাইতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি না-সূচক উত্তর প্রদান করেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারেই মত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব ভুট্টো সরাসরি উত্তর এড়াইয়া গিয়া বলেন যে, কিভাবে জাতীয় সঙ্কট নিরসন করিতে হইবে সেই প্রশ্নেই এই মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর মতামত শেখ মুজিবের নিকট ব্যক্ত করিবেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব ভুট্টো বলেন, তিনি এ-ব্যাপারে সজাগ রহিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ব্যবধান দূরীভূত করিতে যতটুকু বলা প্রয়োজন তিনি ততটুকু বলিবেন।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহার পার্টির মনোভাবের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, তিনি একটি যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহার দল স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

শেখ মুজিবের মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর বিরোধী দলগুলির গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, শেখ মুজিবের যোগদান নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু তাহাই সব কিছু নয়।

পরে গতকল্য দ্বিতীয়বার শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শেখ মুজিবের সহিত তাহার সন্তোষজনক আলোচনা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, আগামীকল্য তিনি শেখ মুজিবের সহিত একযোগে লাহোর যাত্রা করিবেন। তিনি শেখ মুজিবের সহিত আধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

একটি আনন্দঘন মুহূর্ত–

সুদীর্ঘ দুই বছর নয় মাস পর পিতাকে বন্দী জীবন হইতে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া গতকল্য (শনিবার) শেখ মুজিবর রহমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিনা আনন্দের আতিশয্যে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। পিতা বন্দী থাকাকালে কিছুদিন আগে তার বিবাহ হয়। বাহির হইতে আগত হাসিনা শিশুর ন্যায় পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাকে গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। সে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু উদ্বেলিত কান্নায় তাহার বাকরুদ্ধ হইয়া আসে।

কনিষ্ঠা কন্যা রেহানা ড্রইং রুমে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে খেলা করিতেছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া 'আব্বুর' কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আব্বু তাহাকে আদর করিয়া একটি চুমু দেন।

রেহানা বলে ঃ "আমিও আব্বুকে চুমু দিয়েছি। জামাল ভাই এসে যখন খবরটি দেয়, তখন সত্যি বিশ্বাসই করতে পারিনি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হাসিনা জানায় যে, রোকেয়া হলের লনে সে যখন পায়চারী করিতেছিল, সে সময় একজন বেয়ারা আসিয়া তাকে আব্বার মুক্তির খবর জানায়। তারপর একজন বান্ধবীও ছুটিয়া আসিয়া তাকে এই খবর দেয় এবং অবিলম্বে বাসায় যেতে বলে। হাসিনা একটি বেবী ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বাসা অভিমুখে রওয়ানা হয়। পথে ড্রাইভার খবরটির সত্যতা সমর্থন করিয়া বলেঃ "আমি শেখ সাহেবের সংগে 'হ্যাণ্ড শেক' করেছি।"

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গণসম্বর্ধনা সভার নির্দেশ–

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) রমনা রেসকোর্সে প্রদত্ত গণসম্বর্ধনায় গৃহীত প্রস্তাবে জনসাধারণের দাবীর প্রতি বিশ্বাসের জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে ছাত্র, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের তরফ হইতে অভিনন্দন জানান হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনে শরীক হইতে আহ্বান জানান হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবী আদায় হইলে জনসাধারণের সমস্যাবলী ও দাবী-দাওয়া পূরণ হইবে।

এক প্রস্তাবে প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেসন্স অর্ডিন্যান্স ও নিরাপত্তা আইনের ন্যায় দমনমূলক আইন এখনও প্রচলিত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ঐ আইন গুলি বাতিলের দাবী জানান হয়। সভায় প্রোগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেডকে উহার আসল মালিকদের হস্তে প্রত্যর্পণের দাবী জানান হয়।

এক প্রস্তাবে সকল মৌলিক গণতন্ত্রী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আগামী ৩রা মার্চের মধ্যে পদত্যাগের দাবীর পুনরুল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, তাহারা পদত্যাগ না করিলে জনসাধারণ তাহাদের নিকট হইতে পদত্যাগ আদায় করিবেন। এক প্রস্তাবে বর্তমান সরকারের আমলে যাঁহারা খেতাব পাইয়াছেন তাহাদিগকে খেতাব ৩রা মার্চের মধ্যে বর্জন করিতে বলা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত : শেখ মুজিব কারা মুক্ত : সমগ্র প্রদেশে আনন্দের হিল্লোল–

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

২২শে ফেব্রুয়ারি– আজ অপরাহ্নে বেতারে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর সমগ্র শহরে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। সমগ্র শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজয়-মিছিল বাহির হয় এবং পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে শহরের বিভিন্ন ফটোগ্রাফিতে শেখ মুজিবের ফটো 'হট-কেকের' মত বিক্রয় হয় এবং কোন কোন দোকানে তাঁহার একটি বড় সাইজের ছবি ৪০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হয়। সারা বিকাল

সারা শহরে পটকা বাজী চলিয়াছে এবং সন্ধ্যার পর লালদীঘি ময়দানে একটি কবি গানের আসরের ব্যবস্থা করা হয়। এই কবিগানের বিষয়বস্তু ছিল 'মুজিব বনাম আইয়ুব'।

কুমিল্লা

আজ বেতারে শেখ মুজিব ও তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অপরাপর আসামির মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর শেখ মুজিবের এক বিরাট প্রতিকৃতিসহ বিকালে এক বিরাট বিজয় মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলকারিগণ পরে টাউন হল ময়দানে অধ্যাপক বদরুল হাসানের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হন। সভায় বিভিন্ন বক্তা ইহাকে ছাত্র-জনতার এক বিরাট বিজয় বলিয়া অভিহিত করেন।

নরসিংদী

শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মুক্তির সংবাদে শিল্পনগরী নরসিংদিতে উল্লাসের সঞ্চার হয়। সন্ধ্যায় নরসিংদীতে আলোকসজ্জা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নরসিংদীর কাপড় ব্যবসায়ীগণ প্রায় ৫ হাজার দরিদ্রের মধ্যে চাউল বিতরণ করেন।

রংপুর

শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির সংবাদ বেতারে শ্রবণের পর আজ বিকালে এখানে দীর্ঘ এক মাইল লম্বা বিজয়-মিছিল বাহির হয়। পরে ছাত্র-জনতা লাইব্রেরী ময়দানে এক সভায় মিলিত হয়।

বগুড়া

শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর আজ বিকালে বগুড়ায় এক বিরাট বিজয়-মিছিল বাহির করা হয়।

সিলেট

আজ অপরাহ্নে বেতারে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির সংবাদ শোনার পর সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আনন্দোল্লাস পরিলক্ষিত হয়। সংবাদ শোনার পরক্ষণেই শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বাহির হয় এবং তাহারা 'আমার নেতা তোমার নেতা– শেখ মুজিব শেখ মুজিব' ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

পরে ছাত্রলীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

'এই দেশেতে জন্ম আমার–'

গণ-সম্বর্ধনাসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান তাঁকে সামরিক হেফাজতে প্রেরণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি হৃদয়-বিদারক কিন্তু দৃপ্তশপথের প্রজ্ঞাবহ ঘটনার অবতারণা করেন।

তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, দীর্ঘ দুই বৎসর নিরাপত্তা আইনে কারাগারে থাকার পর একদিন শুনিলাম, সরকার আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বিশ্বাস করি নাই। অবিশ্বাসে ভর করিয়া কারাগার ফটকে আসিয়া দেখি, আশঙ্কা অমূলক নয়। সঙ্গীন উঁচাইয়া ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা দণ্ডায়মান। ওরা বলিল, 'শেখ সাহেব, আপনাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল'। আমি জানিতে চাহিলাম, 'কোন্ আইনে? ওরা কি সব বলিল বুঝি নাই। একটা গাড়ী দেখাইয়া বলিল, 'উঠুন।' মনে মনে চরমক্ষণের জন্য প্রস্তুতি লইলাম। বলিলাম, 'এক মুহূর্ত সময় চাই।' এই মুহূর্তে কারাগারের সামনের রাস্তা হইতে এক মুঠি মাটি লইয়া কপালে লাগাইয়া খোদার কাছে আকুতি জানাইলাম, "এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি।"

ঘটনার বর্ণনা দানকালে শেখ সাহেবের কণ্ঠ বুজিয়া আসিতেছিল প্রবল উচ্ছাসে, আর সম্বর্ধনাসভার মহাসমুদ্র বিচিত্র দেশপ্রেমের অপূর্ব মহিমার শিহরণ উপলব্ধি করিতে ছিল নিস্পলকে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মহাসমুদ্রের মহাকল্লোলে–

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) অপরাহ্ন ২টায় ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক দেশ গৌরব নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে যে নজিরবিহীন ঐতিহাসিক গণসম্বর্ধনা প্রদান করা হয়, উহাতে শুধু রাজধানী ঢাকার সকল শ্রেণির নাগরিক নহেন–অধিকন্তু সুদূর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান হইতেও অসংখ্য লোক যোগদান করেন।

গতকাল বিকালে সুদীর্ঘ পৌনে তিন বছর কারাবাসের পর জননায়ক শেখ মুজিবর রহমানের প্রথমবারের মত জনসভায় আবির্ভাব লক্ষ লক্ষ ভক্ত, অনুরক্ত ছাত্র-জনতার মুহুর্মুহু করতালি ও জিন্দাবাদ ধ্বনি অবিরাম পুষ্প বর্ষণ

এবং নেতার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে প্রাণভরিয়া দেখার জন্য জনতার আকুল আকুতির দুর্লভ ঐশ্বর্যে মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। অগণিত প্রাণের নিঃশেষিত প্রীতিরসে সিঞ্চিত হইয়াছে সংগ্রামী গণনায়কের নতুন যাত্রা পথ।

দশ লক্ষাধিক লোক এই গণ সম্বর্ধনায় শরীক হইয়া এমন দৃশ্যের অবতারণা করেন যার তুলনা নাই। এরা মহাসমুদ্রের মত গভীর, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল তরঙ্গের চাইতে এরা ভয়াল, উদীয়মান সূর্যের চাইতে এরা লাল, পর্বতের চাইতে এরা অটল। এই মহাসমুদ্রের প্রতিবিন্দু বারি যখন এক সঙ্গে করতাল শুরু করিল তখন মহাকল্লোলে আকাশবাতাস প্রকম্পিত হইল প্রলয় হিল্লোলে মহাসমুদ্রের বুকে ঢেউ এর উপর রৌদ্রের ঝিলিমিলি একই ছন্দে প্রবাহিত হইল, আলোর ঝলকানিতে উদ্ভাসিত করিয়া দিল দিক-দিগন্তে। আলোকোজ্জল পথে শুরু হইল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগ্রামী মানুষের নবীন যাত্রা।

গতকাল সকাল হইতেই কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কালিয়াকৈর, নরসিংদী, ভৈরব প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত লোক জাতীয় পতাকা সুসজ্জিত বাস ও ট্রাকযোগে ঢাকায় আগমন করে। গতকাল ট্রেনেও মফস্বল এলাকা হইতেও শত শত লোক ঢাকায় আগমন করে।

বেলা ১১টা হইতে ১২টার দিকে রাজধানীর সকল প্রবেশপথ দিয়া ট্রাক ও বাস বোঝাই মানুষের স্রোত ঢাকায় আগমন করিতে থাকে এবং তাহাদের দৃপ্তকণ্ঠের "জেলের তালা ভেঙ্গেছি শেখ মুজিবকে এনেছি" "বঙ্গ শার্দূল শেখ মুজিব–জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনিতে সারা রাজধানী প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

টঙ্গী, তেজগাঁও, আদমজী নগর, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শিল্প এলাকা হইতেও সহস্র সহস্র শ্রমিক সুসজ্জিত ট্রাকে নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত বিরল এই গণসম্বর্ধনায় যোগদান করে।

ইহাছাড়া আরও যাহারা এই গণসম্বর্ধনায় যোগদান করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে এমনভাবে রাজধানীর কোন অনুষ্ঠানেই কোন দিন দেখা যায় নাই। তাহারা হইতেছেন, গ্রাম বাংলার জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নৌকার মাঝি, লাঠিয়াল দল, পল্লীর স্বভাবসুলভ কবি, কাড়ানাকাড়ার বাদ্যযন্ত্রী শিল্পী, আর একতারা হাতে বাউল কবি।

মাঝিদের হাতে ছিল পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী-ধলেশ্বরী আর মধুমতী বিধৌত বাংলার অতি পরিচিত প্রতীক নৌকার বৈঠা। লাঠিয়াল দল আসে ঢাক-ঢোল লাঠি লইয়া বাউল কবি লইয়া আসিয়াছেন তার সাধনার নিত্য সঙ্গী সাধের একতারা ও কাসের মন্দিরা। সকলের মধ্যেই এক

নব জীবনে স্পন্দন ও এক নব উল্লাস তাহাদের প্রাণবন্যা দৃষ্টে মনে হয় যেন শত শতাব্দীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

শেখ সাহেব আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তহীন গণসমুদ্র শেখ মুজিব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ময়দানের চতুর্দিক হইতে সদম্ভে গর্জিয়া উঠে শত শত বোম পটকা, ক্র্যাকার, আকাশে উড়িতে থাকে নেতার অসংখ্য ছবি ও রঙ্গীণ কাগজের ফুলঝুরি।

রমনা রেসকোর্সের উন্মুক্ত আকাশের নীচে সুসজ্জিত সুউচ্চ মণ্ডপের নিকট নেতা আসিতেই জনতা করতালি ও হর্ষধ্বনিতে মহাসমুদ্রের মত গর্জিয়া উঠে। জনতার প্রান্তভাগে অসংখ্য ট্রাকের উপর দাঁড়াইয়া থাকে মানুষের পাহাড়। ময়দানের সুবিস্তৃত বট গাছের ডালাপালা মানুষের ভারে নুইয়া পড়ে।

শেখ মুজিব মণ্ডপে উঠিলে বিপুলভাবে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। যাহারা মঞ্চে উঠিয়া মাল্যভূষিত করিতে পারেন নাই তাহারা নিজ স্থান হইতেই তাঁহার দিকে মালা ছুড়িয়া দেন। মঞ্চের চারদিক হইতে শুরু হয় পুষ্প বৃষ্টি।

নেতা মঞ্চে উঠিয়া হাত নাড়াইয়া তাঁহার প্রিয় দেশবাসীর নিকট হইতে অভিভাদন গ্রহণ করার সময় বিশাল জনসমুদ্র আবেগ-আপ্লুত হইয়া উঠে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

যে কোন প্ররোচনার মুখে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করুন : সম্বর্ধনা-উত্তর দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে শেখ মুজিবের বাণী

ঢাকা ক্লাবের সম্মুখে সশস্ত্র বাহিনীর গুলী বর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (রবিবার) এক বিবৃতিতে বলেন, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। রেসকোর্সের ময়দানে দশলক্ষ লোকের ঐতিহাসিক জনসভা আজ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেছে যে, শহীদের আত্মত্যাগ-পূত সংগ্রামকে আমরা কিছুতেই অবাঞ্ছিত উত্তেজনা সৃষ্টির মুখে লক্ষভ্রষ্ট হতে দেব না। এখন এই শপথ রক্ষার জন্য আমি আমার প্রিয় দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলে দেশের দিগন্তে যে আশার আলো ফুটে উঠেছে, তাকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। যে কোন প্রকার প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে দেশবাসীকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমি আবারো আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

সরকারকেও আমি কোন প্রকার প্ররোচনা প্রদান ও উস্কানিমূলক কাজ না করার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি। এই দুর্ঘটনায় যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ও তাদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিয়া আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিব না :
ঢাকার বুকে সর্বকালের বৃহত্তম গণসম্বর্ধনা সভায় মুজিবের ঘোষণা

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঢাকার বুকের সর্বকালের বৃহত্তম গণসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল (রবিবার) আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি সরকার পক্ষের সহিত প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়া দেশের উভয় অংশের পক্ষ হইতে দেশবাসীর অধিকারের দাবী উত্থাপন করিবেন এবং যদি উত্থাপিত দাবী গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাবী আদায়ের জন্য তিনি দুর্বারতর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। মুহুর্মুহু করতালি ও গগনভেদী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বঞ্চিত বাঙ্গালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নাই–কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।

গণ-সম্বর্ধনায় সংগ্রামী ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব শেখ মুজিবের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি ছাত্র-জনতার পক্ষ হইতে অকৃত্রিম আস্থা প্রকাশ করে।

অভূতপূর্ব গণমহাসাগরের সামনে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবর রহমান সাম্প্রতিক কালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, জেলের তালা ভাঙ্গিয়া আমাদেরকে যে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে তা ছাত্রজনতার সংগ্রামের

এক মহাস্মরণীয় বিজয়। এই বিজয়ের দিনে তিনি ছাত্রদের ১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া ১১-দফার সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে শরিক থাকিবেন বলিয়াও সবাইকে আশ্বাস দান করেন।

প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদানের প্রশ্নে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন যে, আলোচনায় আমি অবশ্যই যাইব–কারণ নির্ভীক ও আপোষহীনভাবে কিভাবে দাবী পেশ করিতে হয় আমি তা জানি। দাবী আদায় না হইলে আবার আমি সংগ্রামকে দুর্বার হইতে দুর্বারতর করিয়া তুলিব, আবার আমি কারাগারে যাইব, আবার ছাত্র-জনতা সংগ্রাম করিয়া জেল হইতে আমাকে বাহির করিয়া আনিবে।

তাঁহার রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই, এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকুরি-বাকুরি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকের শ্রমের ন্যায্যমূল্য চাই, কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য চাই, সাংবাদিকদের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল–পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অঞ্চলের জন্যই আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যদি এক ইউনিট বাতিল করিতে চায় তবে অবশ্যই এক ইউনিট বাতিল করিতে হইবে এবং সাবেক প্রদেশগুলি "প্রাদেশিক" স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য মহল্লায় মহল্লায়, শহর, বন্দর, গঞ্জে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, আন্দোলন আমাদের চলিবেই; কিন্তু যে প্রকারেই হোক আমাদের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিতে হইবে। সেই সাথে তিনি সরকারকেও সর্বপ্রকার উস্কানিমূলক কার্য-কলাপ হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

সরকারের প্রতি তিনি রাজনৈতিক হুলিয়া ও সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়ার দাবী জানান। প্রতিদানে তিনি সরকারকে আশ্বাস দেন যে, দেশে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব সংগ্রাম কমিটিই বহন করিবে।

মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রসঙ্গে

শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশব্যাপী সাম্প্রতিক গণহত্যার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (নিহত ও আহত)

জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানান। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বেসরকারী সাহায্য কমিটি গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলের জন্য সকল মহলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হইবে।

গণ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গণনায়ক শেখ মুজিবর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ, ছাত্র নেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাইফুদ্দিন মানিক, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবুবুল হক দোলন ও মাহবুবুল্লাহ নেতাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ দান করেন।

ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবর রহমান অতঃপর তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা" নামে অভিহিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব গতকাল রেসকোর্স ময়দানে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলার" পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত যখন লাহোর আক্রমণ করে তখন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ কোটি মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে লাহোরের উপর আক্রমণ পূর্ব পাকিস্তানের উপরই আক্রমণ। এই মনোভাবের মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ঐক্যের এক চরম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যাপক দূরত্বের ফলে সৃষ্ট বাস্তব সমস্যাদি প্রকট হইয়া দেখা দেয় এবং সবাই উপলব্ধি করিতে শিখে যে এক রাষ্ট্র হইলেও চরম বিপদের সময় কেহ কারও প্রত্যক্ষ কোন উপকারে আসে না। জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

এই উপলব্ধির আলোকে আমরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ছয়-দফা প্রণয়ন করি।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করিতে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ছয় দফায় তাই শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং যে কোন প্রকারের হিংস্রতা ও বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের এই দাবীকে দাবাইতে বদ্ধপরিকর হয়। এর ফলশ্রুতিই হইল এই তথাকথিত আগরতরা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা সাজানোর মন্ত্রণালয় ছিল ইসলামাবাদ।

কলাম
দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
দশদিগন্তে
পদাতিক

অতীতের ভ্রান্তি হইতেও বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছু রহিয়াছে। এবারের গণ-আন্দোলনের কৃতিত্ব কোন নেতা বা কোন দল এককভাবে দাবী করিতে চাহিলে আমরা বলিব, তিনি বা তাঁহারা ভুল করিতেছেন। এবারের আন্দোলন ছাত্র-শ্রমিক ও জনতার মধ্য হইতে সৃষ্ট এবং ইহার নেতৃত্বও রহিয়াছে তাহাদের হাতে। এবারের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই স্বায়ত্তশাসনের অর্থ গণ-মানুষের রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। কালো দশকের তথাকথিত 'উন্নয়নের' ভারে আজ পূর্ব বাংলার মানুষ ন্যুব্জ দেহ। তাঁহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে চায়; আবার সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নি:শ্বাস ফেলিতে চায়। শেখ মুজিবের আন্দোলন পূর্ব বাংলার এই গণ-মুক্তির সার্বজনীন কামনায় প্রতিনিধিত্ব করাতেই তিনি আজ এত জনপ্রিয়। দলীয় নেতৃত্বের ঊর্ধ্বে আজ তাঁহার প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণের প্রত্যাশা আজ তাঁহার কাছে এত বেশী যে, প্রকৃত গণ-নায়কের ভূমিকা হইতে আজ তাঁহার আর সরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। শুধু পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য রাজনৈতিক স্বাধিকার ফিরাইয়া আনা নয়, তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবের ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের আন্দোলন অব্যাহত রাখিতে হইবে। বর্তমান গণ-আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র অবশ্য রহিয়াছে। কিন্তু তার চাইতেও এই আন্দোলনের পেছনে কাজ করিয়াছে গত দশ বছরের কুশাসন ও অর্থনৈতিক দুর্যোগে জর্জরিত মানুষের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষই বিসুবিয়াসের লাভার মত উদগীরিত হইয়া কালো দশকের কালো ইতিহাস মুছিয়া দিয়াছে।

এই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁহারা আছেন, এই আন্দোলনের শক্তি ও সাফল্যকে কাজে লাগাইয়া যাঁহারা চান দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই জনসাধারণের আসল প্রত্যাশা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিয়া সতর্ক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করিব। গত শনিবার শেখ মুজিবের মুক্তি-সংবাদ ঢাকা শহরের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়াতে যখন হাজার হাজার জনতা রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন অপরের বাড়ীতে খাটিয়া খাওয়া এক অশিক্ষিতা রমণীকে বলিতে শোনা গিয়াছে, 'গরীবের দরদী ছাড়া

পাইয়াছেন, চাউল ডালের দাম এইবার কমিবে।' কি গভীর অর্থনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ লইয়া জনসাধারণ কতবড় বেশী আশা লইয়া নেতৃত্বের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, এই ছোট্ট উক্তিটি তারই বড় প্রমাণ। এই প্রত্যাশাকে প্রথ্যাখ্যান করা বা ব্যর্থ হইতে দেওয়াই মানে নতুন বিপর্যয় ডাকিয়া আনা। আন্তর্জাতিকতাবাদের শ্রুতিসুখকর ধ্বনি ও সংগ্রামী কথা বলা এক কথা, আর সকল গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা পূরণ আরেক কথা। তাই এই দুর্দিনে নেতৃত্বের কণ্টক-মুকুট যিনিই শিরে ধারণ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার উদ্দেশ্যেই আমরা বলিব–কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

Morning News
24th February 1969
Release of Mujib : others welcomed

Dewan Abdul Basith Provincial Industries Minister said that after the memorable February 21 the day of February 22, 1969 is again historic day.

He said that the supremacy of the People's will had again been established. "I congratulate our fellow freedom fighter Sheikh Mujibur Rahman Sahib and hope that he will now arrive to make Pakistan into a more happier and prosperous state which has been the dream of all of us".

He said that the President indeed had once again demonstrated the deep respect for the majesty of people's will.

MALEK UKIL

Mr. Abdul Malek Ukil, Leader of the Opposition in the Provincial Assembly has congratulated Sheikh Mujibur Rahman on his release and withdrawal of the Agartala Conspiracy Case. In a telegram Mr. Ukil termed the decision of the Government as "wise and timely step towards helping to restore normally in the country. This is not surrender but respect for the popular people demand", he added.

BAR ASSOCN

The Dacca Bar Association at a meeting yesterday expressed satisfaction at the withdrawal of Agartala Conspiracy Case and congratulated Sheikh Mujibur Rahman and others who suffered much due to their involvement in the case.

Presided over Mr. Satish Chandra Roy, President of the Bar, the meeting was addressed by Khan Bahadur Naziruddin Ahmed,

Mr. Mohammad Siddique Hossain and Mr. Zaheeruddin. The meeting rounded off with the distribution of sweetmeats among the members present on the occasion.

AZIZUL HUQ

Syed Azizul Huq, former Provincial Minister welcoming the withdrawal of Agartala Conspiracy Case and release of Sheikh Mujibur Rahman said "it was the grand victory of the people".

ABDUR RAHIM

Maulana Abdur Rahim, Amir Jamaat-e-Islami, East Pakistan, hoped that withdrawal of the Agartala Conspiracy Case and release of the accused persons would help create peaceful atmosphere in the country.

In a statement issued yesterday, he said that withdrawal of the case would also facilitate the holding of the proposed round-table conference.

ABDUL KADER

Mr. K.M.M. Abdul Kader, Joint Secretary of the East Pakistan Regional Committee of the PDM and one of the defence counsels in the alleged Agartala Conspiracy Case in a statement described the withdrawal of the conspiracy case "as victory of the majesty of people".

He said: "Withdrawal of the alleged Agartala Conspiracy case and release of Sheikh Mujibur Rahman and other accused persons is one of the most welcome actions taken by the Government in recent times, and indicates the victory of the majesty of the people.

"While I share the ecstasy with the countrymen for the release of the accused persons, my heart sobs for Sergeant Zahurul Haque who, too, could be amongst us but for a few days".

Morning News
24th February 1969
Reiterates 6 points, backs 11 points : Mujib for sovereign parliament on adult franchise basis
(By our staff Reporter)

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN YESTERDAY TOLD A MAMMOTH PUBLIC GATHERING AT THE RACE COURSE MAIDAN THAT WHEN HE GOES TO RAWALPINDI HE WOULD PLACE THE DEMANDS OF THE PEOPLE OF EAST AND WEST PAKISTAN FOR

A SOVEREIGN PARLIAMENT DIRECTLY ELECTED ON THE BASIS OF ADULT FRANCHISE.

THE SHEIKH IN HIS FIRST MAJOR PUBLIC SPEECH AFTER 33 MONTHS OF DETENTION TOLD A TUMULTUOUSLY CHEERING CROWD THAT HE NOT ONLY SUPPORTED THE 11-POINT DEMANDS OF THE STUDENTS, BUT, IF NECESSARY, WOULD COURT DETENTION AGAIN IN THE STRUGGLE FOR THEIR FULFILMENTS.

He said that when the students asked him whether he supported their demands "I told them how could I not because your eleven points embody my party's six points."

The Sheikh touched upon all the important political and economic issues that are facing the country. He unequivocally declared that no East Pakistani nor his party wanted secession. He said when in 1966 he placed his six-point demands before the regime they dubbed it as a secessionist movement.

He posed a question why the Eastern Wing with its 56 percent of population of the country would go for secession. "It they (West Pakistan) want it they can do it. What we want are legitimate rights as citizens of Pakistan."

The Sheikh cautioned the people that it was the Government and vested interests who were trying to create a division between the people of East and West Pakistan to "perpetuate themselves." As for himself he said there was no distinction between the oppressed people of Punjab, Sind, Baluchistan, North West Frontier or East Pakistan.

APPEAL FOR PEACE

Sheikh Mujibur Rahman in his nearly hour-long speech called upon the Government to refrain from all provocative activities, the people of East Pakistan are peaceful. "Don't provoke them." He appealed to the people to form committee of actions in different mohallas to ensure peaceful nature of the present movement.

In his appeal for maintaining peace Sheikh Mujib said that everyone whether he is a Behari or Bengalee, Hindu or Muslim who lived in this country was our brother. He asked for a complete communal harmony among all sections of people.

Elaborating his own solution of the political problems the Sheikh said he wanted full regional autonomy for East Pakistan on the basis of his six-point programmes. His proposal is for a sub-federation in West Pakistan with autonomy for the constituting provinces.

He said he was aware of the popular resentment against One Unit in West Pakistan and asked the Government to leave the issue with the people of West Pakistan for decision, Nothing should be imposed on the people, he said.

NO PARITY

The Sheikh rejected the principle of parity between the two provinces and said under the plea of parity only disparity has increased. He said representation of East Pakistan in national affairs should be strictly on the basis of population.

Sheikh Mujib said that the people of East Pakistan had accepted parity in representation only on the condition that parity would be observed in the administrative spheres also. He said in actual fact East Pakistan did not even get ten percent representation in the administration. On the other hand disparity has increased every day. The people of East Pakistan, he said, have been deceived and were no longer prepared to accept parity. "Whoever in East Pakistan would talk of parity does not have a place here."

LEGITIMATE RIGHTS

He said there were a number of points involved on the question of legitimate rights of East Pakistan. The first was the question of capital of the country. The capital which generates capital formation being in West Pakistan has given rise to paucity of capital in East Pakistan. The Second Capital was only a show-room. He said 80 percent of the defence budget which in its turn constituted over 60 percent of country's total budget was being spent in West Pakistan because the defence establishments were in West Pakistan.

Referring to the genesis of his six-point programme Sheikh Mujib recalled the painful experience during the September War in 1965. He said for all practical purposes the province was cut off from the seat of the administration and even the President could not come to East Pakistan. And it was against that background that he had placed his six-point demands before the Government.

The legitimate demands of East Pakistan did not mean that East Pakistanis had any grudge against their West Pakistani brethren. Oppressed anywhere were the same. It was basically a humanitarian question. He reminded the students that when one of them had been killed in Dacca, students in Karachi, Lahore, Pindi and Peshawar had laid down their lives in protest.

Sheikh Mujibur Rahman regretted that "for the last 20 years oppressors after oppressors" have ruled this country and he common man including the peasants, workers and the middle class had been deprived of their due share. Pakistan, he said, was not created for a few. It was created for the 12 crore people of the country.

In this connection Sheikh Mujib sounded a note of caution against the 20 or 22 families of the countries who had amassed the wealth that they would be well-advised to give the due share to the people in the factories and industries and the peasants. For one day may come when the workers would not be satisfied with a small increase of ten or 12 rupes, They may demand everything.

TRIBUTE TO STUDENTS

Sheikh Mujib paid glowing tributes to the correct leadership of the student community throughout the country. The present movement, he said, was unparalleled in country's history. The students, he said, were really capable leaders to guide the mass movement. "The days of achkan and pajama" politics were gone, he added amidst laughter.

Sheikh Mujibur Rahman held the Provincial Governor Abdul Monem Khan responsible for the disturbances and massacres. Comparing him with Namrud he said it was he who had let loose a reign of terror and "danda." He did not know why Mr. Monem Khan had been made the Governor of the Province unless Bit was a move to insult the people of this province.

He said he knew how the Governor had telephoned officers-in-charge of thanas to use force whenever the people had raised any demand. He also knew how the Army had been reluctant to come to the aid of the civil administration. He posed a question for the Governor: If you cannot run the administration why don't you quit?

In denouncing the repressive measures of the Government, Sheikh Mujib demanded the immediate withdrawal of curfew. Section 144 and holding of judicial enquiry into the cases where people had been killed indiscriminately. He said Government should pay adequate compensation to all families of the persons killed in these firings.

RELIEF COMMITTEE

Sheikh Mujib said he would convene the formation of a relief committee for reaching succour to the people affected by the

firings. "We have also our own responsibility to see that the people who laid down their lives in the mass movement were given proper help."

Sheikh Mujib condoled the death of Sgt. Zahurul Huq, Dr. Shamsuzzoha and all other persons who had been killed in the present movement. He said it was unknown in the history of any civilised country that a professor was killed in broad daylight.

Shekh Mujib said people knew what he stood for. "I have never betrayed you, nor shall I ever betray you," he told them announcing his decision to join the talks in Pindi.

He said people should not forget that he had placed his six-point to the national conference of the opposition leaders in Lahore and when it was not accepted he had come back, He said "why should not I go to Pindi, after all Pakistan is not anybody's personal property." If he goes there he would place the demands of the people of the entire country, he said.

While recounting the repressive measures taken by the present Government, Sheikh Mujibur Rahman referred to the closure of Ittefaq, promulgation of the Press Ordinance, creation of the Press Trust and the arrests of journalists for their devotion to truth, Sheikh Mujib demanded the repeal of the Press Ordinance, release of journalists and withdrawal of "hulias" against all political workers.

Sheikh Mujib explained how and under what circumstances he was released and removed from the Central Jail at dead of night to be subsequently charged with conspiracy.

The Awami League chief declared he did not believe in any conspiracy. He said I fear only Allah and none else. What I realise what I understand for the interest of my country I speak out without any fear," he added.

Morning News
24th February 1969
Bangabandhu : Title for Mujib
(By our staff Reporter)

The massive meeting at Race Course yesterday conferred the title of "Bangabandhu" (friend of Bengal) on Sheikh Mujibur Rahman amidst thunderous cheers and slogans.

The student leader Tofail Ahmed had proposed the title on behalf of the people of East Pakistan and sought the approval of the people. Immediately hundred of thousands of hands went up in the air amidst cheers and slogans approving the title.

Yesterday's meeting arranged by the All-Party Students Committee of Action in honour of Sheikh Mujibur Rahman at the Ramna Race course witnessed one of the biggest public gatherings in the history of this metropolitan city.

Long before the reception began at 2 p.m. people started pouring into the Race Course maidan in thousands. They came on foot, by trucks and in huge a slogan-chanting processions.

The people in a boisterous festive mood shouted slogans of "Banglar Nayanmani Sheikh Mujib Zindabad". Hundreds of crackers were exploded. It was quite a difficult job for the organisers to control the massive gathering.

By the time Sheikh Mujib arrived at the meeting the entire area had been jammed by an eager crowd of people, many or whom had come room from villages. A number of bands played from the trucks that carried the people to the maidan. Many claimed the banyan tree near the DCGR pavilion to have a close view of the rostrum.

There were a number or national flags flying in the gathering. There were white and green Awami League flags too.

As soon as Sheikh Mujib entered the area the gathering burst into thunderous slogans of Sheikh Mujib Zindabad and "Jago Jago Bangalee Jago". Flowers and bouquets and petals were showered on Sheikh Mujib, A number of organisations including the Auto-rickshaw Drivers Association formally garlanded him. A large number of girls from among the gathering also garlanded him.

The most conspicuous section of the crowd was formed by the boatmen of Sadarghat who carried a banner with the inscription of Sheikh Mujib Zindabad. Th boatmen came with their oars in a procession.

Some of those released with Sheikh Mujib including Mr. K. M. Shamsur Rahman, CSP were on the dais. Also present there were Mr. and Mrs. Akhtar Sulaiman Sheikh's daughter Hasina.

Morning News
24th February 1969
Bhutto meets Mujib, Bhashani: Political situation discussed
(By our staff Reporter)

MR. Z. A. BHUTTO, CHAIRMAN OF THE PAKISTAN PEOPLE'S PARTY YESTERDAY CALLED ON THE AWAMI LEAGUE CHIEF. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN TWICE AND DISCUSSED WITH HIM THE POLITICAL SITUATION OBTAINING IN THE COUNTRY.

Mr. Bhutto also met NAP chief Moulana Bhashani last evening.

During the meeting the three leaders discussed the political situation with special reference to President Ayub's offer of talks with Opposition on constitutional issues. They are believed to have exchanged views on various national problem and on methods to solve them.

The recent mass movement and subsequent firings and killing in various parts of the country were also reportedly discussed by the leaders in separate meetings.

Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Bhutto are expected to fly together to Lahore on way to Rawalpindi to hold consultations with other Opposition leaders.

Mr. Bhutto who airdashed to Dacca yesterday to know the mind of Maulana Bhashani and Sheikh Mujib told newsmen after the meeting that he was satisfied with the talks with both the leaders.

Mr. Bhutto met Moulana Bhashani at 6-30 p.m. during the brief recess of the NAF executive meeting.

Coming out of the conference room Mr. Bhutto told waiting newsmen "I had always been satisfied with my talks with Maulana Bhashani."

He reminded a reporter that Moulana Bhashani's NAP and his People's Party had already an agreement to work together for the realisation of people's demands. He said "the agreement still stands".

Mr. Bhutto, who had earlier called on Sheikh Mujibur Rahman soon after arrival from Karachi said "I am trying to narrow the gap between NAP and Awami League, He, however, did not clarify as to what differences existed between NAP and Awami League which he was trying to eliminate.

The people's Party Chairman said Government was continuing repression and frequent firings were making the situation complicated and added "under the clouds of firings and repressions it is difficult to enter into any talks with the Government".

Asked if he would attend the proposed round table conference, Mr. Bhutto said "It is still premature to say anything in this regard". He said it was always better to reach a joint decision on occasions of national crisis. He, however, said if unanimity was not reached between Opposition parties, his party might take an independent decision.

Responding to a question he said that he did not make any pre-condition for attending the proposed RTC. He had made certain suggestion a few of which had already been accepted by the Government. He said it would have been obligatory for him to attend the RTC if he had made any precondition and Government had accepted them.

Mr. Bhutto told a correspondent that RTC was one among many methods to solve the national crisis. Even all the Opposition parties can sit together and try to solve it. For solving the national crisis, it was not altogether necessary to go the RTC, he added.

Mr. Bhutto said that he may once again meet Moulana Bhashani during his brief stay in Dacca.

Immediately after his meeting with Moulana Bhashani, Mr. Bhutto went to the residence of Sheikh Mujibur Rahman to have further discussion with him.

Moulana Nuruzzaman and Mr. Mustafa Khar accompanied Mr. Bhutto during the meeting. Moulana Bhashani was assisted by Mr. Mashiur Rahman, Mian Aref Iftekhar and Mr. Toaha.

APP adds: As Sheikh Mujib and Mr. Bhutto emerged out of the meeting room. Mr. Bhutto told the APP that they discussed "important matters of national significance".

When asked as to what specific subjects they discussed, Mr. Bhutto replied: "Don't be in a hurry".

Sheikh Mujib When approached told the APP "We had a happy time."

The two leaders in their first meeting after release from detention embraced each other.

Morning News
24th February 1969
Mujib demands adequate broadcast of Tagore songs
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman addressing a massive public meeting at the Race Course on Sunday demanded adequate broadcast of Tagore songs from Radio Pakistan.

Sheikh Mujib said that he was pained to know on his release that the Tagore song was being discarded on the plea of its being of alien culture.

The Awami League chief said that Rabindranath was not only a poet of Bengal–he belonged to the whole world.

He said if we could read Shakespeare, Hatig Marx, Lenin, Mao Tse-tung, why should we discard Rabindranath. People read these authors Sheikh Mujib said for learning.

Morning News
24th February 1969
Mujib's call to maintain law & order
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman last night appealed to the people to maintain law and order in the face of all provocations and incitement.

He also asked the Government not to give any provocation.

Following is the text of the statement issued last night "I have been deeply shocked at the tragic incident that took place in front of Dacca Club last evening. The historic public meeting of one million people at the Race Course ground pledged today that the struggle of the martyr sanctified by blood shall not be allowed to be diverted from the goal by undesirable excitement.

"Now I appeal to my beloved countrymen to honour the pledge. The ray of hope that has illuminated the horizon of the country has to be safeguarded at all costs. I again fervently appeal to the people to maintain law & order in the face of all provocation and incitement. I would ask the Government not to give any provocation.

"I would like to convey my heartfelt sense of sympathy to all those who had been injured in the incident and those suffered loss due to the incident".

Sheikh Mujibur Rahman later visited the Dacca Medical College Hospital where the injured person have been admitted. He talked to them and found that they were being looked after well.

Morning News
24th February 1969
JOIN TALKS ONLY ON 11-POINT BASIS, STUDENTS : URGE MUJIB

The student leaders yesterday warned the Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman that people of East Pakistan would not forgive him if he betrayed the confidence reposed in him by the people and asked him to join the proposed round table conference only under the basis of eleven-point programme of the students, reports APP.

Speaking at the civic reception, the student leaders also urged the Sheikh to insist on the fulfilment of the preconditions set by the students before he attended the talks.

Speaking on the occasion, Mr. Mahbubul Haque Dolan (NSF) said there could not be any compromise on the eleven-point demands because the emancipation of the people of East Pakistan was possible only through the realisation of these demands.

He suggested to the Sheikh that these demands, therefore, should not be subverted through compromise.

PRE-CONDITION NOT FULFILLED

Saifuddin Ahmed Manik (EP-SU-Moua Group) regretted that many of the preconditions had not yet been fulfilled. There were large number of warrants against the leaders and political cases had not been withdrawn.

He suggested to Awami League leader to continue talks and at the same time guide the movement.

He demanded adult franchise and abrogation of the present constitution People do not want any amended constitution framed by the present Government, he said.

FULL AUTONOMY

Khalid Mohammad Ali (EPSL) stipulated full autonomy of East Pakistan as one of the conditions which should be fulfilled before the Sheikh should go to the parleys. While the Sheikh should participate in the talks under the basis of Six-point programme of the Awami League, he should also see that none betrayed the eleven-point programme of the students, he said.

MOVEMENT TO CONTINUE

Mr. Mahbubullah (EPSU, Menon Group) said that Sheikh Mujib should not joint the talks until the preconditions were fully realised. He declared that the movement would continue till the achievement of economic emancipation for the people of East Pakistan.

He also said that the talks could not be fruitful so long Pakistan was in the military pacts and people's volunteer corps was not raised.

Although the present regime accepted a partial defeat people would have to remember that the regime was still in power and monopolists like the Adamjees, Saigols, Ispahanis were still reigning.

Tofail Ahmed Vice-President of DUCSU who presided over the meeting administered a warning to the Sheikh that the people would not pardon him if he bartered away the confidence people had in him.

He also urged the Sheikh to give leadership to a movement which would not allow the deaths in the recent movement to go in vain.

He said the national anthem was in Urdu which is in fact the mother tongue of only three per cent people of West Pakistan. He demanded that the national anthem would have to be in Bengali and Radio Pakistan's armed forces programme should give proper, treatment to Bengali.

PPI adds: Tofail Ahmed said people of this province no more want parity. What they want is the population basis representation in all spheres of life, he added.

Criticising the education policy of the Government, he said that the provincialisation of the well-established colleges in the province was a planned and calculated step to keep the people of this province in an age of darkness.

He urged upon the authorities for de-provincialisation of these colleges immediately along with the abolition of the English kindergarten schools in the province.

Morning News

24th February 1969

Sardar Bahadur Hails Mujib's release

KARACHI, Feb. 23 (APP): Sardar Bahadur Khan, a former Muslim League Leader and an ex-member of National Assembly on Saturday hailed the withdrawal of the Agartala Conspiracy case and the release of Sheikh Mujibur Rehman.

"It is a very good gesture' he said and added that any political understanding with East Pakistan could not have any meaning unless Sheikh Mujibur Rehman was a party to it When asked to comment on the previous announcement of February 21 about not contesting the next election, Sardar Bahadur said that he had no comments on it.

Sardar Bahadur was in Karachi on his way to pilgrimage in Mecca.

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বাংলার মাটিতে যেন ঠাঁই পাই-

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক উদ্বেলিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে ভাষণদান প্রসঙ্গে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেন যে, ঢাকা জেল গেটে সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের সময় আমি মনে মনে নিকৃষ্টতম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই বিশ্বাস ছিল জনগণের ইচ্ছার জয় অবশ্যই হইবে।

তিনি বলেন, "জেলের অভ্যন্তরে আমাকে দেশরক্ষা আইন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যখন বলা হইল তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কারণ, ১২টি মামলা তখনও আমার বিরুদ্ধে ঝুলিতেছিল।" শেখ সাহেব বলেন, "জেল গেটে আগমনের পর আমি বিপদের আঁচ করিতে পারি। সামরিক কর্মচারীরা আমাকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে।" তিনি আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে এক মিনিটের সময় চাহিয়া লই। সেই সময়ে জেল ফটক হইতে একটু মাটি তুলিয়া কপালে ঠেকাই তারপর বলি, হে আমার বাংলা দেশের মাটি, যেখানেই আমার মৃত্যু হোক না কেন তোমার বুকে যেন একটু ঠাঁই পাই।"

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বঙ্গবন্ধু

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ছাত্র জনগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রিয় নেতাকে এই উপাধি দানের কথা ঘোষণা করেন এবং এই ব্যাপারে জনগণের মতামত জানিতে চাহেন। সঙ্গে সঙ্গে গগন বিদারী ধ্বনির মধ্যে জনতা ইহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিবের সংগে নেতৃবৃন্দের আলোচনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) সকালে লাহোরে অবস্থানরত এয়ার মার্শাল আজগর খান, বেগম আজগর খান, বিচারপতি জনাব এস এম মুর্শেদ, সরদার শওকত হায়াত খান এবং মালিক গোলাম জিলানীর সহিত টেলিফোনে আলাপ করেন।

প্রাথমিক কর্মসূচী অনুযায়ী অদ্য (সোমবার) লাহোর গমনের পর শেখ মুজিব মালিক গোলাম জিলানীর সহিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবেন। এবং উক্ত দিনই রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা করিবেন। অদ্য সকাল ১১টায় শেখ মুজিব ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

গতকল্য বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি শেখ মুজিবরের সহিত তাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা মিঃ মনি সিংহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশন কেন্দ্র হইতে পর্যাপ্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের দাবী জানান।

রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব রেডিও পাকিস্তান হইতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন যে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে "এমন কিছু নাহি আছে" –যাহার জন্য ইহার প্রচার বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি ইহাকে "মুর্খদের কাণ্ড" বলিয়া অভিহিত করেন।

তিনি বলেন যে, জনগণ সেক্সপীয়ার, হাফিজ, এরিষ্টটল, মার্কস, মাও সে তুং, গ্যাটে লেনিন প্রমুখ মহামানবের রচনা পড়ে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য। অনুরূপভাবে জনগণ কিছু শিখিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা ভাষী জনগণের কবি নয়, তিনি বিশ্বকবি।

শেখ সাহেব বলেন যে, গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ আবদুল হাইকে "রবীন্দ্র সঙ্গীত" লিখিবার জন্য নাকি আদেশ দিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ আবদুল হাই নাকি তখন গভর্ণরকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি (আবদুল হাই) যদি রবীন্দ্র সঙ্গীত লেখেন তাহা হইলে তাহা রবীন্দ্র সঙ্গীত না হইয়া "আবদুল হাই সঙ্গীত হইবে"।

দৈনিক পয়গাম
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শেখ মুজিবের সঙ্গে দুই দফা বৈঠক

অতঃপর জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবর রহমানের সংগে দ্বিতীয় দফা অর্ধ ঘণ্টাকাল এক বৈঠকে মিলিত হন। ইতিপূর্বে জনাব ভুট্টো ঢাকা আগমনের অব্যবহিত পরে। শহীদ মিনার ও গোরস্তানে ফাতেহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি শেখ মুজিবের সংগে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মিলিত হন। শেখ মুজিবের বাসভবনেই তাহারা ৪০ মিনিটকাল এই আলোচনা চালান। জনাব ভুট্টো পরে জানান যে, তাহারা 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় আলোচনা করেন। তাহারা পরস্পর কোলাকুলিও করেন। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
মুজিবের নিকট ভুট্টোর টেলিফোন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মুক্তি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিব গত শনিবার পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সর্বপ্রথম পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট হইতে একটি টেলিফোন কল পান। শেখ সাহেব সহাস্যে তাহার সহিত কয়েক মিনিট আলোচনা করেন। জনাব ভুট্টো তাহাকে খোশ আমদেদ জানান। গতকল্য (রবিবার) ঢাকায় আগমনের পর জনাব ভুট্টো শেখ সাহেবের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মিলিত হন।

দৈনিক পয়গাম
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শেখ মুজিবের মুক্তিতে জনতা-ছাত্রর উল্লাস
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত শনিবার বেলা পৌণে বারটার সময় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবকে একটি সামরিক গাড়িতে করিয়া তাঁহার ধানমণ্ডিস্থ

বাসভবনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এই খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার উল্লসিত ছাত্র-জনতা তাহাদের প্রিয় নেতাকে দেখিবার জন্য শেখ সাহেবের বাসভবনে উপস্থিত হয়। ছাত্রজনতার কণ্ঠে মুহুর্মুহু শ্লোগান উত্থিত হইতে থাকে 'জয় জনতার জয়' আর জেলের তালা খুলেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি।

শেখ মুজিব তাহার বাসভবনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতার প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এই সময় শেখ মুজিবের স্ত্রীকে আনন্দাশ্রু উদ্বেল ও বাক-রুদ্ধ-অবস্থায় দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার বাসভবন এবং সম্মুখস্থ রাস্তাঘাট জনারণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঢাকা শহরের মানুষ; জনগণ তাঁহার বাসভবনের দিকে ঢেউয়ের মতো ছুটিয়া চলিয়াছে –পথে শুধু মানুষ আর মানুষ।

দৈনিক পয়গাম
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শেখ মুজিবের মুক্তিতে নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

রাওয়ালপিণ্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী।– গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ বিকালে সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি দানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করায় তাহারা এখন আর কোন বিলম্ব না করিয়া প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানপূর্বক সকল শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন।

ফখরুদ্দিন
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ফখরুদ্দিন আহমদ বলেন যে, প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক ঘোষণা তাঁহার মহান দেশ প্রেমের একটি নির্ভুল প্রমাণ। ইহা আরও প্রমাণ করে যে, তিনি সকল ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে স্থান দিয়াছেন। ইহা মহান রাষ্ট্রনায়কত্বের পরিচায়ক।

আজমল আলী চৌধুরী
কেন্দ্রীয় শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ উজির জনাব আজমল আলী চৌধুরী বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তকে পাকিস্তানের ইতিহাসের এক অদ্বিতীয় ঘটনা বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

তিনি এক বিবৃতিতে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি সুযোগের সর্বাধিক ব্যবস্থার ও জনগণের অধিকতর স্বার্থে অবিলম্বে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানান।

তিনি দেশের স্বাভাবিক অবস্থা আইন ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার জন্য প্রেসিডেন্টের ভাবধারা বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জানান। কেননা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমাদের সকল সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিব কর্তৃক আতাউর রহমানকে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণের দাবী

ঢাকা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী।– শেখ মুজিবর রহমান আজ এপিপি প্রতিনিধিকে বলেন যে, জনাব আতাউর রহমান খানকেও গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান উচিত ছিল। শেখ মুজিব আজ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনাব আতাউর রহমান খানের সহিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াও উল্লেখ করেন। শেখ মুজিব উল্লেখ করেন, তাঁহার নেতৃত্বে একটি ৯-সদস্যের আওয়ামী লীগ দল আগামীকাল রাওয়ালপিণ্ডির পথে ঢাকা ত্যাগ করিতেছে। রাওয়ালপিণ্ডি গমনের পূর্বে শেখ মুজিব লাহোরে লেঃ জেনারেল আজম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি মুর্শেদ এবং মালিক গোলাম জিলানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। 'ডাক'-এর কোন বৈঠকে যোগদানের পূর্বে তিনি 'ডাক' নেতাদের প্রত্যেকের সহিত আলাদাভাবে আলাপ-আলোচনা করিবেন বলিয়া জানান।

আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলে যাহারা রাওয়ালপিণ্ডি যাইতেছেন তাহারা হইলেন: জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, মীজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, এম এ আজিজ, রইসউদ্দিন এবং মতিউর রহমান। –এপিপি।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গুলি ও বেয়োনেটের সম্মুখে বুক পাতিয়া রক্তের বিনিময়ে আমাকে যাহারা মুক্ত করিয়াছে তাহাদের সহিত কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিব না : মুজিব : জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) রাজধানী ঢাকা নগরী ছিল বিশাল রেসকোর্স ময়দানে, কেননা জনতার নেতা শেখ মুজিবের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য প্রতিটি নাগরিকই

গত কয়দিন ধরিয়া যে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, গতকল্য তাহাদের সেই তৃষ্ণা কিছুটা নিবারিত হয়।

বলা বাহুল্য, সুদীর্ঘ তিন বৎসর পর প্রিয় নেতা বক্তৃতার মাঝে নাগরিকগণ তাহাদের আশা-আকাংখা, দাবী দাওয়া ও অভাব অভিযোগেরই সুর প্রতিধ্বনি হইতে শুনিয়াছে।

রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব উপস্থিত হইয়াছিলেন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা না করা সম্পর্কে ম্যাণ্ডেট গ্রহণ করিতে, জনতার রায় শ্রবণ করিতে। জনতার রায় প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহার বৈঠকে যোগদানের স্বপক্ষে। শেখ মুজিব স্মরণকালের বৃহত্তম শ্রমিক, কৃষান-গণ-ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দান করিতে উঠিয়া দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের যে আস্থা তাঁহার প্রতি রহিয়াছে উহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তিনি কোনদিন করিবেন না। তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতীত জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতেছেন; তাহাদের দাবী-দাওয়া সম্মেলনে তুলিয়া ধরাই তাঁহার মহান দায়িত্ব। জনগণের দাবী আদায় করিতে না পারিলে তিনি অবশ্যই সম্মেলন বর্জন করিয়া আসিবেন। লক্ষ লক্ষ লোকের সাগ্রহ দৃষ্টির সম্মুখে তাহাদের "নয়ম মনি" বলিয়া মর্যাদা ভূষিত এবং তাহাদের দ্বারা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গ-শার্দুল বলিয়া আখ্যায়িত শেখ মুজিব আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, যাহারা আমার মুক্তির জন্য উদ্যত ব্যায়নেট আর নৃশংস বুলেটের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছে, যাহাদের পবিত্র রক্তে আমার ও আমার অন্যান্য সহযোগী বন্ধুদের মুক্তির পথ সুগম হইয়াছে তাহাদের ঋণ আমি কোন দিন শোধ করিতে পারিব না–তাহাদের প্রতি আমি কোন দিনই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।

তিনি বলেন, "আমার ছাত্র বন্ধুরা আমাকের প্রশ্ন করে যে, আমি ১১-দফা মানি কি না। তদুত্তরে আমি তাহাদের বলিয়াছি যে, আজ আমার চাইতে খুশী ও সুখী আর কেহই হইতে পারে না। কেননা, যে ৬-দফা দাবী পেশ করিয়া অতীতে আমি শাসকচক্রের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলাম সেই ছয় দফা সম্পূর্ণরূপে আমার ছাত্র ভাইদের ১১ দফার মধ্যে প্রতিভাত। কাজেই, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি যে, তাহাদের ১১-দফা দাবীর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন রহিয়াছে। যতদুর দৃষ্টি যায় ততদুর পর্যন্ত এবং নিকটবর্তী বৃক্ষশীর্ষ ও ক্লাব ভবনগুলির ছাদে (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জনতার ভারে জামখানা ক্লাবের একটি টালির ঘরের ছাদ গতকল্য ভাঙ্গিয়া

পড়ে) অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ লোকের গগন বিদারী ধ্বনি এবং সেই সঙ্গে চতুর্দিক হইতে ফুলের পাপড়ির বৃষ্টির মধ্যে শেখ মুজিব গতকালকার এই ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, এখন আর সংখ্যা সাম্যের প্রশ্ন নহে, বরঞ্চ জনসংখ্যার ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী আদায়ের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হইবে এবং এই মর্মেই নয়া শাসনতন্ত্র এই প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। তিনি বলেন যে, অতীতে সংখ্যা সাম্যের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া পূর্ব পাকিস্তানীরা সর্বত্রই ঠকিয়াছে।

তিনি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টকে দেশের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গঠনের দাবী জানান।

শেখ মুজিবর রহমান অপরাহ্ন ৪.২৩ মিনিটের সময় বক্তৃতা শুরু করেন এবং ৫.১০ মিনিটে শেষ করেন। শেখ সাহেব বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দন্ডায়মান হইলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন। স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে শেখ সাহেব 'আমার বন্ধুরা' সংগ্রামী ছাত্র বন্ধুরা! আমার ভায়েরা, আমার বোনেরা, আমার মজদুর-কিষাণ ভায়েরা! আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন" বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুরু করেন।

এই বিশাল জনসভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা জনাব তোফায়েল আহমদ সভাপতিত্ব করেন।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, বর্তমান সরকার জনগণের সব দাবী পূরণ করিয়া লইলে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণে প্রস্তুত রহিয়াছেন। সব দাবী পূরণ করিতে যাইয়া প্রয়োজনবোধে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

তিনি স্নেহভরে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের মাথা চাপরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলেন যে, যদি পুনরায় আমি জেলে যাই–ইহারাই দুর্বার সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া আমাকে মুক্ত করিবে।

শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি ন্যাপপ্রধান মওলানা ভাসানীকেও রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ছয়-দফার ভিত্তিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সহ সাব-ফেডারেশন গঠনের দাবী জানাইবেন।

শেখ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের প্রশ্নটি জনগণের ভোট দ্বারা মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন যে, পাঞ্জাব, সিন্ধু বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মজলুম ও নির্যাতিত জনগণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অপরিসীম মমতা রহিয়াছে। আমাদের সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে এবং সেই শোষকদের সদর দফতর হইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

বিচ্ছিন্নতাঃ

পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইতে চায় বলিয়া অভিযোগ হাস্যাস্পদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেন বিচ্ছিন্ন হইবে। কাহারও ভাল না লাগলে তাহারা আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারে।

শেখ মুজিব তাঁহার ৬ দফা দাবী বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রদেশের সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে সকল পর্যায়ের পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা।

শেখ মুজিব তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে ইহার পর হইতে ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আমি ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসী নই। কোনরূপ ভয়ভীতি দ্বারা আমাকে দমান যাইবে না। এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও কাছে আমি আমার মস্তক অবনত করিব না। শেখ মুজিব বলেন, দীর্ঘ দিনেও এই দেশের ছাত্র, কৃষক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিকসহ নির্যাতিত জনতা তাহাদের অধিকার পায় নাই। জালেমের পর জালেম এই দেশের শাসন ক্ষমতায় আসিয়াছে। কিন্তু জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন কিছুই হয় নাই।

তিনি সাম্প্রতিক গণআন্দোলনে নিহত ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আমার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনেও সাম্প্রতিক আন্দোলনের মত এত প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের কথা শুনি নাই। জাতি এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আন্দোলনের মাধ্যমে দুই প্রদেশের জনগণ একে অপরকে হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক এবং সামরিক চাকরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাস্বল্পতার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া সরকারি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

ছয় দফা ও ১১ দফা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমার ছয় দফাও এই ১১ দফায় স্থান পাইয়াছে। ১১ দফার জন্য আমি সক্রিয় আন্দোলন চালাইব।

প্রেস ট্রাষ্ট

তিনি সাংবাদিক নির্যাতন এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি প্রেস ট্রাষ্টকে "সরকারি চিপাকল" বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি বলেন যে, আমাদের সংগ্রাম সমগ্র জাতির জন্য কোন গোষ্ঠীর জন্য নয়।

রিলিফ কমিটি

শেখ সাহেব সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবার পরিজনদের সাহায্যের জন্য একটি সাহায্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই তহবিলের জন্য আমরা প্রত্যেকেই চাঁদা সংগ্রহ করিব। তাহাদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন যে, সরকারকে অবশ্যই এইসব ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

কমিশন

তিনি পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিচার বিভাগীয় কমিশন নিয়োগের দাবী জানান। তিনি এই সময় অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানেরও দাবী জানান।

তিনি সার্জেন্ট জহুরুল হক, ডঃ জোহা এবং আসাদুজ্জামানসহ অনেক মূল্যবান জীবনকে হত্যার তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন আমাদের সহ্যের সীমা আছে।

হুলিয়া

তিনি রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে অবিলম্বে হুলিয়া ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

স্বায়ত্তশাসন

শেখ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি সমর্থনের অনুরোধ জানান। আমাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইলে আমিও তাহাদের দাবী আদায়ের সংগ্রামে শরীক হইব।

গভর্ণর

শেখ মুজিবর রহমান সুতীব্র ও কঠোর ভাষায় প্রাদেশিক গভর্ণর মোনয়েম খানের সমালোচনা করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

দেশবাসীর প্রতি শেখ মুজিব : শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করুন

ঢাকা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

আজ রাত্রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আজ বিকালে ঢাকা ক্লাবের নিকট একটি দুঃখজনক ঘটনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। আজ রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষ লোকের জনসভায় সকলে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করে যে, তাহাদের আন্দোলনকে কোনমতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে এবং জনগণের আত্মত্যাগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে দেওয়া হইবে না।

এই শপথের প্রতি মর্যাদা প্রদানের জন্য আমি জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছি। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম পরিচালনার ফলশ্রুতি হিসেবে যে সম্ভাবনার আলো আমরা আজ দেখিতেছি উহা যাহাতে বিনষ্ট না হয় সে জন্য যে কোন মূল্যে আমাদিগকে শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। যে কোন উস্কানি এবং উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির মোকাবেলায় আমাদিগকে অবশ্যই ধৈর্য্য ও শৃংখলা রক্ষা করিতে হইবে। জনসাধারণকে কোনভাবে উত্তেজিত কিংবা প্ররোচিত না করার জন্যও আমি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। ঢাকা ক্লাবের সম্মুখস্থ দূর্ঘটনায় আহতদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাইতেছি।

উল্লেখ্য যে, পরে শেখ মুজিব মেডিক্যাল কলেজে আহতদের দেখিতে যান এবং তাদের সহিত কথাবার্তা বলেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ছাত্র নেতৃবৃন্দের হুঁশিয়ারী : বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা হইবে না

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) রমনা রেসকোর্সে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ তাঁহার তেজস্বী বক্তৃতায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার দাবী দাওয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে দেশের সংগ্রামী ছাত্র-জনতা কোন নেতাকেই এমন কি শেখ মুজিবের ন্যায় জনপ্রিয় নেতাকেও ক্ষমা করিবে না। সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতির ভাষণদানকালে ছাত্র নেতা জনাব তোফায়েল আহমদ উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ভাষণদানকালে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী আমরা শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, যতদিন পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া না হইবে–যতদিন পর্য্যন্ত বাংলার কারাগার হইতে বাংলার মানুষকে বাহির করিয়া আনিতে না পারিব ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন থামিবে না। সম্বর্ধনা সভায় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা জনাব মাহবুবুল হক দুলন, জনাব সাইফুদ্দিন মানিক জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী ও জনাব মাহবুব উল্লাহ বক্তৃতা করেন।

জনাব তোফায়েল আহমদ আবেগময় ভাষায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, ১১ দফা দাবী আদায়ের জন্য ছাত্র শ্রমিক, কৃষক, শহীদ হইয়াছেন এবং শহীদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের নেতাকে আমাদের মাঝে পাইয়াছি। তিনি শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তোমার প্রতি এদেশের মানুষের অগাধ বিশ্বাস রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে এদেশের মানুষ তোমাকেও ক্ষমা করিবে না। জনাব তোফায়েল আহমদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ছাত্র সমাজ পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক তথা দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ বাংলার শ্রমিক-কৃষক মাঝি তথা মেহনতি মানুষ শিখিয়াছে কিভাবে তাহাদের ন্যায্য অধিকার ছিনাইয়া আনিতে হয়।

জনাব তোফায়েল আহমেদ বক্তৃতাকালে মঞ্চের চারিদিক হইতে তাঁহার উপর পুষ্পস্তবক ও ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করা হয় এবং জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া তাহাকে সমর্থন জানায়। তিনি বলেন যে, সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই সম্পৃক্ত করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছি। একমাত্র আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসে নাই সার্জেন্ট জহুরুল হক। জনাব তোফায়েল বলেন যে, সার্জেন্ট জহুরুল হক তাঁহার বুকের রক্ত দিয়া আমাদের এই সংগ্রামের পথকে সুগম করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমরা সব সময়ই শান্তি চাহিয়াছি।

জনাব তোফায়েল জনসংখ্যার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী রক্ষা না হইলে গোলটেবিল আলোচনা হইতে ফিরিয়া আসার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানান। ইহা ছাড়া বাংলা ভাষায় 'জাতীয় সঙ্গীত' ও ফৌজি ভাইয়েরা যেন ফৌজি অনুষ্ঠান বাংলায় শুনিতে পারে রাওয়ালপিণ্ডিতে গমন করিয়া সেই ব্যবস্থা করার জন্য জনাব তোফায়েল শেখ মুজিবের প্রতি অনুরোধ জানান।

জনাব তোফায়েল পূর্ব বাংলা হইতে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল বিলোপ করার দাবী জানান। তিনি ১১ দফার ভিত্তিতে সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্যও শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান। সর্বশেষে অন্ধকার বিদূরিত করিয়া যেন লাল সূর্য উঠে সেই কামনা করিয়া জনাব তোফায়েল তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

মাহবুবুল হক দুলন

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব মাহবুবুল হক দুলন সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ১১ দফার ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিল উহার স্বার্থক রূপায়ণ হিসাবে আমরা শেখ মুজিবর রহমানকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবের প্রতি আমাদের পূর্ণ-বিশ্বাসপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে ছাত্র সমাজ শেখ মুজিবকে স্মরণ করাইয়া দিতে চায় যে, দেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকের একমাত্র কর্মসূচী হইতেছে ১১ দফা। তিনি বলেন, ১১ দফা দাবীকে একমাত্র কোন গণতান্ত্রিক সরকারই গ্রহণ করিতে পারে–আইয়ুব সরকারের ন্যায় কোন স্বৈরাচারী সরকার এই দাবী মানিতে পারে না। জনাব মাহবুবুল হক দুলন বলেন, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সংগ্রামে সংগ্রামী মানুষ হিসাবে আপনাকে আমরা আমাদের সাথে চাই।

তিনি বলেন যে, ১১ দফা দাবীর সার্থক রূপায়ণ ছাড়া যে কোন আলোচনা হউক না কেন, বাংলার মানুষ কখনও তাহা মানিয়া নিবে না। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ প্রমাণ করিয়া গিয়াছে যে, আজ যে গণ-আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে ছাত্র সমাজই উহার পৃথিকৃৎ।

জনাব মাহবুব শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, যদি আপনি ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেন তাহা হইলে বাংলার ছাত্র সমাজ আপনার পিছনে থাকিবে।

সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক

সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় বলেন যে, ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমে আজ আমরা শেখ মুজিবকে আমাদের মাঝে পাইয়াছি। জনাব সাইফুদ্দিন মানিক স্বভাব সুলভ তেজস্বী কণ্ঠে বলেন যে আপনাকে পাইয়া দেশের মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও বহু রাজনৈতিক কর্মীই বহু দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি রহিয়াছে।

তিনি বলেন, আপনার নিকট আমাদের দাবি–যে আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আপনাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। সেই আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া আপনি রাজনৈতিক কর্মীদের ফিরাইয়া আনুন।

জনাব সাইফুদ্দিন মানিক বলেন, আমাদের পূর্বশর্ত এখনও পূরণ করা হয় নাই। গণ-আন্দোলনে যাহারা পুলিশ সামরিক বাহিনীর গুলীতে বেয়নেটে নিহত বা আহত হইয়াছেন তাহাদের ক্ষতিপূরণ আজও দেওয়া হয় নাই। তিনি বলেন, কাজেই আমাদের অনুরোধ আপনি গোলটেবিল বৈঠকে যাইবেন না।

জনাব সাইফুদ্দিন মানিক বলেন, যে আইয়ুব সরকার আমাদের মায়ের বুক হইতে পুত্রকে ছিনাইয়া নিয়াছে–ভাইয়ের বুক হইতে ভাইকে ছিনাইয়া নিয়াছে–বন্ধুর কাছ হইতে বন্ধুকে ছিনাইয়া নিয়াছে সেই আইয়ুবকে ক্ষমতায় রাখিয়া কোন আলোচনা হইতে পারে না। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের বুকের রক্ত দিয়া যে আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়াছে–সেই সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক শেখ মুজিবকে অনুরোধ জানান। জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক বলেন, আজ আইয়ুব শাহী নানা রকম টোপ-নানা রকম প্রলোভন প্রদান করিতেছে। তিনি ঘোষণা করেন, আমরা শাসনতন্ত্র সংশোধন চাইনা–আমরা এই শাসনতন্ত্র বাতিলের দাবী করিতেছি।

তিনি বলেন যে, আইয়ুব সরকার কোন রকম প্রলোভন দিয়াই পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে পারিবে না।

খালেদ মোহাম্মদ আলী

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী বলেন, পূর্ব বাংলার জনগণের দাবী আদায়ের একমাত্র পথ রহিয়াছে সংগ্রামের পথে।

তিনি শেখ মুজিবকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষ আজ নেতার দিকে তাকাইয়া আছে–নেতার বহু সহকর্মী এখনও হুলিয়ার ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছে। এইসব রাজকর্মীর মুক্তির ব্যবস্থার জন্য জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান।

মাহবুবুল্লাহ

সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা জনাব মাহবুবুল্লাহ সম্বর্ধনা সভায় ভাষণদানকালে বলেন, এদেশের শত শত বীরের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা শেখ মুজিবকে আমাদের মাঝে পাইয়াছি।

তিনি শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলেন, বহু শহীদের বুকের রক্তে লেখা যে নাম–সেই ১১ দফাকে আপনি সংগ্রামের মাধ্যমে আগাইয়া নিয়া চলুন।

জনাব মাহবুবুল্লাহ বলেন যে, এখনও বহু রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি রহিয়াছে ফলে বহুকর্মী এখনও আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

তিনি শেখ মুজিবের উদ্দেশে বলেন, আজ আমাদের দাবী একটি মাত্র রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধেও হুলিয়া জারি থাকা পর্যন্ত আপনি গোলটেবিল বৈঠকে যাইবেন না।

তিনি বলেন যে, আজও প্রেস ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল হয় নাই। তিনি বলেন, আইয়ুব সরকারের সহিত কোন আপোষ নাই। এ সরকারের সহিত আমাদের মরণজয়ী লড়াই। জনাব মাহবুবুল্লাহ বলেন, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কায়েম না হইবে

যতদিন পর্যন্ত ১১-দফা দাবী কায়েম না হইবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলিবে।

তিনি বলেন, মানুষ আজ মরণকে ফুলের মালার মত বরণ করিয়া নিয়াছে। কাজেই জানাইয়া দিতে চাই সাম্রাজ্যবাদীর শৃঙ্খল ভিন্ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি না আসা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলিবে। জনাব মাহবুবুল্লাহ মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের আহ্বান জানান। সব শেষে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষ সংগ্রামে প্রস্তুত রহিয়াছে কিন্তু সংগ্রাম করিতে হইলে শৃংখলা ও শান্তির প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র হইতে অব্যাহতির পর : শেখ মুজিব পরিবারের মর্মস্পর্শী ঘটনাবলী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

তিন বছরের অধিককাল আটক থাকার পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার জৈষ্ঠ কন্যা হাসিনা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলেন। পিতাকে দর্শন করার পরে ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া পড়ায় তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। দরবিগলিত ধারায় তিনি পিতাকে আলিঙ্গণ করেন। সম্প্রতি হাসিনার বিবাহ হইয়াছে। তিনি পিতাকে দেখার জন্য ছুটিয়া আসেন এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে থাকায় তাহার বাক্যস্ফুরণ পর্যন্ত হয় না।

শেখ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা রেহানা ড্রয়িং রুমে তাঁহার খেলার সাথীর সহিত খেলায় মগ্ন ছিল। পিতার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে পিতার কোলে ঝাপাইয়া পড়ে এবং পিতাপুত্রী একে অপরের চুমো খায়।

৭ম শ্রেণীর ছাত্রী রেহানা এপিপি'র প্রতিনিধিকে জানান যে, তাঁহার ভাই কামাল পিতার মুক্তির খবর দিয়াছিল কিন্তু সে উহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতা হাসিনা জানান যে, তিনি রোকেয়া হলের পথে পায়চারী করিতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈক বেয়ারা তাঁহাকে তাহার পিতার মুক্তিলাভের খবর পৌঁছায় এবং তিনি পিতাকে দেখার জন্য বাড়ীতে ছুটিয়া আসেন। তিনি বলেন যে, তিনি একটি অটোরিকশাযোগে যাওয়ার সময়ে ড্রাইভার তাঁহার পিতার মুক্তির সংবাদ সমর্থন করেন এবং বলেন যে, তিনি ড্রাইভার স্বয়ং শেখ সাহেবের সহিত করমর্দন করিয়াছেন। হাসিনা বলেন যে, তিনি ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, তাহার পিতা ৩রা মার্চ

মুক্তি লাভ করিবেন। তিনি বলেন যে, তাহার 'স্বপ্ন' যে এত শীগগীর ফলপ্রসূ হইবে উহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই।

এপিপি জানাইতেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের পত্নী বেলা প্রায় একটার দিকে স্বামীর জন্য কিছু খাবার তৈরী করিতেছিলেন। তিনি কুর্মিটোলায় শেখ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই খাবার দেওয়ার আশা করিতেছিলেন। এই সময়ে কতিপয় সামরিক অফিসার জীপযোগে তাঁহার স্বামীকে লইয়া তাহার বাড়ীতে উপনীত হন। এই জীপে এডভোকেট জুলমত আলী খানও ছিলেন।

এই সময়ে শেখ সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হন এবং স্বামীকে জিজ্ঞাসা করার পর জানিতে পারেন যে, তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া মামলা প্রত্যাহৃত ও সকল অভিযুক্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানিতে পারেন।

শেখ সাহেবের গায়ে কোট ছিল এবং তাহার মুখে চিরপরিচিত পাইপও শোভা পাইতেছিল। বেগম মুজিব তাহাকে প্রথম ঠাণ্ডা সরবত পরিবেশন করেন। তিনি জানান যে, শেখ সাহেব তত সুস্থ বোধ করিতেছেন না।

পূর্ববর্তী রাত্রে বেগম মুজিব শেখ সাহেবের সহিত ক্যান্টনমেন্টে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে (শেখ সাহেবকে) ডাল রান্না করিতে দেখেন। শেখ সাহেবের পুত্র কন্যারাও তাহার মুক্তির পর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর কন্যা মিসেস আখতার সোলায়মান ও জনাব সোলায়মানও শেখ সাহেবের বাসায় ছিলেন। তাহারা এপিপিকে জানান যে, শেখ সাহেবের মুক্তি লাভের ফলে তাহারা অত্যন্ত খুশী হইয়াছেন। মিসেস সোলায়মান আরও জানান যে, গোলটেবিল বৈঠকে ডাক নেতৃবৃন্দ শেখ সাহেবের উপস্থিতিকে অপরিহার্য মনে করিতেছিলেন।

বেগম সোলায়মান বলেন যে, তিনি পূর্বতন বারে শেখ সাহেবের পত্নীকে বলিয়াছেন যে, শেখ সাহেব মুক্তি লাভ করিবেন এবং এই কারণে তাঁহারা ঢাকা আগমন করিয়াছেন।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখ মুজিবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ

হইতে বি এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি স্কুল জীবনেই বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে তাহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা রহিয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জীবন হইতে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তিনি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন ভক্ত ও অনুগত। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতিতে ঝাপাইয়া পড়েন। তিনি তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। এই সময় হইতে তাহাকে বারে বারে জেলে যাইতে হয় এবং বর্তমান ষড়যন্ত্র মামলাসহ তিনি নিরাপত্তা বন্দী, দেশরক্ষা বন্দী হিসাবে মোট ৮ বৎসর কারাগারে কালযাপন করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার এবং পরে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রী জারীর পর আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৫৩ সাল হইতে দীর্ঘ কাল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৬ সালে দেশরক্ষা বন্দী হিসাবে তাঁহাকে আটক করার পূর্বে তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচী ঘোষণার পরই তাহাকে বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার করা হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পরে তাহাকে দেশরক্ষা বিধিবলে গ্রেফতার করা হয় এবং আজ মুক্তিলাভের পূর্বে তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে তাহাকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। কোন মামলায়ই উল্লেখযোগ্য যে, সরকার তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রেসকোর্সের ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিব কর্তৃক সার্বভৌম পার্লামেন্ট দাবী : বিজয়-উল্লাসে মুখরিত ঢাকা নগরী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) শেখ মুজিবর রহমানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে সমগ্র ঢাকা নগরী যেন বিজয় উল্লাসে মুখর হইয়া ওঠে। উৎসব-মুখর পরিবেশে রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সমাবেশে লক্ষ লক্ষ লোক শেখ মুজিবর রহমান ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহিত একযোগে হস্ত উত্তোলিত করিয়া ১১-দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার বজ্রদৃঢ় শপথ গ্রহণ করে।

লাখো কণ্ঠে শপথ উচ্চারণ করিয়া বলা হয়, ১১ দফার প্রশ্নে কোন আপোষ নাই, ১১ দফার সংগ্রাম চলবে চলবে।

গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবর রহমানকে ছাত্র জনতার রায় জানাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এই জনসভার আয়োজন করা হয়।

সভায় জনাব শেখ মুজিবর রহমান ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ও সংগ্রামী জনগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলেন যে, ১১-দফা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে শরীক হইবেন।

তিনি তাঁহার বক্তৃতার সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠনের দাবী জানান এবং বলেন যে, সংখ্যা সাম্যের বিলোপ করিয়া জনসংখ্যার অনুপাতে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তিনি বলেন, তিনি 'পিণ্ডি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়া এই দাবী পেশ করিবেন। বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল ও নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে পূর্বাহ্নে সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ সাহেব বলেন যে, শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া অথবা নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া এই দাবী সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে।

শেখ মুজিবর রহমান ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ও দেশরক্ষা ব্যবস্থার স্বয়ং সম্পূর্ণতার দাবীর পুনরুক্তি করেন এবং এক ইউনিট বাতিল পূর্বক পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবন দাবী করেন।

পূর্ব-পশ্চিমে ঐক্য

শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ১২ কোটি শোষিত জনগণকে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এই ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে হইবে।

শেখ সাহেব আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মজলুম জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ জনতার ভাই। তাঁহারা একে অন্যকে ভালবাসেন। ১২ কোটি মানুষ। সাধারণ শক্তি হইতেছে ২০/২২ ধনিক পরিবার। এই গুটিকতক শিল্পপতি পরিবারই দেশের সমগ্র সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ পকেটস্থ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, এই কায়েমী স্বার্থই নিজেদের স্বার্থে পাকিস্থানের উভয় অংশের জনগণকে পরস্পর হইতে বিছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়।

শেখ মুজিব বাঙ্গালী অবাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পাকিস্তানের জনগণ শুধু মুষ্টিমেয় ধনিক আর আমলার সুখের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম করেন নাই। তিনি পুঁজিপতিদিগকে শ্রমিকদের সুখ সুবিধার প্রতি নজর দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন যে, দুনিয়ার হাওয়াই আজ অন্যরকম। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ করা হইতে থাকিলে এবং মুনাফা লালসা কিছুটা সংযত না হইলে আগামীতে কলকারখানা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

শেখ মুজিব আইয়ুবশাহীর গত ১০ বৎসরের নির্মম শাসন শোষণের বিশেষভাবে সম্প্রতি দেশব্যাপী গণহত্যার ও অত্যাচারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সম্প্রতি গুলীবর্ষণের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠান এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বর্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তিনি গভর্ণর মোনায়েম খানের আশু অপসারণ দাবী করেন।

হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবী

শেখ মুজিব দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে জারীকৃত হুলিয়াসমূহ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া বলেন, এই সব নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকের নামে ১৫/২০ বৎসর যাবত হুলিয়া জারী রহিয়াছে। শেখ মুজিব তাঁহার দীর্ঘ কারাজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলিয়া ধরেন।

শেখ মুজিব সাহিত্য সংস্কৃতির উপর হামলা ও সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করিয়া বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের দাবী জানান। তিনি বলেন, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞানের কোন সীমারেখা নাই। আমরা সেক্সপীয়ার, গ্যাটে, মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং এর বই পড়িব, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও পড়িব। শেখ মুজিবর রহমান ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বান অনুযায়ী প্রতিটি মহল্লায় ও গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার আহ্বান জানান। তিনি এই সব কমিটিকে শান্তি রক্ষা করারও আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ভাসানী মুজিবের সহিত ভুট্টোর সাক্ষাৎকার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড এ ভুট্টো ঢাকা আগমনের পর মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমানের সহিত একাধিকবার সাক্ষাৎ করেন। এই তিন নেতার মধ্যকার বিভিন্ন বৈঠকে

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে। এই সকল বৈঠকে ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণজনিত পরিস্থিতি আলোচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মওলানা ভাসানীর সহিত তাঁহার আলোচনা সন্তোষজনক বলিয়া জনাব ভুট্টো প্রকাশ করেন।

অবশ্য তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে গুলীবর্ষণ অব্যাহত থাকায় বিশেষ করিয়া এই দিনে ঢাকায় নতুন করিয়া গুলিবর্ষণের ফলে সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে; ফলে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে তিনি যোগদান করিবেন কিনা উহা বলা এই মূহুর্ত তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। পিপিপি প্রধান বলেন যে, সরকার একদিকে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন অপর পক্ষে নির্যাতন ও দমননীতি সমানে চালাইয়া যাইতেছেন। প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব কর্তৃক অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্তের ফলে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব ভুট্টো বলেনঃ ইহা শেখ মুজিবের বিবেচনার বিষয়।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, তিনি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মধ্যকার বিরোধ সীমিত করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। তিনি বলেন যে, মওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও তাঁহার দলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি এখনও বলবৎ রহিয়াছে।

জনাব ভুট্টো পরে রাত্রে শেখ মুজিবের সহিত দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। এই সভা শেষে তিনি মওলানা ভাসানীর সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন।

জনাব জেড, এ, ভুট্টো পূর্বাহ্নে ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে গোলটেবিল বৈঠক একমাত্র মোক্ষম বিষয় হইতে পারে না। আমাদিগকে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অবশ্যই খোলা মন লইয়া বিষয়টি বিবেচনা করিতে হাইবে। তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবর সহ সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দানের ফলে প্রস্তাবিত সম্মেলনের পথে প্রধান অন্তরায় সমূহ দূরীভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার আরও কতিপয় অসুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে। আর স্বৈরতন্ত্রের এজেন্টরা ইহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে। তিনি বলেন যে, অত্যাচারের প্রতীক গভর্ণর মোনায়েম খান এখনও গদীনসীন রহিয়াছেন।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, সরকার এখন নির্বিচারে গুলী চালনা করিয়া পরিবেশকে জটিল করিয়া রাখিয়াছেন। প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে তাঁহার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনা করিবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিনি সরাসরি উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

তিনি বলেন যে, ঢাকায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সহিত আলোচনা শেষে এ ব্যাপারে তিনি মতামত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি আরও বলেন, একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন বাসী হইয়া গিয়াছে। অথচ বিগত ১১ বছর যাবত উহাই ছিল যুগের ধারা। জনাব ভুট্টো বলেন যে, সরকার বিরোধীদলসমূহের মধ্যকার ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য সদা সচেষ্ট রহিয়াছে। তিনি বলেন, নীতির ভিত্তিতে বিরোধীদলসমূহের মধ্যে ঐক্য দৃঢ়তর হইতে পারে। তিনি বলেনঃ তিনি বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়া জাতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁহার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দান করেন।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে যদি পূর্ব পাকিস্তান হইতে সর্বসম্মত প্রার্থী দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি উহার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না।

তিনি ছাত্রদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, ছাত্র নেতারাই আজকের দিনের সত্যিকার নেতা। তাহারাই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছে। এবং এই বিজয় গৌরব পাকিস্তানের যুব সমাজেরই প্রাপ্য।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হইলে তিনি বলেন যে, জনগণের নিকট হইতে উত্থিত সকল দাবী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরীক্ষা ও বিবেচনা করা উচিত। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে উহা ধরিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। সমগ্র দেশের জনগণ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রগণ বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। তাহারা স্বৈরাচারী শক্তির মোকাবিলায় মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পাশব শক্তিই অধিকতর ক্ষমতাশালী নহে। তিনি বলেন, সরকার তার শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে আর উহার ফলে জনগণ এই 'ডাণ্ডা' ভঙ্গ করিয়াছে। দেশরক্ষা বিধিবলে আটকাবস্থা হইতে মুক্তিলাভের পর জনাব ভুট্টোর ইহাই প্রথম ঢাকা সফর। তিনি ঢাকায় আগমনের পর শহীদ মিনার পরিদর্শন ও উহাতে পুষ্পস্তবক দান করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত বর্তমান সরকারের গুলীর শিকার সংগ্রামী বীরদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আজিমপুর গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদদের মাজার পরিদর্শন ও ফাতেহা পাঠ করেন।

ইহাছাড়া শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের মাজারও পরিদর্শন এবং ফাতেহা পাঠ করেন।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মনি সিং-মুজিব আলোচনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জননেতা মনি সিং গতকাল (রবিবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই দীর্ঘস্থায়ী বৈঠকে তাঁহারা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রশ্নে আলোচনা করেন।

আজাদ

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান প্রশ্নে ন্যাপের সাতটি পুর্ব্বশর্ত্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্র সমাজের ১১ দফা আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণসহ সাতটি পূর্ব্বশর্ত্ত পূরণ না হইলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী পন্থী) যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির যুক্ত বৈঠকে ষোল ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার পর গতকাল সোমবার রাত্রে গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদান সম্পর্কে এই সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে গত রবিবার অপরাহ্নে ঢাকায় ন্যাপের বৈঠক আরম্ভ হয়।

ন্যাপ বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ছাত্রদের এগার দফা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইলে গোলটেবিল বৈঠক ফলপ্রসু হইবে। পূর্ব্বশর্ত্ত সমুহ মানিয়া লইলেই কেবল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ন্যাপ সভার প্রস্তাবে ফলপ্রসু গোলটেবিল বৈঠকের জন্য উত্থাপিত দাবীসমূহ যাহাতে মানিয়া লওয়া হয় সেইদিকে সরকার ও বিরোধী দলসমূহকে লক্ষ্য রাখিতে বলা হইয়াছে। সরকার বৈঠকের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন।

এক প্রস্তাবে সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সরকার গুলী, গ্রেফতার, কারফিউ ইত্যাদি নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন স্তব্ধ করিতে পারেন নাই এবং জনগণ এই সমস্ত

নির্য্যাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়া অগ্রসর হইয়াছে। নির্য্যাতন দ্বারা স্তব্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়া সরকার আন্দোনল দমাইবার উদ্দেশ্যে অন্যতম পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেন।

ন্যাপ প্রস্তাবে "জনগণ রক্ত ও ত্যাগের মাধ্যমে" সরকারকে জরুরী অবস্থা ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানী জনসভায় দুই মাসের মধ্যে ১১ দফা মানিয়া লওয়া না হইলে 'কর ও খাজনা বন্ধের' আন্দোলন শুরু করার যে ঘোসণা করিয়াছেন তাহা সভায় অনুমোদন করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব শর্ত্ত

ন্যাপ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের নিম্নরূপ পূর্ব্বশর্ত দিয়াছে:

ছাত্রদের ১১ দফা গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তি করিতে হইবে। (২) সামরিক বাহিনী ও পুলিশের গুলীতে যাহারা নিহত ও আহত হইয়াছেন তাহাদের পরিবার বর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান। (৩) যাহাদের পূর্ব্বাঞ্চলে পাঁচ একর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমাঞ্চলে সাড়ে বার একর পর্য্যন্ত জমি রহিয়াছে তাহাদের রাজস্ব সব সময়ের জন্য মওকুফ এবং বকেয়া খাজনা ও ট্যাক্স মওকুফ। (৪) শ্রমিকদের বাঁচার মত দাবী অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ এবং শ্রমিক বিরোধী কালাকানুন বাতেল আন্তর্জ্জাতিক শ্রম সংস্থার চার্টার মানিতে হইবে। (৫) নিরাপত্তা আইন ও প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল। প্রগ্রেসিভ পেপার লিমিটেডকে মুল মালিকের হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৬) বন্যা নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ এবং বন্যাদুর্গত এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা। (৭) কৃষক ও জেলেদের ঋণ আদায় বন্ধ।

সভায় গুলীতে নিহত শহীদদের অভিনন্দন জানান হইয়াছে এবং ১৯৬০ সালে লাহোর দুর্গে হাসান, নাসির কিভাবে মারা গিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করার দাবী করা হয়।

Pakistan Observer

25th February 1969

Mujib leaves for Pindi : Common stand for talks envisaged

By A Staff Correspondent

Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Monday that he would hold discussions with the DAC and other Opposition leaders to thrash out a common stand for talks before

he joins proposed talks of President Ayub with the DAC and other leaders.

Talking to newsmen at the Dacca Airport on the eve of his departure for Lahore enroute to Rawalpindi, the Awami League leader said that he had talks with Moulana Bhashani and Mr. Z. A. Bhutto with whom he would hold further discussions in Lahore.

The Sheikh said he will hold talks with the Air Marshal Asghar Khan, Mr. Justice S. M. Murshed, General Azam before he leaves for Rawalpindi to hold talks with the DAC leaders to chalk out a common stand.

He said that foremost point before them was how to bring about a federal democratic constitution providing a sovereign legislature on the basis of universal adult franchise.

Replying to a newsman he said that East Pakistan must get regional autonomy on the basis of population as he enunciated in the public meeting on Sunday. "I also want regional autonomy for West Pakistan," he added.

When asked by a correspondent whether he was going to Rawalpindi with an open mind, Sheikh Mujibur Rahman said, "My mind is always open."

When a newsman asked about his stand with regard to students eleven-point programme, the Sheikh said that he was grateful to them for eleven-point programme as his six-point embodied in the eleven points.

Answering a newsman's query whether he will talk with the President on the basis of eight-point programme of DAC, Sheikh Mujibur Rahman said that eight points of DAC were never a programme. He said that these were the preconditions for participating in the election. He said that the DAC said that it would boycott the election if these points were not accepted by the Government.

When asked whether his party was going to join if there was any interim government with Opposition in it, Sheikh Mujibur Rahman said that it was not the time to discuss whether or not to join any cabinet. He said that they were going to discuss how to bring about a radical change in the constitution.

In reply to another question whether he thought Communist party should be recognised as a political party, the Awami League leader said "of course, I do". He added that he wanted "full democracy in the country".

He said all repressive and restrictive laws must go.

When asked whether he would reach Rawalpindi the same day, he said that he would hold talks with leaders at Lahore and then go to Rawalpindi.

Mr. Z. A Bhutto joined Sheikh Mujibur Rahman during the later part of his interview with the Press. They left Dacca on the same flight.

Pakistan Observer

25th February 1969

Mujib arrives in Pindi

RAWALPINDI, Feb. 24:–A large crowd chanting "Pindi Dacca are one" returned disappointed this evening when the Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman left his plane from pilot's door and drove off in an unidentified car, report APP.

When the plane arrived at 8:10 pm the crowd swarmed round it and flocked the gangway. Awami League leaders accompanying Sheikh Mujibur Rahman asked the crowd to make way for their leader as he was not feeling well. But the crowd pressed on and despite repeated appeals from Awami League leaders and Sheikh Abdur Rashid, a local student leader, over megaphone, the crowd refused to clear the way.

A number of Opposition leaders including Nawabzada Nasrullah Khan, the DAC Convener and Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana, were also present at the airport but they too were unable to meet Sheikh Mujibur Rahman.

An Awami League leader of Lahore. Mr. Hamid Sarfraz, had a bad time as the people, taking him as Mujibur Rahman, would not let him go till well after the East Pakistan Awami League chief had left the airport.

When Sheikh Mujibur Rahman was till inside the plane, Mr. Hamid Sarfraz, with great difficulty, appeared on the gangway and people mistook him. Mujib and shouted Zindabad slogans. He was also garlanded. While most of the people later realised that he was not Mujib, section of them kept him surrounded shouting Zindabad slogans.

Pakistan Observer
25th February 1969
Mujib calls for settlement

Sheikh Mujibur Rahman chief of the Awami League has called upon the management of the daily Pasban to settle the dispute with the working journalists who are on continuous strike for the last 87 days for the realisation of their legitimate demands reports PPI.

In a Press statement the chief of the Awami League said: "I am gravely concerned to learn that the journalists of the daily Pasban are on continuous strike for the last 87 days for realisation of their legitimate demands. It is unfortunate that the management of the daily Pasban has shown intransigence in settling issues with the working journalists who I am told are on a starvation point. I call upon the management to settle the issues to the best interest of the working journalists, the management and the reading public in accordance with the Wage Board Award".

Dawn
25th February 1969
Mujib accorded warm welcome in Lahore
(From Our Staff Correspondent)

LAHORE, Feb 24: The Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman was accorded a rousing reception on his arrival from Dacca on his way to Rawalpindi, by thousands of admirers who thronged the runway behind the control tower forcing the plane to stop about a furlong ahead of the tarmac.

Soon after the plane had touched the ground, a big crowd broke off the railings and rushed to the runway with the result that the plane could not taxi down to the parking bay. Amidst wild scenes of rejoicings and beating of drums they swarmed around the plane and jam packed the runway. The runway was literally mobbed by the crowd and about 100 persons occupied it blocking the exit of the leaders.

Mr. Mujibur Rahman had to wait quite a few minutes to alight from the plane as the gangway continued to be packed with people. Air Marshal Asghar Khan, Gen Azam and Mr. Mahboob Murshed then went up the gangway and embraced Mr. Mujibur Rahman who garlanded them.

All efforts by workers to enable Mr. Mujibur Rahman to get down failed as the people refused to leave the leader. Air Marshal Asghar Khan also tried his best to bring Mr. Mujib down the

gangway but had to abandon his efforts. The gangway carrying Mr. Mujib and others was then moved to the exit lounge where he got down. The lounge was also mobbed by the crowd and Mr. Mujib who found himself at the mercy of the crowd almost fainted. Among others who were subjected to the stampede were Begum Akhtar Suliaman, who was rescued by the workers.

Sheikh Mujibur Rahman was taken in a motorcade procession to malik Ghulam Jilani's residence in Gulberg. Those who accompanied Sheikh Mujibur Rahman included Mr. Tajuddin, Mr. Mizanur Rahman, and Mr. Abdul Malik Okeel, Begum Akhtar Sulaiman and Mr. Zahoor Ahmad Chaudhry.

Dawn
25th February 1969
Mujib & other leaders hold talks in Lahore : All express satisfaction
(From Our Staff Correspondent)

LAHORE, Feb 24: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman today said he was satisfied and happy over his discussion with three independent leaders, Air Marshal Asghar Khan, General Azam Khan and Syed Mahboob Murshed.

Talking to newsmen before his departure for Rawalpindi, he said all the three leaders had expressed their anxiety to solve political problems facing the country.

During his five-hour stay the Awami League leader also had brief discussion with Malik Ghulam Jilani and other members of his party.

Air Marshal Asghar Khan who also expressed his satisfaction over his talks with Mr. Mujibur Rahman, told newsmen that he was leaving for Rawalpindi tomorrow where he would meet DAC Leaders and put forward certain suggestions to them.

He said that after his discussions with DAC leaders alone he would be in a position to decide whether or not he would participate in the conference.

APP adds:

Air Marshal Asghar Khan also told newsmen at his residence who had gone there to know about the talks, that he was satisfied over his talks with Mr. Mujibur Rahman.

Lt-Gen Azam Khan also expressed satisfaction over his talks with Sheikh Mujibur Rahman.

In a Press statement he said: "We discussed a number of important national issues and in particular the conference being held in Rawalpindi in some detail.

"I am confident after talks with Sheikh Mujibur Rahman that in all the issues that will be discussed we shall maintain the interest of the nation above all. The national demands are quite clear and we shall work to restore the sovereignty of the people.

Dawn

25th February 1969

Mujib for common formula to meet people's demands

From MAHBUBUL ALAM

RAWALPINDI, Feb 24: The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman today emphasised the need for finding an agreed formula with a view to meeting the basic demands of the people.

"I think we should come to an agreement on a common formula," he said while talking to newsmen at the East Pakistan House, shortly after his arrival here from Dacca via Lahore.

When asked to explain further his demand for representation on the basis of population, he declined to go into details saying that it was the demand of the people.

"I am a people's man and it is the demand of the people" he said.

He said what he said about one unit in his speech at Dacca was the policy of his party. Basically the demands of the people of East and West Pakistan were common, he added. For instance, there is no difference of opinion with regard to civil liberties and the rights of the people.

Soon after his arrival here, the AL president met the top leaders of his party and discussed with them the party strategy in the DAC and at the proposed RTC. The discussions lasted till late in the night.

PPI adds:

Replying to another question, Sheikh Mujibur Rahman said that ever since his release he remained so busy that he could not discuss matters with his friends and party workers. In fact, he said, some of his friends had to accompany him to Pindi to talk to him.

Replying to a question by a foreign correspondent Sheikh Mujib said he was neither a leftist nor a rightest. "I am for the interest of my own countrymen", he added.

FOREIGN POLICY

Commenting on the prevailing corruption in the country Sheikh Mujib said that it was the product of the present system of government and that it could not be eliminated by setting up anti-corruption committees and commissions. He said that it would go as soon as the people's representatives assume power.

Corruption must be dealt with a strong hand he added. He had no comments to offer on president Ayub's reported programme to render the Pakistan Muslim League into an opposition party.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ঢাকা ত্যাগকালে মুজিব : দল গঠনের স্বাধীনতা বিধান করিতে হইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দলীয় নয়জন প্রতিনিধি সমভিব্যহারে গতকাল (সোমবার) লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগকালে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, দল সংগঠনের স্বাধীনতা এমনকি কম্যুনিষ্ট পার্টি সংগঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

'পিণ্ডির উদ্দেশ্যে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিব তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, লাহোরে তিনি নির্দলীয় বিশিষ্ট নেতা এয়ার মার্শাল আজগর খান, জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান, বিচারপতি জনাব এস, এম, মোর্শেদ, জনাব ভুট্টো এবং তার ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। তারপর তিনি 'পিণ্ডি গমন করিবেন এবং সেখানে ডাক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, লাহোরে তিনি কয়দিন থাকিবেন তা নির্ভর করিতেছে সেখানকার আলাপ আলোচনার উপর। লাহোরে আলোচনা শীঘ্র সম্পন্ন হইলে তিনি শীঘ্র পিণ্ডি গমন করিবেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসূচী প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত–এমনকি কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী।

পররাষ্ট্রনীতি ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি এই পর্যায়ে সরাসরি কোনরূপ আলোচনায় যাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, কিছু একটা ঘটিতে পারে এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করা এই পর্যায়ে সমীচীন নয়।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গত দশ বৎসরে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে দেশব্যাপী সহস্র শ্রেণীর সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্যা যে কত ব্যাপক তার পরিধি নির্ণয় করাই আজ দুরূহ ব্যাপার হইয়া দেখা দিয়াছে। এইসব সমস্যাকে দেশবাসীর আশা-আকাংখার প্রেক্ষিতে সমাধান করাই আজ আমাদের দায়িত্ব।

ডাকের ৮-দফা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ডাকের ৮-দফা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়, ইহা বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে প্রদত্ত পূর্বশর্ত মাত্র এবং আমাদের বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাতের ন্যূনতম একটা ভিত্তি মাত্র।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, ১১-দফার তিনি শুধু সমর্থকই নন, তাঁর দলের ছয় দফা ছাত্ররা তাদের সংগ্রামী ১১-দফায় স্থান দিয়াছেন দেখিয়া তিনি গৌরববোধ করিতেছেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সদস্য মেসার্স তাজুদ্দিন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, এম, এ, আজিজ, মইজউদ্দিন এবং এম, রহমান একই বিমানে লাহোর যান। সোহরাওয়ার্দী তনয়া বেগম সোলায়মান, তার স্বামী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ডক্টর কামাল হোসেনও একই বিমানে লাহোর যান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

বিদেশী টেলিভিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

নিউইয়র্কের গ্রানাডা টেলিভিশনের তরফ হইতে গতকাল (সোমবার) শেখ মুজিবের বাসভবনে নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের সময় শেখ সাহেব লুঙ্গি পরিয়া ও চাদর গায়ে দিয়া তার বাড়ীর লনে উপবিষ্ট ছিলেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের তিনি বলেন যে, "এই পোশাকই আমাদের আসল পোশাক।"

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

লাহোর ও চাকলালা বিমান বন্দরে নেতৃসম্বর্ধনার নয়নাভিরাম দৃশ্য : উল্লসিত জনতার চাপে শেখ মুজিবের ভিন্নপথে নিষ্ক্রমণ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৪শে ফেব্রুয়ারি– আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ সন্ধ্যায় লাহোর হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা বিমান বন্দরের বিরাট জনতার ভিড় এড়াইবার জন্য পাইলটের দরজা দিয়া বাহির হইয়া একখানা মোটরে চড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহাকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপনের জন্য বিমান বন্দরে সমাগত জনতাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হয়।

রাত্রি ৮-১০ মিনিটের সময় বিমানবন্দরে অবতরণ করিলে 'পিণ্ডি-ঢাকা এক' ধ্বনিরত বিরাট জনতা বিমানখানা ঘিরিয়া ফেলে। ফলে গ্যাংওয়ে বন্ধ হইয়া যায়। বিমান হইতে অবতরণের জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রায় ৪০ মিনিট জনতার সহিত লুকোচুরি খেলিতে হয়।

শেখ মুজিবর রহমানকে পথ করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার নিজের এবং মালিক গোলাম জিলানীর পুনঃ পুনঃ আবেদন নিবেদনও ব্যর্থ হইয়া যায়।

দুইজন স্থানীয় ছাত্র নেতা শেখ আব্দুর রশীদ ও হিশামুল্লাহ শেখ মুজিবর রহমানকে পথ করিয়া দেওয়ার জন্য জনসমুদ্রের প্রতি বার বার আবেদন জানান। কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় না।

অবশেষে নেতৃবৃন্দ বাধ্য হইয়া পাইলটের ককপিটের কাছে একখানা গাড়ী প্রেরণ করেন এবং শেখ সাহেব উহাতে উঠিয়া সোজা পূর্ব পাকিস্তান হাউজে চলিয়া যান। তিনি সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

শেখ মুজিবর রহমানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য যাহারা চাকলালা বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, সর্দার শওকত হায়াত খান ও মুফতি মাহমুদের নাম উল্লেখযোগ্য।

লাহোরে সম্বর্ধনা

সকালে সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য লাহোর বিমান বন্দরে এক অভূতপূর্ব জনসমাবেশ ঘটে।

শেখ মুজিবর রহমানকে লইয়া আগত বিমানখানা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে জিন্দাবাদ ধ্বনি দ্বারা জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়।

বিমানবন্দরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে এয়ার মার্শাল আসগর খান, লেঃ জেনারেল আজম খান, মিয়া মাহমুদ আলি আসুরী, মালিক গোলাম জিলানী ও জনাব রহীমের নাম উল্লেখযোগ্য। বিমান বন্দরে উপস্থিত বিরাট

জনতা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গাইয়া বিমান বন্দর ছাইয়া ফেলে। ফলে বিমানের পার্কিং বে-তে অবতরণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিমানখানা টেক্সীওয়েতে অবতরণ করে।

এই পর্যায়ে জনাব ভুট্টো বিমান হইতে মাথা বাহির করিয়া জনতাকে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরং তাহাকে বিমান হতে অবতরণ করিতে বাধ্য করে। অতঃপর তাহাকে একখানা ট্রাকে তুলিয়া দলীয় কর্মিগণ শোভাযাত্রা সহকারে বিমান বন্দর ভবনের বাহিরে লইয়া যায়।

অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকেও বিমান হইতে নামাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নিয়া যাওয়া হয়। বিমান হইতে অবতরণের পর তাহাকে একে একে মাল্য ভূষিত করেন এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি মোর্শেদ ও জেনারেল আজম।

বিমানবন্দর হইতে জাতীয় বীরকে বিরাট এক শোভাযাত্রা সহকারে আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম জিলানীর গুলবাগস্থ বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট হইতে চাহি না

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান লাহোর বিমান বন্দরে নীতিগতভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারই তাহার দলের দাবী এবং তাহারা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তাহার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার এবং তিনি গতকাল ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাতে তিনি অটল। তবে তিনি ব্যাপারটা কোন সম্মেলন টেবিলে উত্থাপনের পূর্বে ডাক নেতৃবৃন্দ ও দল নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রেসকোর্সের গণসম্বর্ধনায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গণ-সম্বর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ তাঁর সভাপতির ভাষণে

দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি যখন চরম অধঃপতনের পথে তখন বিভ্রান্ত দেশবাসীর মনে একটা প্রশ্নই দেখা দিয়াছিল, "কে দিবে এই বিভ্রান্ত জাতিকে নেতৃত্ব, কে হইবে এই সঙ্কটকালের কাণ্ডারী।"

জনাব তোফায়েল সংগ্রামী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পক্ষ হইতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি অকৃত্রিম আস্থা প্রকাশ করিয়া বলেন, পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংগ্রামের প্রথম বিজয় তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার আর নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির মধ্য দিয়া। আজ বিভ্রান্তির গগনে মানুষ দিকের দিশা পাইয়াছে। শেখ মুজিবকে পাইয়া দেশবাসী আজ কায়মনোপ্রাণে বিশ্বাস করিতেছে যে, আমরা নেতা খুঁজিয়া পাইয়াছি।' জনাব তোফায়েল শেখ মুজিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, আজিকার এই গণমহাসাগরের পানে তাকাইয়া দেখুন কি অনির্বচনীয় প্রেরণায় সমগ্র জাতি আজ উদ্বুদ্ধ আর কি অকৃত্রিম বিশ্বাস লইয়া তারা আপনাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছে। এই বিশ্বাস লইয়া যদি আপনি ছিনিমিনি খেলেন তবে দেশবাসী আপনাকেও ক্ষমা করিবে না।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও জনতার সাথে তাঁর একাত্মবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া জনাব তোফায়েল বলেন যে, সামরিক হেফাজত ও কারাগারে আপনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তা জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

গণদাবীর প্রশ্নে লেনদেনের কোনই অবকাশ নাই : লাহোরে শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে আলোচনার অবকাশ আছে কিনা, লাহোরের সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেন, জনগণের অধিকারের প্রশ্নে কোন লেনদেন হইতে পারেনা। জনগণের অধিকার আমরা কোনক্রমেই বিসর্জন দিব না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সমগ্র দেশে আজ দাউ দাউ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে। দেশের উভয় অংশে প্রতিদিন নিরীহ মানুষ গুলী গোলার মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে–ইহার একটা হিল্লা করিতেই হইবে। জনগণের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই একমাত্র পথ।

ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাইতেছেন যে, পিণ্ডিতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৬ কোটি মানুষের স্বার্থের প্রতিকূলে তিনি তাঁহার ছয়দফা কর্মসূচী বর্জন করিতে কখনই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, ডাকের ৬-দফা কর্মসূচী আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে বিরোধী দল সমূহের পূর্বশর্ত মাত্র এবং এই ৮-দফার মধ্যে একটি দফা ব্যতীত অপর সব কয়টি দফাই প্রশাসনিক নির্দেশ মারফত বাস্তবায়িত করা চলে।

সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনঃপূত হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন, জনগণের জন্য জনগণ কর্তৃক প্রণীত একটি শাসনতন্ত্রই আমাদের কাম্য। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার বা অন্যবিধ যে সব টুকটাক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা কাহারো দয়ার দান নয়। জরুরী অবস্থার ছত্রছায়ায় কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার ও ক্ষমতাসীন সরকারের আটগাট বাঁধার কাজেই জরুরী ক্ষমতা ব্যবহার করা হইয়াছে।

নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় আওয়ামী লীগ ও অপরাপর দলগুলির মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, কেবল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই আমরা একত্রিত হইয়াছি এবং যৌথ কর্মসূচীও পেশ করিয়াছি।

কলাম
দৈনিক ইত্তেফাক
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
রাজনৈতিক মঞ্চ
মোসাফির

রাজনীতিতে সত্য কথা বলা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। ভাবাবেগ দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করা সহজ। অবশ্য ভাবাবেগ ও চেতনাবোধ না থাকিলে মানুষের সৃজনীশক্তি বিকশিত হয় না। যেহেতু আমি সক্রিয় রাজনীতিতে নাই বহুদিন যাবৎ, সেহেতু রাজনীতিকের পক্ষে যাহা সমস্যা আমার পক্ষে সেই সমস্যা নাই। আমরা যখন যাহা ভাল মনে করি জনসাধারণের কাছে তাহা তুলিয়া ধরি। আমাদের বক্তব্যের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। তবে তাহা ইচ্ছাকৃত অথবা কোন মহলের চাপের মুখে নয়, এই আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

গোটা পাকিস্তানে, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে যে অভাবিতপূর্ণ গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, তাহা শুধু আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে নাই, গোটা

দুনিয়ার কাছে আমাদের দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, একটি স্বৈরাচারী সরকারকে গণ-অভ্যুত্থান কিভাবে পর্যুদস্ত করিতে পারে, আমাদের ছাত্র-জনতা তার এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এদেশের সর্বস্তরের মানুষের তথা কৃষক-মজদুর-মধ্যবিত্ত ও আমাদের সন্তান সন্ততুল্য নির্ভীক সংগ্রামী ছাত্রদের দুর্বার আন্দোলনের ফলেই ইত্তেফাক আজ মুক্ত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলেই শেখ মুজিব এবং তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মর্যাদার সহিত মুক্তি পাইয়াছেন। এই আন্দোলনের ফলেই পাকিস্তানের সকল জেল আজ রাজনৈতিক বন্দীশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। গণ-অভ্যুত্থানের এইগুলি সুফল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে আমাদের অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। গণ-আন্দোলনের মুখে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গা ঢাকা দিয়া থাকিলেও তারা যে এখনও তলে তলে সক্রিয় নাই এই ধারণা পোষণ করা ভুল হইবে। তাহারা এখনও নানা কলা-কৌশল প্রয়োগ করিয়া গণ-ঐক্যে ফাটল ধরাইবার এবং উস্কানিমূলক কার্যকলাপ দ্বারা আন্দোলনকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা চালাইবে। যেহেতু এই দুষ্কর্ম করার সাহস বা শক্তি নিজেদের নাই। বিভিন্ন পথে এজেন্ট মারফত তাঁহারা এই দুষ্কর্ম সাধনের চেষ্টা করিবে। আমরা জানি, আমাদের ছাত্রসমাজ ও জননেতারা এ ব্যাপারে সজাগ আছেন; কিন্তু বর্তমানে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণের মুখে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা তাদের একার কার্য নয়। এক্ষেত্রে গোটা দেশবাসীকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে হইবে। আন্দোলন আজ গ্রামে-গঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিবার মত সংগঠন সেখানে নাই। দীর্ঘদিনের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং বর্তমান ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মুখে কেহ কেহ 'আগুন লাগাও' প্রভৃতি শ্লোগান তুলিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে জনগণকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হইবে।

Morning News
25th February 1969

Mujib, Bhashani urge Pasban to settle dispute with journalists
Sheikh Mujibur Rahman, has called upon the management of the daily Pasban to settle the dispute with the working journalists who are on continuous strike for the last 87 days for the realisation of their demands, reports PPI.

In a Press statement Sheikh Mujib said: "I am gravely concerned to learn that the journalists of the daily Pasban are on continuous strike for the last 87 days for realisation of their legitimate demands. It is unfortunate that the management of the daily Pasban has shown intransigence in settling issues with the working journalists who I am told are on a starvation point. I call upon the management to settle the issues to the best interest of the working journalists, the management and the reading public in accordance with the Wage Board award."

BHASHANI

In a separate statement Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani said the working journalists of the daily Pasban, who are on strike for the last 87 days for pressing their rightful demands to implement the Wage Board of the working journalists in daily Pasban, are facing starvation due to the stubborn attitude of the Pasban management. The Government has also failed to implement the law relating to the service conditions of the working journalists at daily Pasban. I strongly demand the management to end the further exploitation of the working class and settle the issue immediately."

Meanwhile the striking journalists of the daily Pasban staged a demonstration in favour of their demands in front of the Pasban building at Motijheel Commercial Area yesterday and demanded the implementation of the Wage Board award without further delay.

Morning News
25th February 1969
Mujib in Pindi

RAWALPINDI, Feb 24 (APP): Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman arrived here this evening form Lahore but he could not be seen by a milling crowd gathered at Chaklala airport to welcome him.

A Large crowd chanting "Pindi, Dacca are one" returned disappointed this evening when Sheikh Mujibur Rahman left his plane from pilots' door and drove off in an unidentified car.

When the plane arrived at 8-10 p.m. the crowd swarmed round it and blocked the gangway. Awami League leaders accompaing Sheikh Mujibur Rahman asked the crowd to make way for their leader as he was not feeling well But the crowd pressed on and

despite repeated appeals from Awami League leaders and Sheikh Abdur Rashid, a local student leader, over megaphone. The crowd refused to clear the way.

They shouted slogans of "East Pakistan hero, Mujibur Rahman Zindabad "and" Islam Zindabad "Z. A. Bhutto Zindabad".

Earlier, in the lounge a group of students shouted slogans of "One Unit Zindabad" "Zulfikar Ali Bhutto Zindabad" and "Air Marshal Asghar Khan Zindabad"

A number of Opposition leaders including Nawabzada Nasrullah Khan the DAC convener and Mian Mumtaz Mohammad Daultana, were also present at the airport but they too were unable to meet Sheikh Mujibur Rahman.

An Awami League leader of Lahore. Mr Hamid Sarfraz, had a bad time as the people taking him as Mujibur Rahman would not let him go till well after the East Pakistan Awami League Chief had left the airport.

When Sheikh Mujibur Rahman was still inside the plane, Mr. Hamid Sarfraz, with great difficulty appeared on the gangway and people mistook him as Mujib and Shouted Zindabad slogans. He was also garlanded While most of the people later realised that he was not Mujib a section of them kept him surrounded shouting Zindabad slogans.

Morning News
25th February 1969
Mujib hopes agreed formula will be devised for RTC
(From Our Staff Reporter)

LAHORE, FEB. 24: SHHIKH MUJIBUR RAHMAN, AWAMI LEAGUE CHIEF HAS EXPRESSED THE HOPE THAT DURING HIS MEETING WITH DAC LEADERS AN AGREED FORMULA WILL BE DEVISED FOR A ROUND TABLE CONFERENCE WITH THE GOVERNMENT ON CONSTITUTIONAL AND POLITICAL ISSUES.

He however, made it clear that there could be no bargaining on peoples right which must be respected. We want a constitution for people by people, he said.

Talking to newsmen at the residence of Malik Ghulam Jeelani soon after his arrival from Dacca, Sheikh Mujib said that he would stick to his demand for representation on the basis of population as against party between both wings.

Asked by a foreign correspondent whether he would be a candidate in the forthcoming presidential elections, Sheikh Mujib said that he was in favour of parliamentary form of Government and in such a system the question of his being a presidential candidate did not arise.

When questioned if he was satisfied with his talks with Maulana Bhashani, Sheikh Mujib quipped that it that was so Maulana should have come with him from Dacca.

Sheikh Mujib demanded that Press and Publication Ordinance and Safety Act should be immediately withdrawn because such laws were still being used for suppression of people in both the wings. If Government continued with its repressive policies there could be no peace in country, he said.

Elaborating his stand regarding DAC's eight points, he said that these points did not constitute a programme, but were just preconditions, Sheikh Mujib reaffirmed his stand about Awami League's six points.

ONE UNIT

Our Staff Reporter add: Sheikh Mujibur Rahman yesterday reiterated his demand for "full regional autonomy for East Pakistan" and "dismemberment of One Unit in West Pakistan."

Talking to newsmen at Dacca airport before his departure for Lahore, he said "regional autonomy for East Pakistan also meant similar autonomy for the West Pakistan Provinces."

The Awami League leader said the DAC and other leaders must be clear on what were the problems facing the country and what would be their programme. He said "we must settle our mind first" before going to the RTC.

He said he was going to the DAC meeting and also to the round table conference "with open mind."

Sheikh Mujibur Rahman hoped that the proposed round table conference will start after Eed-ul-Azha. He said "I have not enjoyed Eed with my family because I was in jail." He said "I would like to enjoy Eed with my family this time."

Mr. Bhutto who was sitting by the side of Sheikh Mujibur Rahman in the VIP room during interview at this stage said "It is fair demand," and added "I think this can always be met."

He is expected to return to Dacca on February 27.

PPA adds from Dacca: Asked about his opinion on allowing all parties to work freely, he said that was the essence of democracy. In reply to a pointed question about the functioning of the Communist Party in Pakistan, Sheikh Mujib replied "Why not?"

Questioned about relation with India, Sheikh Mujib sharply replied that he would not discuss foreign policy at the moment. There were many national problems which required immediate attention, he added.

AZAM MEETS MUJIB

APP adds: Lt. Gen. Azam Khan said here today that he had a very satisfactory talk with Sheikh Mujibur Rahman at his home this afternoon.

In a Press statement he said we discussed a number of important national issues and in particular the round table conference being held in Rawalpindi in some detail.

I am confident after talks with Sheikh Mujibur Rahman that in all the issues that will be discussed we shall maintain the interest of the nation above all. The national demands are quite clear and we shall work to restore the sovereignty of the people.

We must work for the integration, solidarity, unity and prosperity of Pakistan and every citizen of Pakistan must feel that he is free citizen of a free state and has a full say in the affairs of the country through directly elected representatives on the basis of adult franchise. May Allah guide us in all our decisions.

ASGHAR MEETS MUJIB

Former PAF chief, Air Marshal Asghar Khan had a meeting today with Sheikh Mujibur Rahman and later said that he was satisfied over his talks with him.

He was talking to newsmen at his residence who had gone there to know about the talks between the two leaders.

He said he was going to Rawalpindi tomorrow (Tuesday) to meet the DAC leaders and to put forward certain suggestion to them. He added only then he would decide whether he would participate in the round table conference.

Morning News
25th February 1969
Mujib-Bhutto jokes
(By our staff Reporter)

Mujib-Bhutto jokes at the airport yesterday provided an interesting dialogue before their departure for Lahore on way to Rawalpindi, reports APP.

Sheikh Saheb who concluded his airport interview with the Press was first to cut a joke when he said that Mr. Bhutto had taken the name of his (Mujib's) party-Awami League which in English means "People's party."

Mr. Bhutto who is the Chairman of the People's Party said, "I want to take you also."

When Pressmen and others were still enjoying the lighthearted remarks of the two leaders, Sheikh Saheb jokingly said, "Mr. Bhutto will have to pay heavy compensation for his association with President Ayub Khan for seven long years." Pat came the reply from Mr. Bhutto "I was with him at the beginning, but these people are going to join him at the end".

Sheikh Mujib amidst laughter noded disapprovingly.

সংবাদ
২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গোলটেবিলের উদ্দেশ্যে মুজিবের পিণ্ডি যাত্রা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তিনি খোলা মন লইয়া রাওয়ালপিণ্ডি যাইতেছেন।

তিনি পিণ্ডির পথে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে বলেন যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তিনি জনগণের দাবী দাওয়া পেশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে জনগণের ম্যাণ্ডেট পাইয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন যে, পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব সম্বলিত ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ প্রদান করিবেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানী বৃহত্তর জাতীয় সংহতির স্বার্থে তিনি দেশের উভয় অঞ্চলের জন্যই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাহেন। তিনি বলেন যে, প্রধানতঃ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত তাঁহার ৬-দফা কর্মসূচী এই প্রদেশের জনগণের সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছে এবং ছাত্রদের

১১ দফা দাবীর মধ্যেও অক্ষরে অক্ষরে উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাক-এর আট দফা কর্মসূচী গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তি হইবে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'ডাক'-এর ৮-দফা আদৌ কোন কর্মসূচী নহে। অপর পক্ষে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে উহা দেওয়া হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ফেডারেল পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার গঠনের দাবীতে ৮-দফার একটি মাত্র দফা ছাড়া অন্য সব কয়টি প্রশাসনিক নির্দেশ বলে কার্যকরী করা সম্ভবঃ আলোচনা বৈঠক সাফল্য মণ্ডিত হইলে ভারতের সহিত সম্পর্ক উন্নয়ন করার ব্যাপারে তাঁহার মতামত চাওয়া হইলে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি এই মূহুর্তে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কিছুই বলিতে রাজী নহেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষ বিগত এক দশক যাবত দেশে বহু সমস্যা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল আভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলা করাই মূল কাজ হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সরকারকে অবিলম্বে সকল প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দান করেন।

ভূট্টোর খেতাব বর্জন

একই বিমানে পিপলস পার্টির নেতা জনাব জেড এ ভূট্টোও লাহোর যাত্রা করেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর সহিত তাঁহার সন্তোষজনক আলোচনা হইয়াছে। তিনি সাংবাদিকদের নিকট তাঁহার খেতাব 'হেলালে পাকিস্তান' বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠককে সমস্যার সমাধানের পক্ষে একটি পন্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। গতকাল শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে বিমান ঘাটিতে উপস্থিত হইলে বিপুল সংখ্যক কর্মী তাহাকে মাল্যভূষিত করেন। বিমান ঘাটিতে উপস্থিতদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ, জাতীয় পরিষদের অপর ডেপুটি স্বীকার জনাব এ টি এম আবদুল মতিন, এম-এন-এ, এম-পি-এ, ডঃ কামাল হোসেন প্রমুখ ছিলেন।

মুজিব-আসগার আলোচনা

লাহোর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– এয়ার মার্শাল আসগার খান আজ লাহোরে শেখ মুজিবর রহমানের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন এবং বৈঠক শেষে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট

হইয়াছেন। তিনি বলেন, আগামীকাল তিনি পিণ্ডি যাইবেন এবং সেখানে ডাক নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এবং তাহাদের কতিপয় সুপারিশ করিবেন।

মুজিব-আজম আলোচনা

লাহোর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি)– লে. জেনারেল আজম খান আজ এখানে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পিণ্ডি যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিব : সকল রাজনৈতিক দলকেই অবাধে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রার প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবীর পুনরুক্তি করিয়াছেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়াছেন। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী গতকল্য পূর্বাহ্নে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিব বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসংগে দেশে সকল রাজনৈতিক দলের অবাধে কাজ করিবার সুযোগ দান করা উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও অনুরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত কিনা জনৈক সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব বলেন, "কেন নয়?" শেখ মুজিবের সহিত ৮ জন আওয়ামী লীগ নেতাও লাহোর যাত্রা করেন। একই বিমানে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোও ঢাকা ত্যাগ করেন।

তিনি বলেন যে, তাঁহার ৬-দফা দাবী পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং ইহা ছাত্রদের ১১-দফার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

রাজনৈতিক কৌতুক!

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।– অদ্য ঢাকা বিমান বন্দরে মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যকার কৌতুক আলাপ বিশেষ উপভোগ্য হয়। শেখ সাহেব সাংবাদিকদের

সহিত আলোচনা শেষ করিয়া তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তিনি (ভুট্টো) আমার পার্টি আওয়ামী লীগের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ "আওয়ামী লীগের" ইংরেজী হইল "পিপলস পার্টি" জনাব ভুট্টো সহাস্যে তড়িৎ জবাব দান করেন, "আমি আপনাকেও গ্রহণ করিতে চাই।"

যখন সাংবাদিক এবং নেতৃবৃন্দ দুই নেতার মধ্যকার কৌতুক বিশেষভাবে উপভোগ করিতে ছিলেন তখন শেখ সাহেব আর একটি ফোঁড়ন কাটেন। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সহিত দীর্ঘ ৭ বৎসর কাজ করিবার জন্য জনাব ভুট্টোকে অনেক মূল্য দিতে হইবে।" তড়িৎ গতিতে জনাব ভুট্টো জবাব দান করেন, "আমি শুরুতে তাঁহার (আইয়ুব) সহিত ছিলাম কিন্তু ইহারা শেষ পর্যায়ে তাঁহার সহিত যোগ দিতে যাইতেছে।"

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে শেখ মুজিব মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানান। □এপিপি

দৈনিক পয়গাম

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শেখের সহিত আমার আলোচনা সন্তোষজনক : আজম খান

লাহোর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।– লেঃ জেনারেল আজম খান আজ এখানে বলেন যে, আজ বিকালে তাহার সহিত শেখ মুজিবর রহমানের অত্যন্ত সন্তোষজনক আলোচনা হইয়াছে। আজম খানের বাসভবনে তাহাদের আলোচনা হয়।

লেঃ জেনারেল আজম খান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হইয়াছে। শেখ মুজিবের সহিত আলোচনার পর আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছি যে, প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনার সকল ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থকে আমরা সবার উপরে সমুন্নত রাখিব। জাতির দাবী-দাওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আমরা জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিয়া যাইব।

পাকিস্তানের সংহতি এবং সমৃদ্ধির জন্য অবশ্যই আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং প্রতিটি পাকিস্তানীকে একথা মনে করিতে হইবে যে, সে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মুক্ত নাগরিক। তাহাকে আরও মনে করিতে হইবে যে, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশের সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশে পূর্ণ অধিকারও তাহার রহিয়াছে। আমাদের সঠিক লক্ষ্য হাসিলের ক্ষমতা আল্লাহ আমাদিগকে দিন। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম
২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
আলোচনা যদি সফল হইত---

লাহোর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।– ৬-দফা পন্থী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, মওলানা ভাসানীর সহিত তাঁহার আলোচনা যদি সন্তোষজনক হইত তবে তিনি তাহার সঙ্গেই আসিতেন। –এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান
২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
মুজিব-ভুট্টো রসালাপ

গতকাল সোমবার রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব জেড এ ভুট্টোর মধ্যে মজার রসালাপ হয়।

এপিপির খবরে প্রকাশ, বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকার শেষে শেখ মুজিব এই রসালাপের সূচনা করেন। জনাব ভুট্টোকে লক্ষ্য করে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি (জনাব ভুট্টো)ও তার (শেখ মুজিব) দলের আওয়ামী লীগ নামটা নিয়ে নিয়েছেন। আওয়ামী লীগই ইংরেজীতে হলো 'পিপলস পার্টি।'

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব ভুট্টো সকৌতুকে বলেন, "আমি যে আপনাকেও নিতে চাই।"

সাংবাদিকগণ ও অন্যরা বেশ মজাসে উভয় নেতার এই হালকা রসালাপ উপভোগ করছিলেন। এমন সময় আবার জনাব মুজিব বলেন সাত বছর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে থাকার জন্য জনাব ভুট্টোকে বিরাট খেসারত দিতে হবে। জনাব ভুট্টোর জবাব আসতে দেরী হলো না। তিনি বললেন, আমি তো তার সাথে ছিলাম শুরুতে, কিন্তু এসব লোক যে অন্তিম সময়ে তার সাথী হতে যাচ্ছেন। জবাব শুনে শেখ মুজিব হাসিতে ফেটে পড়েন এবং ঘাড় নেড়ে তা অস্বীকার করেন।

সম্পাদকীয়
দৈনিক পাকিস্তান
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে

কয়েক মাস ব্যাপী অশান্তির পর দেশে মোটামুটিভাবে একটা সহজ পরিবেশ গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সম্ভাবনা যাহাতে পরিপূর্ণরূপে সত্য হইয়া উঠে সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

বিগত দুই তিন মাসের বিক্ষোভ-ধর্মঘটের মধ্য দিয়া দেশের মানুষ পরিবর্তনের সপক্ষে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সরকার জনগণের সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছাত্র সমাজ ও জনগণের বহুবিধ দাবীও পূরণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় সর্বদলীয় বৈঠকে আলোচিত হইবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছেন। এই অবস্থায় আলাপ-আলোচনার অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য সকল পক্ষ হইতেই উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ এবং দাবীদাওয়া সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে সচেতন। নিজেদের ইচ্ছাকে অভিব্যক্তি দেওয়ার জন্য দেশের মানুষ ইতিমধ্যে বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বহু ত্যাগ। তাহাদের এই দৃঢ় সংকল্পের জন্যই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে। জনগণ বিজয়ী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার বলিয়াছি যে, জনগণের অসন্তোষ দূর না করিলে বিক্ষোভের অবসান ঘটিবে না। বর্তমান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সকল প্রশ্ন ও সকল দাবী ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। কিন্তু একই সঙ্গে আলাচনা ও বিচার বিশ্লেষণের জন্য দেশে শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকাল প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনসাধারণের প্রতি আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই আহ্বানের গুরুত্ব সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে।

নেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা সম্মিলিতভাবে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট মোচনের উপায় উদ্ভাবন করুন। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা জনগণের মৌলিক অধিকারগত প্রশ্ন অবশ্যই আলোচ্য কিন্তু আমরা মনে করি, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীও বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ সাধারণ মানুষের জীবনে অন্নবস্ত্রের সমস্যাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত সমস্যাবলী পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা প্রয়োজন–এই নীতি যখন সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তখন স্থায়ী মীমাংসার জন্যই উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়
দৈনিক পয়গাম
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান

গত পরশু রাত্রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব দেশবাসীর প্রতি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আকুল আবেদন

জানাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ওই দিন রমনা রেস কোর্স ময়দানে তাহার সম্মানার্থে আয়োজিত ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা সভার শেষে ঢাকা ক্লাবের নিকটে একটি সামরিক যানের আরোহী তিনজন সৈনিক ও সভা প্রত্যাগত জনতার কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে যে অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব দেশবাসীর প্রতি শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার এই আবেদন জানান। বিবৃতিতে তিনি উক্ত দুর্ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের জনসভা এই মর্মে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, শহীদের রক্ত ও জনগণের আত্মত্যাগপূত তাদের ঐতিহাসিক আন্দোলনকে তাঁহারা কিছুতেই ব্যর্থ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দিবেন না। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম পরিচালনার ফলশ্রুতিরূপে দেশের দিগন্তে যে সম্ভাবনার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তা যাহাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য যে-কোন মূল্যে আমাদিগকে শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে, যে-কোন উস্কানি ও উত্তেজনার পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ শেখ মুজিব জনসাধারণকে কোন ভাবে উত্তেজিত কিংবা প্ররোচিত না করার জন্য সরকারের প্রতিও আহ্বান জানান।

তাঁহার এ আবেদন ও আহ্বানের প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দেশের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা ও এর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির আমূল সংশোধনের দাবীতে ছাত্র সমাজ আজ দেশজোড়া এক অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। অনেক ছাত্র অনেক কৃষক আর সাধারণ মানুষের রক্ত দান ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে এ আন্দোলন আজ দুর্বার এবং লক্ষ্য সমীপবর্তী হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষমতাসীন সরকারও আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ছাত্র জনতার প্রায় সমস্ত দাবী মানিয়া লইয়া শাসন কাঠামোর চূড়ান্ত রদবলের জন্য দেশের জননেতাদের আলোচনার টেবিলে আহ্বান করিয়াছেন। বৈঠক অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত হিসাবে নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র জনতার পক্ষ হইতে যে সব শর্ত আরোপ করা হইয়াছিল সে সব শর্তও সরকার পূরণ করিয়াছেন, সবচেয়ে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ যে শর্ত জননেতা শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার– সে শর্তও আজ পূরণ করা হইয়াছে। শেখ মুজিব মুক্ত নাগরিক হিসাবেই রাওয়ালপিণ্ডিতে আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করিতেছেন। দেশের অন্যতম জননেতা মওলানা ভাসানী অবশ্য নিজে এ বৈঠকে যোগদানে অনিচ্ছুক, তবে এ সম্পর্কে তাহার সাম্প্রতিক বক্তব্যের আলোকে আশা করা যায় তাঁহার দলও শেষ পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করিতে যাইতেছেন।

আসন্ন এই বৈঠকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাই ঐতিহাসিক। এ বৈঠকে দেশ ও জাতির ভাগ্য নূতন করিয়া নির্ধারিত হইতে যাইতেছে। গত একুশ বছরে ক্রমাগতভাবে সঞ্চিত যত ক্লেদ, যত গ্লানি ও জঞ্জালের বোঝা বহন

করিয়া --- দেশ আজ যে সংকটসন্ধিতে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সংকট, সেই সন্ধি উত্তরণের সার্থক এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের গুরু দায়িত্ব আজ এ বৈঠকের উপরই ন্যস্ত। এ সময় যদি ঠিক বৈঠক কোন ভুল সিদ্ধান্ত বা কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যদি বাহিরের কোন উত্তেজনা বা অশান্তির ফলশ্রুতিরূপে দলে দলে কোন রূপ ঐক্যমত ও সমঝোতায় পৌঁছিতে ব্যর্থ হইয়া আদৌ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম হয়, তবে জাতির জন্য তাহা হইবে দুর্ভাগ্যের কারণ, দেশের জন্য তার ফল হইবে অত্যন্ত অশুভ এবং দুঃখজনক। তাই দেশের এই সময় সন্ধিক্ষণে ক্ষমতাসীন সরকার ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতির ভবিষ্যত নির্ধারণের এই ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠানের মুহূর্তে কি জনগণ কি সরকার সকল মহলকেই দেশে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রাণপণে যত্নপর থাকিতে হইবে, কোন মহলের কোনরূপ প্ররোচনা বা উস্কানির খপ্পরে পড়িয়া এই ঐতিহাসিক আয়োজনকে বানচাল করিয়া দেওয়া চলিবে না, যদি একে পণ্ড করার অশুভ চক্রান্ত হিসাবে কোন দিক হইতে কোন উস্কানি ও প্ররোচনা আসেই তবু অটল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তার মোকাবিলা করিতে হইবে। প্রবল উস্কানির মুখেও শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিয়া তেমন চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। শেখ মুজিব এ আহ্বানই দেশের জনগণের কাছে জানাইয়াছেন। এ ব্যাপারে গণ আন্দোলনের ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী বিপ্লবী ছাত্র সমাজের বিশেষ দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার এ আহ্বানে শুভ ও ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া আমরা কামনা করিতেছি।

Pakistan Observer
26th February 1969

Mujib urges Govt. : Give adequate compensation to firing victims

LAHORE, Feb. 25: –Sheikh Mujibur Rahman yesterday reminded the Government of the crying need to pay "adequate compensation" to the firing victims without delay, reports PPI.

In the meantime, he had setup a nine-member committee to provide relief to these victims of Government atrocities.

In a press statement on his arrival here yesterday afternoon, he appealed to the people to donate liberally to the fund being raised by the committee for this purpose.

Following is the text of the statement issued by Sheikh Mujibur Rahman in this connection: "Some tragic deaths have occurred and many persons have been injured on account of firing during the recent country wide mass movement for realisation of

the rights of the people. The Government should come forward to give adequate compensation to the firing victims without delay.

"In pursuance of the wishes of Sunday's Race Course meeting. I propose to continue our little mite to give some relief to those victims, and in view thereof I wish to announce the formation of a committee for relief to the victims of the recent firing with myself, Dr Quadrat-e-Khuda, Begum Sufia Kamal, Mr. Tofazzal Hussain (Manik Mia), Mr. Mahibus Samad, Mr. K. G. Mustafa (from among the working journalists) and Mr. Tufail Ahmad (of the Students Committee of Action) Two members will be included in the committee from Lahore organisation. Mr. Tofazzal Hussain (Manik Mia) will act as Convener and Mr. Mahibus Samad as Treasurer.

"I appeal to the people to make generous contributions to the committee for the firing victims."

Pakistan Observer

26th February 1969

Asghar, Murshed, Azam will take part in talks : Round table confce opens today

Rawalpindi, Feb. 25:–The Government-Opposition talks will take place tomorrow at 10:30 a.m. at the President guest house, reports APP.

The Democratic Action Committee convenor Nawabzada Nasrullah Khan conveyed the DAC's decision to attend the parleys to the President Ayub this evening.

Besides 16 representatives of the DAC and 15 members team of the Pakistan Muslim League led by Field Marshal Ayub Khan, three Independent leaders–Air Marshal M. Asghar Khan, Mr. S. M. Murshed and Lt. General Mohammad Azam Khan–will Also attend the parleys.

Air Marshal Asghar Khan and Mr. Murshed attended the DAC meeting towards the evening.

The DAC convenor said that he had a telephonic talk with Gen. Azam Khan who was coming to Rawalpindi from Lahore by the first flight.

Nawabzada Nasrullah said he had no information whether Mr. Zulfikar Ali Bhutto, chairman of the Pakistan People's Party, and Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, President of the National Awami Party, or their party representatives would be attending the conference.

He said, there might be some increase in the number of DAC representatives at the conference.

Replying to a question, he said the Six Point Awami League would be represented at the conference by Sheikh Mujibur Rahman and Syed Nazrul Islam.

The DAC convenor announced the decision on the conference after one and a half hours session of the body this evening. The DAC earlier today met for two hours.

Asked whether the independent leaders would support the DAC view point at the conference. Nawabzada Nasrullah said: "We understand there are no two or opinions as far as the national issues are concerned."

Asked whether the conference would go into recess for Eidul Azha, he said it would be known after tomorrow's meeting.

He declined to conference when a correspondent asked whether Six Point of Sheikh Mujibur Rahman's, Awami League (now) formed part of the DAC's programme.

President Ayub Khan had proposed the round table conference with opposition leaders in his first of the month broadcast on February 1, and sent a letter to the DAC convener on February 5 to invite whomsoever he wanted to the talks which he proposed to begin on February 17.

President Ayub agreed to the new date and telegraphically invited Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani. President of the National Awami Party. Mr. Zulfikar Ali Bhuto, Chairman of the Pakistan People's Party and independent leaders Air Marshal Asghar Khan, Mr. S.M. Murshed and Lt. Gen. Azam Khan late on the night of February 18 when 23 of the DAC leaders had already reached Rawalpindi.

Maulana Bhashani and Mr. Bhutto had telegraphically asked the President in what capacity they had been invited. They were informed by Khwaja Shahabuddin, the Central information and Broadcasting Minister, that they had been invited as heads of their respective parties.

Meanwhile, the DAC continued holding meetings here which were later faced with a deadlock following the refusal of Sheikh Mujibur Rahman to come to Rawalpindi on parole. He demanded withdrawal of the "Agartala conspiracy case."

On February, 22 the government announced the repeal of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance 1968

under which Sheikh Mujibur Rahman alongwith 34 other persons, was being tried. Consequently they were released the same day.

Sheikh Mujibur Rahman arrived here last evening from Dacca and attended both the meetings of the DAC today. Pro-Bhashani National Awami Party, after a two day meeting of its working committee in Dacca, announced last night that the round table conference could be fruitful if the eleven point programme of the all party Students Action Committee of East Pakistan was accepted as the basis of talks. It also felt that the talks "may be held only" when the party's seven of the demands were fulfilled.

Mr. Z. A. Bhutto said about the round table conference in Lahore today that he would not attend it unless the people permitted him to do so and that the National Press was completely freed. Last week, after meeting his partymen in Karachi he announced ten points, the fulfillment of which he said, was necessary to create a proper atmosphere for the conference and make it a precondition for attending the talks.

Dawn

26th February 1969

R.T.C. BEGINS THIS MORNING : Conference to adjourn till after Id : Asghar, Murshed and Azam also to attend From M. A. MANSURI

RAWALPINDI, Feb 25: The Government-Opposition Round Table Conference on political and constitutional issues facing the country will begin tomorrow at 10-30 a.m. at the President's Guest House. This was announced here this evening by Nawabzada Nasrullah Khan, Convener of the Democratic Action Committee at the end of a two hour meeting of the DAC– second during the day.

Independent leaders–Air Marshal Asghar Khan, Mr. Justice Murshed and LT-Gen Azam Khan-have also agreed to attend the conference, Nawabzada Saheb said.

President Ayub's 15-member team for the conference also held a four-hour meeting this morning at the president's house. The team's spokesman, Mr. Qasim Malik, later said the meeting had a general discussion on the basis of some of the recent statements of the Opposition leaders. The Six-Point Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman who had arrived here last night with a 16-member team which included three legal experts, was present at both the sessions of the DAC today.

Air Marshal Asghar khan also attended the evening session. Mr. Justice Murshed was present at both.

Nawabzada Nasrullah Khan said he had a talk on telephone with Lt-Gen Azam Khan and he has also promised to come tomorrow by the first available flight.

Asked by newsmen, he declined to spell out the demands which the DAC leaders had agreed today to take to the Round Table Conference.

He could not say whether the conference would adjourn for some days after the first sitting for Id or it would re-assemble soon after the Id.

Nawabzada looked embarrassed when pressed to explain whether the DAC would stick to its original basic demands or has added more to them in view of Sheikh Mujibur Rahman's statements since his release.

All that he could say was "there can't be serious differences of opinion where it concerns national problems."

The Awami League chief looked in a relaxed mood and dispelled by his gestures the doubts among political workers anxiously waiting outside the DAC's meeting place that DAC's unity would be shaken because of the demands he had voiced before coming to Rawalpindi.

According to indications available from DAC circles, the understanding reached between Sheikh Mujib and the other DAC leaders is based very delicately and cannot be spelled out.

Sheikh Mujib came to the meeting after giving positive commitments to students who have become an important factor in East Pakistan.

Besides he cannot ignore the position that has now been taken up by Maulana Bhashani–his main rival in East Pakistan politics.

These are some of the reasons for which he cannot totally give up his latest demands-representation on the basis of population, Awami League's original six-point programme and consideration of East Pakistan students' 11-Point demands.

However, according to indications available in the Awami League circles, their chief has based his future programme on realism and his immediate concern was restoration of democracy in the country.

What specific understanding, if at all, he has reached with the other components of the DAC to accommodate the two positions is

not known. But it is certain that majority of the DAC leaders invited to attend the conference, including Mian Daultana, have given him an undertaking that they would offer their support to his demands for proportional representation and regional autonomy at the appropriate time.

At the opening session tomorrow, the conference is likely to confine its discussions to a review of the overall political situation in the country. It may then adjourn to re-assemble after Id. Sheikh Mujibur Rahman is booked to leave for Dacca tomorrow evening by PIA.

APP adds: The date of the conference was fixed following a communication received by the President from the DAC Convener, Nawabzada Nasrullah Khan, the official announcement said.

Talking to newsmen after the first DAC session, Nawabzada Nasrullah Khan said that Sheikh Mujibur Rahman was informed at the meeting about the discussions held by the DAC earlier. Besides the political situation and the round table conference, the eight-points of the DAC were also discussed.

MUJIB'S VIEWS

Asked whether Sheikh Mujibur Rahman put forward his views about representation to East Pakistan on population basis, Nawabzada Nasrullah Khan only said: "He also took part in the discussions".

He said Mr. S. M. Murshed, former chief Justice of East Pakistan High Court and now an independent leader, met him this morning before the start of the DAC meeting.

Replying to a question he said he felt that Mr. Murshed would Insha Allah agree to any decision taken by the DAC.

He declined to comment when a correspondent asked whether the six-points of Sheikh Mujibur Rahman's Awami League now formed part of the DAC's programme.

Asked whether the independent leaders would support the DAC viewpoint at the conference, Nawabzada Nasrullah said: "We understand there are no two opinions as far as the national issues are concerned."

BHUTTO, BHASHANI

Nawabzada Nasrullah said he had no information whether Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan people's party, and Maulana

Abdul Hamid Khan Bhashani, President of the National Awami party, or their representatives would be attending the conference.

He said there might be some increase in the number of DAC representatives at the conference. Replying to a question he said the six-point Awami League would be represented at the conference by Sheikh Mujibur Rahman and Syed Nazrul Islam.

PPI adds: The opening session of the RTC tomorrow is expected to be a short one.

Before the formal meeting begins, pressmen, Press photographers and T V. cameramen covering the conference will be allowed inside to have a feel of the conference room. There is already a very large number of pressmen and press photographers in Rawalpindi, many of whom have come from Karachi, Lahore and Dacca specially for the conference.

About a dozen foreign correspondents and T. V. cameramen are also here to cover the historic Government–Opposition talks which may lead to changes in this country's international nuances.

It is learnt that tomorrow session would not go beyond formal speeches. President Ayub would welcome the D. A. C. delegation and the three independent politicians and Nawabzada Nasrullah Khan will reciprocate by a short speech on behalf of the DAC.

Dawn

26th February 1969

Mujib, Bhashani slate stubborn attitude of 'Pasban' management

DACCA, Feb 25: The NAP chief, Maulana Bhashani and Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, in separate statements, yesterday urged upon the 'Pasban' management to settle the issues with its working journalists, who are on strike for the last 87 days. Following is the statement of Maulana Bhashani:

"The working journalists of the daily 'Pasban', who are on strike for the last 87 days for pressing their rightful demand to implement Wage Board of the Working Journalists in Daily 'Pasban' are facing starvation due to the stubborn attitude of the 'Pasban' management. The Government has also failed to implement the law relating to the service conditions of the working journalists at daily 'Pasban'. I strongly demand the management to end further exploitation of the working class and settle the issue immediately."

Following is the statement of Sheikh Mujibur Rahman:

"I am gravely concerned to learn that the journalists of the Daily 'Pasban' are on continuous strike for the last 87 days for realisation of their legitimate demands. It is unfortunate that the Management of the Daily 'Pasban' has shown intransigence in settling issues with the working journalists who I am told are on a starvation point. I call upon the management to settle the issues to the best interest of the working journalists, the management and the reading public in accordance with the Wage Board Award."– APP.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আজ সকাল দশটায় 'পিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক : আওয়ামী লীগের পক্ষে মুজিব ও নজরুল ইসলামের যোগদান : ভাসানী ও ভুট্টোর অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৫শে ফেব্রুয়ারী– আগামী কাল সকাল সাড়ে দশটায় প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হইবে। আজ সকালে একথা এখানে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান যে, তিনজন দলনিরপেক্ষ নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি জনাব এস, এম, মোর্শেদ এবং লেঃ জেনারেল আজম খানও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি এস,এম, মোর্শেদ আজ সন্ধ্যার দিকে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

নবাবজাদা জানান যে, লাহোরে অবস্থানরত জেনারেল আজমের সহিত তাঁহার টেলিফোনে কথা হইয়াছে এবং তিনি প্রথম সুযোগেই বিমানযোগে লাহোর হইতে পিণ্ডি আসিয়া পৌঁছিবেন। পার্টির নেতা জনাব জেড এ ভুট্টো এবং জাতীয় আওয়ামী পার্টি নেতা মওলানা ভাসানী অথবা তাহাদের দলীয় প্রতিনিধিগণ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না।

নবাবজাদা বলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে ডাক-এর প্রতিনিধি সংখ্যা কিছু বাড়িতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, শেখ মুজিবর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ঈদুল আজহার জন্য সম্মেলনের বিরতি ঘটিবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে নবাবজাদা বলেন যে, আগামীকল্যকার বৈঠকের পর তাহা জানা যাইবে।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা ডাক-এর প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে নবাবজাদা তাহার কোন জবাব দিতে অস্বীকার করেন।

দলনিরপেক্ষ নেতারা সম্মেলন টেবিলে ডাক-এর মতামত সমর্থন করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে নবাবজাদা বলেন যে, জাতীয় সমস্যাবলীর প্রশ্নে কোন দ্বিমত নাই বলিয়াই আমরা জানি। –এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব : কাইউম কর্তৃক শেখ মুজিবের দাবী সমর্থন

পেশোয়ার, ২৫শে ফেব্রুয়ারি– অধুনালুপ্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকাল বলেন যে, সংখ্যাসাম্যের নীতি পরিত্যাগ এবং সরকারী পর্যায়, আইন পরিষদ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে, প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানের হাতেই অর্পণ করা উচিত। কারণ, তাঁহার মতে উভয় অঞ্চলকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

তিনি অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কারসাজিতেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করা যায় নাই।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁহার প্রবেশের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, শীঘ্রই তিনি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মসূচীভিত্তিক কোন দলে যোগদান করিবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ডিসেম্বর মাসে তিনি কাউন্সিল মুসলিম লীগ হইতে পদত্যাগ করেন।

তিনি বলেন যে, শীঘ্রই তিনি জনাব ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান, জেনারেল আজম ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং উভয় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলেই বর্তমানে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছে। কাজেই শুধু সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায় করা হইলেই জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইবে না। –এপিপি

Morning News
26th February 1969
Mujib overwhelmed by warm welcome

LAHORE, Feb. 25 (APP): Sheikh Mujibur Rahman leader of the six-point Awami League, said here today that he was overwhelmed by the warm reception accorded to him by the citizens of Lahore. Talking to newsmen before his departure for Rawalpindi to participate in the Round Table Conference Sheikh Mujibur Rahman said that he would always remember the love and affection shown to him by the brave citizens of the city.

Referring to his talks with independent political leaders including Air Marshall Asghar Khan and Lt. Gen. Azam Khan Mr. Mujib said: "I am absolutely satisfied with the results of our deliberations with them."

Morning News
26th February 1969
Mujib meets party members

RAWALPINDI Feb 25 (APP): Sheikh Mujibur Rahman had a meeting with his party members late last night to finalise its approach towards the demands of the DAC.

This morning the Law Minister Mr. S M Zafar East Pakistan Finance Minister Dr M N Huda and Sardar Shaukat Hayat Council Muslim League leader called on Sheikh Mujibur Rahman.

Earlier Sheikh Mujibur Rahman had an exclusive meeting with NAP leaders Khan Wali Khan and Mir Ghaus Bux Bizen jo.

Morning News
26th February 1969
Mujibur Rahman's release Welcomed in Karachi
(From our Karachi Office)

KARACHI, Feb, 24: Maulana Ehtishamul Haq Thanvi yesterday welcomed the release of Shaikh Mujibur Rahman and withdrawal of Agartala Conspiracy case and said that now the atmosphere for political parleys had much improved.

In a statement issued last night Maulana Thanvi demanded an inquiry against all Government officials responsible for instituting wrong cases against innocent persons.

He said concoction of Agartala Conspiracy Case, detention of Mr. Bhutto and Shorish Kashmiri and Shaikh Mujibur Rahman in

the ultimate analysis proved to be wrong and Government was forced to withdraw its baseless cases.

He said it was the 'blackest action' of the present regime to create all sorts or ordinances, laws and regulations oriented to serve the purpose of an individual rather than of the nation of the country.

He demanded that an inquiry should be opened against all Government officials who activity participated in such schemes and helped the Government to play such a deadly hoax with the nation and the country.

Maulana Asadul Qadri, President and Mufti Wali Haswan, Vice-President, Majlis-e-Ulema-e-Pakistan. congratulated President Ayub on his wise decision.

They said he has thus left the field open for the people to choose their own candidate and their own system of Government and added. "It is now for the people to stand equal to the task, close their ranks and look to the best interests of the Millat."

Mr. Michacl M. R. Chohan, President West Pakistan Catholic Federation, said President Ayub has shown "great magnanimity of heart and his genuine love for the nation and the country".

He appealed to the President and the participants of the RTC to consider the question of representation of the Pakistani Christian minority in legislatures and other elective bodies of the country.

Mr. Mobashir Aslam, President of the Jinnah College Students Union and a member of the Central Working committee of NSF (Rasheed group) said the end of 10-year dictatorship was and achievement of the present students and people's revolutionary movement.

In a press statement he lashed out at the Democratic Action Committee and said that the anti-people policy of DAC was evident from the fact that it did not include the economic demands in its eight-point programme.

Mir Laik Ali, a former Chief Minister of Hyderabad Deccan has congratulated President Ayub Khan on his decision not to contest the next Presidential election.

The Jammu and Kashmir Plebiscite Front, in a Press statement said that President Ayub has through his two very important and patriotic decisions–his announcement of not contesting the Presidency and withdrawal of the Agartala case–has paved the way for successful government-opposition talks, which most probably will result in the establishment of a truly democratic government in Pakistan.

The nature of the Kashmir issue demanded a truly democratic government in Azad Kashmir, Gilgit and Baltistan to justify the demand for the night of self-determination for the people of the state.

Now that Pakistan is getting rid of the autocratic control the bureaucracy, It is in the ... of things that immediate steps are taken to democratic Azad Kashmir, Gilgit and Baltistan.

দৈনিক পয়গাম

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

দক্ষিণপন্থীও নই বামপন্থীও নই 'আমি দেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে' : শেখ মুজিব

লাহোর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য বলেন যে, লাহোর উপস্থিতির পর তথাকার অধিবাসীবৃন্দ তাহাকে যে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অভিভূত হইয়াছেন।

শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি যাত্রার পূর্বে লাহোর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, লাহোরের বীর নাগরিকদের ভালবাসা ও অনুরাগের কথা তিনি সর্বদাই স্মরণ রাখিবেন।

এয়ার মার্শাল আসরগ খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান প্রমুখ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি তাহাদের সহিত আলোচনায় পুরাপুরি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবর রহমান এবং পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টো একই বিমানযোগে ঢাকা হইতে লাহোর পৌঁছিলে বিমানবন্দরে তাহাদের বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পিডিএম, পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক কর্মী সম্বর্ধনায় অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মালিক গোলাম জিলানী, জনাব জে এ রহীম, জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী, এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান উল্লেখযোগ্য।

বিমানবন্দরে এত বিপুল জনসমাগম হয় যে, বিমানের পক্ষে পার্কিং বে'তে পৌঁছান একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। শেখ পর্যন্ত বিমানটি ট্যাক্সিওয়েতে থামিয়া যায় এবং জনাব ভুট্টো জনগণকে পিছনে সরিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু জনতা তাহাকে সেখানেই অবতরণ করিতে বাধ্য করে এবং তাহার পার্টির একটি ট্রাকে উঠিয়া বসিতে বলে। তখন তাহাকে শোভাযাত্রা সহকারে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

অনুরূপভাবে শেখ মুজিবও সেখানেই বিমান হইতে অবতরণ করেন এবং তাহাকে শোভাযাত্রা সহকারে বাহিরে নেওয়া হয়।

এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং লেঃ জেনারেল আজম খান তাঁহার কর্মসূচী সমর্থন করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তাঁহার কোন "মন্তব্য নাই" বলিয়া জানান। তিনি বলেন, তাহাদের সহিত আলোচনায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছি, এত আগে সে কথা বলা যায় না।

বামপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী নই, স্বদেশপন্থী

জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, আমি বামপন্থীও নই, কিংবা দক্ষিণপন্থীও নই, আমি আমার স্বদেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাহার দল নিরপেক্ষ এবং "সকলের সহিত বন্ধুত্ব কাহারও সহিত শত্রুতা নয়" –এই বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী।

দুর্নীতি প্রসঙ্গ

দেশে বিরাজমান দুর্নীতি প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, উহা বর্তমান সরকারেরই অবদান এবং দুর্নীতি বিরোধী কমিটি ও কমিশন গঠনের দ্বারা উহা উচ্ছেদ করা যাইবে না। তবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উহার অবসান ঘটিবে। তিনি বলেন যে, দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মুসলিম লীগকে বিরোধী দলে পরিণত করার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি সেই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে বিরত থাকেন।

শেখ মুজিব পিণ্ডি অবস্থানকালে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের সহিত "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" আলোচনা করিবেন বলিয়া জানান। -এপিপি।

দৈনিক পাকিস্তান

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

জনগণের বিজয় : শেখ মুজিবের মুক্তিতে প্রদেশে আনন্দের জোয়ার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবর রহমানসহ অন্যান্যদের মুক্তিকে ছাত্র সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক নেতৃবর্গসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনসাধারণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা একে বর্তমান গণআন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। আগরতলা মামলা রুজুর পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের দাবীও জানান হয়। মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ১১ দফা আদায়ের সংগ্রামে

বর্তমান গণআন্দোলনকে আরো জোরদার করবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। মামলা প্রত্যাহারের সরকারের সিদ্ধান্তকে তারা বিজ্ঞোচিত বলে আখ্যা দেন এবং এজন্যে সরকারকে ধন্যবাদ দেন।

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ৩৩ জন নেতা এক বিবৃতিতে বলেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে জনগণের বিজয় সূচিত হয়েছে। তারা শেখ মুজিবকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং সাথে সাথে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, –সারা দেশে বর্তমানে জাতির মুক্তি সনদ ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক গণআন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকার শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং এই আন্দোলনের জোয়ারেই তিনি তার প্রিয় জনতার মধ্যে ফিরে এসেছেন।

ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিব গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ১১-দফা দাবীকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রামে তাদের দিশারীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন। শেখ মুজিব ছাত্রদের ১১-দফা ছাড়া কোনরকম সিদ্ধান্তে স্বীকৃতি দেবেন না বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ও জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। তারা সর্বাগ্রে প্রাদেশিক গবর্নর জনাব আবদুল মোনেম খানের অপসারণের দাবী করেন।

বিবৃতিতে এন এস এফ এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবউল হক দুলন 'ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী, এন এস এফ-এর প্রচার সম্পাদক জনাব ফখরুল ইসলাম প্রমুখ রয়েছেন।

ওয়াহিদুজ্জামান

জাতীয় পরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন যে এখন শেখ মুজিব উপযুক্ত ও সন্তোষজনক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।

প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী ও প্রাদেশিক পরিষদে সরকারী দলের নেতা জনাব দেওয়ান আবদুল বাসেত বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের আমাদের সংগ্রামী সৈনিক শেখ মুজিবর রহমানকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করি পাকিস্তানকে অধিকতর সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার জন্যে তিনি সংগ্রাম করে যাবেন।

এ ছাড়া প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীদলের নেতা জনাব মালেক উকিল, এনডিএফ নেতা সৈয়দ আজিজুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান, এম এন এ জনাব মোখলেসুজামান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারকে জনগণের বিজয় বলে অভিহিত করেন।

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি, মোক্তার বার সমিতি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও খাকসার পার্টি এ সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ করেন। পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মৌলবী সায়দুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিছির আহমদ এ সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ১১ দফার আন্দোলন জোরদার করবে।

Dawn

27th February 1969

Talks held in cordial atmosphere, leaders say

Mujib hopes DAC will reach agreement

Dacca, Feb 26: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League leader said here today the people in West Pakistan understood the Problems of Pakistan and they had … and sympathy for the here.

Awami League leader, who here this evening from Rawalpindi after attending the opening session of the Government-Opposition Round Table Conference, told newsmen the first session of the conference was held in a cordial atmosphere.

Sheikh Mujibur Rahman said that he was overwhelmed by the love and affection of the people in West Pakistan during his brief visit to that wing.

Sheikh Mujib said that in Lahore and Rawalpindi he was warmly received by large crowds and amidst laughter he remarked: "so-called traitor, now is a patriot".

The Awami League leader said that the people in West Pakistan appreciated the lead provided by the Central All Parties Students Action Committee in East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman on arrival was received at the airport among others by his wife and children and a host of party leaders and workers.

WELCOME

A sizable crowd, mainly of students, welcomed him with shouting slogans and garlands.

Mr. Justice S. M. Murshed, who arrived by the same plane, said that the beginning of the Round Table Conference was amidst cordial atmosphere.

He hoped that the conference would be able to solve the national problems.

Mr. Mujib was accompanied by Syed Nazrul Islam, Mr. Hamidul Haq Chaudhry, and Prof Ghulam Azam returned here today from Rawalpindi after attending the inaugural session of the Round Table Conference.

Mr. Tajuddin Ahmad, Secretary East Pakistan Awami League, Mr. Mizanur Rahman Chaudhry, Organising Secretary of the Provincial Awami League and Mr. Abdul Malek, Ukil, MPA, Mr. Mushtaq Ahmad and Mr. Yusuf Ali Chaudhry (Mohanmia) a NDF leader, also arrived by the same plane.

COMMON FORMULA

Our Staff correspondent in Lahore adds:

Answering a question at the Lahore airport Mr. Mujib said the democratic Action Committee would continue its deliberations to arrive at a common formula over the national issues to be considered by the conference and would be meeting at Lahore on March 6. "On March 10 we would be going back to Rawalpindi for the conference", he added.

Asked if he was hopeful about the participation of Mr. Bhutto and Maulana Bhashani in the conference when it is resumed, he said they were most welcome. He believed that the DAC and everybody wanted them to join at the table. Moreover, they should note that it was an open conference without any rigid agenda and hence they could raise any question they liked. He failed to understand as to why they "do not come" to put forward their viewpoint. "Why are they afraid", he asked.

Asked if he would persuade them to attend the conference, he said the question of persuasion did not rise. He had already requested all of them to some and join at the table. But if he got an opportunity he would like to talk to them about the matter.

MAUDOODI

Answering a question, the Amir Jamaat-i-Islami, Maulana Abul A'ala Maudoodi said the deliberation of the conference had not reached any definite stage. In fact, the conference had only been started so that the nation may rest assured that there was no deadlock over its being held.

Asked if the DAC proposed to make further efforts to bring Maulana Bhashani to the table, he said it was a matter which concerned Mr. Mujib and Maulana Bhashani alone. The DAC had done its duty by suggesting to the Government to invite all the leaders. The Government had agreed to the suggestion and Air Marshal Asghar Khan and Mr. Mahboob Murshed had also responded to the invitation. The remaining leaders if they so wanted, could come on March 10. So far as the DAC was concerned, it would be only too happy if all the invitees attended the parleys so that a formula could be evolved through an agreement between the all concerned.

NO PRECONDITION

Asked if they could make further efforts to bring Maulana Bhashani and Mr. Bhutto now that they had over ten days at their disposal, Maulana Maudoodi said the DAC would make every possible effort to persuade them to participate but "if we decide to move on precondition that a decision could be taken only if all agree to participate, then I am afraid there may be no decision at all".

The most the DAC could do was to try that all could be present at the table, but if somebody decided to abstain from participation the nation could certainly not wait indefinitely.

Asked if he was hopeful about the outcome of the talks, he said if he had not been hopeful he would have not decided to participate.

Answering a question, he said President Ayub had given a solemn commitment to the entire world that he would not contest in the next election, and therefore he was sure that the president would not back out of his pledge.

PPI adds:

Asked what he had to say about Mr. Bhutto's claim that his followers had never said anything about the Jamaat-i-Islami, Maulana Maudoodi told newsmen that he did not like to expatiate on what the PPP had been saying against his party. It would be futile to recount all that and would only embitter the feelings, he added.

NASRULLAH

Asked about the inaugural session of the Nawabzada Nasrullah Khan, who returned from Rawalpindi to Lahore late this evening, said that it was a "right beginning in the right direction".

He said the Government's decision to release all political detenus in West Pakistan following his request at the RTC

inauguration, should further clear the atmosphere for Government-Opposition dialogue.

He said he would be staying on in Lahore to be available to political colleagues. Later, the Central DAC would go into session here from March 6 to 9 in order to finalise its constitutional and political recommendations for the RTC. These deliberations were necessary so that no time was wasted at the RTC over avoidable discussions, he pointed out.

The DAC members, he said, would leave for the interim capital on February 9 at the conclusion of these deliberations for participation in the RTC.

MURSHED

Mr. Murshed said in Lahore before his departure for Dacca that he would try to meet Maulana Bhashani during his stay in East Wing. He asked the people to pray sincerely for the success of the talks because the interest of the entire nation was involved. In fact all the people and not just the leaders were participating in the talks because they gain strength from the people at large, he added.

FARID

The Nizam-i-Islam party Secretary-General, Maulvi Farid Ahmad, said the beginning of the Round Table Conference had been "really wonderful."

Giving his impressions of the RTC on arrival at the Lahore airport he said that the ice which had separated the President from the people had at long last been broken. The state of anxiety and fear might now give way to hope and aspirations, thereby serving to open up new vistas on the horizon, he added.

The NIP leader said the initiative generated by the joint efforts of the President and the Opposition leaders would certainly dispel many misgivings.

HUMBLE

Maulvi Farid Ahmad said President Ayub was very humble in his approach to national issues and made no mental reservation. This attitude might well pave the way for a better appreciation of the views of the people.

He said the fact that the session began and ended with prayers the Almighty made him confident that Allah, in His infinite freedom, would "lead us to the path of virtue."

Maulvi Farid Ahmad is stay on in Lahore for Id.

Dawn

27th February 1969

Mujib to Speak for all Pakistanis : Pays tributes to martyrs of West Pakistan

RAWALPINDI, Feb 26: Sheikh Mujibur Rahman, the East Pakistan Awami League leader, said here today that he would speak for all the people of Pakistan."

He made this remark to pressmen while referring to an editorial in the "Pakistan Times" of today entitled "Who speaks for West?" as he came of the Round Table conference.

Later, he issued the following statement to the press at the East Pakistan House. "On the eve of his departure for Dacca after a short visit to Rawalpindi, Sheikh Mujibur Rahman said:

"I wish to express my deep sense of gratitude to the people of West Pakistan for their love and affection shown to me through massive welcome.

"Despite my ardent desire I could not manage time during my short stay here on account of preoccupation round the clock to meet the political workers and offer my prayers at the mazar of the martyrs, who by their supreme sacrifice opened a new chapter in our national history.

"I am leaving Rawalpindi today to be with my family during Eid-ul-Azha, after three years of absence on account of detention in jail. By the grace of Allah, I will try to meet the political workers here and offer my Prayers at the mazars of the martyrs upon return after Eid. "This year's Eid-ul-Azha will find a new significance in the sacrifice of our nation for a common cause, namely the restoration of people's rights and attainment of their dignity through popular consensus.

TOUCHING WARMTH

"The touching warmth I felt in the people of West Pakistan for the people of East Pakistan in their demand for regional autonomy leaves me in no doubt that we shall together succeed in realising our objectives for which so much sacrifices have been made."

Sheikh Mujib left here for Lahore by a chartered plane this afternoon on route to Dacca, accompanied by his 11-member team, which came here in connection with the Central DAC meeting and the RTC.

আজাদ

১লা মার্চ ১৯৬৯

পল্টনে ঈদের প্রধান জামাতে শেখ মুজিবের নামাজ আদায়

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পর পর ছয়টি ঈদ কারা অন্তরালে কয়েদীদের সহিত পালনের পর এইবার সর্ব্বপ্রথম আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান স্বগৃহে সপরিবারে ঈদ উদযাপন করেন। গত বৃহস্পতিবার পল্টনে অনুষ্ঠিত ঈদের প্রধান জামাতে তিনি শরীক হন।

ঈদ পালনের পর বৃহস্পতিবার রাত্রে জনাব শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে ঢাকা হইতে লঞ্চযোগে স্বগ্রাম ফরিদপুরের টুঙ্গীবাড়ী গমন করিয়াছেন। ঈদের দিন ঢাকায় বহুশত আত্মীয়স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্ম্মী, বন্ধু-বান্ধব শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এবং পলটনের নামাজে আগমনের পর তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাপক ভীড় হয়।

সম্পাদকীয়

দৈনিক ইত্তেফাক

১ মার্চ ১৯৬৯

এই মুহূর্তের কর্তব্য

দেশে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক সংগ্রামে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের শোকার্ত ও অসহায় পরিবার পরিজনকে সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা সরকার ও দেশবাসীকে আবারো স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করিতেছি। গণ-আন্দোলনে যাহারা শহীদ হইয়াছেন, শুধু তাঁহাদের পরিবার-পরিজনই নয়, গোলাগুলীতে যে-সব ব্যক্তি আহত হইয়াছেন বা যে সব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে আমরাও বহুবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সুতরাং এইরূপ একটি জরুরী বিষয় আর অধিককাল ঝুলাইয়া না রাখিয়া সরকারের উচিত এই সম্পর্কে অবিলম্বে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা। সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমান এই ক্ষতিপূরণদানের ব্যাপারে সরকারকে যেমন তাগিদ দিয়াছেন, তেমনি সরকারী কার্যক্রমের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া না থাকিয়া শহীদদের পরিবারবর্গ ও আহতদের সাহায্য দানের জন্য একটি নয় সদস্যবিশিষ্ট বেসরকারী কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটিতে প্রদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্য হইতে প্রতিনিধিত্বশীল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের

গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের আস্থাভাজন এই সাহায্য কমিটি শুধু নিহত ও আহতদের পরিবার-পরিজনবর্গকে সাহায্যদানের ব্যাপারেই নয়, বিপর্যস্ত পরিবার সমূহের পুনর্বাসনের ব্যাপারেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনে যে-সব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই নন, ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গকেও কমিটি সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবেন, জানিতে পারিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। আমরা আশা করি দেশের প্রতিটি সক্ষম নাগরিকই এই সাহায্য ও কমিটির উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আর্থিক সাহায্যসহ সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করিবেন। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের আন্দোলনে ও সাম্প্রতিক আন্দোলনে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন বা আহত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা কমিটির পক্ষে সহজ না-ও হইতে পারে। এই অবস্থায় সকলের জানামতে কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করাও একটি বড় রকমের দায়িত্ব পালন বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। কোন কোন স্থান হইতে আমরা অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়া অর্থ সংগ্রহ করার খবর ও অভিযোগ পাইয়াছি। এই ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকেই অনুরোধ জানাইব, তাঁহারা যেন উপরোক্ত সাহায্য কমিটি বা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া এবং বিনা রসিদে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান না করেন। ভুয়া সাহায্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সময়মত নিরুৎসাহ না করা হইলে দেশবাসীর সাহায্যের অর্থ যথাস্থানে গিয়া না পৌঁছিবার আশঙ্কাই বেশী। মানবতার সেবা বা কল্যাণমূলক কাজে কোন প্রকার দলীয় বা আত্মস্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা যেন প্রশ্রয় না পায়, গণ-আন্দোলনের ত্যাগী ও নির্যাতিত কর্মীদের স্বার্থেই সেদিকে আজ সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দৈনিক পয়গাম

১লা মার্চ ১৯৬৯

ঢাকায় শেখ মুজিবের মন্তব্য : পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ আমাদের সমস্যাবলী অনুধাবন করিয়াছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গত বুধবার বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলী অনুধাবন করিতে পারিয়াছে

এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি তাহাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি রহিয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের পর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া সাংবাদিকদের নিকট শেখ মুজিব উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হৃদ্যয়তাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে তথাকার জনগণ আমার প্রতি যে ভালবাসা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে আমি অভিভূত হইয়াছি। লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে বিরাট জনতা তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা প্রদান করিয়াছে বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব হাস্যরোলের মধ্যে মন্তব্য করেন, "তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক– আজ একজন দেশ প্রেমিক।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বের প্রশংসা করিয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিলে এক বিরাট ছাত্র-জনতা তেজগাঁও বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানায়।

বিমান বন্দরে তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদও বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানান।

সংবাদ

১লা মার্চ ১৯৬৯

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের প্রতিক্রিয়া : পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের সমস্যা উপলব্ধি করিয়াছে : শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি)। –গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে যোগদান শেষে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের নিকট বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলী উপলব্ধি করিয়াছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি তাহাদের শুভেচ্ছা ও সহানভূতি রহিয়াছে।

তিনি বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৬ই মার্চ ডাক-এর সভা

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আগামী ৬ই মার্চ লাহোরে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। ইতিপূর্বে রাওয়ালপিণ্ডিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার কথাও বলিবেন।

"পশ্চিম পাকিস্তানের কথা কে বলিবে" এই শিরোনামায় পাকিস্তান টাইমস-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে সাংবাদিকরা শেখ সাহেবের নিকট জানিতে চাহিলে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

অতঃপর পূর্ব পাকিস্তান ভবনে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ব্যাপক অভ্যর্থনার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহার প্রতি যে ভালবাসা ও স্নেহ দেখাইয়াছে তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গে

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে লাহোরে পৌঁছার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, তিনি অবশ্যই মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্যান্য নেতার সহিত মওলানা সাহেবকে রাওয়ালপিণ্ডি আসার অনুরোধ জানাইয়াছি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন হইলে আবার মওলানা ভাসানীকে অনুরোধ জানাইব।

তিনি বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে একটি প্রকাশ্য বৈঠক এবং ইহাতে কঠোর কোন আলোচ্যসূচীও নাই। কাজেই বৈঠকে যে যা চান তাহাই বলিতে পারেন। তাঁহারা কেন বৈঠকে যোগদান করিয়া জাতির নিকট মতামত প্রকাশ করিতে ভয় পাইতেছেন, উহা তিনি জানেন না।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, একটি সাধারণ কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এখনও চেষ্টা করিতেছেন, প্রত্যেকেরই সদিচ্ছা থাকায় এই কর্মসূচী প্রণয়ন সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মওলনা মওদুদী

রাওয়ালপিণ্ডি ২৬শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি)।– গোলটেবিল বৈঠকের বিরতির পর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ উহার বাহিরের নেতৃবৃন্দকে বৈঠকে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইবে কিনা, এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে মওলানা মওদুদী বলেন, সরকারকে ডাক-বহির্ভূত নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের অনুরোধ জানাইয়া ডাক উহার কর্তব্য পালন করিয়াছে।

মওলানা মওদুদী আরও বলেন, আমরা ডাক-এর বহির্ভূত নেতৃবৃন্দকে বৈঠকে দেখিতে চাই। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা হইলে সমগ্র জাতি তাহাদের অপেক্ষায় থাকিতে পারেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড, এ ভুট্টোর মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে মওলানা মওদুদী বলেন, 'জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পিপলস পার্টি যে সব কাজ করিয়াছে, আপনারা কি চান যে সে সব কথা আমি প্রকাশ করি।' জনাব ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, জামাতে ইসলামী তাহার এবং তাঁহার দলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিয়াছে, উহা তিনি বুঝিতে পারেন না।

আজাদ

২রা মার্চ ১৯৬৯

মুজিবের মুক্তিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আনন্দোচ্ছাস

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২২শে ফেবরুয়ারী।–দুপুরে রেডিওযোগে সরকার কর্তৃক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও সকল আসামীদের মুক্তিদানের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরবাসীর মধ্যে আনন্দের শিহরণ খেলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহর প্রদক্ষিণ করে। অর্ধ-লক্ষাধিক পটকা বাজি পোড়ান হয়। তদুপলক্ষে পাঁচটায় স্থানীয় রিপাবলিক স্কোয়ারে পূর্ব্ব পাক ছাত্র লীগ সহ-সভাপতি জনাব মাহবুবুল হুদার সভাপতিত্বে জনসভায় বিভিন্ন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবের মুক্তিকে জনগণের দুর্ব্বার সংগ্রামের শুভ ফল বলিয়া বর্ণনা করেন। সভাশেষে তথায় একটি সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

আর্ট কাউন্সিলে অগ্নিসংযোগ

ঐদিন অপরাহ্নে রিপাবলিক স্কোয়ারে জনসভা চলাকালীন কতিপয় ছাত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় হারমোনিয়ামের জন্য নিকটস্থ আর্টস কাউন্সিল ভবনে যায়। জনৈক কর্ম্মচারী ছাত্রদেরকে হারমোনিয়াম দিতে অস্বীকার করে এবং ছাত্রদের সাথে দুর্ব্ব্যবহার করে। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ছাত্ররা আর্টস কাউন্সিল ভবনে হামলা চালায় এবং ভবনের আলমারী হইতে কতিপয় মদের বোতল উদ্ধার করে। সরকার পরিচালিত একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মদের বোতল আবিস্কার করিয়া ছেলেরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ভবনটিতে অগ্নিসংযোগ করে। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল জনৈক প্রশাসনিক অফিসারের সঙ্গে দেখা করিয়া ঘটনা বিশ্লেষণ করে। এবং প্রমাণ স্বরূপ প্রাপ্ত মদের বোতলগুলি তাহার নিকট জমা রাখেন। তিনি ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় উভয় প্রেক্ষাগৃহে ও রাত্রিতে শেখ মুজিবের বিভিন্ন ফটো সম্বলিত নিউজ রিলে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হইলে উৎসাহী দর্শকবৃন্দ তাহা দর্শন করেন।

টাঙ্গাইল

গত ২২শে ফেবরুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিব সহ সকলের মুক্তি লাভের খবর রেডিওতে প্রচার হওয়ার পরই এখানে একটি বিজয় মিছিল বাহির হয়। মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং পরে সাধারণ পাঠাগারের সম্মুখে এক সভায় মিলিত হয়। বিভিন্ন ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন।

আজাদ

২রা মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের মুক্তিতে সিরাজগঞ্জে উল্লাস

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সিরাজগঞ্জ ২৩শে ফেব্রুয়ারী।–সরকার কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি লাভের খবর বেতারযোগে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজগঞ্জের জনসাধারণ উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। ঐদিন (২২শে ফেব্রুয়ারী) ছাত্র এবং রাজনৈতিক কর্মীরা এক আনন্দ মিছিল বাহির করে। তাহারা শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি বহন করে এবং রাস্তার হর্ষোৎফুল্ল জনসাধারণের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করিয়া তাহাদের প্রিয় নেতার বিশাল প্রতিকৃতি সহকারে মিছিল যোগে শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে এবং "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ" জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি প্রভৃতি শ্লোগান প্রদান করে।

শেখ মুজিবের মুক্তি লাভের খবরে শাহজাদপুরের ছাত্র-জনতা ব্যাণ্ড-পার্টি এবং আতশবাজি সহযোগে এক বিরাট মশাল মিছিল বাহির করে। পরে তাহারা ছাত্র নেতা মির্জা আবদুল লতিফের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী শাহজাদপুরে এক মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয় এবং শেখ ছাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করা হয়। –নি: স:

শাহাজাদপুরে আওয়ামী লীগ সভা

সম্প্রতি শাহজাদপুর থানার বাড়াবিল গ্রামে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল লতিফ মিজ্জা। সভায় জনাব আবদুল লতিফ খান, জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী, জনাব আবদুল গফুর, জনাব কোরবান আলী, ডাঃ খলিলুর রহমান, জনাব আবদুল হামিদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬ দফা কায়েম, পূর্ণ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে সর্ব্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু, খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করা হয়।

কাজীপুরে আওয়ামী লীগ নির্ব্বাচন

সম্প্রতি এক সভায় কাজিপুর থানা আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন করা হয়। সভায় জনাব মোজাম্মেল হক এবং জনাব আফজল হোসেন যথাক্রমে থানা আওয়ামী লীগের নয়া সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

Pakistan Observer
2nd March 1969
Haroon meets Mujib in Gopalganj

Mr. Yusuf Haroon, who had come to Dacca on Friday night from Lahore, meet the Awami League Leader Sheikh Mujibur Rahman on Saturday at his village home, near Gopalganj town in Faridpur district.

Asked by APP about the purpose of his visit, on his return to Dacca in the evening, Mr. Haroon said: "I am not in politics. I just went to meet my friend (Sheikh Mujib) and say Eid Mubarak to him."

Mr. Haroon had gone to Gopalganj by a chartered PIA Helicopter, which could not locate the place first and returned to Dacca to go there again in the afternoon carrying him.

Mr. Haroon left Dacca on Saturday night for Karachi.

Morning News
2nd March 1969
Mujib pledges to speak for W. Pakistanis
(By our staff Reporter)

RAWALPINDI, March 1 (APP) (PPI): Sheikh Mujibur Rehman said here on Tuesday that he would speak for the people of West Pakistan.

He made this remark to Pressmen while referring to an editorial in the Pakistan Times of that day entitled "Who Speaks For West" as he came out of the Round Table Conference.

Sheikh Mujibur Rehman said "Mujib will talk for all the people of Pakistan."

Later, he issued the following statement to the Press at the East Pakistan House:

"I wish to express my deep sense of gratitude to the people of West Pakistan for their love and affection shown to me through massive welcome.

"Despite my ardent desire I could not manage time during my short stay here on account of preoccupation round the clock to meet the political workers and offer my prayers at the Mazar of the martyrs at the Mazar of the martyrs who by their supreme sacrifice opened a new chapter in our national, history.

"I am leaving Rawalpindi to day to be with my family during Eedul Azha after three years of absence on account of detention in jail. By the grace of Allah, I, will try to meet the political workers here and offer my prayers at mazars of the martyrs upon return after the Eed.

"This year's Edul Azha will find a new significance in the sacrifice of our nation for a common cause, namely the restoration of people's rights and attainment of their dignity through popular consensus.

"The touching warmth I felt in the people of West Pakistan for the people of East Pakistan in their demand for regional autonomy leaves me in no doubt that we shall together succeed in realising our objectives for which so much sacrifices have been made."

দৈনিক পাকিস্তান
২রা মার্চ ১৯৬৯
শেখ মুজিব সকাশে ইউসুফ হারুন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জনাব ইউসুফ হারুন গতকাল শনিবার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ শহরের কাছে শেখ মুজিবের নিজ গ্রামে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে এপিপির খবরে প্রকাশ। জনাব হারুন শুক্রবার রাতে লাহোর থেকে ঢাকা আগমন করেন।

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকায় ফেরার পর তাঁর সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব হারুন বলেন, 'আমি রাজনীতিতে নেই। আমি শুধু আমার বন্ধুর (শেখ মজিব) সাথে সাক্ষাৎ করতে ও তাকে ঈদ মোবারক জানাতে গিয়েছিলাম।'

জনাব হারুন পিআইএ'র একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করে গোপালগঞ্জ গিয়েছিলেন। হেলিকপ্টারটি প্রথমে শেখ মুজিবের গ্রাম খুঁজে না পেয়ে ঢাকা ফিরে আসে এবং অপরাহ্নে আবার তাকে নিয়ে টুঙ্গিপাড়া যায়। জনাব হারুন গতকাল রাতে করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

Morning News
3rd March 1969
Call to contribute generously to Relief Fund opened by Mujib

Mr. A. H. M. Kamruzzaman, Convenor of the All-Pakistan Awami League, yesterday appealed to the countrymen to make generous contribution to the Relief Fund opened by Sheikh Mujibur Rahman for helping the families of the victims of recent Government "atrocities", reports PPI.

In a Press statement here yesterday, Mr. Kamruzzaman condemned the "atrocities of the forces" near the campus of Rajshahi University and the Rajshahi Government College leading to the killing of Dr. Zoha and a student Nurul Islam on February 18.

Giving his own account of the incident, Mr. Zaman said, It is my duty to bring to the notice of the nation the circumstances leading to the tragic death of Dr. Mohammad Shamsuzzoha Reader in Chemistry and Proctor, Rajshahi University. It was learnt that the students of the University wanted to take out a procession in two's and three's in the morning of February 18, 1969 as a mark of protest against the death of Sergeant Zahurul Haq an incident which sparked off angry demonstrations all over the country. As Section 144 was imposed the previous night on thana areas of Pabna and Boalia, the Vice Chancellor instructed Dr. Zoha and other of the University and dissuade the students from going on to Natore Road. Besides Dr. Zoha many other teachers, including the Dean of the Faculty of Science and the Provost of S. M. Hall were on duty at the main gate of the University at that time and they succeeded in persuading the students to stay inside the campus. There was no procession on the road, no sign of violence and no problems of security at that time near the University.

দৈনিক পয়গাম
৩রা মার্চ ১৯৬৯
'বঙ্গবন্ধু খেতাব স্বার্থক হইয়াছে'

সুনামগঞ্জ, ১লা মার্চ।– সুনামগঞ্জ থানা মুসলীম লীগের সম্পাদক ডাঃ আবদুল মন্নান আকঞ্জী শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং দেশের সংকট মুহূর্তে নিজের মান অভিমান, হিংসা-বিবাদ ত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমন্ত্রণে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করায় শেখ মুজিবকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ দেশবাসীর পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে যে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন তাহা স্বার্থক হইয়াছে।

ডাঃ আঃ মন্নান আকঞ্জী বলেন, "দেশের এহেন দুর্দিনে দুইজন লোকেরই দেশ প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শেখ মুজিবর রহমান অন্যজন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। জানিনা, অনেকের মতে একথা সত্য হইবে কি-না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হইল দেশের বর্তমান পরস্থিতিতে যদি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে দেশে যে সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়া উঠিয়াছিল সেই আগুনে পাকিস্তানের বুকে দুর্দিন নামিয়া আসিত। আবার দেশ দরদী শেখ মুজিবর রহমান যদি কারাগার হইতে মুক্তির পর তাহার উপর যে নির্যাতন করা হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ নিতে চাহিতেন এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমন্ত্রণে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে অমত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে এতদিন পাকিস্তানের বুকে রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইত। তাই শেখ মুজিবর ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যে ত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উভয়ই নিজের চাইতে দেশকে বেশী ভালবাসেন।"

ডাঃ আকঞ্জী একজন নাগরিক হিসাবে উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং উভয়ের দেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে পাকিস্তানের জনগণ যাহাতে সুখ শান্তি ফিরিয়া পান সে জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত জানান। –সংবাদদাতা

দৈনিক পাকিস্তান
৩রা মার্চ ১৯৬৯
পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির সভা

আগামী ৭ই মার্চ লাহোরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৬-দফা) সাংগঠনিক কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দলের নেতা শেখ মুজিবর

রহমান দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এই বৈঠকে পেশ করবেন। সভায় এই কর্মপন্থা ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হবে। সকল সদস্যকে সভায় যোগদানের অনুরোধ জানান হয়েছে।

আজাদ

৪ঠা মার্চ ১৯৬৯

হরতালের প্রতি শেখ মুজিবের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন

ঢাকা, ৩রা মার্চ্চ।–আজ রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহুত আগামী কালের হরতালের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। তিনি জনসাধারণের প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনের আবেদন জানান। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনকালে যাহাতে কোন মহল উস্কানি দিয়া বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি সরকারের প্রতি এক প্রেস বিবৃতিতে আহ্বান জানান।

নিম্নে তাহার বিবৃতির পূর্ণবিবরণ দেওয়া হইল:

"কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার প্রশ্নে দাবী জানানোর উদ্দেশে কেন্দ্রীয় সর্ব্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মঙ্গলবার (৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৬৯) হরতাল ঘোষণা করিয়াছেন। আমি হরতালের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি এবং জনগণের প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে এই হরতাল পালনের জন্য আবেদন জানাইতেছি।

প্রসঙ্গতঃ, আমি পরিস্কারভাবে জানাইতে চাই যে, জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া সম্পূর্ণভাবে আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের সকল প্রকার উস্কানী ও ছলনা যাহাতে জাতির এই মহান ত্যাগ স্বীকারকে বৃথা যাইতে না দেয় সে দিকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। –পিপিআই

Dawn

4th March 1969

DAC to evolve agreed formula, says Mujib

DACCA, March 3: the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, said here tonight that the Central Democratic Action Committee (DAC) would evolve a consensus on constitutional matters for presentation before the Round Table Conference.

Talking to PPI shortly after his return from his home village this evening Sheikh Mujib said that the Central DAC would work out...programmee when it meets in Lahore on March 6.

Sheikh Mujibur Rahman, further said, he will endeavour to prepare an agreed formula reflecting the wishes of the people to resolve constitutional problems.

Such an agreed programme when arrived at, he further maintained would be placed before the RTC. Meanwhile he would continue to confer with different opposition leaders inside and outside the DAC and hold parleys with them on national issues.

The Awami League chief is also expected to undertake an extensive tour of the interior of the province on his return from West Pakistan.

He will also undertake similar tour in West Pakistan. During these tours he will apprise the people of his viewpoints on various national issues and their remedies.

He will also avail the opportunity of meeting the people particularly those who suffered losses in the mass upsurge.

Sheikh Mujibur Rahman returned to Dacca this evening, one day ahead of schedule by a special launch from his village home at Tungipara in Gopalganj sub-division.

A huge crowd welcomed him at the Sadarghat launch station on his return here.

The Sheikh had gone to Tungipara on Feb 27 to see his ailing mother and to spend a few days with his relatives after his release from 33 months detention in Dacca Central Jail and the Dacca Cantonment.

Scores of people from far-flung areas of the adjoining districts of Faridpur stormed the home village of Sheikh Mujibur Rahman.

According to a delayed report reaching here tonight people in thousands continued to pour in Tungipara in Faridpur. All were anxious to have his glimpse.

People came in processions chanting slogans and requested Sheikh Mujib to address them. During his three-day stay he addressed such gatherings for about a dozen times.

Both during his arrival and departure by a special launch, large crowd mustered strong at the launch to receive and bid him good-bye.

VISITS ITTEFAQ

Shortly after his return here this evening the Awami League Chief visited the "Ittefaq" office where he was taken around different sections of the establishment. Later he went to the Awami League office at Purana Paltan.

Sheikh Mujib will attend for the first time after his release the AL Working Committee meeting to be held at his residence here on March 5.

He will leave here for Lahore on the following day to attend the Pakistani Awami League Organising Committee meeting. He will also attend the Central DAC meeting and the Round Table Conference at Rawalpindi during his stay in West Pakistan.

The Awami League chief will accompanied to West Pakistan by a member of his party men.–PPI.

Dawn
4th March 1969
Students' call

DACCA, March 3: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League tonight extended his full support to the hartal call given by the students for tomorrow and appealed to the people to observe it in a complete peaceful manner.

In a Press statement issued to night the Sheikh also urged upon the Government to see that no provocation is offered from any quarters to disturb the peaceful observance of the hartal.

The statement: "All Party Central Student Committee of Action has declared hartal on Tuesday. March 4, 1969, in order to raise demands on certain very vital national issues, I extend my full support to the call of the hartal and appeal to the people to observe the same in complete peaceful manner. I urge upon the Government to see that no provocation is offered from any quarter to disturb the peaceful observance of the hartal.

"Incidentally I wish to make it clear that while our movement should continue unabated in a peaceful and orderly man ner until the rightful demands of the people are fully realised all of us should be very cautious and vigilant against all sorts of provocation and cosy manoeuvres designed by the interested quarters in an attempt to sup press the great sacrifice made by the nation. –PPI.

কলাম
দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা মার্চ ১৯৬৯
রাজনৈতিক মঞ্চ
মোসাফির

মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়া এক ভীষণ সমস্যা দেখা দিয়াছে। শেখ মুজিবের মুক্তির পর ঢাকার রেসকোর্সে যে ঐতিহাসিক গণ-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়, সে সম্বর্ধনার মঞ্চ হইতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৩রা মার্চের মধ্যে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ করার দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ছাত্রদের এই দাবী বোধগম্য। প্রথমত: "মৌলিক গণতন্ত্র" ব্যবস্থার বিলোপ সাধন বর্তমান আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত: ১৯৬৪ সালের নির্বাচনকালে এরা জনগণের নিকট যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রক্ষা করেন নাই। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ইহাদের দলীয় আনুগত্য কিংবা সততা বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কেহ-বা সরকারী চাপের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে, কেহ-বা 'রূপচান্দের' ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিয়াছে। অবশ্য মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা এমনিভাবেই সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে যে, সৎসাহসী লোক ছাড়া কাহারও পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার উপায় ছিল না। ১১ কোটি জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে ভোটাধিকার প্রদান করিয়া ক্ষমতাসীনরা ক্ষান্ত হন নাই, এদেরকে সরকারী শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছিলেন তাহাই নয়, নানা প্রলোভনের 'টোপ'ও দেওয়া হইয়াছিল। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কোটি কোটি টাকা এদের হাতে তুলিয়া দিয়া উহা যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তারপরও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এবং উপনির্বাচনে এদের 'নগদ নারায়ণের' ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গোটা মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা কতদূর দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, দেশবাসীর সে সম্পর্কে নিজেদেরই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। এই অবাধ সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী মৌলিক গণতন্ত্রীরা গ্রামবাসীর দ্বারা নির্বাচিত হইলেও গ্রামবাসীদের উপর ইহাদের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এদের মধ্যে দুই-চারিজন ভাল লোক থাকিলেও দুর্নীতির উপর ভিত্তি করিয়া যে সংস্থা গঠিত, তাতে তাদের স্থান হইল না-হইতে পারে না। তারা সরকারের খুশি-খেয়াল মত কাজ করিতে সম্মত না হইলে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা ত পাইতই না, বরং স্থানীয় কর্মচারীদের রোষানলে পড়িবার উপক্রম হইত। ১৯৬৪ সালের

নির্বাচনকালে যারা পবিত্র কোরান স্পর্শ করিয়া জনগণের ভোটাধিকার ফিরাইয়া দিবার ইস্যুর উপর ভোট প্রদানের ওয়াদা করিয়াছিল তারা একে একে বেঈমানে পরিণত হইল। এক দিকে দুর্দণ্ড প্রতাপশালী সরকারের চাপ অন্যদিকে 'রূপচাঁদের' মোহ তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিল। স্বার্থের জন্য যারা বিপথগামী হয় তাদের অধ:পতনের সীমা-পরিসীমা থাকেনা। যে দেশবাসীর ভোটে তারা নির্বাচিত হইলেন সেই দেশবাসী বিশেষত: গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর 'টাউটগিরি' করা এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের হাতিয়ার হিসাবেই তারা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এক একটি উপ-নির্বাচনে গভর্ণর বাহাদুর মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়া যে 'যাদুর শেল' দেখাইলেন, তাতে পিণ্ডির উচ্চমহলে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে কোন সভ্যদেশের জনগণের নামে, ভোটের নামে, গণতন্ত্রের নামে এইরূপ ভণ্ডামী-সণ্ডামী যে বেশীদিন চলিতে পারেনা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। গণতন্ত্রের নামে এই ব্যভিচারমূলক ব্যবস্থার দ্বারা বহু দেশকে এবং বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছিল। এই ব্যভিচারমূলক ব্যবস্থা দ্বারা দেশে কি 'অপূর্ব উন্নয়ন' ঘটিয়াছে তার গাল ভরা প্রশংসা ইংলণ্ডের সুসাহিত্যিক রাসব্রুক উইলিয়ামস ও বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবির মত লোককেও বিভ্রান্ত করিয়াছিল। রাসব্রুক উইলিয়ামস তো মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া এক পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। এখানেও 'রূপচাঁদের' খেলা ছিল কিনা তাহা হয়ত একদিন না একদিন প্রকাশ পাইবে। হঠাৎ তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে এইটুকুই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা যদি এতই ভাল হয়, তবে আমাদের দেশে এর জন্য ওকালতি না করিয়া তোমার দেশ অর্থাৎ ইংলণ্ডে ইহা প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করনা কেন? ভদ্রলোক না জবাব হইয়া মুখ ঘুরাইয়া নিলেন। আমরা একনায়কত্ববাদের কথা শুনিয়াছি, (এ সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতাও আছে) একনায়কত্ববাদী দেশের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কেও আমাদের কিছুটা জ্ঞান আছে, কিন্তু গণতন্ত্রের নামে এমন দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা আমরা জীবনেও দেখি নাই, শুনিও নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ শুধু ছাত্র সমাজেরই দাবী নয়, জনসাধারণেরও দাবী। কিন্তু তাদের পদত্যাগের ফলে সাময়িক অসুবিধা দেখা দিবে এবং স্থানীয় ব্যবস্থাদিতে শূন্যতা সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। ইউনিয়ন বোর্ড এদেশে বিগত ৪০ বছর যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে, আমরা ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী নই বরং জন-প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়ন বোর্ডের মারফত স্থানীয় উন্নয়নমূলক তথা জনকল্যাণমূলক কাজ-কর্ম পরিচালনা করা উচিত।

দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ড তথা ইউনিয়ন কাউন্সিল 'ভক্ষক' না হইয়া জনগণের 'রক্ষক' বনিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যাঁহারা সদস্য আছেন, তাঁহারা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, প্রায় সকলে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া জনগণের আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন;-এরা এতদিন জনগণের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও এক্ষণি তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হইলে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে যে কোটি কোটি টাকা ইহাদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তার হিসাব-নিকাশ কে দিবে ? খাদ্য ইত্যাদি ইহাদের মারফত বিলির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তারই বা কি হইবে ? সুতরাং ইহারা পদত্যাগ করিলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা-পয়সার হিসাবপত্র বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা না পর্যন্ত এদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়া সঙ্গত হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে আমরা ছাত্র-বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করিতে চাই। ইস্তফা পত্র আদায়ের জন্য কোন মহল যেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর কোন প্রকার জবরদস্তিমূলক আচরণ না করে। যাঁহারা ছাত্র সমাজের আবেদনে সাড়া দিবে না, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকদের কাছে তাঁহারা চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। আজিকার আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে দেশে গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে মৌলিক গণতন্ত্রী প্রথা সমূলে বাতিল করা হইবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইবে।

ছাত্র সমাজ সাম্প্রতিক আন্দোলনে যে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তা যেন এখানে-ওখানে দুই একজনের হঠকারী বা অবাঞ্ছিত আচরণের ফলে এতটুকু ম্লান না হয় সময় থাকিতে ছাত্র সমাজকে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। এদিক-ওদিক হইতে দুই চারিটা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের খবর আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। আমরা বিক্ষিপ্ত খবর পাইতেছি যে, কোন কোন স্থানে তহশীল-কাচারীর কাগজপত্র পুড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ধারণা ইহার পিছনে প্রধানত: দুর্নীতিপুষ্ট অফিসারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানি রহিয়াছে। প্রজাসাধারণের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে ঘুষ আদায় করা ছাড়াও বহু দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী আদায়কৃত সরকারী রাজস্বের তসরুপ করার জন্য এই সকল ফন্দি-ফিকির আঁটিতে পারে। এ সম্পর্কেও জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সতর্ক থাকিতে হইবে। কোন মহলের প্ররোচনায় বা কোন প্রলোভনে কেহ

যেন বিপথগামী না হন। আমরা দেখিয়া অবাক বোধ করিতেছি যে, কিছুকাল যাবৎ সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন, দৈনন্দিন কাজ-কর্মে পর্যন্ত অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি হইলেও নাকি পুলিস নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে। বর্তমান আন্দোলন দমননীতির বিরুদ্ধে, ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশে গণ-অধিকার তথা গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনই এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। সরকারী অফিস-আদালতে এবং বিভিন্ন বিভাগের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাক, ইহা এই আন্দোলনের লক্ষ্য ত নয়ই, ইহা কোন নাগরিকেরও কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ডাণ্ডা ছাড়া শাসন কার্য পরিচালনা করিতে অভ্যস্ত নন তাঁহাদের ডাণ্ডা অকেজো হইয়া যাইবার পরে তাঁহারা মনোবল হারাইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু দেশবাসী চায় যে, দেশের বিকল্প গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী শাসনযন্ত্র (অফসরহরংঃৎধঃরাব সধপযরহবৎু) চালু থাকুক এবং দেশবাসীর প্রতি সরকারী কর্মচারীরা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করুক। অন্যথায় এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য কোথাও যদি কোন অঘটন ঘটে, তাহা হইলে দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের একদিন কৈফিয়ত দিতে হইবে'।

Morning News
4th March 1969
Mujib supports hartal

Sheikh Mujbur Rahman, chief of the Awami League, last night extended his full support to the hartal call given by the students for today and appealed to the people to observe it in a complete peaceful manner, reports PPI.

In a Press statement issued last night the Sheikh also urged upon the Government to see that no provocation is offered from any quarters to disturb the peaceful observance of the hartal.

Following is the text of the statement:

All Party Central Students Committee of Action has declared hartal on Tuesday, March 4, 1969, in order to raise demands on certain vey vital national issues. I extend my full support to the call of the hartal and appeal to the people to observe the same in complete peaceful manner, I urge upon the Government to see that no provocation is effered from any quarter to disturb the peaceful observance of the hartal.

"Incidentally I wish to make it clear that while our movement should continue unabated in a peaceful and orderly manner until the rightful demands of the people are fully realised. All of us

should be very cautious and vigilant against all sorts of provocation and cosy manocuvres designed by the interested quarters in an attempt to suppress the great sacrifice made by the nation."

Morning News
4th March 1969
Mujib pledges endeavour to find agreed DAC formula

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said here last night that the central Democratic Action Committee (DAC) would evolve a consensus on constitutional matters representation before the round table conference.

Talking to PPI shortly after his return from his home village last evening Sheikh Mujib said that the Central DAC would work out further plans and programmes when it meets in Lahore on March 6 next.

Sheikh Mujibur Rahman, who will earlier fly into Lahore to attend the meeting further said that it would be his endeavour to prepare an agreed formula reflecting wishes of the people to resolve constitutional problems.

Such an agreed programme, when arrived at, he further maintained would be placed before the RTC.

Meanwhile, he would continue to confer with different Opposition leaders inside and outside the DAC and hold parleys with them on national issues.

The Awami League chief is also expected to undertake an extensive tour of the interior of the province on his return from West Pakistan. He will also undertake similar tour in West Pakistan. During these tours, he will apprise the people of his view points on various national issues and their remedies.

He will also avail the opportunity of meeting the people particularly those who were the victims of recent mass movement.

দৈনিক পয়গাম
৪ঠা মার্চ ১৯৬৯
শেখ মুজিবের আহ্বান
(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) এক বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত অদ্যকার (মঙ্গলবার) সাধারণ

হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালনের জন্য জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার স্বগ্রাম হইতে গতকল্য ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শান্তিপূর্ণ পন্থার হরতাল পালন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে কোন মহল যাহাতে কোনরূপ উস্কানি না দিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা মার্চ ১৯৬৯

৬ই মার্চ মুজিবের লাহোর যাত্রা

ঢাকা, ৩রা মার্চ।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ডাক-এর বৈঠকে যোগদানের জন্য আগামী ৬ই মার্চ লাহোর গমন করিবেন। তিনি ৫ই মার্চ তাঁহার বাসগৃহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্য নির্বাহক কমিটির এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন। –এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

৪ঠা মার্চ ১৯৬৯

শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনের জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ মঙ্গলবার হরতাল পালনের আহ্বানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়, শেখ মুজিব সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

একই সঙ্গে তিন শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে যাতে কোনো মহল থেকে উস্কানী না দেয়া হয় সে দিকে নজর রাখার জন্যে সরকারের প্রতিও আবেদন জানিয়েছেন।

নিম্নে শেখ সাহেবের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলোঃ

"সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানের বিপরীতে ৪ঠা মার্চ মঙ্গলবার হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। আমি এই আহ্বানকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি এবং জনসাধারণের প্রতি আবেদন করছি, তাঁরা যেনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই হরতাল পালন করেন। আমি সরকারের কাছেও আবেদন জানাচ্ছি, শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে কোনো মহল থেকে যেনো কোন রকম উস্কানী না দেয়া হয়।

আমি একথা জানিয়ে দিতে চাই, জনসাধারণের ন্যায্য দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকবে। সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেই সতর্ক থাকতে হবে। জাতির এই মহান ত্যাগকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে স্বার্থবাদী মহলের সর্ববিধ উসকানী এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবর রহমান নির্ধারিত কার্য্য সূচীর একদিন আগেই গত কাল সোমবার সন্ধ্যায় লঞ্চযোগে তার গ্রামের বাড়ী থেকে ঢাকা ফিরে এসেছেন। এক বিশাল জনতা সদরঘাট লঞ্চ ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

উল্লেখযোগ্য যে, রুগ্ন মা ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে কয়েকদিন অবস্থানের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাড়ী গিয়েছিলেন।

ঢাকা ফিরে আসার একটু পরেই শেখ সাহেব দৈনিক ইত্তেফাক অফিস ও আওয়ামী লীগ অফিস পরিদর্শন করেন।

প্রকাশ, আসছে ৫ই মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি বৈঠকে অংশ নেবেন এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি বৈঠকে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে পরদিন লাহোর রওয়ানা হয়ে যাবেন।

শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান কালেই ডাক ও গোলটেবিল বৈঠকেও অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধানের পশ্চিম পাকিস্তান সফর কালে দলের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খোন্দকার মোশতাক আহমদও তার সঙ্গে থাকবেন।

এম, এ, সামাদ

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, সামাদ আজ মঙ্গলবার হরতাল পালনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনের জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

Pakistan Observer

5th March 1969

Mujib urges Govt. : Ensure fair price of foodgrains

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman today warned against the machination of a section of businessmen to play foul with the foodgrains in the province, reports PPI.

In a statement to the Press in Dacca on Tuesday he expressed grave concern at the soaring prices of rice and other essential commodities which have hard hit the common men at large.

Sheikh Mujibur Rahman who returned to Dacca after a brief visit to his village home said that people in many places have been exposed to almost famine condition.

Sheikh Mujibur Rahman said that he was watching the situation with anxiety and agony and cautioned that the people would never allow anyone to take advantage of the situation and permit the hoarder and black marketers to play with the life of the people.

He emphatically said that, if need be people would deal with them if this anti-social elements did not behave properly.

Sheikh Mujibur Rahman deplored in strongest terms the inaction of the government caused by the soaring price of food grains and essential commodities.

At the same time he urged upon the Government to ensure adequate supply of foodgrains all over the province and make arrangement for fair price supply of rice to the needy regions.

Sheikh Mujib also asked the Government to introduce statutory and modified rationing in different regions wherever required, besides arrangement for foodgrains at subsidised rate and test relief for the needy people.

Sheikh Mujib also called for immediate attention to the growing unemployment particularly among the peasantry and villagers and urged the Government to take note of the conditions of these common men and take measures to counter them for their relief.

দৈনিক পয়গাম

৫ই মার্চ ১৯৬৯

সরকারের প্রতি শেখ মুজিব : প্রদেশে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করুন

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ।– পাকিস্তান বেতারের এক খবরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে সরকারের প্রতি সারা পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করার আহ্বান জানাইয়াছেন।

তিনি দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগে যে সকল স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী চাউল ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

দৈনিক পয়গাম

৫ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের আবেদন : গণসাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ।– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দেশের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট গণ-সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দানের আবেদন জানাইয়াছেন।

গণ-সাহায্য তহবিল কমিটির পক্ষে এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, "যাহারা জনগণের স্বার্থকে সকল জিনিসের উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন, সেই বীর শহীদানের জন্য আমরা অন্তত এই কাজটুকু করিতে পারি।"

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানের সময় সশস্ত্র দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে বহু মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটিয়াছে এবং বহু লোক আহত ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছেন। জনগণের অধিকার ও মুক্তি আদায়ের এই সংগ্রামে যাহারা জান কোরবান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই সেই বীর ভ্রাতাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদানে প্রয়োজনীয়তা জনগণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন।

তিনি বলেন, রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি জনগণের এই অনুভূতির প্রতি সাড়া দিয়াই গুলীতে হতাহতদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ একটি সাহায্য কমিটি গঠন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী তিনি গণসাহায্য তহবিল কমিটি গঠনের কথাও ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত কমিটি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংকে উহার একাউন্ট খুলিয়াছে।

শেখ মুজিব বিবৃতিতে উক্ত ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চে সাহায্যের টাকা জমা দেওয়ার অনুরোধ জানান এবং দাতার নাম ও টাকার পরিমাণ কমিটির আহবায়ক জনাব তোফাজ্জল হোসেন, কেয়ার অব 'দৈনিক ইত্তেফাক' ঢাকা–এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে বলেন। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম

৫ই মার্চ ১৯৬৯

শহীদদের লহু ও মাতার অশ্রু বৃথা যাইতে দিবনা : মুজিব

টুঙ্গীপাড়া, (ফরিদপুর) ৩রা মার্চ।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান শুক্রবার এখানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনসাধারণ সাম্প্রতিক নজির বিহীন সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রভূত পরিমাণ রক্ত এবং অশ্রু দান করিয়াছেন এবং

আমি বিশ্বাস করি অসংখ্য শহীদদের রক্ত এবং শোকাত্ত মাতাদের লোনা অশ্রুজল কখনও বৃথা যাইবেনা।

তিনি বলেন যে, জনগণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য দেশব্যাপী অবিশ্রান্ত এবং অবিরাম গণ আন্দোলন দুই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে যে জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছে পাকিস্তানের ইতিহাসে তাহা তুলনাহীন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা হইতে তাহার নিজের বাড়ীতে আগমণের পর হইতে শেখ মুজিবকে একনজর দেখিবার জন্য খুলনা, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং যশোর হইতে হাজার হাজার লোকের আগমন ঘটে। দূর-দূরান্তর হইতে জনসাধারণ নৌকা, ফেরী, লঞ্চ এবং এমনকি পায়ে হাটিয়াও তাহার গৃহে আগমন করে এবং নেতাকে সম্বর্ধনা জানান। তাহার সম্বর্ধনা উপলক্ষে ছোট গ্রামে যেন মানুষের মেলা বসিয়া যায়।

রবিবার শেখ মুজিব এক উল্লাসিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদান কালে বলেন যে, দেশের উভয় অঞ্চলের জনগণের আপোষহীন দুর্বার সংগ্রামের ফলেই তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং সরকার তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই সরকার দেশের উভয় অঞ্চলের শত শত নিরাপত্তা বন্দী এবং রাজনৈতিক মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তি দান করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সকল প্রশংসা জনগণের প্রাপ্য।

ঢাকা, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডিসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় তাঁহাকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা দানের বিষয়ে উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, সব স্থানে জনগণের মনোবলের যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে তাহার আস্থা দৃঢ়তর হইয়াছে যে, কোন শক্তিই পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, ছাত্র বেতন হ্রাস, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, সাধারণ লোকদের জন্য শিক্ষার দুয়ার সম্প্রসারণ, জনগণের উপর হইতে করের বোঝা হ্রাস, মেহনতী শ্রমিক সাধারণের মজুরী বৃদ্ধি এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পুনঃপ্রবর্তন প্রভৃতি গণদাবী উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

তিনি তাহার দলীয় ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবী বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শেখ মুজিব তাঁহার বক্তৃতায় প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল, সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং সাম্প্রতিক

গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবীর পুনরুল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ঐক্যবদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে বর্তমান গণ আন্দোলন অব্যাহত রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানির বিপদ সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকিবার জন্য জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই মার্চ ১৯৬৯

জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান : গুলিবর্ষণে নিহতদের রিলিফ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

শেখ মুজিবর রহমান আন্দোলন চলাকালীন গুলীবর্ষণে নিহতদের উক্ত তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য দেশের জনগণ, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এপিপি প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, জনগণের উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যে সমস্ত বীর সন্তান জনস্বার্থকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছি তাঁদের জন্য আমরা কমপক্ষে দোয়া করতে পারি।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের সময় শাসকচক্রের নির্যাতনে বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হয়েছে। এছাড়া আরো বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহত ও পঙ্গু হয়ে গেছেন। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা চরম আত্মত্যাগের ইতস্ততঃ করেনি, জনগণ সঠিকভাবেই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

শেখ মুজিব বলেন, জনগণের এই ইচ্ছা অনুযায়ীই রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, গুলীবর্ষণে হতাহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি রিলিফ কমিটি গঠন করা হবে।

তিনি বলেন উক্ত ঘোষণা অনুযায়ীই আমি রিলিফ কমিটি গঠনের বিষয় ঘোষণা করি। এই কমিটি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংকে একাউন্ট খুলছে।

শেখ মুজিবর রহমান জানান যে, এই কমিটির তহবিলে অর্থ প্রেরণ করতে হলে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় অর্থ প্রেরণ করলেই চলবে। দাতাদের নাম ও তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমিটির আহ্বায়ক জনাব তফাজ্জল হোসেন দৈনিক ইত্তেফাক এই ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে।

আজাদ

৬ই মার্চ ১৯৬৯

মোহাজেরদের প্রতি শেখ মুজিব : ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার আহ্বান

ঢাকা, ৫ই মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আজ সকালে তাহার ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনের প্রাঙ্গণে সমবেত কয়েক হাজার মোহাজের সমাবেশে বক্তৃতা দিতেছিলেন। উক্ত মোহাজেরগণ তাহাদের সমস্যাবলী শেখ সাহেবকে অবহিত করার জন্য শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে মিছিলযোগে তথায় আগমন করেন।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, তাহার নিকট এই প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী লোক ও অন্যস্থান হইতে এখানে পুনর্ব্বাসিত ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি বলেন, এই প্রদেশে বসবাসকারী সকলেই এখন 'বাঙালী' এবং তাহাদেরকে অবশ্যই ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া পরস্পর ভাই হিসাবে বসবাস করিতে হইবে।

এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বাঙালী, বেলুচ, পাঠান, পশতু, সিন্ধী ও পাঞ্জাবী নির্ব্বিশেষে সকল নির্য্যাতিত লোকই তাহার নিকট সমান।

শেখ মুজিব দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, যে কোন অঞ্চলের কোন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে নহে–নির্য্যাতন, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধেই তাহার সংগ্রাম পরিচালিত।

তিনি বলেন, যেখানেই নির্য্যাতন, অবিচার, শোষণ ও অধিকার অস্বীকৃত সেখানেই আমার সংগ্রাম।

তিনি মোহাজেরদের বাঙলা লেখা ও শিখার জন্য এবং এখানে অন্যান্যদের সহিত শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখিয়া বসবাস করার উপদেশ দেন। শেখ সাহেব মোহাজের নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে তাহাদের বিভিন্ন সমস্যাবলীর কথা শ্রবণ করেন। –পিপিআই

Pakistan Observer

6th March 1969

Mujib asks muhajirs : Merge your identities with local people

The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman, Wednesday asked the muhajirs to completely merge their identities with the

local people. He said the people here were aware of the sacrifices made by the muhajirs in the struggle for independence, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman was addressing a large crowd of muhajirs who had come to place their demands before him at his residence. The muhajirs who came to Sheikh Saheb's house in a procession from Mirpur and Mohammedpur shouted slogans extending their whole-hearted support to his leadership.

Sheikh Mujibur Rahman told the muhajirs that all those who lived in East Pakistan were East Pakistanis irrespective of their caste, creed or community and all their rights would be protected.

The Awami League leader called for harmony among people and said that this was the only way through which "we can build up a united movement."

The processionists dispersed after profusely garlanding the Awami League chief.

Dawn

6th March 1969

Muhajirs asked to merge identities with others : Mujib pledges protection of rights, stresses harmony

DACCA, March 5: The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman, today asked the Muhajirs to completely merge their identities with the local people.

He said the people here were aware of the sacrifices made by the Muhajirs in the struggle for Independence.

Sheikh Mujibur Rahman was addressing a large crowd of Muhajirs who had come to place their demands before him at his residence. The Muhajirs, who came to Sheikh Mujib's house in a procession from Mirpur and Mohammedpur shouted slogans extending their whole-hearted support to his leadership.

Sheikh Mujibur Rahman told the Muhajirs that all those who lived in East Pakistan were east Pakistanis, irrespective or their caste, creed or community and all their rights would be protected.

The Awami League leader called for harmony among people and said that this was the only way through which "we can build up a united movement".

Sheikh Mujib said there was no difference to him between a man who was born in the Eastern Wing and another who had settled in the Eastern Wing from some other place. All who were living in this Province were now "Bangalee" and they must live together as brethren in harmony.

The Awami League Chief said all oppressed people, whether Bangalee, Baluch, Pathan, Sindh or Punjabi were equal before him. Sheikh Mujib declared that his struggle was directed against oppression, injustice and exploitation and not against any individual or section of people or any region. "Wherever there is torture injustice, exploitation and denial of Rights, I am there to fight these out" he added.

He advised the Muhajirs to learn how to write and speak Bengali and to live with others here in peace, harmony and with brotherly feeling.

The processionists dispersed after profusely garlanding the Awami League Chief.–APP/PPI.

Dawn

6th March 1969

Mujib appeals for generous donations : Firing Victims Relief Fund

DACCA, March 5: Sheikh Mujibur Rahman has fervently appealed to the people, particularly to the people of East Pakistan to generously donate to the Relief Committee for the firing victims.

Making a statement on behalf of the Peoples Relief Committee, Sheikh Mujib said: "This is the least we can do for the brave souls who put the Peoples interest over everythings."

Sheikh Mujibur Rahman said: 'many valuable lives were sacrificed to the arms of repression of the regime during the recent mass uprising in East Pakistan. Many other were injured and have been crippled. People rightly felt that they must come to the aid to their fellow citizens who did not hesitate to make supreme sacrifices for establishing the rights and the freedom of the people.

"In deference to their feeling I had announced at the public meeting at Race Course Maidan that a Relief Committee would be formed for providing help to the families of those who have been killed and also to those who have sustained injuries.

Accordingly, I announced the formation of the Peoples Relief Committee for the firing victims. The Committee has opened its account with the Eastern Mercantile Bank.

"I fervently appeal to my countrymen, particularly the people of East Pakistan, to donate generously to the fund of the Peoples Relief Committee for the firing victims.

"This is the least we can do for the brave souls who put the people's interest over everything. The donation can be sent to any branch of Eastern Merchantile Bank. The donors are requested to send their names and figures of the sum donated to the Convener of the Committee, Mr. Tofazzal Husain, C/O the Daily Ittefaq, Dacca.–APP

Dawn

6th March 1969

Mujib will take up Problems of City with Government

By Our Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman, President of the Awami League, will take up the problems of Karachi with the Government for finding a permanent solution.

The President of the Karachi Provincial Awami League, Syed Abu Asim in a Press statement yesterday said "the Sheikh will champion the cause of Karachi as it has always been dear to him and Karachiites have always regarded him as the saviour of the nation."

All problems facing at present by the Karachiites would be placed before the Organising Committee of the All Pakistan Awami League for detail discussion, he said.

He expressed confidence that "Karachi will get its due through the efforts of the Sheikh what the present regime has snatched away."

He cautioned the people to be always on the alert as "constant vigilance is the only guarantee of the freedom of the people."

"The Round Table Conference", "he stated, "should not be misunderstood as the goal in itself–it is the only means to an end. It is a war of wit on the table, more intricate, delicate, critical, crucial, and decisive."

The problems which would be voiced by the Sheikh, Mr. Asim maintained, related to those of the students, University Ordinance, problems of teachers, doctors, journalists, labourers,

and the Press Ordinance. Besides, the problems of the residents of Lyari, unsettled refugees, Martial Law regulation, 89, water scarcity and other problems faced by the people of Karachi would be discussed at the forthcoming meeting.

Morning News
6th March 1969
Mujib's appeal to maintain harmony
(By Our Staff Reporter)

Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahman, yesterday appealed to the people to maintain harmony and develop fraternity in greater national interest. He was addressing a crowd of several thousands people of Mirpur at his Dhanmandi residence yesterday which had gathered there in a procession.

In a brief speech from his balcony Sheikh Mujibur Rahman said all oppressed people whether Bengalees, Baluch, Pathan, Pushtu, Sindhi or Punjabis were equal to him. He said all those who were living in East Pakistan were now Bengalees and they must live together in harmony and fraternity.

The Awami League leader said people of East Pakistan were fully aware that the Muhajirs had made great sacrifice for the cause of Pakistan. During the Pakistan struggle he had personally witnessed the sacrifices made by the Muhajirs. He said under the leadership of late Mr. Suhrawardy he organized the relief work for the riot victims in Bihar. He also worked in Midnapur Relief Camp for a long time. He assured the Muhajirs that his party would give full consideration to their demands. He advised them to learn Bengali and live in complete harmony and promote brotherly feelings.

Sheikh Mujibur Rahman said his struggle was directed against oppression, injustice and against exploitation and not against any individual or section of people or any region. "Wherever there is torture, injustice, exploitation and denial of rights I am there to fight these out, he declared. The Awami League leader said "our movement will continue on the basis of my party's six-point and students' 11-point demands.

He said people of Pakistan were united in their struggle against oppression, injustice and denial of rights. He said during his recent visit to Lahore and Rawalpindi he found that people of West Pakistan were fully supporting the demands of people of East Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman Assured the Muhajirs who placed a memorandum to him that he would give full consideration to their demands. He said now they were living in East Pakistan for the last 20 years they were as much Bengalees as anybody else. He said it was the common law if anybody remained in possession of a land for 12 years he automatically became its owner. He said in the last 20 years a whole generation had come up who was born and bred up on the soil of East Pakistan. He asked them to fully support the movement of the people of East Pakistan as it would equally benefit them.

Sheikh Mujibur Rahman was profusely garlanded and slogans were raised hailing his leadership.

The huge procession was taken out from Mirpur with placards and shouting slogans "Our leader is Sheikh Mujibur Rahman", "accept our demands and Bihari-Bengalee bhai bhai".

Morning News
6th March 1969
Mujib leaving for Lahore today
(By Our Staff Reporter)

Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman is leaving Dacca for Lahore at 2-30 p.m. to attend the meeting of the National Executive of Democratic Action Committee and later the resumed session of the Round Table Conference at Pindi.

The Awami League leaders, who will accompany Sheikh Mujibur Rahman to the DAC and RTC among others are Messrs. A. H. Kamaruzzaman, Syed Nazrul Islam, Khondkar Mushtaq Ahmed, Tajuddin Ahmed, Sheikh Abdul Aziz, Molla Jalaluddin and "four or five others."

The Awami League leaders will also attend the meeting of Working Committee of Pakistan Awami League scheduled to be held in Lahore.

দৈনিক পয়গাম
৬ই মার্চ ১৯৬৯
জনসাধারণকে কেন্দ্র করিয়াই আমার রাজনীতি পরিচালিত হইবে : শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, কোন শক্তিই আমাকে জনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। এবং জনগণকে কেন্দ্র

করিয়াই আমার রাজনীতির গতিপথ নির্ধারিত হইবে। গতকল্য (বুধবার) সন্ধ্যায় শেখ মুজিবর রহমান তাহার বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত ঘরোয়া আলোচনাকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 'ডাক'-এর ৮-দফা গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব শর্ত। তবে বৈঠকে আলোচনার জন্য সম্মিলিতভাবে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইতেছে বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীর ইপি আর ও পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে অবিলম্বে সরকারকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট দোষী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া, সাম্প্রতিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের জন্যও শেখ মুজিব সরকারের নিকট দাবী জানান।

সরকার ব্যর্থ হইলে-

শেখ মুজিব বলেন যে, যদি সাম্প্রতিক আন্দোলনে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আমরাই হয়ত কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে তদন্ত কমিটি গঠনের অনুরোধ জানাইব।

দৈনিক পয়গাম

৬ই মার্চ ১৯৬৯

মোহাজেরদের প্রতি শেখ মুজিব স্থানীয় জনগণের সহিত একাত্ম হইয়া বাস করুন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান স্থানীয় জনসাধারণের সহিত একাত্ম হইয়া বসবাস করার জন্য মোহাজেরদের উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে মোহাজেররা যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এই দেশের জনগণ তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না।

শেখ মুজিব গতকল্য (বুধবার) স্বীয় বাসভবনে আগত বহুসংখ্যক মোহাজেরের উদ্দেশে ভাষণ দান করিতেছিলেন। পূর্বাহ্নে মোহাজেররা মীরপুর হইতে শোভাযাত্রা করিয়া শেখ সাহেবের বাসভবনে আগমন করে। তাহারা শেখ মুজিবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শ্লোগান দেয়।

তিনি তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলেন যে, মোহাজের এই দেশেরই নাগরিক এবং তিনি তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবেন।

আওয়ামী লীগ নেতা জনসাধারণের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, একমাত্র এই ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিব। মোহাজেররা শেখ সাহেবকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে।

দৈনিক পয়গাম

৬ই মার্চ ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত : শেখ মুজিবকে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে আলোচনার দায়িত্ব প্রদান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পার্টির নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা চালাইবার দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে।

গতকল্য (বুধবার) শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে উপরোক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা প্রায় ৫ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়।

প্রস্তাবাবলী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া যাহারা শহীদ হইয়াছেন সেই বীর যোদ্ধাদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু সম্পর্কে অনতিবিলম্বে উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিচারের দাবী জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য জনসাধারণ বিশেষ করিয়া ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় জাতির ইতিহাসে যে মহান অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে তজ্জন্য গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং জনগণের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে তাহাদের মাঝে ফিরাইয়া আনায় বিশেষ সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের স্বার্থে ও নির্যাতিত জনগণের জন্য শেখ মুজিবর রহমান যে অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করা হয়।

ইহাছাড়া অপর এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্র, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত সকল রাজনৈতিক মামলা এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার দাবী করা হয়।

দৈনিক পয়গাম

৬ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের প্রদেশ সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের বিভিন্ন স্থান সফর ও জনসমাবেশে বক্তৃতা করিবেন।

ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী দিবসই তিনি নারায়ণগঞ্জ ও ডেমরার মধ্যবর্তী কোন এলাকার শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন। ইহার পর তিনি চট্টগ্রাম নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরসহ সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় যেসব এলাকায় পুলিশী নির্যাতন হইয়াছে সেইসব এলাকা সফর করিবেন। শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা জেলার মনোহরদির এক জনসভায়ও বক্তৃতা করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই মার্চ ১৯৬৯

জনগণের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে : মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের বলেন যে, জনগণের দাবীদাওয়া নিয়ে তিনি সংগ্রাম করে যাবেন এবং দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন।

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জোহার হত্যা ও পুলিশী গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনে যেসব স্থানে লোক হতাহত হয়েছে সে সব ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী জানান। গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এই দাবী জানান।

বর্তমান গণ-আন্দোলন চলাকালে রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে যে সব মামলা দায়ের এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যাহার করার জন্য তিনি দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, রাজশাহী এবং অন্যান্য স্থানের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানে সরকার ব্যর্থ হলে তাঁরা অবসর প্রাপ্ত বিচারকদের এই সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানাবেন। তিনি বলেন, জালিওয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে ভাবে বেসরকারী তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছিল, এক্ষেত্রে তাই করা হবে।

এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন যে, আন্দোলনে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য যে রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাতে বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

শেখ সাহেব বলেন, তিনি গোলটেবিল বৈঠক শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর প্রদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করবেন। বিশেষ করে যেসব স্থানে বর্তমান আন্দোলন চলাকালে পুলিশ গুলীবর্ষণ করেছে, তিনি তার প্রতিটি স্থান সফর করবেন।

তিনি জানান যে, তিনি প্রথমে নারায়ণগঞ্জ সফর ও জনসভায় বক্তৃতা দানের মাধ্যমে তাঁর এই সফর শুরু করবেন। পরে ক্রমশঃ নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, মনোহরদি, ভেদরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তিনি গমন করবেন।

এসব স্থানে যেসব ব্যক্তি পুলিশের গুলীতে নিহত হয়েছেন তাদের আর্থিক সাহায্যেরও তিনি ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

তিনি আরো জানান যে, তিনি জনগণের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করবেন এবং এই দাবী দাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই মার্চ ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিব লাহোর যাচ্ছেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১০ই মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য আজ বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিণ্ডির পথে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

তিনি লাহোর কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির তিনদিন ব্যাপী বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর রাওয়ালপিণ্ডি গমন করবেন।

আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, এম এন এ খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন

আহমদ, শেখ আবদুল আজিজ, মোল্লা জালাল উদ্দিন সহ আরো ৫/৬ ব্যক্তি রয়েছেন। প্রতিনিধি দলে মোট কজন সদস্য থাকবেন, গতকাল তা জানানো হয় নি। তবে শেষ পর্যন্ত ১২/১৩ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

সংবাদ

৬ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব বলেন : আমি জনগণের কথাই প্রতিধ্বনিত করিব

ঢাকা, ৫ই মার্চ (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য রাত্রে এখানে বলেন, "আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি জনগণের সাথেই থাকিব এবং জনগণের কথাই বলিব। কেহই আমাকে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সকল খবর প্রকাশিত হইয়াছে সাম্প্রতিক আন্দোলন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, "আমি নেতা নই, আমি একজন কর্মী–আমি যেখানেই থাকি জনগণের সাথেই থাকিব।"

শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ-এর বৈঠকে যোগদানের জন্য আগামীকল্য লাহোর যাইতেছেন। তিনি বলেন যে, আগামী ১০ই মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক শুরু করার পূর্বে 'ডাক'-এর বৈঠকে একটি সর্বসম্মত ফর্মূলা প্রণয়নে তাঁহারা চেষ্টা পাইবেন।

সে সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারে কিছুই জানি না কেবল সংবাদপত্রে এই ধরনের খবর পাঠ করিয়াছি।'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হইলে এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান হইলে তিনি উহাতে যোগদান করিবেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, 'ইহা একটি গদির প্রশ্ন।' সংখ্যাসাম্য প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, রেসকোর্স ময়দানের জনসভাতে তিনি এই ব্যাপারে যে কথা বলিয়াছেন, তিনি উহাতে অবিচল রহিয়াছেন। এখানে উল্লেখ থাকিতে পারে যে, তিনি উক্ত জনসভায় বক্তৃতাকালে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী জানাইয়াছিলেন। শেখ মুজিব বলেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনে গুলীবর্ষণের ব্যাপারে সরকার যে কেন এখন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দান করে নাই তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তিনি বলেন যে, সকল অফিসার এই ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বলেন, সরকার যদি এই ব্যাপারে তদন্তের কোন

ব্যবস্থা না করেন তবে "আমরা তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য অবসরপ্রাপ্ত জজদের প্রতি আবেদন জানাইব।" শেখ মুজিব গুলীবর্ষণে নিহত ও আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দান এবং সাম্প্রতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সংবাদ

৬ই মার্চ ১৯৬৯

গোলটেবিল প্রশ্নে পার্টি কর্তৃক শেখ মুজিবকে সকল ক্ষমতা দান

ঢাকা, ৫ই মার্চ (এপিপি)।– ছয়দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফার ভিত্তিতে তথা ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইয়া শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অদ্য পার্টির নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে ক্ষমতাদান করিয়াছেন। অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত পার্টির কার্যকরী কমিটির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

চারঘণ্টাকাল স্থায়ী এই বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমান সভাপতিত্ব করেন। সভায় জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নিহত সংগ্রামী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহাছাড়া ডঃ জোহার ও সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু সম্পর্কে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান হয়। বৈঠকে সিণ্ডিকেট কর্তৃক উচ্চ মর্যাদা ও চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের একটি প্যানেল প্রণয়নের মাধ্যমে তথা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নির্বাচনের সুপারিশ জানান হয়। ইহা ছাড়া সিণ্ডিকেটের সুপারিশক্রমে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মধ্য হইতে চ্যান্সেলর কর্তৃক চার বৎসরের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর মনোনয়নের প্রস্তাবও সভায় করা হয়।

আজাদ

৭ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক দ্বিতীয় বেতন বোর্ড স্থাপনের দাবী

ঢাকা, ৬ই মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ দেশের কার্য্যরত সাংবাদিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। আজ অপরাহ্নে লাহোর রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তেজগাঁ বিমানবন্দরে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বিতীয় সাংবাদিক বেতন বোর্ড স্থাপনের দাবী জানান।

শেখ মুজিব সংবাদপত্র ও প্রকাশনা অর্ডিন্যান্স সহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিপন্থী অন্যান্য দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতেলের দাবী জানান। জাতীয় প্রেস ট্রাষ্টের বিলোপ সাধন ও প্রোগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেডসহ সকল পত্রিকা মূল মালিককে প্রত্যর্পণেরও দাবী জানান। তিনি বলেন যে, এই দাবী পূরণকালে কার্য্যরত সাংবাদিকদের স্বার্থ অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইলে এপিপি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হইতে পারিবে না। –এপিআই

আজাদ

৭ই মার্চ ১৯৬৯

লাহোরে জাতীয় সংহতি প্রশ্নে শেখ মুজিব

লাহোর, ৬ই মার্চ্চ।–পুর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তিন সহস্র দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারিলে পাকিস্তানের দুইটি অংশ কেন ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান গড়িতে পারিবেনা? তিনি কেন্দ্রীয় 'ডাকের' বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে আজ বিকালে ঢাকা হইতে এখানে আগমনের অব্যবহিত পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা করিতে ছিলেন।

শেখ সাহেব প্রসঙ্গতঃ বলেন, আমরা যদি পরস্পরের স্বার্থ ও মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করি, তবে 'আমরা শান্তিতে বসবাস করিতে পারি। ইহার অন্যথায় বিপর্য্যয় ঘটিবে। শেখ সাহেবকে বিমান বন্দরে যাহারা অভ্যর্থনা জানাইতে আসেন তাহাদের মধ্যে সরদার শওকত হায়াত খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও জেনারেল আজম খানও ছিলেন।

শেখ মুজিব যখন বিমানের সিঁড়িতে আসিয়া দাড়ান তখন জনতা শেখ মুজিবর জিন্দাবাদ শ্লোগান সহকারে তাহাকে মাল্য ভূষিত করার জন্য সিঁড়িতে ভীড় করেন।

শেখ সাহেব পরে সিঁড়ি হইতে অবতরণ করিলে একটি জীপে করিয়া তাহাকে প্রধান ভবন লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় এক দল লোক এক ইউনিট অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে শ্লোগান দান করে। পক্ষান্তরে অপর একটি দলও এক ইউনিট বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে।

ঐক্যের জন্য "কিছু গ্রহণ ও কিছু ত্যাগের নীতি সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শেখ সাহেব বলেন, বাঙলা দেশ সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে উহার ত্যাগের কিছুই নাই। ১৯৫৫ সালে মারীতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব্ব পাকিস্তান

জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার ত্যাগ করিয়াছে এবং সংখ্যা সাম্য মানিয়া নিয়াছে। তিনি বলেন, তিনি ইহাতে আস্থাশীল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব্ব পাকিস্তানের লোকদের শোষণ করিতে চাহেন না এবং পুর্ব্ব পাকিস্তানীদের দাবীদাওয়ার প্রতি তাহাদের (পঃ পাকিস্তানী) পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। –এপিপি

আজাদ

৭ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের নিকট একটি তারবার্ত্তা

শুক্কুর, ৬ই মার্চ্চ। –সাবেক সিন্ধু প্রদেশের সাবেক উজীরে আলা জনাব আবদুস সাত্তার পীরজাদা ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের নিকট প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন জানান। তারবার্ত্তায় তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের বিরুদ্ধে জোর করিয়া এক ইউনিট চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সিন্ধু ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ইউনিটের অধিবাসীরা অবিলম্বে এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দাবী জানাইতেছে। –এপিপি

Pakistan Observer

7th March 1969

Mujib for unanimous decision at DAC meet

By A Staff Correspondent

Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Thursday that he was trying to adopt unanimous decisions at the Central Democratic Action Committee meeting in Lahore beginning Friday, to be placed before the Round Table Conference.

Talking to newsmen at the airport on the eye of his departure for Lahore Sheikh Mujib said that he had been continuing his efforts to have the leaders of the political parties and individual leaders as the Round Table Conference. He said that they should sit at the RTC and place the demands on behalf of the people. He added, "so far my idea goes there is no definite agenda for the RTC. So every political parties could place their viewpoints particularly the constitutional problems they deem fit to discuss at the conference table."

When asked by a correspondent, Sheikh Mujib said that he would place before the DAC the demands of regional autonomy for East Pakistan on the basis of Six-Point programme and the demands of West Pakistan, particularly the burning One Unit problem.

Replying to a question, the Awami League leader said while placing the Awami League demands before the DAC meeting he would be guided by the resolutions of the Working Committee of his party adopted on Wednesday night.

Asked if he had any message for the people of East Pakistan before his departure for attending the RTC, he said "I love them, they love me and I will work for them."

PPI adds : The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman and other opposition leaders from East Pakistan Thursday afternoon left for Lahore attend the meeting of the Central Democratic Action Committee (DAC) there.

The leaders are Syed Nazrul Islam (AL), Captain Mansur Ali (AL), Kh. Mushtaque Ahmed (AL), Mr. A. H. M. Kamruzzaman (AL), Mr. Tajuddin (AL), Sk. Abdul Aziz (AL), Mollah Jalaluddin (AL), Mr. Mostafa Sarwar (AL), Mr. Abdus Salam Khan (pro-PDM AL), Mr. A. Q. M. Shafiqul Islam (CML), Syed Abdus Sultan (CML), Alhaj Abdus Salam (CML), Mr. Md. Ataul Huq (CML), Mr. Ataul Huq Khan (CML), and Professor Osman Ramz (Jamaat-e-Islami).

Besides, the Council Muslim League leader Mr. Z. H. Lan who flew Dacca on Wednesday to consult his party workers also left by the same plane.

Barrister Maudood Ahmed accompanied the Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman.

Pakistan Observer

7th March 1969

Sk. Mujib demands 2nd wage board for journalists

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman Thursday supported the reasonable demands of the working journalists of the country, reports PPI.

In a statement at Tejgaon Airport prior to his departure for Lahore Thursday afternoon, the Awami League Chief demanded the immediate setting up of the Second Wage Board for the journalists.

Sheikh Mujibur Rahman demanded the repeal of the Press and Publications Ordinance and other restrictive laws and ordinances which could affect the freedom of Press.

He also demanded the dissolution of the National Press Trust and restoration of all papers to the original owners including the Progressive Papers Limited While doing this, he said, the interest of the working journalists must be ensured.

The Awami League Chief said that individual ownership should not be allowed in the case of Associated Press of Pakistan (APP) after disinvesting it from Government control.

Dawn

7th March 1969

Mutual respect, understanding vital for unity : Mujib for settlement of all national questions : DAC competent to decide constitutional issues

From NISAR OSMANI

LAHORE, March 6: Sheikh Mujibur Rahman said here today the two Wings of the country should have respect and understanding for each others feelings because that alone could ensure unity and peace in the country.

He believed that people in both the Wings wanted unity to solve their problems but some exploiters, bureaucrats and those who were interested in perpetuating their rule, were trying to divide them.

He wanted everybody to note that if a country like Indonesia which comprised 3,000 islands could live like a country. Pakistan which was divided into two separate parts could also stand united as a nation.

Talking to newsmen on arrival from Dacca. Sheikh Mujib said that all the issues facing the country should be discussed and settled in the DAC meeting. This he said, was essential for removing the misunderstandings which had raised their head in the past due to wrong handling of the national affairs.

When pointed out that the Round Table Conference should not be allowed to act as a Constituent Assembly and should leave the constitutional issues to the next Assembly to be elected on the basis of adult franchise, he said, "We must sit and decide the questions once and for all". And effort to avoid the issues would only perpetuate the misunderstandings, he added.

Asked if he believed that the parties in the DAC had representative characters to decide questions like representation on the basis of population and dissolution or retention of One Unit, he said it was very much representative. It had in its fold eight political parties. When his attention was drawn to Mr. Bhutto's viewpoint that the DAC had no representative character to deal with constitutional issues, he said, "that we will see."

He made it clear that his party stood for representation on the basis of population and he would certainly raise the issue at the DAC meetings. He noted that the question of powers of the provinces and their representation was inseparably linked with the parliamentary from of Government.

1956 CONSTITUTION

Answering a question, he said he was not in favour of restoration of the 1956 constitution. He had opposed it and had voted against it as a Member of the Constituent Assembly and had accepted it only as a verdict of the majority.

When pointed out that unity between the two Wings could be forged only on the principle of give and take, he said East Pakistan had given many things in the past and now had nothing to give. By accepting the principle of parity. Bengal had made great sacrifices as it had to forgo its right of being represented on the basis of population, but it could not get even parity in all fields.

He was convinced that the people of West Pakistan did not want to exploit their East Pakistani brethren. Rather they had sympathy for their demands.

He thought the RTC should be attended by all the political parties since the problems faced the entire country. His people would meet Mr. Bhutto again to persuade him to join the conference. They had also met Maulana Bhashani in this connection.

In reply to a question if he would also plead for bicameral system, he said he had not thought over it so far.

Answering another question, he said in the parliamentary form of Government the President exercised only nominal powers.

APP adds: When a correspondent drew his attention to a speech of Air Marshal Asghar in the East Pakistan High Court Bar in which the former Air Force Chief had stated that the exploiters were the same in the both Wings of the country. Sheikh Mujib said that unfortunately all the 20 wealthiest families of the country belonged to West Pakistan.

He said a sense of unity between east and West Pakistan already existed. When Lahore was attacked in 1965, six crore people of East Pakistan were behind Lahor. It is the exploiters, it is the bureaucrats, it is those people who want to perpetuate their rule by dividing the people between East and West Pakistan.

AUTONOMY A MUST

In an interview with PPI Sheikh Mujibur Rahman, said that universal adult suffrage, representation on population basis for different regions of the country and full regional autonomy were a 'must' for Pakistan.

The Awami League chief said that constitutional arrangements must be made to provide all these ingredients of democracy.

Stressing the importance of full regional autonomy, he said much of the economic and political ills were caused by its absence.

He referred to the neglect shown to East Pakistan and other smaller regions of East Pakistan and said these resulted from the concentration of power in one hand. He reiterated that a constitution ensuring full regional autonomy could strengthen the solidarity of Pakistan.

In this connection, he pointedly referred to his party's Six-point Programme and said it envisaged full regional autonomy.

Sheikh Mujibur Rahman said that he would take up all these issues at the forthcoming session of the Round Table Conference for settlement. He would place the wishes of the people at the RTC in the light of the Awami League's six-point programme and the 11 point programme of the students Action Committee.

BIG WELCOME

Earlier, on his arrival here from Dacca, the Awami League leader was accorded a rousing reception by an enthusiastic crowd at the Lahore airport this afternoon.

A large number of persons from all walks of life had gathered at the airport to welcome him.

Students, carrying pictures of the smiling Sheikh were shouting full throated slogans of "Sheikh Mujibur Rahman Zindabad". "Husain Shaheed Suhrawardy Zindabad."

He was profusely garlanded as he stepped out of the plane. Flower petals were showered on him as he came down the gangway.

Prominent among those who had gone to welcome him were Sardar Shaukat Hayat, Air Marshal Asghar Khan and Gen Azam Khan.

The Awami league chief was taken from the gangway in a jeep amidst "Zindabad" slogans. He was then driven to the city.

A large DAC contingent from East Pakistan accompanied the Sheikh from Dacca. They are Khondkar Mushtaq Ahmad, Syed Nazrul Islam, Mr. Tajuddin, Captain Mansur Ali, Mr. Qamaruzzaman, Mulla Jalaluddin and Sheikh Abdul Aziz of the Awami League. Mr. Abdus Salam Khan and Mr. Nurul Islam Choudhury of its pro-PDM group, Mr. J. Ali, Mr. Shafiqul Islam, Syed Abdus Sultan, Mr. Abdus Salam, Mr. Ataullah Khan and Mr. Ata-ul Haque of the Council Muslim League.

Earlier, before learning Dacca Sheikh Mujibur Rahman said that he was trying to adopt "unanimous decisions" at the Central DAC meeting in Lahore, to be placed before the Round Table Conference.

He said he would place before the DAC the demands of regional autonomy on the basis of six-point programme and the demands of West Pakistan, particularly the "burning" One Unit problem.

Replying to a question he said while placing the Awami Leagues demands before the DAC meeting he would be guided by the resolutions of the Working Committee of the party, adopted here last night at a meeting….

Dawn

7th March 1969

Mujib supports newsmen's cause

DACCA, March 6: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman today supported the reasonable demands of the working journalists of the country.

In a statement at Tejgaon airport prior to his departure for Lahore this afternoon, the Awami league chief demanded the immediate setting up of the Second Wage Board for the journalists.

Sheikh Mujibur Rahman demanded the repeal of the Press and Publications Ordinance and other restrictive laws and ordinance which could affect the freedom of the Press.

He also demanded the dissolution of the National Press Trust and restoration of all papers to the original owners including the Progressive Papers Limited. While doing this, he said, the interest of the working journalists must be ensured.

The Awami League chief said that individual ownership should not be allowed in the case of the Associated Press of Pakistan after lifting Government control from it.–PPI

Dawn

7th March 1969

DAC meeting to evolve an agreed formula : I will speak for the people, says Mujib

DACCA, March 6: Sheikh Mujibur Rahman, Awami League leader, said here last night "I will be with the people wherever I be. I will speak for the people. No one can take me away from the people."

Asked by newsmen about the reports on the possibility of the formation of an interim government, he said: "I have not yet heard about it. I do not know anything about it. I read it in newspapers."

Asked if he would join the interim government if such an offer was made, the Awami League leader said: "It is a hypothetical question."

Replying to a question on the current political movement, Sheikh Mujibur Rahman said: "I am not a leader. I am a worker. I will be with the people wherever I be. I will speak for the people."

Sheikh Mujib, who leaves for Lahore today to attend the Central Democratic Action Committee meeting, said they would try to evolve an agreed formula at the DAC meeting before attending the round table conference, which resumes meeting on March 10 at Rawalpindi.

Replying to a question on the reopening of the parity issue, Sheikh Mujib said, he stood by what he had told the meeting at the Race Course. He had demanded representation on population basis while addressing a public meeting immediately after his release.

Sheikh Mujib said, he did not understand why the Government has not yet ordered a judicial inquiry into the firings during the recent political unrest. The officials found guilty should be "severely dealt with", he added.

INQUIRY BY JUDGES

Replying to a question he said, "we may appeal" to the retired Judges to hold the inquiry if the Government did not institute an inquiry.

The Awami League leader demanded "Sufficient compensation" for the victims in the recent firings. He also demanded withdrawal of all cases, pending before courts, in connection with the movement.

Sheikh Mujib said, the response for contributions to the Relief Committee formed by him was "very good". He also expressed the hope that sufficient funds would be raised for helping the victims of the recent movement.

The Awami League leader said, after his return from West Pakistan, he would visit all the places in East Wing where firings took place during the movement.

Sheikh Saheb said, he would begin the tour with addressing a public meeting in Narayanganj. This would be followed by visits to Noakhali, Mymensingh, Rajshahi, Pabna, Khulna, Barisal and other places.

He said, he would also distribute among the thing victims the funds being collected by the Relief Committee, during his visits to the districts. –APP.

Morning News
7th March 1969
Warm welcome to Mujib at Lahore

LAHORE, March 6 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief, arrived here this afternoon from Dacca.

He was given a warm welcome at the Lahore airport, Mr Kamar-uz-Zaman, Mr. Nazrul Islam, Mr. Mushtaq Ahmad Khondkar and Mr. Shafiq-ul-Islam also arrived by the same plane.

Prominent among those who had gone to welcome him were Sardar Shaukat Hayat, Air Marshal Asghar Khan and Gen Azam Khan.

When the Sheikh appeared on the gangway people rushed up to the plane to garland him amidst the slogans of “Sheikh Majibur Rahman Zindabad”, “Pakistan Zindabad”, and “unity of the political parties Zindabad”.

Sheikh Mujibur Rahman refused to come down the gangway unless it was cleared. He however came down the crowded gangway. Later he was taken to the main building in a jeep.

While he was being taken to the main building slogans in favour of retention of One Unit were also raised by a group of persons. Some slogans against One Unit were also raised by another group.

Morning News
7th March 1969
Mujib upholds cause of unity : If Indonesia with 3,000 islands can do it, why can’t we

LAHORE, MARCH 6 (APP): SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, PRESIDENT OF THE SIX-POINTERS AWAMI LEAGUE, SAID HERE TODAY THAT IF THREE THOUSAND ISLANDS OF INDONESIA COULD REMAIN UNITED WHY TWO WINGS OF THIS COUNTRY COULD NOT MAKE A UNITED PAKISTAN.

He was talking to newsmen shortly after his arrival from Dacca for the meeting of the Central Democratic Action Committee being held here later this evening.

He said “if we understand the feelings and interests of each other we can live in peace other wise there will be disaster.”

When a correspondent pointed out that for forging unity, the formula of give and take was to be practiced Sheikh Mujibur Rahman said “Bengal has taken many a time. Now it has nothing to give.” At Murree session of the Constituent Assembly in 1955 East Pakistan made a sacrifice of the right of representation on the population basis and agreed to parity. But did East Pakistan get parity in all respects, he asked.

He said he was convinced that the people of West Pakistan did not want the people of East Pakistan to be exploited and they had every sympathy for the demands of the East Pakistan people.

Morning News
7th March 1969
Mujib backs demands of journalists
(By Our Staff Reporter)

A second wage board for the working journalists should be set up “as soon as possible”, the Awami League Leader Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca yesterday.

Talking to newsmen prior to his departure for Lahore where he will attend the meeting of the Central DAC, Sheikh Mujibur Rahman said the demands of the working journalists should be considered. He extended his full support to the “reasonable” demands of the working journalists.

Responding to a question, the Awami League leader said the Press and Publication Ordinances and all other repressive laws and ordinances carping the freedom of the Press should be immediately repeated.

Sheikh Mujibur Rahman said they (Awami League and all other political parties) had been demanding the dissolution of the National Press Trust and the return of all newspapers including those of the Progressive Papers limited to their "rightful owners". He however, said while dissolving the National Press Trust the interest of the working journalists and all other employees "must be fully ensured".

In reply to another question Sheikh Mujibur Rahman said, 'so far the case of Associated Press of Pakistan (APP) is concerned, individual ownership should not all be allowed".

দৈনিক পয়গাম

৭ই মার্চ ১৯৬৯

লাহোরে শেখ মুজিব : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংহতি রক্ষার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা

লাহোর, ৬ই মার্চ।– আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তিন হাজার দ্বীপ সমন্বয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়া যদি ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারে তাহা হইলে দুই অংশ লইয়া পাকিস্তান কেন ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারিবে না?

ডাকের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে লাহোর পৌঁছার অব্যবহিত পরেই সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে শেখ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিব বলেন, আমরা একে অপরের মনোভাব এবং স্বার্থ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা যদি শান্তিতে বাস করিতে না পারি তাহা হইলে বিপর্যয় অবধারিত। দেওয়া এবং নেওয়ার ভিত্তিতেই ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে– এই ফর্মুলা তিনি মানিয়া চলিবেন কিনা এই মর্মে জনৈক সাংবাদিক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলা একের পর এক অনেক কিছুই দিয়াছে, এখন আর দেওয়ার কিছুই নাই।' ১৯৫৫ সালে গণপরিষদের মারী অধিবেশনে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সবক্ষেত্রে কি পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যা সাম্যের অধিকার পাইয়াছিল? তিনি প্রশ্ন করেন।

শেখ সাহেব বলেন, তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোষিত হউক পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ তাহা চাননা এবং পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের দাবির প্রতি তাহাদের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, দুঃখের বিষয় দেশের ২০টি ধনী পরিবারই হইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। দেশের উভয় অংশের শোষণকারীরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাবেক এয়ার মার্শাল আসগর খান এই মর্মে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া জনৈক সাংবাদিক শেখ মুজিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি উল্লেখিত মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে যখন লাহোর আক্রান্ত হইয়াছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ কোটি মানুষ লাহোরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু শোষক আমলাতন্ত্র এবং কিছুসংখ্যক লোকই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ জিয়াইয়া রাখিতে প্রয়াস পায়।

কোন কোন মহল হইতে গোলটেবিল বৈঠকে গণপরিষদ গঠন করা সম্ভব হইবে না এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী এবং এক ইউনিট সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়া যে কথা বলা হইতেছে, সে সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শেখ মুজিব বলেন, আমরা অবশ্যই এক সঙ্গে বসিয়া উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের শেষ সমাধান করিতে বদ্ধপরিকর। অন্ততঃ আমাদেরকে সমাধানের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে– যাহাতে এইসব বিষয় স্থগিত রাখার ফলে জনগণের মনে কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

লাহোর উপস্থিতি

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ অপরাহ্নে ঢাকা হইতে লাহোর আসিয়া পৌঁছিলে বিমান বন্দরে তাঁহাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। একই বিমানে জনাব কামরুজ্জামান, জনাব নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুস্তাক এবং জনাব শফিকুল ইসলামও লাহোর আসিয়াছেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সরদার শওকত হায়াত খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং লেঃ জেনারেল আজম খান বিমান বন্দরে শেখ মুজিবর রহমানকে সম্বর্ধনা জানান।

শেখ মুজিব রানওয়েতে আসিয়া অবতরণ করিলে অপেক্ষমান এক বিরাট জনতা তাহার বিমানটি ঘিরিয়া ধরে এবং শেখ মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, রাজনৈতিক দলের ঐক্য জিন্দাবাদ প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। –এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই মার্চ ১৯৬৯

শীঘ্র সাংবাদিক দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠনের জন্য শেখ মুজিবের তাগিদ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যথাশীঘ্র সম্ভব সাংবাদিকদের দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠন করা উচিত। এপিপি'র খবরে প্রকাশ, গতকাল বৃহস্পতিবার লাহোর রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, কার্যরত সাংবাদিকদের দাবী-দাওয়া বিবেচনা করতে হবে এবং সাংবাদিকদের যুক্তিসংগত দাবীর প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী অন্যান্য সব আইন ও অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, তাঁরা প্রেসট্রাস্টের বিলুপ্তি এবং প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সব পত্রিকা সাবেক মালিকদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করছেন।

তবে ট্রাস্ট ভেঙ্গে দেয়ার বেলা কার্যরত সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন। এপিপি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিগত মালিকানা ছেড়ে দেয়া চলবে না।

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব সকাশে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদল

বলদা ভবনের মিঃ এ, পি, রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল বৃহস্পতিবার শেখ মুজিবর রহমানের সাথে দেখা করেন। এপিপি-এর খবরে প্রকাশ, প্রতিনিধিদল গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের সমস্যাদি সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি শেখ মুজিবরের কাছে অর্পণ করেন।

শেখ মুজিব প্রতিনিধিদলকে এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রকাশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অন্যান্য বিষয়াদির সাথে গোলটেবিল বৈঠকে তাদের একজন প্রতিনিধি নেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

সংবাদ

৭ই মার্চ ১৯৬৯

ডাক নেতৃবৃন্দসহ লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে শেখ মুজিব বলেন : 'ডাক'-এর পক্ষ হইতে গোলটেবিলে সর্বসম্মত বক্তব্য পেশের চেষ্টা করিব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বেলা ৩টায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য 'ডাক' নেতৃবৃন্দ লাহোরে কেন্দ্রীয় 'ডাক'-এর বৈঠকে এবং ২০ই মার্চ পিণ্ডি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন।

বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সহিত এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্যসূচী তাহার জানা নাই। তবে তাঁহার ধারণা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে যে কোন দাবী এই বৈঠকে উত্থাপন করার সুযোগ রহিয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকে 'ডাক'-এর পক্ষ হইতে যাহাতে একটি সর্বসম্মত বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হয়, তজ্জন্য তিনি চেষ্টা চালাইয়া যাইবেন। একই সাথে তিনি আরও বলেন যে, 'ডাক' সভায় তিনি জোরালোভাবে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবন এবং প্যারিটির বিলোপ সাধনপূর্বক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী উত্থাপন করিবেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবর রহমানকে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে নূতন গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হইলে, তিনি স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রাখার পক্ষে মত দিবেন কিনা। শেখ মুজিব উত্তরে বলেন যে, "প্রশ্নটায় একটা যদি রহিয়াছে এবং তিনি এখনই এ সম্পর্কে কিছু বলিবেন না।"

উত্তর বঙ্গ প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন অর্থহীন

জনৈক সাংবাদিকদের উত্তর বঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবীর প্রশ্নে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এই সব কথায় কান দেওয়া অর্থহীন। এই সব দাবীর পেছনে কাহারা রহিয়াছে, তাহা সকলেরই জানা আছে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলাকে বিভক্ত করার কোন চক্রান্তকে বরদাশত করা হইবে না।

সাংবাদিকদের দাবীর প্রশ্নে

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যথাশীঘ্র সম্ভব সাংবাদিকদের জন্য দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠন করা উচিত। তিনি বলেন যে,

সাংবাদিকদের দাবী-দাওয়া বিবেচনা করা উচিত। তিনি সাংবাদিকদের যথার্থ দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সসহ সকল নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, তাহারা জাতীয় প্রেসট্রাস্ট বিলোপ ও প্রোগ্রেসিভ পেপার লিমিটেডের মালিকানাধীন পত্রিকা উহার সাবেক মালিককে প্রত্যর্পণের দাবী জানাইয়াছে।

তিনি এপিপিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

সংবাদ
৭ই মার্চ ১৯৬৯
লাহোরে শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা

লাহোর, ৬ই মার্চ (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ ঢাকা হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে বিমান বন্দরে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জনাব কামরুজ্জামান, জনাব নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং জনাব শফিকুল ইসলামও একই বিমানে লাহোর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

Dawn
8th March 1969
Mujib elected PAL President

LAHORE, March 7: Sheikh Mujubur Rahman was elected President of the Pakistan Awami League at the Central Working Committee meeting of the party here this afternoon.

Kazi Faiz Mohammad of Sind and Mr. Qamaruzzaman from East Pakistan were elected Vice-President and General Secretary of the Party respectively.

The Central Working Committee of the Pakistan Awami League which held its session today, was represented by 35 members from both the Wings of the country.

Sheikh Mujibur Rahman, the newly elected President of Awami League told his partymen shortly after the election that the oppressed people of Sind, Frontier, Baluchistan and Bengal were equal because they were fighting against exploitation of various forms. He said his party stood for socialism.

Turning to another point he said full regional autonomy worked out in the Six-Point Programme of his party was not only to benefit East Pakistan but also other regions of Pakistan.

Later he told PPI that his party would work for greater interests of the people of both the wings of Pakistan and would try to evolve a social order free from exploitation.– PPI.

Dawn
8th March 1969
DAC to produce accord today, says Nasrullah : 9-man sub-committee to thrash out issues : Representation, One Unit autonomy believed snags
From NISAR OSMANI

LAHORE, March 7: Nawabzada Nasrullah Khan, Convener of the Central Democratic Action Committee, said here this evening that the central executive of the DAC will be able to reach a consensus by tomorrow evening.

Talking to newsmen during dinner break he said that the leaders of the various component parties of the DAC had been expressing their views at the morning and the evening sessions today. The general discussion related to all the Constitutional issues that had come up for consideration so far.

Later, at the resumed session after the dinner-break, the central DAC appointed a nine-member sub-committee to thrash out constitutional problems and make its recommendations for consideration by the plenary meeting of the DAC tomorrow evening.

One representative each of the eight component parties of the DAC and independent leader Air Marshal Asghar Khan were included in the sub-committee.

The meeting of the Central DAC would be resumed at 7 p.m. at the residence of Chaudhry Mohammad Ali.

Today's sessions were attended by all the 16 members of the DAC and Air Marshal Asghar Khan. Presidents of the two regional DACs were also present.

Nawabzada Nasrullah Khan discounted the rumours that dead-lock had arisen due to divergent views expressed by leaders of some of the component parties of the DAC.

Earlier, according to observers, it seemed after the morning session that the DAC was faced with a lack of general consensus.

The morning session, which resumed the overnight discussions at about 10 a.m., lasted only an hour as none of the participants showed willingness to speak on the controversial issues, namely, regional autonomy representation on the basis of population and One Unit. Last nights session was consumed by two speakers from East Pakistan, Syed Nazrul Islam of the Six-Point Awami League, and Prof. Mazaffar Ahmed of the National Awami Party (Wali Khan Group). Both the leaders emphasised the need for settling the three questions immediately and demanded that regional autonomy, representation on the basis of population and dissolution of One Unit should be included in the agreed formula before they left for Rawalpindi.

At the morning session, therefore, it was expected that those who might be having opinion different from those of the two leaders should express their views. But neither Maulana Maudoodi, nor Chaudhry Mohammad Ali nor Mian Mumtaz Daultana volunteered to speak. Prof Muzaffar Ahmed then pointed out that since none of the participants seemed to have any different view to offer, it should be presumed that there was a general consensus over the three issues.

At this stage Maulana Maudoodi is reported to have remarked that some of the participants had their own views over the issues which were not identical but the interest of unity demanded that they should sort out things among themselves through mutual consultations.

Mr. Mujibur Rahman is believed to have expressed the view that their stand on the three issues was strictly in accordance with the demands of the people of East Pakistan and if they were not tackled by the DAC and the RTC immediately they would only worsen the situation.

As things stand the Six-point Awami League and the NAP insist on settling all these issues in the DAC meeting.

Mr. Nurul Amin is of the opinion that if these issues are included in the agreed formula to be considered by the RTC, there is no harm. The Jamiatul Ulema is reported to be of the view that although they accept the viewpoint of the East Pakistani leaders in principle, they think that the issues should be decided by the elected Parliament.

The Jamaat-i-Islami, Nizam-i-Islam and Pro-PDM Awami League continue to be non-committal over the issues and insist that these should be left to the elected Parliament.

Consultations among the leaders of various parties started soon after the adjournment of the morning session.

The Six-Point Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman had separate as well as joint meetings with Air Marshal Asghar Khan and the Jamaat-i-Islami chief Maulana Maudoodi. With Air Marshal Asghar Khan Sheikh Mujib held a closed-door meeting. At Sheikh Mujib's 40 minute meeting with Maulana Maudoodi, also present were Syed Nazrul Islam, Maulvi Tufail Mohammad and Prof. Ghulam Azam.

Sheikh Mujibur Rahman also had discussions with Sardar Shaukat Hayat of the Council Muslim League, Mr. Ghulam Mohammad Khan Lundkhor and Awami League's Col Abid Hussain.

These consultations were reported to have concluded that a sub-committee should be formed to sort out the differences and evolve an agreed formula.

The National Awami party chief, Khan Wali Khan, also held meetings with Sheikh Mujib and Air Marshal Asghar Khan. The CML leader Daultana also held bilateral talks with Mufti Mahmud Ahmed.

ARRIVAL FROM E. WING

Earlier, Mr. Hamidul Haque Chaudhury, Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, Mr. Zaheeruddin and Yousuf Ali Chaudhury arrived here today from Dacca.

Mr. Tafazzul Hussain (Manik Mian), Editor Ittefaq, also arrived.

The East Pakistan leaders were received at the airport by political workers, friends and admirers in Lahore.

Meanwhile the Central Law Minister Mr. S. M. Zafar also arrived from Rawalpindi to remain available for clarification and consultation. Khwaja Shahabuddin is already in the city.

OPTIMISM

The General Secretary of the National Awami Party (Wali Khan Group), Mr. Mahmudul Haq Usmani expressed optimism at a Press conference that a consensus on those three controversial questions can and should be achieved but it might not emerge before Sunday.

APP adds:

Mr. Abdus Salam Khan President of the East Pakistan Democratic Movement and a member of the DAC also said he was hopeful that a solution of the outstanding problems would emerge with consensus at the DAC meeting.

Talking to APP after this mornings DAC meeting Mr. Abdus Salam Khan said questions relating to One Unit, representation on population basis and full regional autonomy should be thrashed out with vision and logic and in a statesman like manner in the best interest of the country as a whole.

Replying a question he said "Nothing to worry. So many leaders of various parties and responsible independent leaders have got together. A solution will come out."

SABUR'S VIEW

Meanwhile, Mr. Sabur Khan, Central Communications Minister and Leader of the House in the National Assembly, said that amendments to the Constitution to be suggested by the round-table conference could be passed by the National Assembly only if these were in the benefit of East as well as West Pakistan.

Talking to newsmen at the Lahore airport today on his way to Rawalpindi from Dacca the Minister said the amendments to be suggested by the RTC could be taken up in the next election.

He said that next NA session would be held sometime in April. However, he added that if circumstances required that the session should be summoned earlier, the President might do so.

Morning News
8th March 1969
Minority community delegation meets Mujib

A delegation of the minority community led by Mr. A. P. Roy Chowdhury of Balda House, Dacca on Thursday met Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League leader, and submitted him a memorandum, containing their problems, to be pleaded before the DAC meeting in Lahore, reports APP.

Sheikh Mujib assured the delegation of his full co-operation in this respect.

Among other things the memorandum had demanded a representative of the minority community should be invited to the Round Table Conference.

সংবাদ
৮ই মার্চ ১৯৬৯
এক ইউনিট বাতিল সমর্থনের জন্য শেখ মুজিবের নিকট পীরজাদার তারবার্তা

শুক্কুর, ৬ই মার্চ (এপিপি)।– সাবেক সিন্ধু প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তার পীরজাদা এক ইউনিট বাতিল সমর্থনের জন্য ছয় দফা পন্থী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের নিকট এই তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

তারবার্তায় জনাব পীরজাদা বলেন যে, সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে যে এক ইউনিট ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল সিন্ধু এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ অবিলম্বে উহার বিলুপ্তি কামনা করিতেছে।

সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী সরকারের ন্যায় এক ইউনিট বাতিলের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও এই সকল অঞ্চলের জনগণ দাবী জানাইতেছে বলিয়া তিনি তারবার্তায় উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় এক ইউনিট বাতিলের বিষয় উত্থাপন এবং দলীয় সদস্যদের প্রতি উহা সমর্থনের অনুরোধ জানানোর জন্য জনাব পীরজাদা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক পয়গাম
৯ই মার্চ ১৯৬৯
শেখ মুজিব ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত

লাহোর, ৮ই মার্চ।– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ জহির আহমদ এক মেডিক্যাল বুলেটিনে বলেন যে, অদ্য সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, শেখ সাহেব ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তিনি শরীরেও বেদনা অনুভব করিতেছেন। ডাঃ জহির তাঁহাকে বিশ্রামের নির্দেশ দিয়াছেন। –এপিপি

আজাদ
১০ই মার্চ ১৯৬৯
শেখ মুজিবর রহমান বলেন : সিন্ধু, সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও বাংলার সকল নির্য্যাতিত মানুষই আমার কাছে সমান

লাহোর, ৭ই মার্চ্চ।–ছয়দফাপন্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নব নির্ব্বাচিত সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে তাঁহার দলের সদস্যদের উদ্দেশে

বক্তৃতা দান কালে বলেন যে, সিন্ধু, সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও বাংলার সকল নির্য্যাতিত মানুষই তাঁহার কাছে সমান, কেননা তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন রকম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বলেন যে, তাহার দলের ছয় দফা কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে ইহার দ্বারা শুধু পূর্ব্ব পাকিস্তানই লাভবান হইবে না বরং পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলও উপকৃত হইবে। –পিপিআই

Dawn
10th March 1969
Mujib commends Lahore efforts: blood collection

LAHORE, March 8: The Awami League chief. Sheikh Mujibur Rahman, has commended the services of the All Pakistan Blood Donors Association, Lahore, in collecting the blood for the victims of the firing in East Pakistan.

In a message to the Association, he said, he was very much glad to learn that All Pakistan Blood Donors Association was collecting blood to send it to East Pakistan to help the injured persons who are victims of the recent Government repressions.

He said he was thankful to all those who donated blood for the great humanitarian cause and wished the Association all success.–APP.

Dawn
10th March 1969
Mujib's statement: a clarification

LAHORE, March 9: The General Secretary of All-Pakistan Awami League, Mr. A. H. Kamruzzaman yesterday clarified a part of the speech of the Party Chief, Sheikh Mujibur Rehman made at a Party meeting on Friday.

He said it has been reported in a section of the Press yesterday that Sheikh Mujibur Rahman told his Partymen that the oppressed people of Sind, Frontier, Baluchistan and Bengal are all equal because they are fighting against exploitation.

He said in fact the President of Awami League while addressing the party's Central Committee laid special emphasis on the unity of the people and categorically said that the oppressed people of Bengal, Punjab. Sind, Frontier and Baluchistan are all equal because they are fighting against exploitation.

He said, "There is no difference between a common man of Punjab and a common man of Bengal. The class exploited all over Pakistan have forced unity through movement against the sharp claws of the exploiters".–APP.

Morning News
10th March 1969
Mujib commends blood donation

LAHORE March 9 (APP): The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman has commended the services of the All Pakistan Blood Donors Association Lahore in collecting the blood for the victims of the firing in East Pakistan.

In a message to the Association he said he was very much glad to learn that All-Pakistan blood Donors' Association was collecting blood to send it to East Pakistan to help the injured persons who are victims of the recent Government repressions.

He said he was thankful to all those who donated blood for the great humanitarian cause and wished the association all success.

সংবাদ
১০ই মার্চ ১৯৬৯
আওয়ামী লীগ সভায় গোলটেবিলের ব্যাপারে শেখ মুজিবকে ক্ষমতাদান

লাহোর, ৯ই মার্চ (পিপিআই)।– নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (ছয় দফা পন্থী) কার্যকরী কমিটির অদ্যকার সভায় গোলটেবিল বৈঠকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানকে ক্ষমতাদান করা হয়। দুই ঘণ্টাব্যাপী এই সভায় এই ম্যাণ্ডেট প্রদান করা হয়। কমিটি এক ইউনিট বিলুপ্তি ও সাব-ফেডারেশন গঠন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বসহ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি অন্যান্য দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান হয়।

সংবাদ

১০ই মার্চ ১৯৬৯

আজ গোলটেবিলের দ্বিতীয় বৈঠক

রাওয়ালপিণ্ডি, ৯ই মার্চ (পিপিআই)।– আজ সকালে 'পিণ্ডিতে সরকার ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে গোল টেবিল বৈঠক শুরু হইবে। আলোচনায় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও নির্দলীয় নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি জনাব এস, এম, মুর্শেদও অংশগ্রহণ করিবেন। ঈদুল আজহার পূর্বে গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম পর্যায়ের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে গোলটেবিলে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সর্বসম্মত বক্তব্য পেশের জন্য কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ তিনদিনব্যাপী আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়।

ডাক নেতৃবৃন্দের তালিকা

গোলটেবিল বৈঠকে 'ডাকে'র প্রতিনিধিত্ব করিবেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনাব মমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা ও খাজা খয়ের উদ্দীন, জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামের মুফতি মাহমুদ ও পীর মহসিন উদ্দীন, পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগের নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও জনাব আবদুস সালাম খান; জামাতে ইসলামের মওলানা আবুল আলা মওদুদী ও অধ্যাপক গোলাম আজম, নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মৌলবী ফরিদ আহমদ, ন্যাপ-এর জনাব আবদুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, এনডিএফ-এর জনাব নূরুল আমীন ও জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অদলীয় বিরোধী নেতাদের মধ্যে এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি মুর্শেদ।

সরকারী নেতৃবৃন্দের তালিকা

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, জনাব আবদুস সবুর খান, খাজা শাহাবুদ্দীন, জনাব এস এম জাফর, জনাব আজমল আলী চৌধুরী, ফজলে এলাহী, ডঃ এম এন হুদা, মালিক মোহাম্মদ কাসেম, ফিদা মুহম্মদ খান, জনাব ফখরুদ্দীন, সরদার খিজির হায়াত খান, জনাব জাইন নূরানী, কাজি মুহম্মদ আকবর, কাজি মোহাম্মদ ঈসা ও জনাব হাশিমুদ্দিন।

দৈনিক পয়গাম

১১ই মার্চ ১৯৬৯

সরকার ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতি গোলটেবিল বৈঠকে 'ডাক'-এর প্রস্তাব পেশ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১০ই মার্চ।– আজ সকালে এখানে পুনরায় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হইলে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে ডাকের প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন। যে সকল নীতি সম্পর্কে ডাক মতৈক্যে পৌঁছিয়াছে তাহা হইতেছে (ক) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার। (খ) প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিষদসমূহের নির্বাচন।

আজ দুই ঘণ্টাধিককাল বৈঠকের অধিবেশন চলার পর উহা আগামীকাল সকাল দশটা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়। অধিবেশন শেষে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান সাংবাদিকদের নিকট জানান যে, যতশীঘ্র সম্ভব জনগণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নই ডাক নেতৃবৃন্দের অভিপ্রায়।

শেখ মুজিবের বক্তৃতা

আজকের বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানও বক্তৃতা করেন। তিনি তাহার দলের ৬-দফা কর্মসূচী এবং ছাত্রদের ১১-দফা দাবী, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল, বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য, বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও কর ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শেখ মুজিবের বক্তব্য সমর্থন করিয়া বিচারপতি মোর্শেদ ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শেখ মুজিবকে কতিপয় বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেন।

আগামীকাল পুনরায় বৈঠক শুরু হইলে মুসলিম লীগ সদস্যগণ তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া মনে হয়। আজ সকাল ১০-১৫ মিনিটে প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে ১১ দিবস বিবৃতির পর পুনরায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আহ্বানে প্রথম এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং উহা প্রায় ৪০ মিনিট স্থায়ী হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ১৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিতেছেন।

আজ পুনরায় আলোচনা শুরু হওয়ার এক মিনিট পূর্বে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বৈঠক কক্ষে আগমন করেন, এবং টেবিলের চারিদিকে ঘুরিয়া একে একে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে করমর্দন করেন।

আজকের গোলটেবিল বৈঠকে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ছাড়াও শেখ মুজিবর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান, মুফতি মাহমুদ, আহমদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মওলবী ফরিদ আহমদ এবং দুইজন নির্দলীয় নেতা বিচারপতি এস, এম, মোর্শেদ ও এয়ার মার্শাল আসগর খান অংশগ্রহণ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই মার্চ ১৯৬৯

সর্বজনীন ভোটাধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল সরকার : গোলটেবিল বৈঠকে ডাক-এর দুদফা প্রস্তাব পেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাওয়ালপিণ্ডি, ১০ই মার্চ (এপিপি)।– ১২ দিন বিরতির পর আজ এখানে গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় শুরু হলে কেন্দ্রীয় ডাকের আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার এবং সরাসরি বয়স্ক ভোটে পরিষদসমূহের নির্বাচন এই দুই নীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব দেন বলে এক যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সভাপতিত্বে বৈঠক সকাল সোয়া দশটায় শুরু হয় এবং অধিবেশন দু'ঘন্টা চলার পর আগামীকাল পর্যন্ত মূলতবী হয়ে যায়। কাল সকাল দশটায় বৈঠক শুরু হলে মুসলিম লীগ সদস্যরা তাদের মতামত পেশ করবেন বলে জানা গেছে।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খান, শেখ মুজিবর রহমান, খান আব্দুল ওয়ালী খান, মুফতি মাহমুদ আহমদ, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, মওলবী ফরিদ আহমদ, বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদ এবং এয়ার মার্শাল আসগর খান আজকের অধিবেশনে বক্তৃতা দেন।

বৈঠক শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারটিতে বলা হয় যে, অধিবেশনের শুরুতে মওলানা মুফতি মাহমুদ আহমদ কোরান তেলায়ৎ করেন। প্রেসিডেন্টের আহ্বানে সর্বপ্রথম বক্তৃতা দিতে উঠে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিষেষ করে আইন শৃংখলা ছাত্র সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা এবং দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এরপর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার এবং বয়স্ক ভোটে পরিষদ সমূহের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ডাকের প্রস্তাব পেশ করেন।

শেখ মুজিব

নওয়াবজাদার পর বক্তৃতা দেন ছ'দফাপন্থী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। তিনি তার দলের ছ'দফা কর্মসূচী এবং ছাত্রদের এগার দফা

কর্মসূচী, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বিলোপ মুদ্রা ব্যবস্থা বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন এবং কর ব্যবস্থা সম্পর্কে তার দলের মতামত ব্যাখ্যা করেন। এসবের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ক্রিয়া কি হবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সে সম্পর্কে শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেন।

ওয়ালী খান

রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিরাজিত বাস্তব অবস্থা বিবেচনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গার দাবী বাস্তব অবস্থার আলোকেই বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

মুফতি মাহমুদ

জমিয়ত উলামার ইসলাম প্রধান মওলানা মুফতি মাহমুদ আহমদ শাসনতন্ত্রে ইসলামী নীতি সমূহ অন্তর্ভুক্ত কার দাবী জানান।

বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদ ও প্রফেসর মোজাফফর আহমদ শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য সমর্থন করেন।

এয়ার মার্শাল আসগর খান ও মওলবী ফরিদ আহমদও সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছেন।

সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে দেশের বর্তমান আইন শৃংখলা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তাঁরা কামনা করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে এ সংশ্লিষ্ট সকল মহল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, দেশের অর্থনীতি, স্থিতিশীলতা ও গোলটেবিল সম্মেলনের সাফল্য শান্তি বজায় রাখার উপরই নির্ভর করে।

সংবাদ

১১ই মার্চ ১৯৬৯

গোলটেবিল বৈঠকে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের সর্বসম্মত প্রস্তাব : আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিক ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার গঠনের দাবী : শেখ মুজিব কর্তৃক ৬-দফা ও ১১-দফা পেশ : অধ্যাপক মোজাফফর ও জাষ্টিস মুর্শেদের সমর্থন : পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বাতিলের উপর খান ওয়ালী খানের গুরুত্ব আরোপ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাওয়ালপিণ্ডি, ১০ই মার্চ (এপিপি/পিপিআই)।– গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান অদ্য গোলটেবিল বৈঠকে আঞ্চলিক

স্বায়ত্তশাসন সহ ফেডারেল পদ্ধতির সরকার এবং প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিষদ সমূহের নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করেন। এই দুইটি বিষয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে মতৈক্য রহিয়াছে।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর পর শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দলের ৬ দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা পেশ করেন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং জাষ্টিস মুর্শেদ তাহার বক্তব্য সমর্থন করেন।

শেখ মুজিবের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাহাকে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং তিনি উহার জবাব দেন। এই ব্যাপারে বৈঠক শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে আর কোন কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার পর খান আবদুল ওয়ালী খান পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবীর উপর জোর দিয়া বক্তব্য পেশ করেন।

উল্লেখ্য যে, ১২ দিন বিরতির পর অদ্য সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। ২ ঘণ্টা চলার পর ১২টা ১৫ মিনিটে অদ্যকার বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে। আগামীকাল সকাল ১০টায় বৈঠক পুনরায় শুরু হইবে।

অদ্যকার বৈঠকে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ ছাড়াও শেখ মুজিবর রহমান খান, আবদুল ওয়ালী খান, মুফতি মাহমুদ আহমেদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব ফরিদ আহমদ, জাষ্টিস মুর্শেদ ও এয়ার মার্শাল আসগর খান বক্তৃতা করেন।

বৈঠক শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে বলা যে, 'ডাক' আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ তাঁহার বক্তৃতায় দেশে বিরাজমান আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি, ছাত্রসমস্যা, শ্রমিক সমস্যা এবং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জোর দেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লার বক্তৃতার পর শেখ মুজিবর রহমান গোল টেবিলে বক্তৃতা করেন; তিনি তাঁহার দলের ৬ দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল, মুদ্রা, বৈদেশিক বানিজ্য ও সাহায্য বৈদেশিক মুদ্রা, অর্জন ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর আরোপ করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের পর খান আবদুল ওয়ালী খান বৈঠকে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতায় শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখার আহ্বান জানান। তিনি

বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের দাবীটি বাস্তব অবস্থার আলোকেই বিচার করিতে হইবে।

মওলানা মোহাম্মদ মুফতী বলেন যে, শাসনতন্ত্রে ইসলামী নীতি সংযোজিত হওয়া উচিত।

যুক্ত ইশতেহারে বলা হয় যে এয়ার মার্শাল আজগর খান এবং জনাব ফরিদ আহমদও বৈঠকে বক্তৃতা করেন। তবে, তাহারা কি বলিয়াছেন, ইশতেহারে উহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

আগামীকল্য সকাল ১০টায় গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় শুরু হইলে সরকার পক্ষীয় বক্তব্য পেশের পূর্বে বিরোধীপক্ষের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করিবেন বলিয়া মনে করা হইতেছে।

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও জনাব এস, এম, জাফর গোলটেবিলেই ছিলেন। মনে করা হইতেছে যে, তাহারা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, জনাব মাহমুদ আলী ও খোন্দকার মোশতাক আহমদের সহিত এক সঙ্গে মিলিয়া অদ্যকার যুক্ত ইশতেহার চূড়ান্ত করিতেছিলেন।

সংবাদ
১১ মার্চ ১৯৬৯
টুকি-টাকি

রাওয়ালপিণ্ডি, ১০ই মার্চ (এপিপি/পিপিআই)।– গোলটেবিল বৈঠকের অদ্যকার অধিবেশন ২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বৈঠক শেষে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বাহিরে আসেন। খাজা শাহাবুদ্দীন ও চৌধুরী ফজলে এলাহী তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

অদ্যকার অধিবেশনে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, শেখ মুজিবর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং মওলানা মুফতী মাহমুদ আহমদই ছিলেন প্রধান বক্তা। তবে শেখ মুজিবের বক্তব্যই ছিল দীর্ঘ।

বৈঠক শেষে বিদেশী সাংবাদিকগণ শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেন: বৈঠক ভাল হয়েছে তো?

উত্তরে শেখ মুজিব বলেন: নিশ্চয়, ভালই হয়েছে। বৈঠক সব সময়েই ভাল। শেখ মুজিব ইহার বেশী আর কোন কিছু বলিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যুক্ত ইশতেহারেই সব কিছু দেখতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে আজ রাজনৈতিক কর্মী ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদক এবং বিদেশী সাংবাদিকদের ভীড় পরিলক্ষিত হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নওয়াবজাদা নসরুল্লাহকে তাঁহার বক্তব্য পেশের আহবান জানাইলে তিনি বলেন: আমি 'ডাক'-এর সর্বসম্মত দুইটি দাবী পেশ করছি। বিভিন্ন পার্টি প্রধানগণ অন্যান্য বিষয় পেশ করবেন।

শেখ মুজিবর রহমান ৬-দফা ও ১১ দফা পেশ করিয়া বলেন যে, তাঁহার বক্তব্য অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হইলে জানা গিয়াছে যে, শেখ মুজিব ৬-দফা ও ১১ দফা পেশ করিয়া শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে নিম্নোক্ত ৫-দফা সুপারিশ করিয়াছেন:

১) সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার। ২) ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার ৩) আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। ৪) জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ও ৫) এক ইউনিট বাতিল করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের একটি সাব-ফেডারেশন গঠন। বলা হয় যে, খান আবদুল ওয়ালী খান শেখ মুজিবকে সমর্থন করিয়াছেন।

Pakistan Observer

12th March 1969

Mujib condemns attempt to split country

RAWALPINDI, Mar. 11:–Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, denounced here tonight attempts by vested interests to create a division between the people of East and West Pakistan, reports PPI.

Talking to PPI before he left for the evening session of the RTC, Sheikh Saheb said he was of the firm view that the people of West Pakistan fully supported all legitimate demands of their East Pakistani brethren.

He said yeasted interests in order to perpetuate their rule were trying ceaselessly to create division among the people of Pakistan.

Those who talk of division are only serving their selfish ends, he said.

Meanwhile, the Awami League chief is receiving scores of telegrams from both West and East Pakistan expressing full confidence in his leadership and felicitating him in his endeavour to get restored the lost rights of the people.

Dawn

12th March 1969

Divergencies appear as DAC leaders speak at RTC : Daultana, M. Ali differ on One Unit, parity : Nurul Amin elaborates Mujib's ideas

RAWALPINDI, March 11: Divergent views held by the various leaders of the DAC components came to the surface today when eight of them addressed the Round Table Conference on the constitutional changes that were proposed yesterday at yesterday's session by the DAC Convener, Nawabzada Nasrullah, and the Six-point Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman.

The conference today held two sessions spread over five and a half hour and then adjourned till 10 a.m. tomorrow.

In the evening session, which lasted a little over two hours, a member of the Pakistan Muslim League team, Sardar Khizar Hayat, also made a speech. Of the main speakers in the morning session, Mian Mumtaz Daultana and Chaudhri Mohammad Ali offered different views on the questions of One Unit and inter-Wing parity.

The Leader of the Opposition in the National Assembly. Mr. Nurul Amin, who was among the three DAC leaders who addressed the morning session of the RTC laid stress on the two-point demand agreed upon by the DAC–federal parliamentary form of Government with regional autonomy and direct adult franchise.

At the same time, he supported Sheikh Mujibur Rahman's demand for representation on the basis of population, proportionate recruitment to the armed forces from East Pakistan and transfer of control of foreign exchange to regional Governments and the dissolution of One Unit.

Mian Mumtaz Daultana pleased for parliamentary form of Government direct adult franchise regional autonomy as defined in the PDM's eight-point programme and dissolution of One Unit. On the demand for representation on the basis of population, he advocated that this system would be ideal if accompanied by a bicameral legislature of some kind of voting system to suit the peculiar conditions.

Chaudhri Mohammad Ali supported the DAC's two agreed demands. But he opposed the dissolution of One Unit and the removal of inter-wing parity. These issues he argued, could be

taken up by the parties either individually or in groups to the electorate so as to implement them through the newly-elected National Assembly.

Opposition leaders who addressed the evening session included Air Marshal Asghar Khan, Maulana Maudoodi, Pir Mohsinuddin. Mr. Hamidul Huq Chowdhury and Mr. Abdus Salam Khan. Pir Mohsinuddin and Mr. Salam Khan also laid stress on regional autonomy and supported the arguments that had been raised by Sheikh Mujibur Rahman.

Maulana Maudoodi was said to have favoured federal Parliamentary system and direct adult franchise, leaving the other issues to be decided by the next Assembly.

Today's two sessions were devoted mainly to lengthy speeches by Opposition leaders with occasional queries by President Ayub of his team-mates.

The joint statement by the two sides was issued at 9-30 p.m. for the morning session which ended at 1-35 p.m. The joint statement for the evening session was still being drafted at midnight.

Agency reports add: Conference sources said late tonight that the speeches of the participants, who spoke in the evening session, would be released to the Press tomorrow morning.

Mr. Nurul Amin, who opened the day's deliberations, called for bold political decisions to offset the difficulties that exist because of peculiar geographical situation of the two Wings of Pakistan.

He made an appeal to all concerned to resolve the constitutional problems of Pakistan with the same spirit of brotherhood with which they brought it into existence.

Mr. Nurul Amin referrent to the peculare geographical situation of the two Wings and the location of all the three Services headquarters in the West Wing, and maintained that East Pakistan should be given representation on the basis of population and arrangements should be made to dispose of matters to a very large extent at Dacca by creating responsible offices under the Central Government.

Mr. Nurul Amin thought immediate steps should be taken to release the students who were still in jail and withdraw the cases against them. He said that the students may return to their studies immediately.

…but a source close to the Government side said that it "understanding is developing" between the two sides. The rest you will get in the joint statement".

APP adds: After the two-hour evening session ending at 9 O'clock, Maulvi Farid Ahmad of the Nizam-i-Islam Party told APP that a lot of ice has been broken and mist cleared" in the conference.

"The line of understanding is now through", he said.

The President came to the conference with the Law Minister, Mr. S. M. Zafar.

The first as usual, was the Defence Minister, Vice-Admiral A. R. Khan.

Air Marshal Asghar Khan and Sheikh Mujibur Rahman had a brief chat before they proceeded to the conference room.

At the table today was placed in advance a copy of the nine page statement of Shaikh Mujibur Rahman Which he had read out at yesterday's session.

Dawn

12th March 1969

Mujib denounces attempts to create division

RAWALPINDI, March 11: Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League, denounced here tonight attempts by vested interests to create a division between the people of East and West Pakistan.

Talking to this correspondent before he left for the evening session of the RTC, Sheikh Saheb said he was of the firm view that the people of West Pakistan fully supported all legitimate demands of their East Pakistan brethren.

He said vested interests in order to perpetuate their rule were trying ceaselessly to create division among the people of Pakistan.

Those who talk of division are only serving their selfish ends, he said.

Meanwhile, the Awami League chief is receiving scores of telegrams from both West and East Pakistan expressing full confidence in his leadership and felicitating him in his endeavour to get restored the lost rights of the people.

Some of the telegrams also mentioned some of the grievances of the people and urge Sheikh Saheb to take them up for redress. – PPI.

Morning News
12th March 1969
Mujib denounces bid to create E-W division

RAWALPINDI, March 11 (PPI): Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, denounced here tonight attempts by vested interests to create a division between the people of East and West Pakistan.

Talking to PPI before he left for the evening session of the RTC, Sheikh Sahib said he was of the firm view that the people of West Pakistan fully supported all legitimate demands of their East Pakistani brethren.

He said vested interests in order to perpetuate their rule were trying ceaselessly to create division among the people of Pakistan.

Those who talk of division are only serving their selfish ends, he said.

Meanwhile, the Awami League Chief is receiving scores of telegrams from both West and East Pakistan expressing full confidence in his leadership and felicitating him in his endeavour to get restored the lost rights of the people.

Some of the telegrams also mentioned some of the grievances of the people and urged Sheikh Shahib to take them up for redress.

দৈনিক পাকিস্তান
১২ই মার্চ ১৯৬৯
বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে মুজিবের হুশিয়ারী

রাওয়ালপিণ্ডি, ১১ই মার্চ (পিপিআই)– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ রাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রচেষ্টার নিন্দা করেন।

গোলটেবিল বৈঠকের সান্ধ্য অধিবেশনে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে পিপিআই প্রতিনিধির কাছে আলাপ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর স্থির প্রত্যয় রয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের ন্যায্য দাবী দাওয়া পুরোপুরি সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, স্বার্থবাদীরা তাদের শাসন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের জনসাধারণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যারা বিভেদের কথা বলে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সেবা করে চলেছে বলেও শেখ সাহেব উল্লেখ করেন।

অপরপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শত শত টেলিগ্রাম করে যাচ্ছেন বলেও খবরে উল্লেখ করা হয়। এই সব টেলিগ্রামে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং জনসাধারণের হাতে অধিকার ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান হচ্ছে।

কোনো কোনো তারে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের উল্লেখ করে তার প্রতিকারের আবেদনও জানান হয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান
১২ই মার্চ ১৯৬৯
আপনাদের সিন্ধু আপনারা ফিরে পাবেন : মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শুককুর, ১১ই মার্চ (এপিপি)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে অবস্থানকালে এক সিন্ধী ছাত্র প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনাদের সিন্ধু আপনারা ফিরে পাবেন।

সিন্ধু জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সহ সভাপতি জনাব আজিজ কোরেশী গতকাল এখানে এ কথা বলেন। জনাব কোরেশী এক ইউনিট ভেঙ্গে দেবার জন্যে সিন্ধুর জনসাধারণের দাবী-দাওয়া নিয়ে সম্প্রতি ২২ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সংবাদ
১২ই মার্চ ১৯৬৯
সিন্ধুর ছাত্রদের প্রতি শেখ মুজিবের আশ্বাস

শুক্কুর, ১১ই মার্চ (এপিপি)।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে এক সপ্তাহে সিন্ধুর ছাত্রদের এক প্রতিনিধিদলকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, "চিন্তা করবেন না, আপনারা আপনাদের সিন্ধুকে ফিরে পাবেন।"

সিন্ধু জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আইজাজ কোরেশী আজ এখানে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের প্রশ্নে শেখ মুজিবের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আজাদ

১৩ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্তৃক

স্বার্থান্বেষী মহলের বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টার নিন্দা

রাওয়ালপিণ্ডি, ১১ই মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ রাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বার্থান্বেষী মহলের বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন।

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি উপরোক্ত নিন্দা প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ পূর্ব্ব পাকিস্তানী ভাইদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

তিনি বলেন যে, কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাইতেছে। যাহারা বিভেদের কথা বলেন, তাহারা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের জন্যই উহা বলিতেছেন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান হইতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পুর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ইতিমধ্যে তাহার নিকট বহু তারবার্ত্তা প্রেরণ করা হইয়াছে। –পিপিআই

Morning News

13th March 1969

Mujib denies Indians' infiltration

(From Our Special Correspondent)

RAWALPINDI, March 12: Sheikh Mujibur Rahman is reported to have said at the RTC yesterday that the Government information that 30000 Indians had infiltrated into East Pakistan was completely wrong.

At the very outset, in the morning session of the RTC, Sheikh Mujib told the President that his administration misled him.

The President is reported to have replied that he had received the information from very reliable sources.

দৈনিক পয়গাম

১৩ই মার্চ ১৯৬৯

ভারতীয় অনুপ্রবেশের খবর উদ্ভট ও কল্পনাপ্রসূত : শেখ মুজিব

রাওয়ালপিণ্ডি ১২ই মার্চ।– শেখ মুজিবর রহমান গত রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীর খবরকে স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখাই ইহার উদ্দেশ্য।

সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন, অতীতের জনসমর্থনহীন সরকারগুলিও ঠিক এই কৌশলের আশ্রয় লইয়াছিল। কাজেই এই ধরণের দাবী নূতন কিছু নয়। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

১৩ই মার্চ ১৯৬৯

ভারতীয় অনুপ্রবেশ ও কোরান অবমাননার অভিযোগ প্রসঙ্গে : কায়েমী স্বার্থের অলীক কল্পনা : মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাওয়ালপিণ্ডি, ১২ই মার্চ (পিপিআই)।– পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে যে খবর বেরিয়েছে শেখ মুজিবর রহমান গতরাতে তাকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অলীক কল্পনা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, এই স্বার্থান্দ্য চক্রটি জনগণের দৃষ্টি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে কোমর বেধে লেগেছে।

সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, অতীতেও গণধিকৃত সরকারগুলো এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিতো। এই তাহা মিথ্যা নতুন কিছু নয়।

সংবাদ

১৩ই মার্চ ১৯৬৯

'ষড়যন্ত্র' মামলার পর 'নাম সহি দিতে আমি ভয় পাই' : শেখ মুজিব

রাওয়ালপিণ্ডি, ১২ই মার্চ (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল তাঁহার এক উপদেষ্টাকে অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় বলেন: "ষড়যন্ত্র মামলার পর আমি সহি দিতে ভয় পাই।"

সংবাদ

১৩ই মার্চ ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ স্বার্থান্বেষী মহলের অলীক কল্পনা : শেখ মুজিব

রাওয়ালপিণ্ডি, ১২ই মার্চ (পিপিআই)।– গত রাত্রে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত "খবরকে" জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া হইতে তাহাদের দৃষ্টি ভিন্ন পথে পরিচালনার জন্য কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের "অলীক কল্পনা" বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, জনসমর্থনহীন সরকারগুলি অতীতেও এই ধরনের কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। এইসব ডাহা মিথ্যার মধ্যে নূতন কিছু নাই।

আজাদ

১৪ই মার্চ ১৯৬৯

স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট প্রশ্নে সমর্থন না করায় : শেখ মুজিব কর্তৃক 'ডাক' পরিত্যাগ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৩ই মার্চ্চ।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (ডাক) সহিত তাহার দলের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে পুর্ব্ব পাকিস্তান ভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশকালে শেখ সাহেব আরো বলেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপ দাবীর প্রতি সমর্থনদানে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ব্যর্থতাই এই সম্পর্কচ্ছেদের কারণ। কেননা জনপ্রিয় এই দুইটি দাবীর স্বীকৃতি ছাড়া কোন সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়।

শেখ সাহেব বলেন, যে দাবী আদায়ের জন্য জনগণের মধ্যে বহুজন প্রাণ বিসর্জ্জন ও বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ করিয়াছেন সেই দাবীর প্রতি স্বীকৃতি দানে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ব্যর্থতা অত্যন্ত দুঃখজনক। আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, জনগণের মৌলিক সমস্যা সমুহের সমাধানের জন্য তাহার দল অন্যান্য দলের সহিত অব্যাহতভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে। পাকিস্তানের সকল অংশের জনগণের মৌলিক দাবীসমূহের সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের উপর একটি শক্তিশালী ও অখণ্ড পাকিস্তান গঠন সম্ভব বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা আরো বলেন যে, দেশের বর্ত্তমান 'চরম সংকট' নিরসনের উদ্দেশ্যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপ দাবীর

সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তিনি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন কিন্তু ন্যাপ, জনাব নূরুল আমিন ও দলনিরপেক্ষ সদস্য বিচারপতি জনাব এস এম মোর্শেদ ব্যতীত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই দাবীর প্রতি স্বীকৃতি দানে ব্যর্থ হওয়ায় শেখ সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, জনগণের মৌলিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ অধিকতর দায়িত্বের সহিত একটি সম্মিলিত ফর্মূলা বাহির করিবেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং প্রেসিডেন্টের ইহা গ্রহণ ব্যতীত উপায় ছিল না।

আওয়ামী লীগ নেতা সাংবাদিকদের আরও জানান যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তিনি সুস্পষ্ট প্রস্তাবও দিয়াছিলেন এবং সকল রাজনৈতিক দলের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এই ব্যাপারে বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন করার কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। শেখ সাহেব বলেন যে, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দাবী প্রেসিডেন্ট মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের দাবী উপেক্ষিতই রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনও পূর্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় জনগণের মৌলিক সমস্যাবলী অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন।

বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার দল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে কিনা জানিতে চাওয়া হইলে শেখ মুজিব বলেন যে, এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি পার্টির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের একটি বৈঠক আহ্বান করিবেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক 'ডাক' এর দুই দফা দাবী মানিয়া লওয়াকে তিনি 'কনসেশন' বলিয়া মনে করেন কিনা জানিতে চাওয়া হইলে শেখ সাহেব বলেন যে, ইহা কোন কনসেশনের প্রশ্ন নহে। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা হইয়াছে তাই তিনি দুইটি দাবী মানিয়া লইয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠককে তিনি সফল বা ব্যর্থ মনে করেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব বলেন যে, ইহা ব্যর্থ হইয়াছে কিনা তাহা আমি বলিব না। আমি আমার মতামত জানাইয়া দিয়াছি। আওয়ামী লীগ প্রধান অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরাসরি সরকারের নিকট শাসনতন্ত্রের সংশোধনী পেশ করিতে তাহার কোন আপত্তি নাই। সরকারের পছন্দ হইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে কিনা জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, শুধুমাত্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে কেন– সমগ্র পাকিস্তানেই অব্যাহত গতিতে আন্দোলন চলিতে থাকিবে। আওয়ামী লীগ একটি নিয়মতান্ত্রিক দল এবং শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই আমরা আন্দোলন চালাইয়া যাইব। –এপিপি/পিপিআই

Pakistan Observer
14th March 1969
This won't satisfy East Pak : Mujib

Addressing a Press conference, Sheikh Mujibur Rahman said his party along with others would continue to strive for attainment, by constitutional and peaceful means, of the "basic issues".

"A strong and united Pakistan can only emerge from a political solution which meets the basic demands of the people of all parts of Pakistan", he said.

The Awami League leader said he had impressed upon the participants of the RTC the need of finding an effective political solution in order to resolve the 'grave crisis' that had engulfed the nation.

Sheikh Mujib said popular mass movement had obliged the President to convene the Round Table Conference at which the basic demands of the people could be pressed.

With all earnestness I had urged the participants that an effective political solution must meet the demands for full regional autonomy as well as the demand for the dismemberment of the One Unit", he added.

He said he had also outlined clearly formulated proposals for regional autonomy and had indicated that a committee of experts of all parties could work out the details.

Sheikh Mujib said that President Ayub had proposed to effect amendments to the existing Constitution in order to convert it into a federal parliamentary system and to provide that the representatives of the people should be elected on the basis of direct adult franchise. But he had not referred to the demands for the regional autonomy of the question of One Unit, and had further indicated that the representation would continue on the basis of parity and distribution of subjects between the Centre and the regions would remain as it is. "This therefore," he said, "leaves these basic issues unsettled."

Sheikh Mujib said "It is tragic that the Democratic Action Committee, with the exception of NAP, Mr. Nurul Amin, and some independent members, including Justice Murshed, should have failed to articulate the above basic demands of the people, for which so many lives have been lost and such heroic sacrifices have been made by them".

He said he was confident that had the other members of the Democratic Action Committee acted more responsibly and worked to achieve a consensus whereby solutions could be arrived at of the basic issues now left unsettled "the President would have had no option but to accept it".

Replying to a question when there his party would contest the elections under the "present circumstances". Sheikh Mujib said his party would decide and added he would call a meeting of the working committee of the Awami League to consider the issue.

Asked whether the DAC Convener, Nawabzada Nasrullah Khan, had on March 10, conveyed to the President an agreed DAC formula, Sheikh Mujib said that the eight points of the DAC were the pre-conditions for contesting the elections.

Sheikh Mujib said that the eight-point programme of the DAC included the demand for direct election on adult franchise basis and the federal parliamentary Government in the case of the latter; the relation between the Centre and the provinces, as well as distribution of powers between them had to be determined.

Asked whether he would consider the President's acceptance of the two demands as "concessions". Sheikh Mujib said it is not a question of concessions, the President wanted to accede to these demands and he had done it.

When asked whether he would call the Round Table Conference a success or failure, Sheikh Mujib said "I am not going to yet you whether it is a failure or not. I have given my opinion."

Answering a question, the Awami League leader said he had no objection to submitting amendments to the Constitution within twentyfour or forty eight hours to the Government direct, he added. "If they like they can consider them."

Asked by a foreign copies pondent whether the movement would continue in East Pakistan. Sheikh Mujib countered to say "Why in East Pakistan? The movement will continue all over Pakistan."

The Awami League is a constitutional party and "we would continue peacefully and constitutionally."

Pakistan Observer
14th March 1969
Mujib returns today

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman is reaching Dacca from Rawalpindi on Friday accompanied by members of his team. He will reach Dacca at 5.50 pm from Rawalpindi via Lahore, reports PPI.

Sheikh Mujibur Rahman is accompanied by following 12 members of his team: Syed Nazrul Islam Khondkar Mushtaq Ahmed, Mr. A. H. M. Qzmruzzaman, Capt. Mansur Ali, Tajuddin Ahmed, Mulla Jalaluddin, Mustafa Sarwar, Sh. Abdul Aziz, Nurul Islam MNA, Saifuddin Yusuf, A. M. Chowdhury and Mr. Afzal.

The City Awami League and students are preparing to accord Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief a grand reception on his arrival at the Tejgaon Airport on Friday.

An APP report from Rewalpindi says: Sheikh Mujibur Rahman said that he would call a meeting of the Awami League Working Committee within two or three days to discuss the present political situation.

Dawn
14th March 1969
Awami League Snaps ties with DAC : Party to continue nationwide movement, says Mujib
From MAHBUBUL ALAM

RAWALPINDI, March 13: The Six-Point Awami League today severed connection with the Democratic Action Committee on the ground that the latter had "failed" to support the basic demands of the people such as regional autonomy, dismemberment of One Unit and representation on the basis of population.

Announcing the decision of his party at a press conference this afternoon, the Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman said he was confident that if the other members of the DAC had acted more responsibly and worked to achieve a consensus where by solutions could be arrived at of the basic issues, now left unsettled, the President would have had no option but to accept them.

The Sheikh said it was tragic that the DAC, with the exception of NAP, the Leader of the Opposition, Mr. Nurul Amin, some independent members including Mr. Justice Murshed, should have

failed to articulate the basic demands of the people for which so many lives have been lost and heroic sacrifices have been made. He also regretted that other members of the DAC did not even wait to work out the methods of amendments of vital details regarding the basis of representation in the Legislature, before expressing unqualified acceptance of the President's proposals.

"My party is therefore constrained to dissociate itself from the DAC the Sheikh declared adding that the Awami League would continue to strive for the attainment of unresolved basic issues in order to arrive at an effective political solution. He stressed that the Awami League would continue the movement not only in East Pakistan but throughout the country in a peaceful and constitutional way for the attainment of the basic demands of the people. His party believed that in such a solution alone lay the salvation of Pakistan. "A strong and united Pakistan can only emerge from a political solution which meets the basic demands of the people of Pakistan."

The Sheikh declined to comment when asked whether he would describe the conference as a success or a failure. He said he would call a meeting of the Working Committee of his Party to consider the entire situation. "I am not a dictator; I have to go by Party decision", he said.

Asked if he was satisfied with the outcome of the RTC, the Awami League Chief said if he was satisfied his Party would not have left the DAC.

PRESIDENT'S SPEECH

Commenting on the President's announcements before the RTC today, Sheikh Mujibur Rahman said in the course of his prepared statement at the Press conference, that the President had proposed to effect amendments to the existing Constitution in order to convert it into a Federal Parliamentary system and to provide for direct adult franchise. He said the President had not adverted to demands for regional autonomy or the question of One Unit and had further indicated that representation would continue on the basis of parity and the distribution of subjects between the centre and the regions would remain as it is.

The "basic issues", according to the Sheikh, still remained unsettled although two had been accepted by the President.

The Awami League leader who addressed the Press conference within three hours of the conclusion of the RTC, said

he had told Law Minister S. M. Zafar that if they wanted he was prepared to submit to the Government important amendments to the constitution within 24 to 48 hours.

Replying to a question, Sheikh Mujib said that the DAC had accepted in principle the demand for full regional autonomy. Even on the issue of Federal Parliamentary system, the definition remained unexplained. There were so many definitions of federal parliamentary system, he said.

Agency reports add:

Asked by a foreign correspondent if concessions given by President Ayub would be acceptable to him Sheikh Mujibur Rahman restored: There is no question of concessions. President had agreed to whatever he thought proper.

The Awami League chief said that so far his party was concerned it would not rest until demands of the people were fully met.

Replying to another questions, he said that the Working Committee of his party would soon meet to consider and decide about its earlier decision on boycotting election.

Replying to a question that he had earlier agreed about the proposals presented by the Democratic Action Committee, he said: "I had only agreed on the fundamentals and not about the details."

When asked that the President had earlier accepted the eight points put forward by the Democratic Action Committee he said that those were only the pre-conditions for starting parleys.

When asked that whether he had met the American counsel in Dacca before leaving for Pindi to attend the dialogue, he said: "I don't exactly remember because when I was released so many persons were coming to meet me including foreigners and foreign correspondents."

Shaikh Mujibur Rahman said that he was prepared to submit least of the amendments to the constitution incorporating demands of the people direct to the Government if it wanted.

TEXT

Following is the text of statement made by Sheikh Mujibur Rahman at the Press conference.

"In my opening address I impressed upon the participants of the round table conference that the task with which it was confronted was that of finding an effective political solution in order to resolve the grave crisis that had engulfed the nation. I had

emphasized that it was imperative to face squarely the basic issues underlying the upheaval which had shaken the very foundations of the nation. The popular mass movement had obliged the President to convene the Round-Table Conference at which the basic demands of the people could be pressed. With all earnestness, I had urged the participant to recognise that an effective political solution must meet the demand for full regional autonomy as well as the demand for the dismemberment of One Unit. I had outlined clearly formulated proposals for regional autonomy and had indicated that a committee of experts of all parties could work out the details.

The President has proposed to effect amendments to the existing constitution in order to convert it into a federal parliamentary system, and to provide that the representatives of the people should be elected on the basis direct adult franchise. He has not adverted to the demands for regional autonomy or the question of One Unit and has further indicated that representation would continue on the basis of party and the distribution of subjects between the centre and the regions would remain as it is. This therefore leaves these basic issues unsettled.

"He had indicated as his principal reason that agreed specifications on the matters were not presented to him at the Round Table Conference. It is tragic that the Democratic Action Committee with the exception of NAP Mr. Nurul Amin, some independent members including Justice Murshed, should have failed to articulate the above basic demands of the people for which so many lives have been lost and such heroic sacrifices have been made by them. I regret that the other members of the Committee (except NAP) did not even wait to work out the methods of amendment of vital details regarding the basis of representation in the Legislature, before expressing unqualified acceptance of the President's proposals.

"I am confident that had the other members of the Democratic Action Committee acted more responsibly and worked to achieve a consensus, whereby solutions could be arrived at of the basic issues, now left unsettled, the President would have had no option but to accept it.

"My party is therefore constrained to disassociate itself from the Democratic Action Committee. Our party, along with others who believe that the basic issues which have remained unsettled must be resolved in order to arrive at an effective political solution

will continue to strive for its attainment by constitutional and peaceful means and will not spare any effort in this direction, as we believe that in such a solution alone lies the salvation of Pakistan.

A strong and united Pakistan can only emerge from a political solution which meet the basic demand of the people of all parts of Pakistan.

Dawn

14th March 1969

ADULT FRANCHISE, PARLIAMENTARY SYSTEM : Ayub accepts proposal : New Assembly to take up other issues: RTC ends

FROM M. A. MANSURI

RAWALPINDI, MARCH 13: THE GOVERNMENT-OPPOSITION ROUND TABLE CONFERENCE CAME TO AN END TODAY WITH PRESIDENT AYUB KHAN ANNOUNCING THE ACCEPTANCE OF THE PROPOSAL FOR DIRECT ADULT FRANCHISE AND PARLIAMENTARY SYSTEM OF GOVERNMENT, WITHOUT HOWEVER DISTURBING THE BASIS OF PARITY OR DISTRIBUTION OF SUBJECTS.

THE PRESIDENT MADE THE ANNOUNCEMENT IN A WRITTEN SPEECH WHICH HE READ OUT BEFORE THE RTC IN WHICH HE ALSO SAID THAT THE UNRESOLVED ISSUES RAISED AT THE CONFERENCE COULD BE SETTLED BY THE REPRESENTATIVES OF THE PEOPLE TO BE ELECTED UNDER DIRECT ADULT FRANCHISE.

While most opposition leaders attending the conference, welcomed President Ayub's announcement, the Six-Point Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman told the RTC that mere acceptance of the two demands would not satisfy the people of East Pakistan and the smaller regions in West Pakistan. He said he would work "peacefully and constitutionally" for the realisation of the remaining demands, which included complete regional autonomy and dismemberment of One Unit and representation on population basis.

Talking to newsmen after the conference, President Ayub described his meetings with the Opposition leaders as "very historic". He expressed gratitude that certain ... reached after his "free and frank discussion" with these leaders.

He said there were some other issues, very time-absorbing and time-consuming and could be settled by further discussions and tackled by the assembly that would come with the new charter.

He said at present we reached certain decisions which can be settled by the present Assembly.

NA SESSION

Later commenting on the President's announcement, Law Minister Mr. S. M. Zafer said that the Assembly should be called to session as soon as possible.

About the proposals presented by him today, President Ayub said some of the Opposition leaders appreciated them, while some others had their own difficulties.

PPI adds: He, however, hoped that this will enable the people "to settle down and not destroy the things as they are doing now.

He said nobody knows where the marches, strikes and countermarches will lead you. He said these things do take place, but this should not be allowed to destroy the country and its economy.

The President warned that "if law and order is not restored every one of you will suffer.

In reply to a question, the President said the RTC has come to an end, but he said, the details of the decisions will be worked ….. one or two problems, which they will report after discussion.

UNSOLVED PROBLEMS

APP adds: Replying to a question, he said that certain problems remained unsolved, which the Opposition leaders would sort out among themselves and then could come to him.

Immediately after the President finished, three DAC members from West Pakistan, Nawabzada Nasrullah Khan, Chaudhry Mohammad Ali and Maulana Maudoodi endorsed his speech.

Nawabzada Nasrullah Khan said that in taking the "realistic and courageous decision", the President had demonstrated regard for the wishes of the 12 crore people of this country.

Mr. Nurul Amin, Leader of the Opposition in the National Assembly, said that the President's decision would have a "great relieving effect" on the people of Pakistan. He, however, said that the question of regional autonomy should have been solved also.

Chaudhry Mohammad Ali said that the President had shown "great statesmanship". It would go down as a great event in history.

Maulana Maudoodi described the President's decision as a "great historical event."

Mian Mamtaz Daultana said, "most of the popular demands of the people have been met."

In Lahore, Maulana Bhashani said that mere introduction of adult franchise and parliamentary form of Government could not solve the problems confronting the masses.

In Karachi Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, called for a neutral care-taker Government for holding fair and free elections in the country on the basis of adult franchise.

PPI adds:

Sheikh Mujibur Rahman was later supported by Mr. Justice S. M. Murshed and Khan Wali Khan.

Justice Murshed said: what the President had given with one hand he had taken back with the other.

Khan Wali Khan, describing the Presidents announcement as "historic and statesmanlike," said that politically certain decisions should have been taken in the RTC on One Unit and regional autonomy.

Air Marshal Asghar Khan described President Ayub's decision as an 'important step!'

NDF leader Mr. Hamiul Huq Choudhury said that the main two points have been accepted and this is a triumph of public opinion.

Dawn
14th March 1969
Mujib to visit Hyderabad

RAWALPINDI, March 13: The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rehman will visit Hyderabad probably in the first week of April, before leaving for Dacca according to a Press release of the Democratic Students Front, Hyderabad.

The promise was made by Sheikh Saheb while talking to the delegation of the Hyderabad students who had called on him yesterday.

Expressing concern over the situation prevailing in Sind, the Awami League Chief appealed for amity between the Old Sindhis and New Sindhis on the basis of equality, justice and mutual respect.

The students told Sheikh Saheb that they were striving, for amicable relations among the various sections of population and would welcome any offer for achieving this objective.

The Press release said, Sheikh Mujibur Rahman supported the demands of the Hyderabad students and said that Pakistan was achieved for all and not for few.

The delegation comprised Mr. Abid Rizvi, Convener DSF, Mr. Ansar Haider Khan, General Secretary, West-East Students Organisation, Mr. Naseem Saeed, Vice-President City College, Hyderabad, and Mr. Mohammad Usman, President Muslim Students Organisation, Hyderabad.–PPI.

Dawn
14th March 1969
Mujib meets Asghar

RAWALPINDI, March 13: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, this evening called on Air Marshal Asghar Khan to bid him farewell before his departure for Dacca tomorrow.

They remained together for over an hour and discussed the political situation.

In the afternoon Mr. Abu Saeed Enyer, a veteran Muslim League and Labour leader, called on Air Marshal Asghar Khan and had an hour long discussion with him on the current political situation. –PPI.

Dawn
14th March 1969
Text of Mujib's address to RTC

RAWALPINDI, March 13: Following is the text of statement made by the leader of the Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman. The statement was made by him in the second session of the Government-Opposition Round Table conference on March 10 and the text was released here today.

Mr. President and Gentlemen.

The nation today is experiencing a crisis which has shaken its very foundations. For all of us who love the nation and recall the sacrifices which were made to create Pakistan, this is a time of grave anxiety. In order to resolve the crisis, it is imperative that its nature should be understood and its causes identified. Nothing would be more catastrophic than the failure to come to grips with

the basic issues which underlie the upheaval which has taken place in the country. These issues have been evaded for twenty-one years. The moment has arrived for us to face them squarely. I am convinced that a comprehensive solution must be found for our problems for clearly the situation is too grave, for palliatives and half measures. What is at stake is our survival.

BASIC ISSUES

It is this conviction that obliges me to expound a comprehensive solution to on basic problems. If the demands that have been expressed by different sections of the people are carefully examined, it will be seen that there are three basic issues which underlie them.

The first is that of deprivation of political rights and civil liberties.

The second is the economic injustice suffered by vast majority of the people, comprising workers, peasant, low and middle income groups, who have had to bear the burden of the costs of development in the form of increasing inflation while the benefits of such development are increasingly concentrated in the hands of a few families, who in their turn were concentrated in one region.

The third is the sense of injustice felt by the people of East Pakistan, who find that under the existing constitutional arrangements their basic interests have consistently suffered in the absence of effective political power being conferred upon them. The former minority provinces, of West Pakistan feel similarly aggrieved by the present constitutional arrangement.

POLITICAL RIGHTS

The issue of deprivation of political rights finds expression in the 11-points programme of the students of East Pakistan, as also in the 6-Points programme of the Awami League, as a demand for the establishment of a parliamentary democracy, based on the principle of the supremacy of the Legislature, in which there is representation of all units on the basis of population, and to which representatives are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise.

The issue of economic injustice is reflected in the 11-Points Programme in the form of clearly formulated demands for re-organisation of the economic and education system of the country. The 6-Points Programme of my party clearly recognises the need for radical economic re-organisation and the demand for regional autonomy, as outlined in it is insisted upon as an essential pre-

condition for economic re-organisation and the implementation of effective economic programmes.

REGIONAL AUTONOMY

The issue of justice for the different regions and units of Pakistan is the basis of the demand for the establishment of a Federation providing for full regional autonomy, as embodied in the 6-Points Programme as also in the 11-Points Programme, this is also the basis of the demand for dismemberment of One Unit and the establishment of a sub-federation in West Pakistan.

The Democratic Action Committee has held detailed deliberations regarding these grave and challenging national issues. There has always been complete unanimity in the Democratic Action Committee on the imperative necessity of effecting the following constitutional changes.

(A) The establishment of a federal parliamentary democracy.
(B) The introduction of a system of direct elections based on universal adult franchise.

A consensus has also been apparent among the members of the Committee on the following matters.

(A) The dismemberment of One Unit and the establishment of a sub-federation in West Pakistan.
(B) Full regional autonomy being granted to the region.

ESSENTIALS

The Committee further agreed that its members should be at liberty to present further proposals, which in their view were essential for achieving an effective and lasting solution of the problems that are at the root of the present crisis.

Since we are here for the very purpose of seeking to find such an effective and lasting solution, I have felt it my bounden duty to press before this conference with all earnestness that everyone sitting at this table should realise that constitutional changes to provide for representation on the basis of population in the Federal Legislature as well as for the granting of full regional autonomy, as outlined in the 6-Points programme, are essential for achieving a strong united and vigorous Pakistan.

ONE MAN ONE VOTE

I would like to state that the Awami League is a party of the freedom-fighters for Pakistan. Its founder, Huseyn Shaheed Suhrawardy is indeed one of the founders of Pakistan. I recall with

some pride that under his leadership my colleagues and I were in the vanguard of the struggle for Pakistan. Such proposals as I am presenting before the conference are based on the conviction that they are absolutely essential, in order to preserve and indeed to strengthen Pakistan.

The demand for representation in the Federal Legislature to be on basis of population stems from the first principle of democracy viz one man, one vote. In the national forum, as envisaged in the six-point scheme, only national issues would arise for consideration. The representatives would, therefore, be called upon to deal with matters from a national point of view, and hence the voting would not be on a regional basis. Further national political parties would be representated in the Federal Legislature, which would ensure that voting would be on a party, and not on regional basis. Indeed the experience of the last twenty one years bears out the fact that voting in the national assembly has invariably been on Party basis.

FALSE PREMISES

It is the principle of parity in representation of each Wing which is based on the false premise that representatives in the Federal Legislature are likely to vote on a regional basis. It is thus the parity principle that places an unjustified emphasis on regionalism as a factor in national politics. The entire historical experience of the last 21 years fully bears out the fact that East Pakistan has always subordinated it regional interest to the overriding national interest, notwithstanding the fact, that it had the majority of the population.

It should not be necessary to recall that in the first Constituent Assembly East Pakistan had 44 representatives as against 28 from West Pakistan, yet this majority was never used to promote any regional interest. Indeed, six West Pakistanis were elected to the Constituent Assembly from East Pakistan.

SACRIFICES

Despite being a majority East Pakistan accepted the principle of parity not only in representation in the Legislature but also in other organs of the State. It is painful to record that parity so far as representation in the legislature was concerned, this was promptly implemented`, but the benefit of parity in representation in the other organs of the State, including the Civil Foreign and Defence Services was never extend to East Pakistan.

East Pakistan had even acquiesced in the Federal capital as well as all the Defence headquarters being located in West Pakistan. This meant that the bulk of the expenditure on defence and Civil Administration, amounting to about Rs 270 crores, or over 70 percent of the Central Budget is made in West Pakistan. Should our West Pakistani brethren persist in refusing us representation on a population basis in the Federal Legislature, East Pakistani well feel constrained to insist on the shifting of the Federal capital and the Defence Headquarters to East Pakistan.

POSITIVE STEP

It would be a positive step toward cementing the relations between the two Wings of Pakistan if our West Pakistani brethren were to affirm their confidence in their East Pakistani brethren by not opposing the demand for representation in the Federal Legislature on the basis of population. Such a step would pay rich dividend by way of building up mutual confidence and trust between the people of East and West Pakistan.

The adoption of the Federal scheme presented In the 6-Points Programme is an essential prerequisite for the achievements of a political solution for the problems of the country. I would reiterate that the spirit underlying the 6-Point Programme is that Pakistan should present itself to the community of the nations as one single united nation of on hundred and twenty million people. This object is served by the federal Government being entrusted with the three subjects of defence, foreign affairs and currency. It is the same objective of having a strong and vigorous Pakistan that requires that due regard be paid to the facts of geography by granting full regional autonomy to the regions in order to enable them to have complete control in all matters relating to economic management.

I cannot too strongly emphasise the imperative necessity of removing economic injustices, if we are to put our society back on an even keel. The11-Points Programme of the students for which I have expressed support contains proposals regarding the re-ordering of the economic and education system. There demands stem from the basic urge for the attainment of economic justice.

I would, however, like at this time to confine myself to outlining the constitutional changes, which are necessary for the attainment of economic justice, between man and man and between region and region.

ECONOMIC MANAGEMENT

The centralization of economic management has steadily aggravated the existing economic injustices to the point of crisis. I need hardly dilate on the subject of the 22 families, who have already achieved considerable notoriety both at home and abroad on account of the concentration of wealth in their hands resulting from their ready access in the corridors of power. Monopolies and cartels have been created and a capitalist system has been promoted, in which the gulf between the privileged few and the suffering multitude of workers and peasants has been greatly widened. Gross injustices have also been inflicted on East Pakistan and the minority provinces of West Pakistan.

The existence of per capital income disparity between East and West Pakistan is known to all. As early as 1960, the Chief Economist of the Planning Commission estimated that the real per capita income disparity between East and West Pakistan was 60.

GROSS INJUSTICE

The mid-plan review made by the Planning Commission and other recent documents show that the disparity in real per capita income has been steadily increasing and therefore, would be much higher than 60 percent, today. Underlying such disparity, is the disparity in general economic structure and infrastructure of the two regions, in the rates of employment in facilities for education, in medical and welfare services. To give just a few examples, power generating capacity in West Pakistan is 5 to 6 times higher than in East Pakistan, the number of hospital beds in 1966 in West Pakistan was estimated to be 26,200 while that in East Pakistan was estimated to be 6,900 between 1961-1966 only 18 polytechnic institutes were established in East Pakistan as against 48 in West Pakistan. Further, the disparity in the total availability of resources has been even higher. More than 80 percent of all foreign aid has been utilized in West Pakistan in addition to the transfer of East Pakistan's foreign exchange earnings to West Pakistan. This made it possible for West Pakistan over 20 years to import Rs 3100 crores worth of goods against the total export earnings of Rs 1337 crores, while during the same period. East Pakistan imported Rs 1210 crore worth of goods as against its total export earnings of Rs 1650 crores.

Morning News
14th March 1969
Mujib due this evening

RAWALPINDI March 13 (APP/PPI): Sheikh Mujibur Rahman Chief of the Awami League (Six-Points) is leaving here tomorrow for Dacca.

Sh. Mujibur Rahman will be accompanied by the following 12 members of his team: Syed Nazrul Islam, Khondkar Mushtaq Ahmed, Mr. A.H.M Qamaruzzaman, Capt. Monsur Ali, Tajuddin Ahmed, Jalaluddin, Mustafa Sarwar, Sh. Abdul Aziz, Nurul Islam, MNA Saifuddin, Yusuf, A. M. Choudhury and Mr. Afzal.

A Dacca Message states the City Awami League and students are preparing to accord Sh. Mujibur Rahman, a grand reception on his arrival here at the Tejgaon airport.

He told APP that he would call a meeting of the Awami League Working Committee within two or three days to discuss the present political situation.

The exact date of the meeting he said, would be announced after he reached Dacca tomorrow at 5-20 p.m.

Morning News
14th March 1969
Mujib announces AL dissociation from DAC: Failure to back autonomy

RAWALPINDI, MARCH 13 (APP): THE AWAMI LEAGUE LEADER SHEIKH MUJIBUR RAHMAN THIS AFTERNOON ANNOUNCED HIS PARTY'S DISSOCIATION FROM THE DEMOCRATIC ACTION COMMITTEE FOR THE DAC'S "FAILURE" TO SUPPORT REGIONAL AUTONOMY AND DISMEMBERMENT OF THE ONE UNIT.

Addressing a Press conference, Sheikh Mujibur Rahman said his party along with others would continue to strive for attainment, by constitutional and peaceful means, of the "basic issues."

"A strong and united Pakistan can only emerge from a political solution which meets the basic demands of the people of all parts of Pakistan" he said.

The Awami League leader said he had impressed upon the participants of the Round Table Conference the need of finding an effective political solution in order to resolve the "grave crisis" that had engulfed the nation.

Sheikh Mujib said popular mass movement had obliged the President to convene the Round Table Conference at which the basic demands of the people could be pressed. With all earnestness I had urged the participants that an effective political solution must meet the demands for full regional autonomy as well as the demand for the dismemberment of the One Unit, he added.

He said he had also outlined clearly formulated proposals for regional autonomy and had indicated that a committee of experts of all parties could work out the details.

Sheikh Mujib said that President Ayub had proposed to effect amendments to the existing constitution in order to convert it into a federal parliamentary system and to provide that the representatives of the people should be elected on the basis of direct adult franchise. But he had not adverted to the demand for regional autonomy or the question of One Unit and had further indicated that the representation would continue on the basis of parity and distribution of subjects between the centre and the regions would remain as it is. This, therefore, he said "leaves these basic issues unsettled."

Sheikh Mujib said, "It is tragic that the democratic Action Committee, with the exception of N.A.P Mr. Nurul Amin, and some independent members, including Justice Murshed, should have failed to articulate the above basic demands of the people for which so many lives have been lost and such heroic sacrifices have been made by them."

He said he was confident that had the other members of the Democratic Action Committee acted "more responsibly and worked to achieve a consensus" whereby solutions could be arrived at of the basic issues, now left unsettled 'the President would have had no option but accept it'.

AL MEETING

Replying to a question whether his party would contest the elections under the "present circumstances", Sheikh Mujib said his party would decide and added he would call a meeting of the Working Committee of the Awami League to consider the issue.

Asked whether the DAC Convener, Nawabzada Nasrullah Khan, had on March 10, conveyed to the President an agreed DAC formula, Sheikh Mujib said that the eight points of the DAC were the preconditions for contesting the elections.

Sheikh Mujib said that the eight-point programme of the DAC included the demand for direct election on adult franchise basis and the federal parliamentary government. In the case of the later, the relation between the Centre and the provinces as well as distribution of powers between them had to be determined.

Asked whether he would consider the President's acceptance of the two demands as "concessions", Sheikh Mujib said it is not a question of concessions. The President wanted to accede to these demands and he had done it.

When asked whether he would call the Round Table Conference to be a success or a failure, Sheikh Mujib said "I am not going to tell you whether it is a failure or not. I have given my opinion."

Answering a question the Awami League leader said he had no objection to submitting amendments to the constitution within 24 or 48 hours to the Government direct. He added if they like they can consider them.

Asked by a foreign correspondent whether the movement would continue in East Pakistan, Sheikh Mujib countered to say "why in East Pakistan. The movement will continue all over Pakistan." The Awami League is a constitutional party and "we would continue peacefully and constitutionally."

দৈনিক পয়গাম
১৪ই মার্চ ১৯৬৯
অদ্য মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (শুক্রবার) অপরাহ্ন সাড়ে ৫টায় লাহোর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি দুই-তিন দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহবান করিবেন।

দৈনিক পয়গাম
১৪ই মার্চ ১৯৬৯
ডাকের সহিত মুজিবের সম্পর্ক ছিন্ন

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৩ই মার্চ।– গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলের দাবী সমর্থন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় শেখ মুজিবর রহমান উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তিনি এখানে আজ বিকালে তাঁহার দলের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, তাঁহার দল শাসনতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যান্যদের সাথে জনগণের উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি আদায়ের সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক সমাধান পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনসাধারণের অন্তর নিসৃত দাবী-দাওয়া পূরণ করিতে পারিবে তাহাই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে এবং ঐক্যবদ্ধ রাখিতে পারিবে।

জনৈক বিদেশী সাংবাদিক শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহার বিরোধিতা করিয়া বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে কেন, সারা পাকিস্তানেই আন্দোলন চলিবে।" আওয়ামী লীগ একটি শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। আমরা শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নেতাদের সাম্প্রতিককালের প্রকট জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী রাজনৈতিক সমাধান বাহির করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং উক্ত রাজনৈতিক সমাধানে দেশে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম ও এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলের দাবী গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক গোলটেবিল বৈঠকে এই দুইটি জনপ্রিয় দাবীই অগ্রাহ্য করিয়াছে।

শেখ মুজিব বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ফেডারেল পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ও প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের প্রশ্নে বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব দিয়াছেন। কিন্তু তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলের দাবী উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সমতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত থাকিবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিষয়াদি বণ্টনের পূর্ববৎ ব্যবস্থা চালু থাকিবে বলিয়া আভাস দিয়াছেন। অতএব এখনও মৌলিক প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত রহিয়াছে।

তিনি বলেন যে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জনাব নুরুল আমীন, বিচারপতি জনাব মুর্শেদ সহ কয়েকজন স্বতন্ত্র দলীয় নেতা ছাড়া গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ জনগণের মৌলিক দাবীগুলি আদায়ের জন্য আওয়াজ তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অথচ এই সকল দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য কত লোক তাহাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন।

তিনি আস্থা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য নেতা আরও দায়িত্বশীলতার সহিত কাজ করিয়া গেলে তাহারা মৌলিক দাবী-দাওয়া সম্পর্কে মতৈক্য পৌঁছিতে পারিতেন এবং সকল অমীমাংসিত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হইয়া যাইত। প্রেসিডেন্টেরও

তাহা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকিত না। শেখ মুজিবকে তাহার দল বর্তমান পরিবেশে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, তাহার দল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৪ই মার্চ ১৯৬৯

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ভাঙ্গার দাবী সমর্থন করা হয়নি বলে ডাকের সাথে মুজিবের সম্পর্কচ্ছেদ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৩ই মার্চ (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ বিকেলে ঘোষণা করেন যে, তার দল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির (ডাক) সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছে। ডাক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ভাঙ্গার দাবী সমর্থন করেনি বলে আওয়ামী লীগ ডাক থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে তিনি জানান।

শেখ মুজিব এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মৌলিক দাবীসমূহ আদায়ের জন্যে তার দল অন্যান্যদের সাথে মিলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের সকল অংশের জনসাধারণের মৌলিক দাবী সমূহ পূরিত হয় সমস্যার এমন রাজনৈতিক সমাধানের দ্বারাই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান গড়ে তোলা যায়।

শেখ মুজিব জানান যে, সমগ্র দেশে বিরাজিত গুরুতর সংকট সমাধানের উদ্দেশে একটি কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান উদ্ভাবনের প্রয়োজনটা তিনি গোলটেবিলে যোগদান কারীদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

তিনি বলেন যে, গণ সংগ্রামই প্রেসিডেন্টকে গোলটেবিল সম্মেলন আহ্বানে বাধ্য করেছিল। জনসাধারণের মৌলিক দাবী সমূহ উত্থাপনের জন্যেই সম্মেলন আহূত হয়। তিনি বলেন, "সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীদের আমি এটাই সর্বপ্রকার বুঝাতে চেয়েছি যে, কার্যকর রাজনৈতিক সমাধানে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট বিলোপের দাবী পূরণ হতে হবে।"

তিনি জানান যে, সম্মেলনে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রভাবাবলী পেশ করেছেন এবং আভাস দিয়েছেন যে সকল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি এবং প্রত্যক্ষ বয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধনের কার্যকরী করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, জন প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা সাম্য নীতি ভিত্তিক এবং কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে বিষয়-বন্টন আগের মতোই থেকে যাবে। তাই দেখা যায় যে এসব মৌল বিষয় অমীমাংসিতই রয়ে গেলো।

দুঃখজনক

শেখ মুজিব বলেন, এটা দুঃখজনক যে, ন্যাপ, জনাব নূরুল আমীন এবং বিচারপতি মুর্শেদ সহ কয়েকজন নির্দলীয় নেতা বাদে ডাকের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের উপরোক্ত মৌলিক দাবী সমূহ উত্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথচ এসব দাবীর জন্যেই বহু মূল্যবান জীবন প্রদীপ নিভে গেছে এবং জনগণ করেছে বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ।

তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ যদি আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করতেন এবং যেসব মূল বিষয় এখন অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেসবের ব্যাপারে একটি ঐক্যমতে পৌঁছার প্রচেষ্টা চালাতেন তা হলে সেগুলো মেনে নেওয়া ভিন্ন প্রেসিডেন্টের উপায়ান্তর থাকতো না বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৪ই মার্চ ১৯৬৯
মুজিব আজ ঢাকায় আসছেন

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৩ই মার্চ (এপিপি)। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকাল ঢাকা রওয়ানা হচ্ছেন। এপিপির প্রতিনিধিকে তিনি জানান যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি দুই তিন দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির এক বৈঠক ডাকবেন। আগামীকাল সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছে বৈঠকের সঠিক তারিখ ঘোষণা করবেন বলে তিনি জানান।

আজাদ
১৫ই মার্চ ১৯৬৯
ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন :
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের অনেকেই জনগণের
'ম্যাণ্ডেট' পালন করেন নাই

ঢাকা, ১৪ই মার্চ্চ।–শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তিনি যদি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী পূর্ব্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন

পাইতেন, তাহা হইলে জনগণের ন্যায্য দাবীদাওয়া গ্রহণ ব্যতীত প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান শেষে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে এখানে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে শেখ সাহেব তাঁহার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে আরো বলেন, ইহা নিতান্তই দুঃখজনক যে, গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই জনগণের 'ম্যাণ্ডেট' পালন করেন নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহারা তাঁহার দাবী বিশেষতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশ সমূহের দাবী সমর্থন করেন নাই, তিনি তাঁহাদের নাম ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন।

শেখ সাহেব আরো বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের ২২ বৎসর পর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুল সালাম খান, জনাব মাহমুদ আলী ও মওলবী ফরিদ আহমদের মত নেতৃবৃন্দের জ্ঞান ফিরিয়া আসেবে বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন।

ভাসানীর বিবৃতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ

আওয়ামী লীগ প্রধান খুলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, তিনি মওলানা ভাসানীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং সেখানে জনগণের দাবীদাওয়া গৃহীত না হইলে তিনিও মওলানার সহিত গোলটেবিল বৈঠক হইতে বাহির হইয়া আসার আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা সাহেব অজ্ঞাত কারণে তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি মওলানা সাহেবের সাম্প্রতিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবৃতির সমালোচনা করেন এবং এক্ষণে সক্রিয় রাজনীতি হইতে মওলানা সাহেবের অবসরগ্রহণ করা উচিত বলিয়া মন্তব্য করেন।

সেই পুরানো খেলা

শেখ সাহেব আরো বলেন যে, বর্ত্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও মওলানা মওদূদীর সমবায়ে গঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র জনগণের সহিত আবার সেই পুরাতন খোলায় মাতিয়া উঠিয়াছে

আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা করেন যে, জনগণের আত্মত্যাগকে বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না। তাহাদের দাবী অবশ্যই আদায় করিতে হইবে এবং এইজন্য জনগণ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অব্যাহত গতিতে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে।

১১ দফার ভিত্তিতে সংশোধনী

আওয়ামী লীগ নেতা আরো বলেন যে, তাঁহার দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার সংক্রান্ত শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর স্বপক্ষে ভোটদান ছাড়াও আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা, জনসংখ্যা ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের পূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করিবেন। প্রসংগতঃ তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সমর্থন করে। তিনি দেশের উভয় অংশের জনগণকে দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আবেদন জানান।

শান্তি রক্ষা করুন

আওয়ামী লীগ প্রধান জনগণকে সকল উস্কানীর মুখে শান্তি রক্ষার আব্বান জানান। জনগণকে উস্কানী দেওয়ার জন্য বহু এজেন্ট নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব জানান যে, জনগণের আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে আরো বিস্তৃত কর্ম্মসূচী গ্রহণের জন্য শীঘ্রই আওয়ামী লীগ কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের একটি বৈঠক আহ্বান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি শীঘ্রই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগ সফরে বাহির হইবেন বলিয়া জানান। –পিপিআই

আজাদ

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

ঢাকায় শেখ মুজিবের লক্ষাধিক লোকের সম্বর্দ্ধনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবর রহমানকে গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিমান বন্দরে লক্ষাধিক নাগরিকের শ্লোগানমুখর এক বিরাট জনতা বীরোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীর প্রশ্নে গোলটেবিল বৈঠকে কোন প্রকার আপোষ না করায় শেখ মুজিবকে ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়।

একই বিমানে ন্যাপ (ওয়ালী খান) প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিমান বন্দরে সম্বর্দ্ধনা

জানান হয়। উক্ত বিমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও তাজউদ্দিন আহমদসহ 'ডাক' ও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী নয়জন আওয়ামী লীগ নেতা এবং ডক্টর কামাল হোসেন বার-এট-ল ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শেখ মুজিবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ছাত্র, শ্রমিক, অফিস কর্ম্মচারী ও রাজনৈতিক কর্ম্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিক স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বিমানবন্দরে গমন করেন।

সম্বর্দ্ধনা দানকারী বিরাট জনতা '১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্য চাই, 'জনগণের স্বাধিকার দিতে হবে, 'সংগ্রাম সংগ্রাম- চলবে চলবে, 'শেখ মুজিব, জিন্দাবাদ, মুজিব-মুজাফফর জিন্দাবাদ' ইত্যাদি শ্লোগান দ্বারা সমগ্র বিমান বন্দর মুখরিত করিয়া তোলে।

সম্বর্দ্ধনাদানকারী উৎফুল্ল জনতার স্রোত এমন প্রবল ছিল যে, বিমান বন্দরের টার্ম্মিনালে আসিবা পূর্ব্বেই রানওয়ের শেষপ্রান্তে পি আই এর একটি বেডলিফটার এর শেখ মুজিবকে নামাইয়া আনা হয়। লাহোর হইতে আগত বোয়িং বিমানটি রানওয়েতে নামিবার সাথে সাথে উৎফুল্ল জনতা বিমানের নিকট পৌছাইবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। তাহাকে পিআইএ'র গাড়ী হইতে নামাইয়া একটি সজ্জিত খোলা ট্রাকের উপর আওয়ামী লীগ কর্ম্মী ছাত্রনেতৃবর্গ উঠাইয়া নেন।

অপরাহ্ন চারিটা হইতেই বিমানবন্দরে ছোট ছোট মিছিল সহকারে জনতা আগমন করিতে থাকে। বেলা পাঁচটার মধ্যেই সমগ্র টার্মিনাল ভবনটি পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত বন্দরের টারম্যাক ও রানওয়ের মুখে হাজার হাজার শ্লোগানমুখর নাগরিক ভিড় করে।

বেলা পাঁচটা ৫০ মিনিটে বিমানটি রানওয়েতে অবতরণ করিলেও, শেখ মুজিব ট্রাকে চড়িয়া জনতার ভিড় ঠেলিয়া বিমান বন্দরে পৌছেন ছয়টা ত্রিশ মিনিটের সময়। তাঁহাকে বহনকারী ট্রাকটি টারম্যাকের নিকট পৌছিলে, সমগ্র বিমান বন্দর "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। বিপুল জনতা ট্রাকটি ঘিরিয়া ফেলে এবং জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শেখ মুজিবের ট্রাকের পিছনে পিছনে বিমানটি ধীর মন্থরগতিতে বন্দরে প্রবেশ করে। শেখ সাহেব উৎফুল্ল জনতাকে হাত ভুলিয়া অভিনন্দন জানান। অপেক্ষমাণ সাংবাদিকগণ বিমানবন্দরে শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই।

জনতার ভীড় এত প্রবল ছিল যে, শেখ সাহেব ট্রাক হইতে নামিতে পারেন নাই। শেখ পর্যন্ত উক্ত ট্রাকে করিয়া শেখ সাহেবকে মিছিল সহকারে শহরে লইয়া আসা হয়।

বিমান বন্দর হইতে দ্বিতীয় রাজধানীর গেট পর্য্যন্ত একমাইল পথ অতিক্রম করিতে উক্ত মিছিলটির প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। উক্ত গেটের নিকট প্রায় এক ঘণ্টাকাল "ট্রাফিক জ্যাম" হইয়া থাকে।

অধ্যাপক মুজাফফর আহমদকে বহনকারী অপর ট্রাকটিও শেখ মুজিবের গাড়ীর সাথে ছিল। পথের দুইপার্শ্বে অপেক্ষমান জনসাধারণ শেখ মুজিবের গাড়ীতে পুষ্প বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। প্রায় তিন ঘণ্টা পর শেখ মুজিব রমনাগেট সংলগ্ন নেতৃবর্গের মাজারে পৌঁছিতে সক্ষম হন। মাজারে ফাতেহা পাঠের পর তিনি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গমন করেন।

শহীদ মিনার হইতে তিনি মিছিল সহকারে ধানমণ্ডীস্থ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একই বিমানে পিডিএমপন্থী আওয়ামীলীগের মওলানা তর্কবাগীশ ও জনাব জহীরুদ্দীন ঢাকা আসিয়াছেন।

আজাদ

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব কর্ত্তৃক অবিলম্বে মোনেম খানের অপসারণ দাবী

ঢাকা, ১৪ই মার্চ্চ।–শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গবর্ণর পদ হইতে জনাব আবদুল মোনেম খানের অপসারণ দাবী করিয়াছেন।

আজ রাত্রে শেখ সাহেব তাঁহার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে আরও বলেন যে, গবর্ণরের পদ হইতে জনাব মোনেম খান এখন পর্য্যন্ত অপসারিত না হওয়া নিতান্তই দুঃখজনক। এই ব্যক্তিটি খুবই অসহ্যকর বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা আরো বলেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা যদিও ঠিক নহে, তথাপি জনাব মোনেম খানের শাসনামলে এই প্রদেশে যে নির্য্যাতন ও গণহত্যা চলিয়াছে, তাহা কোন প্রকারেই শেখ সাহেব ভুলিতে পারেন না বলিয়া উল্লেখ করেন।

শেখ সাহেব ডঃ শামসুজ্জোহার হত্যাকাণ্ডের ও সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানকালে নিহত ব্যক্তিদের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানান। –পিপিআই

Dawn

15th March 1969

Struggle is against exploiters, not zones : Mujib to propose amendments in Constitution to President

From MAHBUBUL ALAM

RAWALPINDI, March 14: Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman said here today that their the "fight" was directed against the "exploiters"–wherever they might be and no matter where from they came.

In a Press interview before his departure for Dacca the Sheikh said he was convinced that the people of West Pakistan support the demands of East Pakistan for regional autonomy and for representation on the basis of population. "But it is the same old clique which is now playing the trick," he said, and added: "I have seen that the consensus of opinion in this Wing is that people here want the dismemberment of One Unit."

He said so far as he and his party was concerned there was no difference between the people of Bengal: Punjab, Sind, Beluchistan and NWFP. ...

He said when the people had supported the demands of East Pakistan, "I am sure we will succeed" because nobody could suppress the will of the people. He said be would always remember the heroic struggle of the people of East and West Pakistan for the cause of democracy and liberty.

A source close to the Awami League today indicated that the Awami League chief is expected to issue directives to the MNAs belonging to his party to initiate Constitutional Bills in the next session of the Assembly aiming at achieving regional autonomy, dismemberment of one Unit and representation on the basis of population.

The Awami League's strategy seems to be that it will seek to achieve through private members' Bills in the National assembly what it has failed to achieve at the round-table conference.

Although the Awami League is yet to come out with its proposed line of action with regard to the still-unresolved Constitutional issues, informed circles believe that the immediate Constitutional step open before it is to seek the desired amendments through private members' Bills.

So far as the necessary amendments relating to federal parliamentary system and adult franchise are concerned, Awami

League cannot but support them as these two also are the desired objectives of the party. To what extent, however, the Awami League will agree with the details of the proposed faderal parliamentary system as conceded by the President will depend on what definition is given in the amending Bill.

PROPOSALS TO AYUB

Agency reports add: Sheikh Mujib said that he would shortly propose certain constitutional amendments to the President.

Sheikh Mujib said he would soon call a meeting of the Working Committee of the Awami League to discuss the political situation in the light of the President's acceptance of two demands, namely, federal form of Government and election on direct adult franchise.

He said that people's victory was already in sight. The Awami League chief expressed his confidence that "We will be able to realize all our demands."

He expressed his determination to continue peaceful and constitutional struggle for the attainment of this objective.

Later, Sheikh Mujib along with his partymen left for Lahore enrout eto Dacca by PIA.–APP/PPI.

'NO PIECEMEAL APPROACH'

Nisar Osmani cables from Lahore: The Awami League chief expressed the view that the people of West Pakistan wanted the settlement of all the political and constitutional issues facing the country, once for all and not in instalments.

He believed that in view of the peculiar geographical position of the country the people of this Wing supported the demand of regional autonomy for East Pakistan. Refusal on the part of certain leaders to uphold the cause of autonomy, according to him, amounted to nothing but repetition of the same old game by the same old clique which wanted to create confusion in the country.

Talking to newsmen during his brief halt at Lahore airport Sheikh Mujib said that during his short visit to West Pakistan he had gathered that the people here also wanted dismemberment of One Unit.

ELECTIONS

Asked if his party would be contesting elections if they were held on the basis of adult franchise, he said the decision would be taken by the Working Committee of the party.

Answering a question he said he believed in amending the present Constitution to meet various demands of the people as "You cannot throw out the Constitution. You can amend it. You can throw out the Constitution only through Martial Law."

He described the two-point accord at the RTC as victory of people. These two points, i.e. adult franchise and federal parliamentary form of Government, were also "our points", he recalled.

Asked if he had met President Ayub before his departure from Rawalpindi he said he hoped to meet the President. To another question about his meeting the President he replied "I might come again".

Sheikh Mujibur Rahman was accompanied by Khondkar Mushtaq Ahmad, who was the other Awami League (six points) delegate to the RTC. Mr. A. S. M. Sulaiman, MNA. and Syed Nazrul Islam.

PPI adds from Dacca: The Awami League chief said here tonight that President Ayub would not have any alternative but to accept the legitimate demands of the people if he (Mujib) would have got full support from the East Pakistani participants in the Round Table Conference.

Talking to newsmen at his Dhanmondi residence immediately after his arrival from Rawalpindi he said that unfortunately many of the participants did not follow the mandate of the people.

He said that he had already mentioned the names of the persons who had supported his demands in the RTC, particularly the demands of the people of East Pakistan for full regional autonomy and the demands of the minority provinces of West Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman remarked that he had hoped, this time after 22 years of independence leaders like Mr. Hamidul Haq Choudhury, Mr. Abdus Salam Khan, Moulvi Farid Ahmed and Mr. Mahmud Ali would come to their senses.

He said that he had requested the NAP chief Maulana Bhashani to go to the Round Table Conference and had assured him (the Maulana) that he would come back with the Maulana from the RTC if the demands of the people were not accepted.

He said that Maulana Bhashani had rejected his request for reasons which were unknown to him. He criticised the Maulana for his inconsistencies in his recent statements and suggested that the Maulana should retire from active politics.

Sheikh Mujibur Rahman said that "the ruling junta and the clique" comprising Chaudhry Mohammad Ali, Nawabzada Nasrullah Khan and Maualana Maudoodi who ruled the country during the last 22 years had started the same game again with the people.

The Awami League chief declared that the people's sacrifices could not go in vain. Their cause must be achieved, he added.

He said that the movement of the people would continue peacefully and constitutionally.

WARM WELCOME

Sheikh Mujib was accorded a heroic reception when he arrived here from Lahore this evening after attending RTC in Rawalpindi.

The Giant PIA Boeing which carried Sheikh Mujib had to be stopped on the runway as it was mobbed by a huge cheering crowd.

A PIA elevator brought out Sheikh Sahib through the pilots' exit. Later, he was taken in a decorated open truck.

He was driven to the Mazar of Husain Shahid Suhrewardy. It took him about one and-half hours to reach the Farm Gate, some one mile off the airport.–PPI.

দৈনিক পয়গাম

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব : ভাসানীর রাজনীতি ত্যাগ করা উচিত : কয়েকজন নেতার সমর্থনের অভাবে দাবী-দাওয়া আদায় হয় নাই

ঢাকা, ১৪ই মার্চ।– ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন, মওলানা ভাসানীর সাম্প্রতিক কথাবার্তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই বলিয়া রাজনীতি হইতে মওলানা সাহেবের অবসর গ্রহণ করা উচিত। শেখ মুজিব বলেন, "তাহার (মওলানা ভাসানী) বয়স "৮৬ বৎসর হইয়াছেন।"

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে এখানে আগমনের পর স্বীয় বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "গোলটেবিল বৈঠকে জনসাধারণের দাবী যৌথভাবে পেশ করার জন্য তিনি উহাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে মওলানা সাহেবকে

অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করেন। কেন করেন, তাহা আমার জানা নাই।" শেখ মুজিব বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল নেতা যদি তাহাকে সমর্থন করিতেন তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পক্ষে জনসাধারণের ন্যায্য দাবী স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তিনি আরও বলেন, সেখানকার পরিবেশই ছিল এমন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হইলে তাহা মানিয়া নেওয়া হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোলটেবিল বৈঠকে নেতাদের অনেকে জনগণের নির্দেশ পালন করেন নাই। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, মেসার্স হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, আবদুস সালাম খান, মাহমুদ আলী প্রমুখ নেতা গত ২২ বৎসরে কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছেন বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতাসীন জান্তা এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও মওলানা মওদুদীকে লইয়া গঠিত কুচক্র গত ২২ বৎসর যাবত যে খেলা খেলিয়া আসিতেছেন, এখন তাহারা উহা আবার শুরু করিয়াছেন।

তিনি এই সঙ্গে বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রস্তাব মত শাসনতন্ত্রে দুইটি সংশোধনী সমর্থন করা ছাড়াও ৬ দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের "পুরাপুরি সংশোধনী" প্রস্তাব পেশ করিবেন। শান্তি রক্ষা এবং এজেন্টদের উস্কানিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। গভর্ণর জনাব আবদুল মোনয়েম খানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কেন যে তিনি এখনও ক্ষমতাসীন রহিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে অপারগ।

শেখ মুজিব বলেন, "কাহারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা তিনি সমীচীন মনে না করিলেও তিনি (মোনয়েম খান) এতই ন্যক্কারজনক যে তাহার সমালোচনা না করিয়া তিনি পারিতেছেন না। সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনে যাহারা শিকার হন, তাহাদের কথা যখন আমার মনে পড়ে, তখন তাহার (গভর্ণর) চেহারা আমি ভুলিতে পারি না।

তিনি ডঃ শামসুজ্জোহা ও অন্যান্য ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন। –এপিপি

দৈনিক পয়গাম

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন : বিমানবন্দরে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে গতকল্য (শুক্রবার) সন্ধ্যায় ঢাকা বিমানবন্দরে এক অবিস্মরণীয় গণসম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। আন্তরিকতার স্পর্শে সিক্ত বিশাল জনসমুদ্রের এমন প্রাণঢালা সম্বর্ধনার দৃশ্য ঢাকা বিমানবন্দরে খুব কমই পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সামরিক শাসন আমলে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঢাকা আগমনের পর মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিমানবন্দরে সকৃতজ্ঞ জাতি অনুরূপ সম্বর্ধনা দান করিয়াছিল।

শেখ মুজিব 'ডাক' নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর প্রতি সমর্থন দান না করায় 'ডাক'-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া গতকল্য রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

উদ্বেলিত জনসমুদ্রের চাপ চাপ ভীড়ের জন্য শেখ মুজিবকে বহনকারী পিআইএ বোয়িং বিমান বিমানবন্দরের টারমাকে আসিতে অসমর্থ হওয়ায় ইহা রানওয়ের সর্বশেষ প্রান্তে আসিয়া থামিতে বাধ্য হয়। টারমাক হইতে বিমান বন্দরের রানওয়ের যে স্থানে বিমানটিতে থামিতে হয় তাহার দুরত্ব প্রায় এক মাইল হইবে।

বিমান অনির্ধারিত এলাকায় থামিয়া যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে জনতার দুর্বার স্রোত বিশাল রানওয়ের দুইকূল প্লাবিত করিয়া 'বঙ্গবন্ধু মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত করিয়া বিমানের দিকে ধাওয়া করে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা এবং 'ডাকসু' সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ একটি ট্রাকে করিয়া বিমানের সন্নিকটে গমন করিয়া বিমান হইতে শেখ মুজিবকে ট্রাকে উঠাইয়া লন। উদ্বেলিত জনসমুদ্র মৌমাছির মত উক্ত ট্রাককে ঘিরিয়া ফেলে এবং স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব দানের দাবীতে বিভিন্ন ধ্বনি উত্থাপন করে এবং শেখ মুজিবের প্রতি ফুলের পাঁপড়ি নিক্ষেপ করে। রানওয়ের শেষ প্রান্ত হইতে শেখ সাহেবকে বহনকারী ট্রাক বিমানবন্দরের টারমাকে জনতার অত্যধিক ভীড়ের জন্য শ্লথ গতিতে অগ্রসর হইলে বোয়িং বিমানটি ট্রাকের অনুসরণ করে। ট্রাকটি টারমাকের সন্নিকটে আগমনের পর পর চতুর্দিক হইতে জনতা ইহাকে ঘিরিয়া ফেলিলে বৃহদায়তন বোয়িং বিমানের পক্ষে টারমাকের চিহ্নিত স্থানে দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন

শেখ সাহেব খোলা ট্রাকে করিয়া ধানমণ্ডীতে তাহার গৃহ অভিমুখে যাত্রা করেন। বিশাল জনতাও বিভিন্ন ধ্বনি প্রদান করিতে করিতে শোভাযাত্রা সহকারে ট্রাকের অনুগমন করে।

ঢাকায় বিমানটি আগমনের নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই বিমান বন্দর সংলগ্ন ভবনের অলিন্দগুলি হাজার হাজার মানুষে ভরিয়া যায়। বিমান অবতরণের অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে বিমানবন্দরের সম্পূর্ণ টারমাক এবং রানওয়ের কিয়দংশও জনতায় ভরিয়া যায়।

বিমানবন্দরে সমবেত ছাত্রজনতা "জ্বালো জ্বালো, আগুন জালো" "জেগেছে জেগেছে, সোহরাওয়ার্দীর বাংলা জেগেছে, ক্ষুদিরামের বাংলা জেগেছে," "স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে," "জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে," "আইয়ুব খান মুর্দাবাদ," "বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতকরা ধ্বংস হোক" প্রভৃতি শ্লোগান দান করে।

একই বিমানে গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম প্রতিনিধি এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গ্রুপ) সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদও ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একদল কর্মী "ন্যাপ-আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠন কর", "১১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন কর", "বিপ্লবী মোজাফফর জিন্দাবাদ", "বঙ্গবন্ধু মুজিব জিন্দাবাদ" ধ্বনি তোলে।

শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা উপলক্ষে ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে অস্থায়ী দোকানপাট বসিয়া যায়। অসংখ্য রিক্সা, বেবী ট্যাক্সি ও ট্রাকও বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে গমন করে।

দূর-দূরান্তর হইতে হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক ও জনতা ট্রাক ও বাসে করিয়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল সহকারে বিমানবন্দরে আগমন করেন। একদল ক্রুদ্ধ জনতা লাহোর হইতে আগত বিমানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের খোঁজ করে। শেখ মুজিব এবং অধ্যাপক মোজাফফর ব্যতিত বৈঠকে যোগদানকারী অপর কোন পূর্ব পাকিস্তানী বিরোধী দলীয় নেতা উক্ত বিমানে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। জনতা বিমানের মধ্যে বিশেষভাবে মৌলবী ফরিদ আহমদ এবং অধ্যাপক গোলাম আজমকে খোঁজ করেন।

ন্যাপ কর্মীরা বিমানবন্দর হইতে অধ্যাপক মোজাফফরকে লইয়া অপর একটি পৃথক শোভাযাত্রা বাহির করে। শেখ মুজিব এবং অধ্যাপক মোজাফফর মিছিল করিয়া সড়ক প্রদক্ষিণ কালে রাস্তার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতা হাততালি দিয়া তাহাদের প্রতি সম্বর্ধনা জানায়।

শেখ সাহেবের সহিত একই বিমানে আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব কামরুজ্জামান এম, এন, এ, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, মোল্লা জামালুদ্দিন আহমদ, জনাব ইউসুফ আলী এম, এন, এ এবং জনাব নুরুল ইসলাম এম, এন, এ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

২১ বৎসরের সঞ্চিত সমস্যাবলী সমাধানের সময় আসিয়াছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৩ই মার্চ।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এখানে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে গত সোমবার ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশ আজ এক সংকটের সম্মুখীন এবং এই সংকট দেশের ভিত্তিকে কাপাইয়া তুলিয়াছে। যাহারা দেশকে ভালবাসেন এবং পাকিস্তান অর্জনের জন্য যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছিল উহা যাহাদের স্মরণ রহিয়াছে তাহারা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সংকট নিরসনের জন্য উহার প্রকৃতি নিরুপণ এবং কারণ অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন। দেশের এই গণ অভ্যুত্থানের মুহূর্তে মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানে ব্যর্থ হওয়ার চাইতে আর চরম পরিণতি কিছুই হইতে পারে না। দেশের এই সমস্ত সমস্যা গত ২১ বৎসর ধরিয়াই এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। উহার সমাধানের সময় আসিয়াছে এবং জনগণের সমস্যাসমূহ ব্যাপকভাবে সমাধানের পথ অবশ্যই বাহির হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দাবী-দাওয়া পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনটি মৌলিক বিষয় উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। উক্ত তিনটি মৌলিক সমস্যার একটি হইতেছে রাজনৈতিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হইতেছে অর্থনৈতিক অবিচার। ইহার ফলে কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী সহ দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে ভুগিতে হইতেছে। কেন না এই সকল শ্রেণীর লোকদেরই ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির আকারে উন্নয়নে ব্যয়ভার বহন করিতেছে। অপর দিকে এই সকল উন্নয়নের লভ্যাংশ ক্রমশঃ কয়েকটি পরিবারের হাতে চলিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় সমস্যাটি হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ মনে করে যে, বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী তাহাদের মৌলিক স্বার্থে সর্বদাই আঘাত হানিয়াছে। সাবেক সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহও বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীর ফলে একই অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে।

শেখ সাহেব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের ১১ দফা দাবী এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীতেও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি রহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা পদ্ধতি পুনর্গঠনের বিষয়টিও ছাত্রদের ১১ দফা দাবীর মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, তাহার দলে ৬ দফা কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি এই সকল জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা চালাইয়াছে। এই আলোচনায় ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারে ডাক সর্বদাই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে মতৈক্য হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে মতৈক্যে উপনীত হইয়াছেন: (ক) এক ইউনিট বাতিল এবং পশ্চিম পাকিস্তান সাব-ফেডারেশন গঠন, (খ) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

তিনি বলেন যে, দেশের সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে আজ আমরা এই সম্মেলনে সমবেত হইয়াছি। সুতরাং এই গোলটেবিল বৈঠকে ইহা উল্লেখ করা আমি আমার প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি যে, শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের গুরুত্ব এখানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সকলেই অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন। –এপিপি

দৈনিক পাকিস্তান

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

লাহোরে শেখ মুজিব : শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধনী প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করব

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৪ই মার্চ (এপিপি)। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ এখানে বলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রেসিডেন্টের কাছে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী পেশ করবেন।

ঢাকা রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে শেখ মুজিব বলেন, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ও প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী দুটো মেনে নেওয়ার আলোকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই তিনি আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করবেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সমর্থন

ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ নেতা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী সমর্থন করে। তবে এ-ক্ষেত্রে সেই পুরনো চক্রই তৎপর হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানীদের মতামত যাচাই করে দেখেছি যে, তারা এক ইউনিট বাতিলের পক্ষপাতি।

তিনি বলেন, তাঁর ও তাঁর দলের কাছে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা স্থানীয় মোহাজের হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ও বৌদ্ধদের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখেন না।

সাফল্য সুনিশ্চিত

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়ার প্রতি জনসাধারণের সমর্থন রয়েছে। কাজেই আমরা যে সাফল্য লাভ করব সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। জনগণের ইচ্ছাকে কেউ দমাতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা আমার সব সময় স্মরণ থাকবে।

মুজিব-আসগর সাক্ষাৎকার

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় এয়ার মার্শাল আসগর খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁরা এক ঘণ্টারও বেশী সময় একত্রে অবস্থান করেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৫ই মার্চ ১৯৬৯
বিমান বন্দরে শেখ মুজিবের বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পর আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় লাহোর থেকে ঢাকা আগমন করলে বিশাল জনতা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

পিআইএ বিমানটি বিমান বন্দরে আগমনের বহু আগে থেকেই বহু সংখ্যক খণ্ড খণ্ড মিছিল পতাকা ও ব্যানার সহকারে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি

দিতে দিতে বিমান বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করে অপেক্ষা করতে থাকে। বিমান বন্দরের টার্মিনাল ভবনের প্রশস্ত বারান্দা ও ছাদের ওপর বহু আগে থেকেই জনতা ভীড়ে পূর্ণ হয়ে যায়। লাহোর থেকে বিমানটি এসে পৌঁছানোর কিছু আগে পর পর দুটি ফোকার ফ্রেন্ডশীপ বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় জনতা সেই বিমানে শেখ সাহেব আসছে মনে করে ধ্বনী দিতে দিতে ছুটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বহু কষ্টে তাদের নিবৃত্ত করা হয়।

লাহোর থেকে বিমানটি যথা সময়ে অর্থাৎ ৫-৫০ মিনিটে বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিমানটিকে অবতরণ করতে দেখে উপস্থিত জনতা ছুটে বিমানের দিকে এগিয়ে যায়। এই অবস্থায় বিমান চালিয়ে টার্মিনাল ভবনের কাছে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করে বিমানের ক্যাপ্টেন বিমান থামিয়ে দেন। এই সময় জনতা মুহর্মুহু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ, ১১-দফা জিন্দাবাদ, সংগ্রাম চলবেই, দালালী করা চলবে না, প্রভৃতি শ্লোগানে আকাশ মুখরিত হ'য়ে ওঠে।

বিমানটিকে এই সময়ে জন সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্রাকার দ্বীপের মত মনে হচ্ছিল। এই সময়ে একটি খোলা ট্রাকে শেখ মুজিবকে নামিয়ে আনা হলে জনতা নতুন করে পূর্নোদ্যমে শ্লোগান দিতে শুরু করে। মাল্যভূষিত অবস্থায় স্মিত হাস্যে শেখ মুজিবর রহমান হাত তুলে উপস্থিত জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেন। ট্রাকটি সন্তুক গতিতে টার্মিনাল ভবনের দিকে এগিয়ে আসার সময় জনতার মধ্য থেকে ফুলের মালা ও পুষ্পস্তবক ছুড়ে ছুড়ে তার দিকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সমানতালে হর্ষোৎফুল্য জনতা তাদের সঙ্গে করতালি করে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করেন।

ট্রাকটি ভিআইপি এনক্লোজারের সামনে আসার পর ট্রাকের মাইক থেকে ঘোষণা করা হয় যে শেখ সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করবেন। কিন্তু জনতার উপস্থিতিতে পিআইএ জেট বিমানটি নির্দিষ্ট স্থানে যেতে চাচ্ছে না দেখে পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। শেখ নিজে হাত নেড়ে নেড়ে জনতাকে বিমানের জন্য পথ করে দিতে অনুরোধ করেন। বেশ কয়েকটি ট্রাক ও স্কুটারে মাইক বসিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটের সময় বিমান বন্দর থেকে জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে নিয়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ফার্মগেট পর্যন্ত পৌঁছতে সওয়া সাতটা বেজে যায়। প্রশস্ত এয়ারপোর্ট রোডের দুই পাশে জনসাধারণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শেখ সাহেবকে অভিনন্দিত করতে থাকে। অতঃপর শোভাযাত্রাটি মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দির মাজার, শহীদ মীনার হয়ে শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে গিয়ে শেষ হয়।

এই একই বিমানে আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান এম এন এ, জনাব ইউসুফ আলী এম এন এ, সহ আরো ৮ জন আওয়ামী লীগ নেতা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঢাকা আগমন করেন।

রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ নেতা জনাব মোজাফর আহমদও গতকাল ঢাকা আগমন করেন। ন্যাপ নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ন্যাপ কর্মীগণ পোস্টার ফেস্টুনসহ মিছিল করে বিমান বন্দরে গমন করেন। ন্যাপকর্মীগণ ন্যাপ-আওয়ামী লীগ ঐক্য জিন্দাবাদ, ১১ দফা জিন্দাবাদ, মুজিব-মোজাফর জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি দিতে থাকেন।

সংবাদ

১৫ই মার্চ ১৯৬৯

সাংবাদিকদের নিকট শেখ মুজিব বলেন : সকল পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধি পূর্ণ সমর্থন দিলে ন্যায্য দাবী আদায় হইত

ঢাকা, ১৫ই মার্চ (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে তাঁহার ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে বলেন যে, যদি গোলটেবিল বৈঠকে সকল পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধি তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন দিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের ন্যায্য দাবীসমূহ মানিয়া লওয়া ছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কোন গত্যান্তর ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিই জনগণের রায় অনুসারে কাজ করেন নাই।

শেখ মুজিব বলেন, গোল টেবিলে তাঁহার দাবীসমূহ, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু, প্রদেশসমূহের দাবীসমূহ যাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাদের নাম তিনি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান মন্তব্য করেন যে, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতার ২২ বৎসর পর এই বার জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুস সালাম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদ ও জনাব মাহমুদ আলীর মত নেতাদের চৈতন্যোদয় হইবে।

তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, তিনি মওলানা ভাসানীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের অনুরোধ জানান এবং মওলানাকে এই নিশ্চয়তা দেন যে, জনসাধারণের দাবী দাওয়া মানিয়া লওয়া না হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু মওলানা তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কী কারণে মওলানা ইহা করেন, তাহা তাঁহার (মুজিব) নিকট অজ্ঞাত।

শেখ মুজিব মওলানার সাম্প্রতিক বিবৃতিসমূহের অসামঞ্জস্যতার জন্য মওলানার সমালোচনা করেন এবং মওলানাকে সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের পরামর্শ দেন। শেখ মুজিবর রহমান বলেন, শাসকচক্রে এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও মওলানা মওদুদী সমবায়ে গঠিত চক্র, যাহারা ২২ বৎসর যাবৎ দেশকে শাসন করিয়া আসিয়াছে, আজ আবার জনগণের সহিত একই খেলা শুরু করিয়াছে।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, জনগণের ত্যাগ বৃথা যাইবে না। তাহাদের লক্ষ্য অর্জিত হইবেই। শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনতার সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, জাতীয় পরিষদে তাঁহার দলের সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রশ্নে শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর জন্য ভোট দান ছাড়াও দলের ৬ দফা, ছাত্র সমাজের ১১ দফা, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের একটি পূর্ণ সংশোধনীও পেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মতামত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম ও এক ইউনিট বাতিলের সপক্ষে। শেখ মুজিবর রহমান দেশের উভয় অংশের জনগণকে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান জনগণের প্রতি শান্তিরক্ষা এবং উস্কানিদাতাদের খপ্পরে না পড়ারও আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজ, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সকল প্রকার উস্কানি প্রতিহত করিবেন।

পরিশেষে শেখ মুজিব বলেন যে, গণ-আন্দোলনের আরও পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার দলের কার্যকরী কমিটির একটি সভা আহ্বান করিবেন। তিনি প্রদেশের বিভিন্ন স্থানও সফর করিবেন।

Pakistan Observer

16th March 1969

Nurul Amin on Mujib's statement : All East Pak leaders pressed for autonomy

RAWALPINDI Mar. 15:–The leader of the Opposition in the National Assembly, Mr. Nurul Amin, said here today that the

participants in the Round Table Conference from East Pakistan fully championed the cause of East and West Pakistani's reports APP.

He was asked by newsmen to comment on a statement by the Awami League Leader Sheikh Mujibur Rahman in Dacca yesterday.

Mr. Nurul Amin said that the DAC leaders, particularly from East Pakistan, not only placed their views on all the issues troubling the mind of the people, but also pressed for more regional autonomy representation on population basis and dismemberment of One Unit in West Pakistan.

Mohmud Ali

In a statement to the Press on Saturday Mr. Mahmud Ali said: "I feel constrained to have to enter into a controversy with Sheikh Mujibur Rahman who has thought fit to make a public statement against us immediately after his arrival at Dacca yesterday. The main burden of his statement is that he alone amongst the participants in the RTC from East Pakistan championed the case and cause of that region and everybody else either directly or indirectly took up an attitude which ultimately frustrated his stand in the matter.

In politics as in other spheres of life it is not enough to desire to do good, the desire must be followed up with a proper assessment of what is good and how to do it. Fact is a necessary element of tactics.

"The Sheikh Saheb has himself admitted that the people in general in West Pakistan are in favour of regional autonomy for East Pakistan. The same holds good more so for the leadership in West Pakistan. It will be evident from the fact that the West Pakistan leadership accepted the 8-point programme of the PDM, six points of which relate to the economic and constitutional demands of East Pakistan.

The Sheikh Saheb should remind himself when he accuses others that the demands contained in PDM's 8-points were agreed to by him and on his behalf and on behalf of the Awami League, Nawabzada Nasrullah Khan, Mr. Abdus Salam Khan and Khan Ghulam Mohammad Khan Lundkhowar signed the document long before he decided to break away from the PDM with his faction.

"These were placed before the people of both East and West Pakistan, During the last two years hundreds of meetings were

held throughout the country to explain the same. We can reasonably claim that the 8-point programme of the PDM had and still has the consensus of the people."

Dawn

16th March 1969

Mujib urged to convene an all-party moot

DACCA, March 15: Maulana Nuruzzaman, Chairman of East Pakistan people's Party, today called upon Sheikh Mujibur Rahman to immediately call an all party convention at Dacca to formulate an objective resolution to be, placed before the nation for solution of the problems.

In a statement he said: "while congratulating Mr. Sheikh Mujibur Rahman on his very free, frank and bold stand at the RTC, I would urge him to please immediately call an all-party convention at Dacca to formulate an objective resolution to be placed before the nation for solution of the problems in the light of 11-point programme of the students and for changing the economic pattern of the country to liberate the masses from the octopus of monopoly capital, the cartels and exploitation of the suffering masses by the coterie of vested interest".–APP.

Dawn

16th March 1969

Mujib does not seek domination of West Wing

LONDON, March 15: Sheikh Mujibur Rahman has said that he did not seek to dominate West Pakistan by demanding complete regional autonomy and representation in Parliament on population basis as elections would be held on party basis.

Air Marshal Asghar Khan, Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Zulfiqar Ali Bhutto appeared on the half-hour television programme for British viewers last night and explained their respective standpoints about various issues confronting Pakistan.

The Air Marshal said that it should be assumed that President Ayub had started with good intentions but soon after he was surrounded by sycophants and self-seeking advisers who passed on to him wrong information as well as unwise counsel. The Government for the last few years had persistently followed policy of repression.

Morning News
16th March 1969
AUTONOMY & ONE-UNIT : East Pak leaders' support would have forced Ayub's hands, says Mujib
(By Our Staff Reporter)

AWAMI LEAGUE CHIEF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SAID LAST EVENING THAT PRESIDENT AYUB WOULD HAVE NO ALTERNATIVE BUT TO ACCEPT THE LEGITIMATE DEMANDS OF EAST PAKISTAN INCLUDING THAT FOR REGIONAL AUTONOMY AND ALSO OF THE MINORITY PROVINCES IN WEST PAKISTAN IF ALL THE LEADERS FROM EAST PAKISTAN HAD SUPPORTED HIM AT THE ROUND TABLE CONFERENCE.

TALKING TO NEWSMEN AT HIS RESIDENCE ON HIS ARRIVAL FROM RAWALPINDI HE SAID THE ATMOSPHERE WAS SUCH THAT DEMANDS FOR REGIONAL AUTONOMY FOR EAST PAKISTAN AND DISMEMBERMENT OF ONE UNIT IN WEST PAKISTAN WOULD HAVE BEEN ACCEPTED IF THE EAST PAKISTANI LEADERS HAD GIVEN HIM THE SUPPORT.

Unfortunately, he said, many of the leaders at the conference from East Pakistan did not follow the mandate of the people. He said he had already mentioned the names of those leaders.

He said he had expected that these leaders, –Messrs Hamidul Huq Choudhury, Abdus Salam Khan, Mahmud Ali and Farid Ahmed would "come to senses after 22 years."

Sheikh Mujibur Rahman referred to his invitation to Moulna Bhashani to attend RTC with him and said he had requested the Moulana to go to the Round Table Conference and had assured him that he would come back with the Moulana if the demands of the people were not accepted.

He said the Moulana had rejected his request for reasons unknown to the Sheikh. He also said Moulana has been inconsistent in recent statements Sheikh Mujib said Moulana was 86 now and should retire from politics.

He declared that people's cause and sacrifices could not go in vain. He said his party would "definitely" vote for the two amendments (accepted at the RTC) and also place amendments to the Constitution on the basis of Six and Eleven point demands, for

representation on the basis of population and dismemberment of the One Unit.

He said that the consensus of people of the West Pakistan was for regional autonomy for East Pakistan and dismemberment of One Unit.

GAME STARTED AGAIN

Sheikh Mujibur Rahman said that "ruling junta and clique comprising Choudhri Mohammad Ali, Nawabzada Nasrullah Khan and Moulana Maudoodi who had ruled the country during the last 22 years had started the game again with the people.

He declared the people's sacrifices and blood could not go in vain. Their cause must be achieved. He said the movement of the people would continue peacefully and constitutionally.

In his appeal to the people of the two wings, Sheikh Mujibur Rahman said I urge upon them to continue their struggle till they reached their goal.

'The Awami League chief also called upon the people to maintain peace and not to play in hands of the provocateurs. He said that there were many agents working to provoke the people. He was confident that our people, particularly the students, the workers the peasants and the intelligentsia, would resist all kinds of provocations.

Sheikh Mujib said that he would call a meeting of his Working Committee very soon to chalk out further plans and programme for the movement. He would also undertake an extensive tour of the province to meet the people.

Morning News
16th March 1969
Spontaneous welcome to Mujib : Plane 'gheraoed'
(Our Staff Reporter)

Dhaka witnessed one of the biggest and spontaneous welcome over accorded to a leader when thousands of people converged on the Dacca airport to greet Sheikh Mujibur Rahman last evening on his return from Rawalpindi after attending the Round Table Conference.

Around a lakh of enthusiastic slogan-chanting and banner-waving people thronged almost all parts of the airport including the apron, tarmac and runway to demonstrate their love for "Bangabondhu".

As the PIA Boeing hovered overhead minutes before landing a boisterous scene was witnessed as the airport resounded with the deafening slogans of "Bangabondhu Zindabad", "Awami League Zindabad", "11-point Zindabad", and "Six-Point Zindabad". The restless crowd eager to a have glimpse of their leader kept up the tempo of the reception with various kinds of slogans.

Yesterday's reception at the airport only matched the jubilation and determination of the people demonstrated on the occasion of his release from military detention after withdrawal of the case state vs Sheikh Mujibur Rahman and others.

JAMPACKED

As the entire apron, tarmac and part of the runway was jampacked by the enthusiastic crowd which had ignored all the normal restrictions at the airport the plane crawled to a halt almost a mile away from the tarmac to enable Sheikh Saheb to alight from the plane and board an open truck.

The plane carrying the leader landed at the airport at 5-50 p.m. as scheduled. Sheikh Saheb wearing his usual prince coat before alighting from the plane enthusiastically waved to the people standing at the runway. He along with some of his partymen and student leaders mounted an open truck fitted with microphone and amidst the slogan chanting crowd proceeded towards the terminal building. The truck carrying the leader moved at a snail's space with the giant plane closely following with the remaining passengers still on board.

The Awami League leader went on waving his hands in acknowledgement of the people's jubilation. Against the background of the thunderous cheers the setting sun and showering of bouquets and flower petals the truck stopped a few yards from the main tarmac. The plane also halted. Sheikh Saheb directed the people with his hand to clear the runway and make space for the movement of the plane. The people immediately responded to him and the plane reaching its destination only a few yards from Sheikh Sabeb's truck came to a quiet halt.

A part of the crowd raising slogans in favour of the unity of Awami League and National Awami Party (Requisitionist) broke away to receive the EPNAP chief Mr. Mozaffar Ahmed who had also come by the same plane. They garlanded Mr. Muzaffar and in a procession brought him near the truck carrying Awami League leader. He mounted on another truck and came out of the airport area in the main procession.

From the airport Sheikh Saheb was taken in the city in a giant procession. People all along the long route lined up at many places in 10-man deep to join in the historic reception to their leader. As the procession with Sheikh Saheb standing in an open truck followed by Mr. Muzaffar Ahmed in another truck passed by the route people lustily cheered them. Many others standing in the balconies of the roadside buildings showered flower petals on Sheikh Mujibur Rahman.

The Awami League leader at the head of a huge procession came to the mazars of three great leaders inside the High Court premises. He offered fateha and later visited the Shaheed Minar.

Earlier long before the arrival of the plane thousands of people came to the airport in small and big processions. Truck loads of people from various industrial areas had also come to the airport to give a big hand to the leader. Big contingent of the students with some leaders of the All-Party Action Committee was also there at the airport to greet the leader.

PLANE GHERAOED

After Sheikh Mujibur Rahman moved out of the airport a station of the crowd gheraoed the giant PIA plane in search of four East Pakistan leaders–Moulvi Farid Ahmed, Mr. Hamidul Huq Choudhury, Mr. Abdus Salam Khan and Prof Gholam Azam. The angry mob who wanted to question these leaders on their role at the Round Table Conference virtually ransacked the plane. They raised slogans against Moulvi Farid Ahmed, Mr. Salam Khan, Mr. Hamidul Huq Choudhury and Prof Gholam Azam.

The crowd searched the plane and got down only after being completely sure that the four leaders were not on board the PIA jet. After the crowd lifted the gherao the passengers alighted from the plane.

The Awami League delegation to the DAC and RTC also arrived by the same plane. The members were Syed Nazrul Islam, A. H. M. Kammaruzzaman, Khondokar Mushtaq Ahmed, Mollah Jalaluddin Ahmed, Prof. Yousuf Ali, and Mr. A.B.M. Nurul Islam.

Morning News
16th March 1969
Mujib demands Monem's removal

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, last night demanded the removal of East Pakistan Governor, Mr. Abdul Monem Khan, from his office immediately, reports PPI.

Talking to newsmen at his Dhanmondi residence immediately after his arrival from Lahore, the Awami League chief said that it was most unfortunate that Mr. Abdul Monem Khan was still the Governor of East Pakistan.

"The man (Monem Khan) is so repulsive", Sheikh Mujib remarked.

Sheikh Mujibur Rahman said that it was not proper to criticise anyone but he could not forget when he (Sheikh Mujib) remembered the oppression and mass killings in the province during the tenure of Mr. Monem Khan.

The Awami League chief also demanded immediate institution of a high-powered judicial body to enquire into brutal murder of Dr. Shamsuzzoha and a large number of people during mass language.

দৈনিক পয়গাম

১৬ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব সকাশে দুইজন জামাত নেতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালেক গতকল্য (শনিবার) গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্তির পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আলোচনা শেষে জামায়েত নেতৃদ্বয় পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান আন্দোলন চালাইয়া যাইবে বলিয়া শেখ সাহেবকে অবহিত করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই মার্চ ১৯৬৯

জামাত নেতা কর্তৃক মুজিবের সমালোচনা

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৪ই মার্চ (এপিপি)।– জামাত নেতা জনাব গোলাম আজম এক বিবৃতিতে সাম্প্রতিক সম্মেলনের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করায় শেখ মুজিবর রহমানের সমালোচনা করেন। গোলাম আজম বলেন, ডাক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বাস্থতলের প্রশ্নে

সমর্থনদানে ব্যর্থ হয়েছে বলে মুজিব অভিযোগ করেছেন। একথার মধ্যে সামান্যতম সত্য নেই।

সব সংবাদপত্রেই বের হয়েছে যে, 'ডাক'-এর আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ১০ই মার্চ গোলটেবিল সম্মেলনের প্রথম দিনেই সর্বসম্মত প্রস্তাব পেশ করেন। তার মধ্যে ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতিও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীও ছিল।

গোলাম আজম বলেন, সব রাজনৈতিক কর্মীই জানেন শেখ মুজিবের ৬ দফায় বর্ণিত স্বায়ত্তশাসন এবং পিডিএম এর ৮ দফায় বর্ণিত স্বায়ত্তশাসন এক নয়। লাহোরে ডাক-এর সভায় সব নেতার চেস্টা সত্বেও শেখ মুজিব দুটো কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় রাজী হন নি। তার এই অনমনীয় মনোভাবের জন্যেই গোলটেবিল সম্মেলনে সর্বসম্মত প্রস্তাব পেশ করা সম্ভব হয়নি।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার 'ডাক' গঠনের সময় জনাব নূরুল আমিন অপরাপর পিডিএম নেতারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবকে 'ডাক' এর কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা তাতে সম্মত হননি।

তিনি বলেন, শেখ মুজিবের দল 'ডাক' এর কর্মসূচীতে স্বাক্ষর দিয়েছে কাজেই 'ডাক' এর ৮ দফার কথা বলে তার দলের ডাক থেকে প্রত্যাহারের কোন যুক্তি নেই।

সংবাদ

১৬ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবর রহমান বলেন : পঃ পাকিস্তানীরাও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করে

লাহোর, ১৪ই মার্চ (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ (৬ দফা) প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এখানে প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করে। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পর রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে লাহোর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিগণও এক ইউনিট বাতিল কামনা করিতেছে, তাহা তিনি তাঁহার স্বল্পকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সফরেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন।

তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে, দেশের উভয় অংশের জনগণই তাহাদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের এককালীন ও চিরস্থায়ী সমাধান কামনা করে। কিন্তু জনগণের দাবী পূরণের পরিবর্তে

কুচক্রীদল দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাদের চিরাচরিত ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন।

বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোট দানের ভিত্তিতে তাঁহার পার্টি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে কিনা জানিতে চাহিলে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটিই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

Morning News
17th March 1969
Mujib's birthday today

The Dacca City Awami League will celebrate the 49th birthday anniversary of Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today (March 17) at 5 p.m. at 15, Purana Paltan, reports APP.
On the occasion, a milad mahfil will be held.

RAYAR BAZAR AL

The Rayar Bazar Awami League has decided to celebrate the 49th birthday of the Awami League chief in a befitting manner. To mark the occasion, the party will hold a milad mahfil at the residence of Mr. Nasirullah, President of the local Awami League, 20, Rayar Bazar at 8 p.m.

Morning News
17th March 1969
Mujib's suggestion about Bhashani : EPSU surprised

The members of the Central Committee of the East Pakistan Students Union (Menon group) in a statement issued on Sunday expressed their utter surprise at the suggestion of Sheikh Mujibur Rahman asking Maulana Bhashani to quit politics.
The statement said that all are aware that Maulana Bhashani is in the forefront of the movement which is fighting the anti-imperialist forces for the establishment of democratic society in the country.
If the Maulana quits politics, the statement said, the democratic movement would not only face a severe jolt but it would also help the imperialist forces, the statement further said and added that when the reactionary forces were trying to subvert the peoples' movement all the democratic forces should unite for the achievement of the 11-point programme.

Morning News
17th March 1969
Mujib and others condemn assault on Bhashani

Sheikh Mujibur Rahman and other political leaders yesterday condemned the attack on the life of Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani and demanded judicial inquiry into it to "punish the culprits", reports APP.

Besides the Awami League leaders, others who issued statements condemning the attack included Mr. Justice S. M. Murshed, the leaders of both the factions of the National Awami Party and East Pakistan Jamaat-e-Islami chief Abdur Rahim.

Sheikh Mujibur Rahman said it was unfortunate that "some hooligans" made dastardly attack on Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani and demanded immediate judicial inquiry into the matter to punish the culprits.

MURSHED

Mr. Justice Murshed said one might not agree with the views expressed by another but nobody had the right to resort to violence "Such a tendency towards lawlessness must be seriously resisted by all of us," he added.

MAULANA RAHIM

Condemning the attack on Maulana Bhashani, the Provincial Jamaat-e-Islami chief Maulana Rahim said it was also "shocking to note that attempts are being made to implicate Jamaat-e-Islami in this respect."

Maulna Rahim added: "I Like to state very clearly that Jamaat-e-Islami has no connection at all with this as the Jamaat does not believe in any form of violence and lawlessness for achieving political ideals."

Sheikh Mujibur Rahman the President, All Pakistan Awami League, condemned "hooligans' attack" on Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, reports APP.

Making a statement on the incident in Dacca yesterday Sheikh Mujibur Rahman said "It is unfortunate that some hooligans attacked Maulna Abdul Hamid Khan Bhashani at Sahiwal.

"I strongly condemned this dastardly physical attack on a venerable person like the Maulana.

I demand an immediate judicial inquiry into the matter and punishment for the culprits".

The Awami league leader said, "every political party should follow at least a minimum norm of decency and constitutionalism in expressing its difference with other parties."

MURSHED

The non-aligned political leader, Mr. Justice Syed Mahbub Murshed strongly condemned the dastardly attack on the life of the NAP chief Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani at Sahiwal last night.

In a Press statement, he said "one may not agree with the view expressed by persons but nobody has the right to victimise for them.

"I cannot find adequate words to condemn such violence which is a denial of one's fundamental freedom to ventilate one's opinions on problems and affairs.

"Such a tendency towards lawlessness must be seriously resisted by all effort."

MAULANA RAHIM

Maulana Muhammad Abdur Rahim, Ameer, Jamaat-e-Islami, East Pakistan, in Dacca yesterday vehemently condemned assault on Maulana Bhashani, reports APP.

In a statement he said, "The report of assault on Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani at Sahiwal station is very much unfortunate. I vehemently condemn this unfortunate incident. It is also shocking to note that attempts are being made to implicate Jamaat-e-Islami in this respect. I like to state very clearly that Jamaat-e-Islami has no connection at all with this as the Jamaat does not believe in any form of violence and lawlessness for achieving political ideals. I strongly demand an early institution of judicial enquiry so that the nation may very well know that who are responsible for such nefarious acts and the culprits are adequately punished. In this connection I also urge upon the Government not be a silent spectator to these sort of activities only to allow others to take law and order situation in their own hand".

MOHIUDDIN

Mr. Mohiuddin Ahmed, Treasurer of the National Awami Party (Requisitionists) condemned here yesterday the attempt on the life of Maulana Bhashani by paid agents of the Rightist reactionaries and religious fanatics," reports APP.

In a statement he said the news of the attempt on the life of Maulana Bhashani at his railway compartment in West Pakistan "has come to us as the greatest shock. This pre-planned cold-blooded attack. We are sure is the outcome of a conspiracy," he added.

Mr. Mohiuddin also condemned Jamaat-e-Islami leader Maulana Moudoodi to giving the call to his "henchmen to silence those who voice Socialism" and appealed to the progressive forces to come forward to face the challenge of the "Right reactionary clique."

Mr. Ahmed added the attempt on the life of Maulna Bhashani was the outcome of the conspiracy "to negate the onward march of the present movement for the achievement of the people's right by bringing down all the imperialist backed despotism."

ABUL HASHEM

Mr. Abul Hashem, Director of the Islamic Academy yesterday deplored the attempt on Maulana Bhashani, reports PPI.

In a press statement in Dacca yesterday Mr. Hashem said that he was shocked to hear that Maulana Bhashani was "assaulted by some workers of Jamaat-e-Islami at Sahiwal."

"This behaviour may be anything but not Islamic", he said.

Mr. Hasam said, "According to Islam of Jamaat-e-Islami, Pakistan is the homeland of the capitalists and as such anticapitalist elements must quit Pakistan. How far this attitude is Islamic is for the people to judge," he added.

দৈনিক পয়গাম

১৭ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের তীব্র নিন্দা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের শাহীওয়াল ষ্টেশনে ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর উপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন যে, মওলানা ভাসানীর মত একজন প্রবীণ নেতার উপর দুষ্কৃতিকারীদের কাপুরুষোচিত দৈহিক হামলা সত্যিই দুঃখজনক।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই অপর দল হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতে ন্যূনতম সৌন্দর্য্যবোধ ও নিয়মতান্ত্রিকতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া আওয়ামী লীগ নেতা তাহার বিবৃতিতে মন্তব্য করেন।

তিনি এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই মার্চ ১৯৬৯

গণতান্ত্রিক মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার : শেখ মুজিব কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আন্দোলনের নিরলস যোদ্ধা মজলুম জনতার দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী অগ্নিপুরুষ অশিতিপর বৃদ্ধ জননায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর উপর উগ্র ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হামলার খবর ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ঢাকায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী নির্বিশেষে গোটা গণতান্ত্রিক মহল প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

বেতার মারফত সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরই শহরের মহল্লায় মহল্লায় প্রতিক্রিয়াশীল মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার রোষ ধূমায়িত হতে থাকে। 'ন্যাপ' মহল মাইক যোগে প্রচারের মাধ্যমে জনতার সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য উধ্যত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের যাবতীয় হীন চক্রান্তের মোকাবিলা করার আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল সন্ধ্যায় ন্যাপের উদ্যোগে এক বিরাট মশাল শোভাযাত্রার দৃপ্ত পদচারণায় শহরের রাজপথ মুখরিত হয়ে ওঠে।

পশ্চিম পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল মহল শাহওয়াল রেল স্টেশনে গভীর রাত্রির অন্ধকার মজলুম জননায়ক মওলানা ভাসানীর অনলবর্ষী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার যে জঘন্য হামলা চালিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কঠোর হুশিয়ার জ্ঞাপন করে এই হীন চক্রান্তের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

শেখ মুজিব

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, মওলানা ভাসানীর মত একজন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপর এহেন কাপুরুষোচিত দৈহিক হামলার কঠোর নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দোষি ব্যক্তির শাস্তি দাবী করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, অন্য দলের প্রতি মত পার্থক্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ন্যূনতম শোভনতা ও নিয়তান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করতে হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ই মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকী পালিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ গতকাল সোমবার উপযুক্ত মর্যাদার সাথে জননেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৯তম জন্মবার্ষিকী পালন করেন। এ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ অফিসে মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয়।

এই মিলাদ মহফিলে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন, প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল মোমিন, অফিস সেক্রেটারী মোহাম্মদুল্লা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্য্যনির্বাহক কমিটির সদস্য মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ এবং মোহাম্মদ মইজুদ্দীন, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহজ হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ডাঃ আহমদ আলী, জনাব আব্দুল মালেক এবং ডাঃ গিয়াসুদ্দীন, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারী জনাব আনোয়ার চৌধুরী, অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সুলতান, শ্রম সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ শফি, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহকারী সম্পাদক জনাব নিজামুদ্দিন আহমদ, আলী হোসেন এবং মোহাম্মদ শরিফ। এছাড়াও বহু আওয়ামী লীগ কর্মী এবং সমর্থকও এই মিলাদ মহফিলে যোগদান করেন।

জনপ্রিয় নেতার যোগ্য নেতৃত্বে জাতি যাতে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হতে পারে সেজন্য তার দীর্ঘ জীবনের জন্য মোনাজাত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে রায়ের বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গতকাল সন্ধ্যায় তার বাসভবনে মিলাদ মহফিলের আয়োজন করেন।

Dawn

19th March 1969

Mujib's release due to Bhashani, says NAP leader

DACCA, March 18: Mr. Mohammad Toha, General Secretary of the pro-peking East Pakistan National Awami Party said here yesterday that the "anti-people circles" which has been trying to subvert the people's struggle, hatched out a plot to send Sheikh Mujibur Rahman to the Round Table Conference on parole.

It was due to Maulana Bhashani that Sheikh Mujib could go to Pindi as a free citizen instead of on parole, he added.

Mr. Toha was addressing a public meeting at the Baitul Mokarram here organised in protest against the attack on Maulana Bhashani at Shahiwal station on Saturday.

The meeting was addressed by Messrs Mohammad Sultan, Secretary City NAP, Abdul Mannan and student leader Reahed Khan Menon.

Continuing, the NAP leader said it was decided in the plot that Sheikh Mujib on his arrival at Rawalpindi on parole would broadcast that he was there to save the country from diorder and disaster. But, he said, before Sheikh Mujib could go to Pindi the plot was unmasked. Subsequently other accused persons of the Agartala Conspiracy began favouring Sheikh's going to Pindi as free citizen and Maulana Bhashani declared, he would not allow Mujib to go to Pindi on parole.

Mr. Toha further said, some Government officials also came to Maulana Saheb for pleading Sheikh's going to Pindi on parole. The Maulana told the officers, Mr. Toha continued, Mujib could not go on parole but as a free citizen.

Claiming that Sheikh Mujib was released as a result of the movement launched by the Manulana Bhashani on Dec. 6, Mr. Toha regretted, Sheikh Mujib was now advising Maulana Saheb to retire from politics.

He further said during Sheikh post release meeting with Maulana Saheb he was told by the Maulana to wait only one week to see all demands fulfilled. But Mr. Toha said, Sheikh Mujib told Maulana Saheb he (Mujib) was promise bound to attend the Round Table Conference. The Maulana Bhashani advised him to press the 11-point demands of the students at the conference.

Mr. Toha further said Sheikh Mujib went to RTC and returned disappointed.

Referring to the Sheikh's statement that East Pakistanis demands would have been established at the Round Table Conference had been supported by all the East Pakistan delegates to RTC and had Maulana Bhashani joined it, Mr. Toha said even if Maulana Saheb joined the talks and East Pakistan delegates supported Sheikh Mujib our demands would not have been accepted.

He further said whatever we had so far achieved had been achieved through movement and not at the RTC.

Claiming himself to be a close friend of Sheikh Mujib as a "contemporary freedom fighter". Mr. Toha said we knew Sheikh Mujib as a struggling, mass leader.

He hoped that Sheikh Mujib would continue his spirit of struggle for people's rights.

He criticised Sheikh for his proposal to amend the Ayub Constitution for its democratisation, he said we do not think the present Constitution could be democratised through a amendments and Maulana Bhashani had proposed for framing a new Constitution within next six months.

Rarlier addressing the meeting Mr. M. Sultan said Maulana Bhashani was fighting for the emancipation of the down-trodden workers, peasants and people in general of Africa, Asia and Latin America.–PPI.

Pakistan Observer

20th March 1969

Maintain peace : Mujib

Sheikh Mujibur Rahman the Awami League leader, on Wednesday called upon all democratic forces to work vigorously for the maintenance of peace and protection of the rights of the people, reports APP.

He expressed his "unqualified condemnation" for the situation created by the administration of the administration of what he called abdication of its responsibility to protect the rights of the citizens.

Sheikh Mujibur Rahman in a statement issued to the Press on Wednesday said.

"I cannot but express by unqualified condemnation for the situation which has been created by the total abdication of the administration of its responsibility for protecting the rights of ordinary citizens. There seems to be an unholy conspiracy which is instigating anti-social an anti-people elements daily to violate the life, persons, and property of ordinary citizens for the ulterior purpose of diverting the course of our struggle.

"On greater disservice can be done to the people cause and the cause of democracy than to tolerate such activities.

"I appeal to all those who believe in the people's cause to do everything its their power to defeat the nefarious designs of interested quarters and to resist these anti-social elements. I call upon all democratic forces including students, workers, peasants and my party members, vigorously to work for the maintenance of peace and protection of the rights of citizens."

Pakistan Observer
20th March 1969
Mujib visits old city areas

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman went round the old city areas Wednesday afternoon and appealed to the shop-keepers and members of the public to maintain law and order at any cost, reports PPI.

The Sheikh while passing through Nawabpur, Patuatuli, Shakhari Bazar, Islampur Babubazar, Mitford Mughaltuli, Chawak Circular and Nazimuddin Roads addressed way side gatherings at several places and urged upon the peace loving people and the democratic forces to remain vigilant and alert against the anti-social activities of the mischief-mongers. He also assured all possible help to them by the members of his party.

The Sheikh who was accompanied by Mr. Tajuddin Ahmad General Secretary of EPAL and others was cheerfully greeted with thunderous applause at the various points of the city.

Dawn
20th March 1969
Mujib's battle call against lawlessness : Administration criticised for abdicating responsibility

DACCA, March 19: Sheikh Mujibur Rahman, President of All-Pakistan Awami League, today called upon all democratic forces to work vigorously for the maintenance of peace and protection of the rights of the people.

He expressed his "unqualified condemnation" for the situation created by the Administration by what he called as abdication of its responsibility to protect the rights of the citizens.

Sheikh Mujibur Rahman in a statement issued to the Press today said:

"I cannot but express my unqualified condemnation for the situation which has been created by the total abdication of the Administration of its responsibility for protecting the rights of ordinary citizens. There seems to be an unholy conspiracy which is instigating anti-social and anti-people elements daily to violate the life, person, and property of ordinary citizens for the ulterior purpose of diverting the course of our struggle. No greater disservice can be done to the people's cause and the cause of democracy than to tolerate such activities.

"I appealed to all those who believe in the people's cause to do everything, in their power to defeat the nefarious designs of interested quarters and to resist these anti-social elements. I call upon all democratic forces including students, workers, peasants and my Party members, vigorously to work for the maintenance of peace and protection of the rights of citizens."

দৈনিক পয়গাম
২০শে মার্চ ১৯৬৯
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারি
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (বুধবার) শান্তি বজায় ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ও তাহার দলের কর্মীসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আবেদন জানান।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমান প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সাধারণ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, উহার প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। তিনি বলেন, "আমাদের সংগ্রামকে বিপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ নাগরিকদের জানমাল ও নিরাপত্তার উপর হামলা চালাইতে সমাজ ও গণ-বিরোধী ব্যক্তিদের উস্কাইয়া দেওয়ার জন্য একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া ধারণা হইতেছে। শেখ মুজিব বলেন যে, এই সকল কার্যকলাপকে বরদাশত করার ন্যায় গণ-বিরোধী কাজ আর হইতে পারে না। তিনি বলেন, স্বার্থান্বেষী মহলের জঘন্য ষড়যন্ত্রকে পরাভূত ও সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে জনগণের স্বার্থে বিশ্বাসী ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও আমার দলের কর্মীসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আবেদন জানাইতেছি।"

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে মার্চ ১৯৬৯

ঐক্যবদ্ধভাবে চক্রান্ত রোধ করুন : গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগনেতা শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এবং জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণে সর্বশক্তি নিয়ে কাজ করার জন্য সব গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি গতকাল আহ্বান জানান।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় শেখ মুজিব সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান।

সরকার নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন শেখ মুজিবর রহমান তার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, অবস্থা দেখে মনে হয় আমাদের সংগ্রামের গতি পরিবর্তনের জন্য একটি অশুভ চক্রান্ত করা হয়েছে। এই চক্র সাধারণ মানুষের জান মালের ক্ষতি করার জন্য প্রতিদিন সমাজ বিরোধী ও গণ-বিরোধী লোকদের প্ররোচনা দিচ্ছে।

এইসব কার্যকলাপ সহ্য করে নিলে জনসাধারণ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থবিরোধী কাজ আর কিছু হতে পারে না।

শেখ মুজিব এইসব স্বার্থান্বেষী মহলের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিতে এবং সমাজ বিরোধী লোকদের প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য জনগণের স্বার্থে বিশ্বাসী প্রতিটি লোকের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিব শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এবং নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে সর্বশক্তি নিয়ে কাজ করার জন্য ছাত্র, শ্রমিক কৃষক এবং আওয়ামী লীগ কর্মিসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিবের ঢাকার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় শেখ মুজিবর রহমান পুরাতন শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে দোকানদার স্থানীয় জনসাধারণ ও পথচারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদের প্রতি আবেদন জানান। দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রাদেশিক আওয়ামী প্রধান শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে যাবার সময় আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে তাকে হর্ষধ্বনি করে

অভিনন্দন জানায়। তিনি জনসাধারণকে তার দলের পক্ষ হতে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য শান্তিকামী জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবর রহমান নওয়াবপুর, শাঁখারী বাজার, ইসলামপুর বাবু বাজার, মিটফোর্ড রোড, মোগলটুলী, চক সার্কুলার রোড ও নাজিমুদ্দিন রোড দিয়ে অতিক্রম করেন।

শেখ মুজিবর রহমানের আশ্বাসে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তার সাথে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব শামসুল হক ও গাজী গোলাম মোস্তফাও ছিলেন।

গতকাল পটুয়াটুলী, ওয়াজ ঘাট ইসলাম পুরের বিভিন্ন দোকান পাটসমূহ খোলা হয় এবং স্বাভাবিক বেচাকেনা চলে রবি ও সোমবারের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এই এলাকার প্রায় সকল দোকানপাট বন্ধ থাকে। গতকাল সন্ধ্যার অনেক আগেই এই সব দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। পুরাতন শহরের অন্যান্য এলাকায় এই দিন স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে।

সংবাদ

২০শে মার্চ ১৯৬৯

শেখ মুজিব বলেন : অশুভ চক্রান্ত চলিতেছে

ঢাকা, ১৯শে মার্চ (এপিপি)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য শান্তিরক্ষা ও জনগণের অধিকারসমূহ রক্ষার কাজে দৃঢ়ভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানান। নাগরিকদের অধিকার রক্ষার কাজ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার দরুন পরিস্থিতির তিনি তাঁর নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এক বিবৃতিতে বলেন, "সাধারণ নাগরিকদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন না করিয়া পারি না। আমাদের সংগ্রামকে ভিন্নপথে চালিত করার অসৎ উদ্দেশ্যে সাধারণ নাগরিকদের জীবন, সহায় সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য সমাজবিরোধী ও গণবিরোধী শক্তি সমূহকে উস্কানি দানের এক অশুভ চক্রান্ত চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই সকল কার্যকলাপ সহ্য করা হইলে ইহা অপেক্ষা গণতন্ত্র ও গণ-স্বার্থ বিরোধী কাজ আর কিছুই হইবে না।

"স্বার্থবাদী মহলের হীন চক্রান্ত ও সমাজবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য গণস্বার্থে নিয়োজিত সকলের প্রতি আমি আবেদন জানাইতেছি। শান্তিরক্ষা ও নাগরিকদের অধিকার প্রতিরক্ষায় দৃঢ়ভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য আমি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও আমার পার্টির সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।"

আজাদ

২১শে মার্চ ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্তের বিবৃতি : শেখ মুজিব প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে রাজী হন নাই

ঢাকা, ১৯শে মার্চ।–শেখ মুজিবর রহমান প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া পিকিংপন্থী পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যাপের সম্পাদক জনাব তোয়াহার "মূল্যমান আবিষ্কারে" তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি জনাব এম, এ, রেজা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

গতকাল সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব রেজা ন্যাপ নেতার উপরোক্ত দাবীকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন মহলের চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও শেখ সাহেব প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে সম্মত হন নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। সুতরাং অন্যান্য অভিযুক্তদের চাপে শেখ সাহেবের গোলটেবিল বৈঠকে প্যারোলে না যাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন যে, শেখ সাহেবের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে যে, গণআন্দোলন নস্যাৎ হইতে পারে এমন কিছু তিনি করিতে পারেন না। দেশকে তিনি নিজের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন এবং জনগণের প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রশ্নাতিত।

জনাব রেজা আরো বলেন যে, কোন নেতার একক আন্দোলনে আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলেই আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। –পিপিআই

দৈনিক পয়গাম

২১শে মার্চ ১৯৬৯

বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তুতি : অদ্য আদমজীনগরে শেখ মুজিবের বিরাট জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (শুক্রবার) অপরাহ্ন ৩টায় আদমজীনগরে এক শ্রমিক জন সমাবেশে ভাষণ দান করিবেন। শ্রমিক, ছাত্র এবং স্থানীয় জনসাধারণ এই মহতী জনসভার আয়োজন করিয়াছেন।

শেখ মুজিবর বলেন, আদমজীনগরে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিমধ্যে আদমজীনগর এলাকায় শ্রমিক ইউনিয়ন ও আওয়ামী লীগ ইউনিটসমূহের যুক্ত উদ্যোগে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শেখ মুজিব ছাড়াও সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, সমাজ সেবা সম্পাদক জনাব কে, এম, ওবায়দুর রহমান, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব নুরুল হক এম, পি, এ, চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান এবং প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা জনাব আবদুল মোতালিব বক্তৃতা করিবেন।

শেখ মুজিবর রহমান জনসভায় যোগদানের জন্য অদ্য (শুক্রবার) অপরাহ্ন দুইটায় মোটরযোগে যাত্রাবাড়ী, মাতুয়াইল এবং ডেমরা হইয়া নারায়ণগঞ্জ যাত্রা করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে মার্চ ১৯৬৯

আজ আদমজী নগরে শেখ মুজিবের জনসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ শুক্রবার বিকেল ৩টায় আদমজী নগরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক বিরাট শ্রমিক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। এ উপলক্ষে চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মওলানা সাইদুর রহমানকে চেয়ারম্যান ও সিদ্দিরগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি ডক্টর আব্দুল মালেককে সম্পাদক করে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ আদমজীনগর মুনলাইট সিনেমা হলের পার্শ্ববর্তী মাঠে এই শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় শেখ মুজিবর রহমান ছাড়াও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করবেন।

Pakistan Observer

22nd March 1969

Mujib addresses workers Fight peacefully through ballot

By A Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman urged the people on Friday to continue their democratic movement in a peaceful manner. He said the war

for realisation of the people's demands would be fought on two fronts–through mass movement and through ballots.

The Six-Point Awami League chief was addressing a vast public meeting at Adamjeenagar, some 10 miles from Dacca. The meeting was attended by the workers of the Adamjeenagar and the adjoining industrial belt and the people from the surrounding towns and villages.

While emphasizing that the democratic struggle of the people would continue he said that peace and discipline had also to be maintained. He cautioned the people against a big game being played against the interest of the people. He said there were attempts by the interested quarters to provoke Hindu-Muslim and Bengalee-non-Bengalee riots. He said these were being attempted with a view to frustrating the present democratic movement of the people.

Dawn

22nd March 1969

Autonomy will bring peace, says Mujib : Government urged to accept people's demands

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, March 21: The Awami League leader, Sheikh Mujibur Rahamn, said today that real peace could be restored if the Government conceded full regional autonomy for East Pakistan on the basis of his party's six points and the student Action Committee's eleven-points and the dismemberment of one Unit in West Pakistan.

Addressing a meeting of about three lakh workers and others at Adamjeenagar, about nine miles from here, Sheikh Mujib declared that his party would continue its struggle on two fronts through elections and mass movement to achieve the demands of the people.

He told the Government there was still time and they should come forward and accept their demands. He regretted that at the recent Round Table Conference what was given by one hand had been taken away by the other.

The Awami League leader stressed that the movement of his party would be peaceful and constitutional. They would prove through elections that the people did not want this Constitution but wanted a new one.

He warned the people against the designs of those ultra progressive and "ultra reactionary elements" who were out to create chaos and confusion by preaching violence.

He said this was a part of a "big game" the details of which he could not give at the meeting. He asked the people to beware of such elements who had been set to create disturbances.

ROUSING RECEPTION

The meeting, which was the first to be addressed by the Sheikh atter his return from the RTC, was attended by the labourers of the entire industrial belt from Demra to Narayanganj and people from the villages. They gave him tumultuous welcome the like of which Narayanganj has not witnessed in recent time. The meeting, which was addressed by a number of labour leaders and two student leaders, pleaded full support to the six-point and the eleven-point programmes and assured the Awami League leader that they looked to him for leadership.

Sheikh Mujib assured the industrial workers, and peasants that he would always be with them in their struggle for realising their reasonable demands.

The Awami League chief asked the industrialists to accept the demands of the workers which, he said, were reasonable. He said the workers did not want anything unreasonable. All they wanted was that they should get just enough for a simple living.

He assured the industrialists they had nothing to fear and could run their concerns merrily if they accepted the demands of the workers.

He charged that during the last two months hundreds of crores of rupees had been transferred from East Pakistan to West Pakistan through banks and insurance companies. This, he said, was a very serious matter as the flight of such huge capital from this wing to the other would have serious repercussions on the economy of East Pakistan. He asked the Government to institute an enquiry.

Thousands of workers cheered Sheikh Mujibur Rahman as he drove to Adamjeenagar in an open jeep at the head of a motorcade. They showered flower petals on him and raised spontaneous slogans of Sheikh Mujib Zindabad. Later they joined the meeting in processions.

PPI adds:
Sheikh Mujibur Rahman cautioned the people against the unholy scheme of the exponent of violence who were out to frustrate the people's movement.

The Awami League chief warned the audience against the dangerous consequences that might result in the wake of violence and lawlessness.

He said that a peaceful and no-violent constitutional movement and struggle through the ballot were essential for the successful realisation of the hopes and aspirations of the people.

Sheikh Mujibur Rahman said that he was fully aware of the mischievous scheme" that was worked out by the agents of the Government and other anti-people forces. They were active in inciting the people to violence to achieve their ends, he said.

Referring to the six-point programme of the Awami League, he said that this was nothing but a demand for regional autonomy for the provinces of Pakistan.

We did not want regional autonomy only for East Pakistan but also for the other Wing of the country, he added.

He recalled that he and his party-men were jailed for the six-point programme, but nothing could dampen his spirit.

He said that full regional autonomy on the basis of the six-point programme and dissolution of One Unit in West Pakistan were the demands of the people of both the Wings of the country.

He said nothing short of these two major demands were acceptable to the people of East Pakistan Sind, frontier, Baluchistan and an overwhelming majority of Punjab stood for the dissolution of One Unit while regional autonomy was also the basis demand of the people.

Earlier, Sheikh Mujib prefaced his speech recalling the sacrifices made by the students, labourers and members of the public. With choked voice, charged with emotion, he said that the sacrifices made by those in the movement would never go in vain and the nation shall always remember them with gratitude.

Enthusiastic crowd, mostly industrial workers and students lined up all along the ten-mile route from Dacca to Adamjeenagar to have a glimpse of their leader.

Innumerable arches were put up on the ten-mile route. Many of these gates, which were tastefully decorated and bore the names

of Mr. H. S. Suhrawardy, Sheikh Mujibur Rahman, Shaheed Mujibullah, Shaheed Asaduzzaman and others who gave their lives in the recent movement.

When the motorcade reached Adamjeenagar it took 30 minutes for the leader to reach the dais because of the huge crowd. Tens of thousands of people who could not get space at the meeting ground stood on roadside.

On return Sheikh Mujib was followed by over one lakh people who escorted the motorcade for about eight miles well after sunset.

Morning News
22nd March 1969
Work vigorously to maintain peace : Mujib

Sheikh Mujibur Rahman the Awami League leader, on Wednesday called upon all democratic forces to work vigorously for the maintenance of peace and protection of the rights of the people, reports APP.

He expressed his “unqualified condemnation” for the situation treated by the administration of what he called abdication of its responsibility to protect the rights of the citizens.

Sheikh Mujibur Rahman in a statement issued to the Press on Wednesday said.

“I cannot but express my unqualified condemnation for the situation which has been created by the total abdication of the administration of its responsibility for protecting the rights of ordinary citizens.

There seems to be an unholy conspiracy which is instigating anti-social and anti people elements daily to violate the life, person and property of ordinary citizens for the ulterior purpose of diverting the course of our struggle.

“No greater disservice can be done to the people’s cause and the caue of democracy than to tolerate such activities.

“I appeal to all those who believe in the people’s cause to the cause of democracy than to defeat the nefarious edsigns of interested quarters and to resist these anti-social elements. I call upon all democratic forces including students, workers, peasants and my party members, vigorously to … for the maintenance of...and protection of the rights of citizens”.

Morning News
22nd March 1969
Mujib addressed Adamjeenagar rally today
(By Our Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman will address a labour-cum-public rally at the maidan opposite Moonlight Cinema hall at Adamjeenagar at 3 p.m. today.

The rally has been jointly organized by 24 industrial unions, nine local schools, 10 units of Awami League, seven action committees and six clubs.

The representatives of these organisations gave final touches to the preparations for the rally on Wednesday. The meeting set up a 123-member reception committee for the day. President of the Chatkal Sramik Federation, Moulana Saidur Rahman and President of the Siddirganj Awami League, Dr. Abdul Malek have been elected Chairman and Secretary respectively of the Reception Committee.

Moulana Saidur Rahman will preside over the meeting while Sheikh Mujibur Rahman will be the main speaker. The meeting will be addressed also by Messrs Tajuddin Ahmed, Mizanuir Rahman Choudhury, MNA, Nurul Huq, MPA and the General Secretary of Chatkal Sramik Federation, Mr. Abdul Mannan, Obaidur Rahman, Social Secretary EPAL.

দৈনিক পয়গাম
২২শে মার্চ ১৯৬৯
শ্রমিক সমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা : নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিব ও জনগণের সকল দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল একই সঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণও করিবে এবং জনগণের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

স্মরণকালের বৃহত্তম শ্রমিক সমাবেশে গোলটেবিল বৈঠক পরবর্তী প্রথম জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান আদমজী নগরে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

অজস্র পুষ্পবৃষ্টি ও মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি ও জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেন, আজ এই মহতী ঐতিহাসিক শ্রমিক

সমাবেশে আমি স্মরণ করি সেই সব বীর সন্তানদের–যাহারা অধিকার আদায়ের জন্য অকালে রাজপথের ধূলায় তাহাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। আমি স্মরণ করি, শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহা, শ্রমিক মুজিবুল্লাহ, মনু মিয়া, আসাদুজ্জামান আরও নাম না জানা বীর সন্তানদের–যাহাদের রক্তে স্বৈরাচারের রাইফেল কলঙ্কিত হইয়াছে। এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে শেখ মুজিবের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায় এবং কান্না জড়িত স্বরে তিনি শহীদদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকলকে দোয়া করিবার অনুরোধ জানান। আবেগের ভার কাটিয়া গেলে বঙ্গ শার্দুল তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যসহ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেনঃ "সাবধান, লক্ষ্য রাখিবেন এই রক্তদান যেন বিফলে না যায়।"

তিনি বলেন যে, ৬-দফা দাবী ঘোষণার পর হইতে শোষিত জনগণের উপর যে নির্যাতন নামিয়া আসিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু কি ছিল ৬-দফায়? তিনি বলেন যে, ৬-দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু সরকার ইহার তাৎপর্য না বুঝিয়া ক্ষেপিয়া গেলেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি সরকারকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ৬৫ সালের যুদ্ধে দেখা গিয়াছে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শেখ মুজিব বলেন যে, সরকার তাহার এই বক্তব্যের উল্টা ব্যাখ্যা করিয়াছে। দাবী মিটাইবার বদলে নামিয়া আসিয়াছে জেল, গুলী, মামলা, ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি হাজারো নির্যাতন।

বাঙ্গালীদের কলিজা নিংড়াইয়া

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন যে, ২১ বৎসরের ইতিহাসে বাঙ্গালীরা কম দেয় নাই। তাঁহাদের কলিজা নিংড়াইয়া কয়েকটি পরিবারের স্বার্থকে গড়িয়া তুলিয়াছে। জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন হওয়া সত্ত্বেও রাজধানী করাচীতে গিয়াছে। তাহার পর রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তর ও বর্তমানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইসলামাবাদে নূতন রাজধানী গড়িয়া তোলা হইতেছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতরসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

আর দেওয়ার মত কিছু নাই

রাজধানীর সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু লোক ব্যবসায় বাণিজ্যের শতকরা ৭০/৮০ ভাগ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন বাঙ্গালীর হাতে আর কিছু দেওয়ার মত অবশিষ্ট নাই।

কি পাইয়াছি?

তিনি বলেন যে, ২১ বৎসরে আমরা কি পাইয়াছি? দালান-কোঠা কিছু উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু গ্রাম বাংলা খালি হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকারের ১০ বৎসরের শাসনামলে শ্রমিক কৃষকের অধিকার অপহরণ করা হইয়াছে। সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা দেশকে জাহান্নামে লইয়া গিয়াছে। শেখ মুজিব বলেন যে, এই অন্যায় অত্যাচারের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ৬-দফা মুক্তি সনদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল মহলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। শুরু হয় গ্রেফতার। তারপর ৭ই জুনের হরতালের দিনে নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁ এলাকায় শ্রমিকদের গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

শেখ সাহেব বলেন যে, জনসাধারণের ট্যাক্সে কামান বন্দুক কেনা হয় বিদেশী শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য দেশের জনগণকে হত্যা করার জন্য নয়।

গুলীর হিসাব

আওয়ামী লীগ প্রধান অভিযোগ করেন যে, গত ৭ বৎসরে সরকারী হিসাব মতে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০ জন লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বেসরকারি হিসাবে আরও বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সময় হইলে সেইসব বীর শহীদদের কবর খুঁজিয়া বাহির করা হইবে।

তিনি বলেন যে, এই সংগ্রামী জনগণের নিরলস আন্দোলনের জন্যই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "আমরা পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়াছি এই জন্য নয় যে, পাকিস্তানের পুলিশ, পাকিস্তানের মিলিটারী পাকিস্তানের মানুষের উপর গুলী চালাইবে।"

গোলটেবিল

গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে শেখ সাহেব বলেন ঃ "আমি আশা করিয়াছিলাম, এইবার নেতারা একটা সমাধান গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। বৈঠকে এক হাতে সামান্য কিছু দিয়া অন্য হাতে আবার সব লইয়া গিয়াছেন।"

তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন: "গোলটেবিলে সমাধান না করিয়া আপনারা ভুল করিয়াছেন। পূর্ব বাংলার মানুষ এখন গুলী খাইতে শিখিয়াছে। অতএব, আর দাবী নিয়া ছিনিমিনি খেলিবেন না।" তিনি বলেন, অবিলম্বে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দিয়া দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেন। দেশে তবেই শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

শিল্পপতিদের প্রতি

শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের লক্ষ্য করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: 'আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনাদের মিল আপনাদেরই থাকিবে। তবে মেহেরবাণী করিয়া আপনারা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণ করুন। জিনিষপত্রের যে হারে দাম বাড়িয়াছে সেই হারে তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দিন, তাহাদের শ্রমিক অধিকার ফিরাইয়া দিন। আপনাদের কোন ভয় নাই।'

জমির খাজনা

নির্যাতিত নেতা শেখ মুজিব সব হারা কৃষকদের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, মিল মালিকগণ ৫/১০ বৎসর করিয়া ট্যাক্স-হলিডে পাইয়া থাকে। সরকার তাহাদের কোটি কোটি টাকা আয়কর হইতে অব্যাহতি দেন। অথচ জাতির প্রাণ কৃষকের কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। তিনি ২৫ বিঘার কম জমির মালিকদের খাজনা রহিত করার দাবী জানান। তিনি প্রতিশ্রুতি দেনঃ আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি কৃষকের এই দাবী পূরণ করা হবে।

নির্বাচন

শেখ সাহেব বলেন যে, যাহারা আন্দোলনে ছিল না এমন এক দল লোক এখন সবহারা শ্রেণীর দরদী সাজিয়াছে। এখন তাহারা পোড়াইয়া ফেলার কথা বলিতেছেন। তিনি বলেন ঃ "জনাব, পোড়াইয়া ফেলার আগে নিজের ক্ষমতা কতখানি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।" তিনি বলেন ঃ "আমরা নির্বাচন ও সংগ্রাম এক সঙ্গে চালাইয়া যাইব।"

শান্তি রক্ষার আহ্বান

শেখ মুজিব বলেন যে, বর্তমানে অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি প্রগতিবাদী দুই দল লোক হিন্দু-মুসলিম, ও বাঙ্গালী, বিহারী বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছে। তিনি বলেন যে, সংগ্রামী-শ্রমিক-কৃষক ছাত্র জনতাকে এই অশুভ চক্রান্তকে বানচাল করিয়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সংগ্রামকে আগাইয়া নিতে হইবে।

সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া জননেতা বলেন ঃ সংগ্রাম চালাইতে হইবে। কিন্তু খেয়াল রাখিবেন, গোলযোগ যেন না হয়। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামই জনগণের সংগ্রাম।

উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন, আমি বাঙ্গালীর সন্তান। বাংলার মানুষ আমাকে ভালবাসে। বাংলাকেও আমি ভালবাসি। আমি ওয়াদা করিতেছি ঃ আজ হইতে আমার দিনের বিশ্রাম ও রাতের আরাম হারাম। জনগণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্লান্ত হইব না।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে মার্চ ১৯৬৯

জনগণ চায় পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব : আদমজীনগরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার বিকেলে আদমজীনগরের লক্ষ লক্ষ লোকের এক জনসমুদ্রে তুমুল হর্ষধ্বনীর মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে কোন সরকারই তা যত শক্তিশালীই হোকনা কেন মাথা নত না করে পারে না।

তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের পর গতকালই প্রথম শ্রমিক জনসভায় বক্তৃতা করেন। পূর্ব পাকিস্তান চটকল ফেডারেশনের সভাপতি মওলানা সাইদুর রহমান সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

সভার কাজ শুরুর আগে মওলানা সাইদুর রহমান শেখ মুজিবকে মাল্য ভূষিত করেন। গতকালের সভায় ৭২টি বিভিন্ন শ্রমিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে মাল্যভূষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে মাল্য ভূষণে অনেক সময় ব্যয়ের কথা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলির নাম পাঠ করে শোনানো হয়। শেখ সাহেব তার দলীয় নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, জনসাধারণ চায় ৬-দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হোক যাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি সরকারকে বলেন যে, উপরোক্ত দাবী মেনে নিলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে। তিনি বলেন জনসাধারণ কি চায়, তা আমরা নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রমাণ করে দেব।

তিনি জনসাধারণকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। গোলটেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম দেশের সমস্যাবলী সমাধানের ঐকান্তিক ইচ্ছে নিয়ে সবাই কাজ করবেন। কারণ, এভাবে যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না সে সম্পর্কে সবাই মতৈক্যে পৌঁছেছিলেন।'

তিনি বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সব সমস্যার কথা চিন্তা করে যে সব দাবী পেশ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে প্রায় ২টি মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে তা আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন।

শেখ সাহেব ৬-দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে বলেন, এটা স্বায়ত্তশাসনের দাবী ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বর্হিবিশ্বে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানানো হয়েছিল, কিন্তু সরকার তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করলেন।

তিনি বলেন, এই ৬-দফায় পশ্চিম পাকিস্তানকেও একই রকম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি ৬ দফার সমর্থনে অনুষ্ঠিত ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের হরতাল এবং বিভিন্ন স্থানে গুলি বর্ষণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন জনাব মোনেম খানের শাসনমহলে সরকারী হিসেবেই পুলিশের গুলীতে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা বেসরকারী হিসেবে কত তা যদি কোনদিন সম্ভব হয় তাহলে কবরে সন্ধান করে দেখিয়ে দেওয়া হবে। কত লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

তিনি বলেন পাকিস্তানী জনগণকে হত্যা করার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়নি। তিনি গ্রামীণ সমস্যাবলীর কথা উল্লেখ করে বলেন, গ্রামে আজ কোন আনন্দ নেই। কারণ কৃষকের ঘরে খাবার নেই। করের ওপর কর চাপিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর আমরা কিছুই পাইনি যারা পাওয়ার তারাই পেয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, তারা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির কর মওকুফ করারও দাবি জানিয়ে এসেছেন। শিল্পপতিদের ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয়, এ সময় তার আয় কর কাঁন্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও করে থাকেন কিন্তু কৃষকদের কর মওকুফের কোন ব্যবস্থাই করা হয় না।

নির্বাচন প্রসঙ্গে

নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একদল লোক ইদানিং বড় বড় কথা বলছেন। নির্বাচনে যারা অংশ গ্রহণ করবে, তাদের মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সংগ্রামের সময় এসব লোকের দেখা পাওয়া যায় নি। এসব লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "জনাব, নিজের শক্তি জেনেই কথা বলুন।"

শিল্পপতিদের প্রতি আহ্বান

শেখ সাহেব শিল্পপতিদের প্রতি শ্রমিকদের জন্য বেতন বোর্ড গঠনের আহ্বান জানান। তিনি তাদের নিশ্চিন্ত মনে যথারীতি কল-কারখানা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নীতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবী ন্যায়সঙ্গত।

তিনি শিল্পপতিদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আহ্বান দিয়ে বলেন, আপনাদের কোন ভয় নেই কাজ করে যান কল কারখানা চালু রাখুন।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বর্তমান গণআন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য কুচক্রীদল হিন্দু-মুসলমান ও বাঙ্গালী বিহারীর মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এই অপচেষ্টার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এর ফলে দেশে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে তার সুযোগে কেউ কেউ কামান বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে পড়বে।

তিনি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি কুচক্রী মহলের এই প্রচেষ্টাকে 'মস্তখেলা' বলে অভিহিত করেন।

প্রগতিশীল ও ধার্মিক

তিনি বলেন যে, একদল প্রগতিবাদী হ'য়েছেন, আর একদল ধর্মের নামে রাজনীতি করেছেন। জনসাধারণ এদের চিনে রাখছেন।

তিনি বলেন, কৃষক শ্রমিকদের উপর দীর্ঘ দিন ধরে যে অনাচার অবিচার হয়েছে, একদিনে তাদের জন্য বেহেশত এনে দেওয়া যাবে না। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাতে হবে–তবে এ সংগ্রাম হবে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক।

তিনি তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, এই দাবী না আদায় হওয়া পর্যন্ত তাঁর দিন আর রাতের আরাম তিনি হারাম করবেন।

বক্তৃতা শেষে তিনি নিজে শ্লোগানের নেতৃত্ব দিয়ে বলেন, সংগ্রাম সংগ্রাম বিশাল জনতা কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে বলে উঠে–চলবেই চলবে।

শেখ মুজিব বক্তৃতা দিতে উঠতেই মুহমুর্হু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ, ৬-দফা জিন্দাবাদ, ১১ দফা জিন্দাবাদ, প্রভৃতি ধ্বনি দেওয়া হতে থাকে।

প্রথমে আদমজীনগর সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবের হাতে ৬-দফার প্রতীক হিসেবে ৬টি পায়রা দেওয়া হয়। তিনি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেগুলিকে আকাশে উড়িয়ে দেন।

ঢাকা হইতে আদমজী নগর পর্য্যন্ত পথে বহু স্থান স্থানীয় জনতা জমা হয়ে তাকে স্বাগত জানান। ডেমরা শিল্প এলাকায় পৌঁছানোর পর শ্রমিকদের

কয়েকটি মিছিলের সঙ্গে শেখ সাহেবের জীপ, ট্রাক ও মোটরের মিছিলটি মিশে যায়। তারপর সম্ভুক গতিতে মিছিলটি আদমজীনগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ডেমরা শিল্পএলাকা থেকে আদমজীনগর পর্যন্ত মোট ৬টি তোরণ নির্মিত হয়েছে। প্রথমটি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্মরণে দ্বিতীয়টি শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানে, তৃতীয়, চতুর্থ ও ৫ম তোরণগুলি যথাক্রমে শহীদ আসাদুজ্জামান, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও আদমজীর বীর শ্রমিকের স্মরণে নির্মিত হয়। শেষ তোরণটি শেখ মুজিবের নামেই নির্মিত হয়।

জনসভায় প্রারম্ভে গোদনাইল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি সূর্য পদক, ছিদ্দিরগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ৬ দফার প্রতীক হিসেবে ৬টি তরফা চিহ্নিত স্বর্নপদক ও আদমজী জুটমিল শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি রৌপ্য নির্মিত তলোয়ার প্রিয় নেতাকে উপহার দেওয়া হয়।

Pakistan Observer
23rd March 1969
Sheikh affirms faith in people

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman declared in Dacca on Saturday that he was ready to face any eventualities for the cause of the people, reports PPI.

He was addressing a largely attended public meeting at Malibagh in the afternoon after formally inaugurating the office of the Rajarbagh Union Awami League there.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had been jailed for several occasions and had faced a large number of political cases including the so-called conspiracy case.

He said that no oppression and suppression could suppress his determination to fight for the realisation of people's rights.

Pointing out to a recent remark by a political leader that the demands of East Pakistan could not be materialised at the Round Table Conference due to the arrogant attitude of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief said that if he had any arrogance it was for the cause of the people.

He said that these leaders were ready to negotiate the demands of the people only to be come ministers.

Press statement

He advised them not to take recourse to press statement but to face the people.

The Awami League chief reminded the people that two sections of interested agents– one extreme reactionary and the other so called progressive elements-were trying to help the unholy power, and called upon all sections of people to guard against them so that the causes of the people were not jeopardised.

The Awami League chief said that the people of Pakistan particularly the East Pakistanis were fighting for attaining their civil liberties for the last 22 years. He said that the people demanded the democracy and other civil liberties, the labour wanted proper wages and the students better education in return, they received bullets which were purchased by the peoples money realised through taxes, he said.

দৈনিক পয়গাম

২৩শে মার্চ ১৯৬৯

সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা : পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে বদ্ধপরিকর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দীর্ঘ দিনের শোষণের অবসান ঘটাইয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর। গতকল্য (শনিবার) রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মালিবাগ চৌরাস্তায় আয়োজিত এক বিরাট সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সভার শুরুতে কোরান তেলওয়াতের পর সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করেন।

শেখ মুজিব ভাষণদানের জন্য মাইকের সামনে দণ্ডায়মান হইলে উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতা অগ্নিপুরুষ শেখ মুজিব জিন্দাবাদ "আমার নেতা-তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব" ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তোলে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বলেন, যাহারা এ দেশের মানুষের জন্য এ দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য–পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের আজ স্মরণ করি।

পূর্বাহ্নে রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মহিউল ইসলাম চৌধুরী (কার্জন) মানপত্র পাঠ করেন। শেখ মুজিব সভাস্থলে পৌছিলে আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্র ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাহাকে বিপুলভাবে মাল্য ভূষিত করা হয়।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব বাংলার জনগণ মানুষের মত বাঁচিতে চায়, ছাত্ররা চায় সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা, কৃষক-শ্রমিক চায় তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কিন্তু বিনিময়ে তাহারা পাইয়াছে গুলী–যে গুলী এদেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়া ক্রয় করা হয়।

বেঈমানী করিব না

শেখ মুজিব উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আপনারা আমার প্রতি যে স্নেহ, যে মমতা দেখাইতেছেন, উহার সাথে আর কেহ বেঈমানী করিলেও শেখ মুজিব কোন দিনই বেঈমানী করিবেন না।

তিনি জনসাধারণের উদ্দেশে বলেন যে, আমাদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে–তবে সেই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণভাবে চালাইতে হইবে।

সতর্কবাণী

জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন, দেশের এক শ্রেণীর লোক যাঁহারা আন্দোলনের সময় আগাইয়া আসেন নাই, তাঁহারা আজ আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, একদল অতি প্রগতিবাদী ও অপর একদল ধর্মের নামে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য শেখ মুজিব জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের দরদ রহিয়াছে–

শেখ মুজিব বলেন, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সহিত আমাদের কোন সংঘাত নাই। তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের দরদ রহিয়াছে।

তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী

শেখ মুজিব তাহার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যদানের জন্য গঠিত সাহায্য তহবিলের টাকা-পয়সা আসিয়া পৌছিতেছে, পক্ষান্তরে তিনি সার্জেন্ট জহুরুল হক, ডাঃ শামসুজ্জোহা, মনু মিয়া ও অন্যান্যের হত্যার কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য অতি সত্বর তদন্ত কমিটি গঠন করিতে সরকারের প্রতি দাবী জানান।

মন্ত্রী হইতে চাই না

শেখ মুজিব বলেন, মন্ত্রী হওয়া অপেক্ষা কারাগারের 'সেল' আমার কাছে প্রিয়। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ আমাকে ভালবাসে–তাহাদের স্নেহ-ভালবাসা আমার মনে শক্তি সঞ্চার করে।

যাহারা আচকান-পাজামা পরিধান করিয়া মন্ত্রী হওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন, তাহাদের হুশিয়ার করিয়া দিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, এখন বাংলার মানুষ গুলী খাইতে শিখিয়াছে। কাজেই বাংলার জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে কাহাকেও তাহারা ক্ষমা করিবে না।

তিনি বলেন, দেশবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া ও অধিকারের প্রতি যাহাদের দরদ নাই, তাহারা কোনদিনই এদেশের মাটিতে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। তিনি গভর্ণর মোনয়েমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাকেও এদেশের মাটি ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার সোনার মাটিতে যেমন সোনার ফসল ফলে তেমনি পরগাছারও জন্ম হয়।

শেখ মুজিব বলেন, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশে যেমন মীরজাফরের জন্ম হইয়াছিল তেমনি জন্ম হইয়াছিল সিরাজ, মোহন লালের।

আমি একগুঁয়ে, তবে–

গোলটেবিল বৈঠকে একগুঁয়েমি সম্পর্কে জনৈক পিডিএম নেতা কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, ইহা সত্য যে, আমি একগুঁয়ে। তবে জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আমার একগুঁয়েমি নহে। আমার একগুঁয়েমি জনগণের দাবী আদায়ের জন্য, তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য। শেখ মুজিব সেই পিডিএম নেতার উল্লেখ করিয়া বলেন, "এই নেতাই মন্ত্রী হওয়ার আশায় রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিয়াছিলেন।"

আওয়ামী লীগ গঠনের আহ্বান

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ভাল ভাল কর্মীদের সমবায়ে প্রতি ওয়ার্ডে শক্তিশালী আওয়ামী লীগ কমিটি গঠনের আহ্বান জানান।

মালীবাগ শহীদ মিনারে

শেখ মুজিবুর রহমান সম্বর্ধনা সভায় আগমনের পূর্বে সাম্প্রতিক আন্দোলনে মালীবাগ এলাকায় নিহত শহীদদের স্মৃতিমিনারে গমন করেন ও পুষ্পস্তবক অপর্ণ করেন। তিনি শহীদানের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে মার্চ ১৯৬৯

গোল টেবিল প্রসঙ্গ : শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে মাহমুদ আলী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পিডিএম-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মাহমুদ আলী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পর গতকল্য (শনিবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব মাহমুদ আলী স্বায়ত্তশাসন ও প্রতিনিধিত্বের দাবী অর্জনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ উত্থাপন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, লক্ষ্য করার বিষয় যে, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইবার পর পাঞ্জাবী আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত জনাব জেড, এইচ, সুলেরী পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় শেখ মুজিবকে "পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নেতা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর ডাক যখন ক্ষমতা ভাগাভাগি ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন বিবেচনা করিতেছিল, তখন এই সুলেরী সাহেবই তাঁহার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখিয়াছিলেন, "কে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা বলিবে?"

মাহমুদ আলী বলেন, প্রেস ট্রাষ্টের মালিকানাধীন করাচীর একটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান ও মিয়া দওলতানার সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ইউসুফ হারুনকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করেন। একথা ঠিক যে শেখ সাহেব, জনাব ইউসুফ হারুন অন্তত একবার প্রেসিডেন্টের সহিত একত্রে সাক্ষাৎ করেন।

জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, শেখ সাহেব ও মিয়া দওলতানা তথা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত কতখানি মতৈক্য হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই, তবে করাচীর পত্র পত্রিকার পূর্ণ পৃষ্ঠা শিরোনামায় খবর প্রকাশ করা হয় যে, ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ), দওলতানার কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও শেখ মুজিবরের মধ্যে শীঘ্রই একটি নির্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে।

Pakistan Observer

25th March 1969

Mujib submits amendments to constitution

ISLAMABAD, Mar, 24:–Sheikh Mujibur Rahman, President of the Six-Point Awami League, has submitted a draft of constitutional amendments to President Ayub, Mr. A. H. M. Kamruzzaman, General Secretary of the Party, told a news conference here today, reports APP.

The draft, which runs into 56 foolscap typed pages envisages a federal parliamentary system with regional autonomy based on the Six-Point programme of the Awami League and Eleven-Point demand of East Pakistan Students Action Committee.

Mr. A. H. M. Kamruzzaman, who is also an MNA, said a bill containing the amendments would be moved as a private member's bill in the forth coming session of the National Assembly.

He said that he had already submitted the draft bill to the Secretary of the National Assembly. Besides himself, it stood in the name of Mr. Muzanur Rahman Choudhury Prof. Yusuf Ali and Mr. A. B. M Nurul Islam.

Mr. Kamruzzaman said the copy of the draft amendments was submitted to President Ayub yesterday through Mr. Abdul Qayuum, Joint Secretary to the President's Secretariat.

The draft bill envisages a federation of two states the state of East Pakistan and the state of West Pakistan, the latter being a sub-federation comprising the provinces of Punjab, NWFP. Sind, Baluchistan.

The representation in the Federal legislature would be on the basis of population. The voting age would be eighteen years. Constitution would be amended by a simple majority. Federal capital would be located at Dacca and the seat of legislature would be at Islamabad. The seat of the Supreme Court would be located at Dacca. The Federal subjects would be defence, foreign affairs, currency, public debts of federation and matters pertaining to the remuneration of speakers, deputy speakers, members of the federal legislature and of the Supreme Court judges. Residuary power would be with the provinces. There would be one State Bank and two regional reserve banks for the two states.

Dawn

25th March 1969

E. Pakistanis desire end of exploitation : Mujib scants peaceful struggle for demands

DACCA, March 24: Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League leader, said here the people of East Pakistan want the end of the exploitations and the realization of their legitimate demands including that of the regional autonomy.

During the last 21 years the people of the province were subjected to various exploitations, the Awami League leader told a meeting after opening the Awami League Rajarbagh Union office.

Sheikh Mujib renewed his appeal to the people to continue their peaceful struggle for the implementation of the six-point programme and students eleven-point demands for the achievement of the people's legitimate demands.

Sheikh Saheb said it was unfortunate that the bullets which were to be used to repulse foreign attack were used to stifle the voice of the people who were not allowed to ventilate their grievances.

As a result, he added, the Governor, Mr. Monem Khan had to leave his motherland unceremoniously to live in Islamabad. He advised Mr. Monem Khan not to try to come to East Pakistan.

He said it was true that Mir Jafar was born in Bengal, but it was equally true that Sirajuddaulla was also born in the same soil.

The people of the province would not tolerate any betrayal of their cause, he added.

Referring to a PDM leader's statement accusing Sheikh Mujib of standing in the way of realization of the people's demands at the Round Table Conference, the Awami League leader said it was true that he had refused, and that was not to betray the people's cause.

Sheikh Mujib said he had always refused to compromise on the cause of the people and this had resulted in his imprisonments several times. He said, he had preferred to suffer imprisonments to betraying the people's interest.

The Awami League leader said it was the same leader who had gone to Rawalpindi in the hope of becoming a minister. If "I had wanted to become a minister I could be one long before," he added.

Sheikh Mujib warned such leaders not to play with the interest of the people to meet their selfish ends, otherwise their fate would be like that of the Governor. Mr. Monem Khan, he added.

The Awami League leader accused a group of people of trying to mislead the people and create chaos and confusion with the object of inviting an evil force to frustrate the recent political movement.

He cautioned the people against the activities of the ultra progressives and the ultra-reactionary elements who were out to create chaos and confusion in the country.–APP.

Morning News
25th March 1969
Mujib visits affected areas

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman, last evening visited the nor'wester affected areas of Rampura, Nakhalpara and other parts of the city, reports PPI.

He also visited the Dacca Medical College Hospital. Later in a statement, Sheikh Mujibur Rahman expressed his deep sympathy with the victims of the nor'wester.

Sheikh Mujib also appealed to the well-to-do people to come forward to the aid of the victims.

Morning News
25th March 1969
Mujib's amendment of constitution: Draft for Ayub

ISLAMABAD, March 24 (APP): Sheikh Mujibur Rahman President of the Six-Point Awami League, has submitted a draft of constitutional amendments to President Ayub, Mr. A. H. M. Kamarur Zaman, General Secretary of the party, told a news conference here today.

The draft, which runs into 56 foolscape typed pages envisages a federal parliamentary system with regional autonomy based on the six-point programme of the Awami League and 11-point demand of East Pakistan Students Action Committee.

Mr. A. H. M. Kamaruzzaman, who is also an MNA, said a bill containing the amendments would be moved as a private member's bill in the forthcoming session of the National Assembly.

He said that he had already submitted the draft bill to the Secretary of the National Assembly. Besides himself, It stood it the name of Mr. Mizanur Rahman Choudhury, Prof. Yusuf Ali and Mr. A. B. M. Nurul Islam.

Mr. Kamaruzzaman said the copy of the draft amendments was submitted to President Ayub yesterday through Mr. Abdul Qayuum, Joint Secretary to the President's Secretariat.

The draft bill envisages a federation of two states–the State of East Pakistan and the State of West Pakistan, the latter being a sub-federation comprising the provinces of Punjab NWFP, Sind, and Baluchistan.

The representation in the Federal Legislature would be on the basis of population. The voting age would be 18 years. Constitution would be amended by simple majority. Federal capital would be located at Dacca and the seat of Legislature would be at Islamabad. The seat of the Supreme Court would be located at Dacca. The federal subjects would be defence, foreign affairs, currency, public debts of federation, and matters pertaining to the remuneration of Speakers, Deputy Speakers, members of the Federal Legislature and of the Supreme Court Judges Residuary powers would be with the provinces. There would be one State Bank and two Regional Reserve Banks for the two states.

Morning News
25th March 1969
Mujib & others visit tornado affected areas

Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman accompanied by other Awami League leaders yesterday afternoon visited the tornado affected areas of Tarabo, Demra, Rampura, Bashabu and a part of Mutail, reports PPI.

The Awami League leaders distributed foodstuffs to the tornado victims.

Sheikh Mujibur Rahman launched a rescue operation with his party workers at Demra, the area, worst affected.

He personally supervised the rescue and relief operation since early in the morning.

Mr. Mahmud Ali, of PDM, Khwaja Khairuddin, former MNA Mr. Mahmudunnabi Chowdhury, former Provincial Minister Mr. Sultan Ahmed, former MPA and Mr. Nurullah yesterday visited the tornado affected areas of Dacca city and Demra.

দৈনিক পাকিস্তান
২৫শে মার্চ ১৯৬৯
বুধবার শেখ মুজিবের গণসংযোগ সফর শুরু

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৬শে মার্চ (বুধবার) থেকে প্রদেশব্যাপী গণসংযোগ সফর শুরু করবেন বলে পিপিআই এর খবরে প্রকাশ।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি লাভের পর এটাই হবে তাঁর প্রথম গণসংযোগ সফর। শেখ সাহেব বুধবার সকাল ৯টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনযোগে ঢাকা ত্যাগ করবেন এবং পথিমধ্যে আড়িখোলা ঘোড়াশাল, মেথিকান্দা, ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কুমিল্লা, লাকসাম ও ফেনী রেলওয়ে স্টেশনে জনসমাবেশে বক্তৃতা করবেন। তিনি ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম পৌঁছবেন এবং পরদিন লালদিঘি ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

ঢাকা ফেরার পথে ৩০শে মার্চ (রোববার) শেখ সাহেব মাইজী কোর্টে এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। তিনি ১লা এপ্রিল ঢাকায় ফিরে আসছেন এবং ২রা এপ্রিল দ্রুতযান এক্সপ্রেস যোগে আবার ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবেন। তিনি ঐদিন বিকালে সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। তার পরদিন ৩রা এপ্রিল তিনি ঢাকা ফিরে আসবেন।

শেখ সাহেবের সফরকালে তাঁর সাথে থাকবেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও তাঁর দলীয় কিছু সদস্য ও কর্মী ছাড়াও একদল সাংবাদিক।

রাজশাহী, পাবনা, কুস্টিয়া, খুলনা ও বরিশালে তাঁর সফর সূচী খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৯

মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব প্রসঙ্গে–

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে স্বগৃহে অন্তরীণ ও ন্যাপনেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া কোন একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা কর্তৃক যে সংবাদ পরিবেশিত ও কোন কোন বেতারে প্রচারিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার ঢাকাস্থ বাসভবনে এবং মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের গতি-বিধির উপরও কোন নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হয় নাই।

আজাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৯

১৫ই এপ্রিল শেখ মুজিবরের রিভিশন মামলার শুনানী হইবে

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল।–ঢাকা হাইকোর্ট ১৫ই এপ্রিল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত একটি ফৌজদারী রিভিশন মামলা শ্রবণ করিবেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ্চ পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এই অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি মামলার ফলাফলের প্রেক্ষিতে বর্ত্তমান রিভিশন মামলাটির কারণ উদ্‌ভব হইয়াছে।

উক্ত মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৪৭ (৫) ধারা বলে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। পরে সেসনকোর্টে এই দণ্ড হ্রাস করিয়া আট মাস সাব্যস্ত করেন। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৯

অসহায় মানুষের এই দুর্দশা বর্ণনার ভাষা নাই : শেখ মুজিব কর্তৃক সকল মহলের প্রতি সাহায্যের আবেদন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঘূর্ণি দুর্গত মানবতার সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য শেখ মুজিবর রহমান জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানাইয়াছেন।

গতকাল (সোমবার) ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিবর রহমান ডেমরা, নাখালপাড়া, রামপুরা, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য ঘূর্ণি বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও দুর্গত মানুষের চরম দুরবস্থার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন, চক্ষে না দেখিলে অসহায় মানুষের এই দুর্দশা বর্ণনা করা যায় না। তিনি বলেন, সহস্রাধিক ব্যক্তি এই ঘূর্ণিঝড়ে হতাহত হইয়াছে এবং হাজার হাজার লোক গৃহ ও সহায়-সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান জানান, এই অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য অপরিহার্য। তিনি জনসাধারণকে ঘূর্ণি দুর্গতদের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহ্বান জানান। শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণি দুর্গতদের পর্যাপ্ত সাহায্য দানের জন্য সরকারের প্রতিও অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৯

মেডিক্যাল কলেজে শেখ মুজিব

ঢাকা, ১৪ই এপ্রিল।– পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ঘূর্ণিঝড়ে আহত ব্যক্তিদের অবস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি নাখালপাড়াসহ শহরের অপর কয়েকটি দুর্গত এলাকাও পরিদর্শন করেন। –এপিপি।

সংবাদ

১৫ই এপ্রিল ১৯৬৯

শেখ মুজিবের দুর্গত এলাকা সফর

ঢাকা, ১৪ই এপ্রিল (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত রামপুরা, নাখালপাড়া ও শহরের অন্যান্য এলাকা সফর করেন। ইহা ছাড়া ঝড়ে আহত ব্যক্তিদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও গমন করেন।

পরে এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জানান। ইহাছাড়া তিনি সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের প্রতি ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

আজাদ

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৯

দুর্গতদের মাঝে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল মঙ্গলবার সকাল ও অপরাহ্নে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া দুর্গত এলাকায় উদ্ধার কার্যে সাহায্য করেন।

তিনি গতকাল ডেমরা শিল্পাঞ্চল, তেজগাঁও, নাখালপাড়া, রাজপুরা, মাতাইল ও বাসাবো অঞ্চলে দুর্গত মানুষদের মধ্যে গুড়-মুড়ি, চিড়া বিতরণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি হতাহতদের উদ্ধার কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং উপদ্রুত এলাকায় আর্ত্তের সেবায় আগাইয়া আসিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

ইহাছাড়া গতকাল অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব মাহমুদ আলী, পীর মোহসেন উদ্দীন, খাজা খয়ের উদ্দীন, মওলানা আবদুর রহিম, সৈয়দ

আলতাফ হোসেন ও জনাব আবদুল হালিমও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিভিন্ন দুর্গত এলাকায় শেখ মুজিবকে অধিবাসীগণ ঘিরিয়া ধরে। ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য যে, গত সোমবার দিবাগত রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড়ে হতাহতদের দেখিবার জন্য ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া ছিলেন।

Pakistan Observer

16th April 1969

Sk. Mujib visits affected areas

Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman accompanied by other Awami League leaders on Tuesday afternoon visited the tornado affected areas of Tarabo, Demra, Rampura, Bashabo and a part of Mautail, reports PPI. The Awami League leaders distributed foodstuff and clothes to the tornado victims.

আজাদ

১৭ই এপ্রিল ১৯৬৯

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আবেদন : ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঢাকা ও কুমিল্লার দুর্গতদের সাহায্য করুন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত পহেলা বৈশাখের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঢাকা ও কুমিল্লার দুঃস্থ, শ্রমিক-কৃষকদের আশু পূনর্ব্বাসন ও আশ্রয়ের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে সাহায্যদানে আগাইয়া আসিবার জন্য নেতৃবর্গ পাকিস্তানের উভয় অংশের দেসবাসীর নিকট গতকাল বুধবার আবেদন জানাইয়াছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, পুর্ব্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা আতাউর রহমান খান এবং সাধারণ জনাব তোয়াহা সহ পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যাপের (ভাসানীপন্থী) নেতৃবর্গ গতকালও ঢাকার বিভিন্ন ঘুর্ণিবাত্যা দুর্গত এলাকা সফর করেন।

নেতৃবর্গ দুর্গত নাগরিকদের পর্য্যাপ্ত সাহায্যদান করিতে আগাইয়া আসিবার জন্য দলীয় কর্মী, জনসাধারণ ও সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান দুর্গত এলাকায় সাহায্য শিবির স্থাপনের সম্ভাব্য সকল প্রকারের সাহায্য দানের জন্য তাহার দলীয় কর্মীদের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাহার নির্দ্দেশে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আমেনা বেগম সাহায্যের কার্য্য পরিচালনার জন্যে কুমিল্লায় যাত্রা করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ কর্ত্তৃক ইতিমধ্যে স্থাপিত ডেমরা ও তারাবো সাহয্য শিবিরে কাজ চলিতেছে। সাহায্যসামগ্রী সহকারে আওয়ামী লীগ কর্ম্মীগণ কুমিল্লায় দুর্গত এলাকায় যাত্রা করিয়াছেন।

আতাউর রহমান খান

পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা ও পূর্ব্ব পাকিস্তান রিলিফ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউর রহমান খান সদলবলে ডেমরা ও অন্যান্য দুর্গত এলাকা সফর শেষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সোমবারের ঘুর্ণিবাত্যা দুর্গতদের জন্য একক ও সমন্বিতভাবে সাহায্য করিবার জন্য সরকার ও দেশপ্রেমিক দানশীল ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

কনভেনশন লীগ

পুর্ব্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগ ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় আজ হইতে কাজ শুরু করিবে বলে জানা গিয়াছে। কনভেনশন নেতৃবর্গ ইতিমধ্যে দুর্গত এলাকা সফর করেন এবং সাহায্যের জন্য চাউল, আটা ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন।

শেখ মুজিবের ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা সফর

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমান তেজগা, নাকালপাড়া, তীর মোহনী, নন্দীপাড়া, বেড়াদিয়া, রামপুরাসহ আরও কয়েকটি ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি সাথে করিয়া চাউল, আটা, লবণ, রুটি, ডাল, চিড়া, গুড়, কাপড়, কেরোসিন তেল, হারিকেন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সাহায্যসামগ্রী লইয়া যান এবং তাহা দুর্গতদের বিতরণ করেন। ইহাছাড়া নগদ অর্থ দ্বারাও তিনি সাহায্য করিয়াছেন।

গতকাল তিনি ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকাসমূহ পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন স্থানে দুর্গতদের সান্তনা দেন এবং তাহাদের সাহায্যে ও ত্রাণকার্য্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া দিয়া আসেন।

আজ বৃহস্পতিবার জনাব শেখ মুজিবর রহমান তীর মোহনী, বেড়াদিয়া, নন্দীপাড়া, শেখের জায়গা, মাদারট্যাগ, রামপুরা, নাজিরাবাদসহ আরও কতিপয় অঞ্চলে যাইবেন।

আজাদ

১৮ই এপ্রিল ১৯৬৯

ঢাকা-কুমিল্লার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় : আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাকর্ম্মীদের সাহায্য ও সেবাকার্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত সোমবারের কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা ও কুমিল্লার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার দুস্থ শ্রমিক, কৃষক ও নাগরিকদের মধ্যে আওয়ামী লীগের (ছয় দফা) বিভিন্ন শাখার স্বেচ্ছাকর্ম্মিগণ সাহায্যদান করিতেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাকর্ম্মীরা পুরাতন ও নতুন কাপড়, আটা, আলু, রুটি, শাড়ী, লুঙ্গি, হ্যারিকেন ও চিনিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া দুর্গত এলাকায় গমন করেন।

শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সাহায্য দ্রব্য ও স্বেচ্ছাকর্মী লইয়া মগবাজার ও মেরাদিয়াতে দুস্থতের মধ্যে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

গতকাল সকালে আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগমের নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাকর্ম্মী দল বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রী সহ কুমিল্লার মুরাদনগর এলাকায় এবং অপর একটি দল পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে হোমনা থানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অপর দুইটি স্বেচ্ছাকর্ম্মী দল তেজগাঁও এবং নাখালপাড়ায় সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করেন। উক্ত স্বেচ্ছাকর্ম্মী দল যে সমস্ত সাহায্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কাপড়, লবণ, হ্যারিকেন, লুঙ্গি, গেঞ্জী, রশি, লোহার তার, বিস্কুট, চিনি, রুটি ও চিড়া উল্লেখযোগ্য।

শেখ সাহেব রিলিফ দ্রব্য ও একটি স্বেচ্ছাসেবক দল লইয়া গতকাল ঘূর্ণি দুর্গত ত্রিমোহনীতে যাত্রা করিয়া ছিলেন। কিন্তু মেরাদিয়াতে সাহায্য দ্রব্য বিলি করার পর ত্রিমোহনীতে যাত্রার সময় কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে পতিত হন এবং বাধ্য হইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। তবে একটি স্বেচ্ছাসেবক দলকে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি আজ পুনরায় দুর্গত এলাকা সফর করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ই এপ্রিল ১৯৬৯

ঝড়ের কবলে শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে ঝড়ের কবলে পতিত হন। সোমবারের ঝড়ে মারাত্মকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত ত্রিমোহনীতে সাহায্য দ্রব্য লইয়া যাওয়ার পথে মেরাইদার শেষ প্রান্তে পৌঁছিলে ঝড় শুরু হয়। শেখ মুজিবর রহমান সদলবলে একটি ভাঙ্গা স্কুল ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্কুল ঘরে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ রিলিফ ক্যাম্পে আগত অগণিত মানুষও স্কুলে গৃহে আশ্রয় লয়। তবে ঝড়ের দাপট হইতে রক্ষা পাইলেও সকলেই সম্পূর্ণ ভিজিয়া যান। সোমবারের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল ঘরটি অবশ্য গতকালের ঝড়ের চাপ কোনক্রমে সামলাইয়া লয়। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আনোয়ার চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণ ছিলেন।

ঝড়ের পরে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া শেখ মুজিবর রহমান দুর্গত এলাকায় পুনরায় সাহায্য দ্রব্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

আজাদ

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৯

সাহায্য দ্রব্য লইয়া আজ শেখ মুজিব ত্রি মোহনী যাইবেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবারও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠান ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা এবং কুমিল্লার বাত্যাদুর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার বিধ্বস্ত বৈদ্যের বাজার থানার মদনপুর ও কাশিপুর এলাকা সফর করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ে আহত ও দুঃস্থদের মাঝে কাপড়, খাদ্যদ্রব্য ও নগদ টাকা-পয়সাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন। অদ্য শনিবার তিনি সাহায্যদ্রব্য লইয়া ত্রিমোহনী এলাকায় যাইবেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কুমিল্লা জেলার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকাসমূহে প্রায় চারি হাজার টাকার রিলিফ সামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে আজ শনিবার সকালে একটি স্বেচ্ছাসেবকদল মোটরযোগে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। উক্ত দলে ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও জামাল হায়দার থাকিবেন।

আজাদ

২১শে এপ্রিল ১৯৬৯

কুমিল্লার বিধ্বস্ত জনপদে : সাহায্য সামগ্রী বিতরণ শেষে মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কুমিল্লা জেলার ঘুর্ণিবিধ্বস্ত মুরাদনগর সফরান্তে গতকাল রবিবার রাত্রি সাড়ে এগারটার পর ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গতকাল সকালে তিনি কুমিল্লার ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় গমন করেন।

তিনি দুর্গত এলাকায় সাহায্যসামগ্রী, ঔষধপত্র, দুইজন চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং একদল স্বেচ্ছাসেবককে মুরাদ নগর এলাকায় সাহায্য কার্য্যে সহযোগিতা করার জন্য রাখিয়া আসিয়াছেন।

শেখ সাহেব এক ট্রাক আটা, চাউল, কেরাসিন তেল, হারিক্যান, কুপী, থালা, বাটি, গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম, গুড়, কাপড় প্রভৃতি সাহায্যসামগ্রী ও নগণ্য অর্থ মুরাদনগর চৌধুরী কান্দি, ভুবনগাও, পরনতলা, রবিনগর, দড়িকান্দি ধানগড়, আড়ালিয়া সহ আরও কতিপয় বিধ্বস্ত এলাকায় বিতরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, মুরাদনগর এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্ম্মীদের উদ্যোগে একটি সাহায্য শিবির স্থাপিত হইয়াছে।

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভুইয়ার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অপর একটি দল সাহায্যসামগ্রী লইয়া সড়কযোগে টাঙ্গাইল রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তাহারা টাঙ্গাইলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন এবং দুর্গত মানুষের মধ্যে সাহায্য দ্রব্য বিতরণ করিবেন। আজ সোমবার সকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সমাজ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান দুর্গত মানুষের জন্য সাহায্যসামগ্রীসহ পাবনা জেলার শাহজাদপুর রওয়ানা হইতেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করিয়া সাহায্য দ্রব্য বিতরণ করিবেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মনসুর আলীসহ পাবনা জেলার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনাব রহমানের সহিত শাহজাদপুরে মিলিত হইবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে এপ্রিল ১৯৬৯

রিলিফ সামগ্রী নিয়ে শেখ মুজিব মুরাদনগর গেছেন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রোববার সকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিয়ে রিলিফ সামগ্রী বোঝাই একটি ট্রাক এবং

চিকিৎসকের একটি দল ও ঔষধপত্রসহ গাড়ীযোগে কুমিল্লার টর্নোডো বিধ্বস্ত মুরাদনগরে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সাহায্য শিবিরের মাধ্যমে দুর্গতদের মধ্যে রিলিফ দ্রব্যাদি বিতরণ তদারক করবেন।

নেতা ও কর্মীদের আর একটি দল আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভুঁয়া ও এম এ মান্নানের নেতৃত্বে রিলিফ সামগ্রী নিয়ে টাঙ্গাইলে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় রওয়ানা হয়ে গেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান আজ সোমবার সকালে রিলিফ সামগ্রী নিয়ে পাবনার শাহজাদপুর রওয়ানা হয়ে যাচ্ছেন।

আজাদ

২২শে এপ্রিল ১৯৬৯

দুর্গতদের সেবাকার্য্য অব্যাহত রাখার জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত রবিবার কুমিল্লা জেলার ঘূর্ণিবিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল মুরাদনগরসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সময় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্র, বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ সংস্থাসহ সকল সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতি দর্গত মানুষের সেবাকার্য্য অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

শেখ সাহেব গত রবিবার মুরাদনগর, ভুবনগড়, রামগড় মধ্যকবিসপুর হীরারকান্দি সহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পায়ে হাঁটিয়া সফর করেন এবং ঘুর্ণিবিধ্বস্ত নাগরিকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের অবস্থার কথা অবগত হয়। বিভিন্ন সাহায্য শিবির পরিদর্শন করিবার সময় তিনি দুর্গতদের সান্তনা দিয়া সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন।

ঢাকা হইতে কুমিল্লা যাইবার পথে চন্দনবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, ময়নামতি প্রভৃতি স্থানসহ আরও কতিপয় এলাকার জনসাধারণ তাহাকে বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলে আর্ত্তের সেবায় আগাইয়া আসার আহ্বান জানান।

মুরাদনগরের একস্থানে সাহায্যসামগ্রী বিতরণের সময় প্রায় ৬০ বছরের জনৈক বৃদ্ধা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। শেখ সাহেব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সান্তনা দেন। মনবল হারাইয়া না ফেলার জন্য তিনি তাহার প্রতি অনুরোধ করেন।

গত রবিবার বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকায় তিনি সাহায্যসামগ্রী বিতরণ করিয়াছেন। ইহাছাড়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য তিনি বার শত বাশ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন।

সংবাদ

২২শে এপ্রিল ১৯৬৯

শেখ মুজিবের কুমিল্লার দুর্গত এলাকায় গমন

ঢাকা, ২০শে এপ্রিল (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ সকালে রিলিফ দ্রব্যাদি লইয়া কুমিল্লা গিয়াছেন। তিনি ঘূর্ণি দুর্গত মুরাদনগর থানার ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে এইসব রিলিফ দ্রব্য বিতরণ করিবেন। তাঁহার সহিত ডাক্তার এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি দলও রহিয়াছে।

আজাদ

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৯

রিলিফ দ্রব্যসহ অদ্য শেখ মুজিবের নোয়াখালী যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নোয়াখালীর ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা সফরের জন্য আজ বুধবার সকালে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। দুর্গতদের মধ্যে সাহায্য বিতরণের জন্য তাহার সহিত ঢাকা হইতে আওয়ামী লীগের একদল স্বেচ্ছাসেবক যাইবেন।

নোয়াখালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শেখ ছাহেব পাবনার শাজাদপুর ও কুমিল্লার হোমনা সফর করিবেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনি রিলিফ সামগ্রীসহ একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া টাঙ্গাইলের ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় গমন করেন।

তিনি টাঙ্গাইলের ভাতকুরা, ক্ষুদিরামাপুর, করোটিয়া প্রভৃতি ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় দুর্গতদের মধ্যে শাড়ী, কাপড়, লুঙ্গি, কেরোসিন তেল, থালা-বাটি, গ্লাস, আটা, বিস্কুট, হারিক্যান, কুপী জালা ও গৃহ নির্ম্মাণের সরঞ্জামাদি বিতরণ করেন। জনাব শেখ সাহেব ক্ষতিগ্রস্ত করোটিয়া কলেজ ও স্কুল পরিদর্শনের পর করোটিয়া বাজার, ভাতকুরা ও টাঙ্গাইলে তিনটি রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করেন। ইহা ছাড়া আওয়ামী লীগ ও ছাত্র কর্ম্মীদের দ্বারা তিনি জয়দেবপুর ও কালিয়াকৈর এলাকায় আরও দুইটি রিলিফ ক্যাম্প চালু করিয়াছেন এবং উক্ত অঞ্চলসমূহের দুর্গতদের রিলিফ সামগ্রী দানের ব্যবস্থা করেন। টাঙ্গাইলে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের সহিত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব কামরুজ্জামানসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা গমন করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৯

নোয়াখালীর দুর্গত অঞ্চলে শেখ মুজিব

(পয়গাম-এর ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

নোয়াখালী, ২৩শে এপ্রিল।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অদ্য নোয়াখালী জেলার ঘূর্ণি উপদ্রুত সেনবাগ ও বেগমগঞ্জ থানা সফর করেন। আম্বরনগর, আরগুনটোলা, লতিফপুর, ছোট হোসেন পুর, রাজগঞ্জ ও কাজির হাটের ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি দুর্গত জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার দলের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দান করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার সাথে করিয়া একট্রাক সাহায্যদ্রব্য লইয়া এখানে আগমন করেন। দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়। আহতদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য শেখ মুজিবর রহমান সদর হাসপাতালেও গমন করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৯

দুর্গতদের গৃহ নির্মাণ সামগ্রী দিন ঃ মুজিব

টর্নেডো দুর্গত জনসাধারণকে গৃহনির্মাণ সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করার জন্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আহ্বান জানিয়েছেন বলে পিপিআই-এর খবরে প্রকাশ।

উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি দুর্গত জনসাধারণের খাজনা ট্যাক্স মওকুফ ও তাদের জন্যে বিনামূল্যে রেশনের ব্যবস্থা করারও আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৯

উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে শেখ মুজিবের বিবৃতি ঃ ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ সরঞ্জাম প্রদানের আহ্বান

ঢাকা, ২৩শে এপ্রিল (পিপিআই)– আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রদের গৃহ নির্মাণ সরঞ্জাম প্রদানের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। প্রদেশের উপদ্রুত এলাকাসমূহ সফরের পর সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির দরিদ্রদের বিনামূল্যে রেশন এবং অন্যান্যদের সংশোধিত রেশন প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণিঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের খাজনা ও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান। তিনি ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পূনর্নির্মাণে উদার হস্তে অর্থ মঞ্জুর এবং ছাত্রদের বই পুস্তক ক্রয়ে সাহায্য প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক পয়গাম

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৯

অদ্য শেখ মুজিবের হোমনা যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান নোয়াখালী জেলার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা সফর করিয়া গত বুধবার রাত্রে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। সফরকালে শেখ সাহেব বেগমগঞ্জ, সেনপুর, একলাশপুর, রাজগঞ্জসহ কয়েকটি এলাকার দুর্গতদের মধ্যে রিলিফ দ্রব্য বিতরণ করেন। তিনি অদ্য (শুক্রবার) কুমিল্লা জেলার হোমনা থানা পরিদর্শনের জন্য ঢাকা ত্যাগ করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬শে এপ্রিল ১৯৬৯

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণিবিধ্বস্ত কুমিল্লা জেলার হোমনা থানায় ও ঢাকা জেলার কালিয়ারচর এলাকায় দুর্গতদের মধ্যে সাহায্যসামগ্রী বিতরণের পর গতকাল (শুক্রবার) গভীর রাত্রে ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শেখ সাহেব গতকাল সকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা ও কর্মী সমভিব্যাহারে একটি বিশেষ লঞ্চযোগে হোমনা গমন করেন। তিনি হোমনা থানার চন্দনপুর, তালতলা, শ্রীমদ্দি ও চরের পাও এবং কালিয়ারচরের দুর্গতদের মধ্যে কাপড়-চোপড়, হারিকেন ও নগদ টাকা বিতরণ করেন। এইসব এলাকায় নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে গত কয়েক দিন যাবৎ সাহায্যসামগ্রী বিলি হইতেছে।

আজাদ

২৭শে এপ্রিল ১৯৬৯

শেখ মুজিবের পাবনা ও রাজশাহী সফর বাতেল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের আজ রবিবার পাবনা ও রাজশাহী সফরসুচী বাতেল করা হইয়াছে। শেখ সাহেবের পাবনা ও রাজশাহীর ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা সফরের জন্য আজ ঢাকা ত্যাগ করিবার কথা ছিল। পাবনা ও রাজশাহী জেলার ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় সফরসুচী পরে জানান হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে এপ্রিল ১৯৬৯

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিব ও মোহন মিয়ার বৈঠক

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যায় পৃথকভাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও এনডিএফ নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীর (মোহন মিয়া) সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক দুইটি একযোগে দুই ঘন্টার বেশীকাল স্থায়ী হয়। –এপিপি

আজাদ

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯

৩০শে এপ্রিল শেখ মুজিবের পাবনা দুর্গত এলাকা সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাবনা জেলার ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা শাহজাদপুর পরিদর্শনের জন্য আগামী ৩০শে এপ্রিল সকালে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের মধ্যে শেখ সাহেব সাহায্যসামগ্রী বিতরণ করিবেন। শেখ সাহেবের সহিত জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর, জনাব আবদুল মোমেন, মিসেস আমেনা বেগম প্রমুখ নেতা পাবনা যাইবেন।

আজাদ

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শেরে বাংলার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল রবিবার শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে

আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ধরনের কর্ম্মসুচী গ্রহণ করে। গতকাল সকাল সাতটায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সহ নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মিগণ মরহুমের মাজার জেয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করেন। জনাব তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম শেখ সাহেবের সাথে ছিলেন।

সন্ধ্যা সাতটায় ১৫ নম্বর পুরানো পলটনে এক মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করা হয়। মিলাদ মহফিলে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নেতা এবং কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন।

আজাদ

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯

৩০শে এপ্রিল শেখ মুজিবের পাবনা দুর্গত এলাকা সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাবনা জেলার ঘুর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা শাহজাদপুর পরিদর্শনের জন্য আগামী ৩০শে এপ্রিল সকালে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের মধ্যে শেখ সাহেব সাহায্যসামগ্রী বিতরণ করিবেন। শেখ সাহেবের সহিত জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমেন, মিসেস আমেনা বেগম প্রমুখ নেতা পাবনা যাইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯

বুধবার শেখ মুজিবরের পাবনা যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম প্রমুখ সমভিব্যাহারে আগামী বুধবার পাবনা জেলার শাহজাদপুর যাত্রা করিবেন। আওয়ামী লীগ নেতা শাহজাদপুরের ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় দুর্গতদের মধ্যে সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করিবেন।

আজাদ

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৯

ডেমরার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় শেখ মুজিবের রিলিফ দান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সোমবার ডেমরার নিকটবর্ত্তী জয়েতপুর, পুর্ব্বভিতপুর, দক্ষিণ পাড়া, পশ্চিমগাও ও ইহার

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুহের ঘুর্ণিদুর্গতদের মধ্যে বিভিন্ন রিলিফ দ্রব্য বিলি করিয়াছেন।

সকাল দশটা হইতে তিনঘন্টাকাল অবস্থানকালে শেখ মুজিব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ ছাড়াও ঘুর্ণিঝড়ে আহতদের উন্নতি এবং তাহাদের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গতকাল সোমবার পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে পচিশ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল কমিল্লা জেলার হোমনা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় গমন করিয়াছেন। সেখানে তাহারা বাত্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করিবেন।

উক্ত দলটি সাহায্য সামগ্রী হিসাবে খাদ্য-দ্রব্য, শাড়ী, লুঙ্গি, তার, দড়ি, বাতি ও বিভিন্ন প্রকার গৃহনির্ম্মাণ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর একটি দল মওলবী মিয়ার উদ্দিনের নেতৃত্বে ঢাকার মনহরদি থানার ঘুর্ণি উপদ্রুত এলাকায় সাহায্য দ্রব্য বিতরণ করেন।

ছাত্রদের মধ্যে বই-পুস্তক সরবরাহের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের রিলিফ কমিটি ঘুর্ণিবিধ্বস্ত হাইস্কুল ও মাদ্রাসাসমূহ এবং ছাত্রদের মধ্যে বই ও খাতাপত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহাছাড়া বিধ্বস্ত সমজিদসমূহ পুনঃনির্ম্মাণের জন্য সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই উপলক্ষে ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকার জমিয়ত শাখাগুলির কর্ম্মকর্ত্তাগণকে সংশ্লিষ্ট এলাকার হাইস্কুল, মাদ্রাসা ও সমজিদসমূহের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সদর দফতর, ৩ নম্বর মওলানা শওকত আলী রোড, ঢাকা–১ এই ঠিকানায় আগামী দশদিনের মধ্যে জানাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৯

মুজিব পাবনায় দুর্গত এলাকায় যাবেন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৩০শে এপ্রিল পাবনায় শাহজাদপুরের বাত্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করতে যাবেন। তার সঙ্গে যাবেন মেসার্স মিজানুর রহমান চৌধুরী, আমেনা বেগম, আব্দুল মোমেন, গাজী গোলাম মোস্তফা, আনোয়ার চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ আরো অনেকে। তারা সেখানে বাত্যা উপদ্রুতদের মধ্যে সাহায্য দ্রব্য বিতরণ করবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩০শে এপ্রিল ১৯৬৯

আজ শেখ মুজিবের শাহজাদপুর যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন ও দুর্গতদের মধ্যে সাহায্য সামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে আজ (বুধবার) সকালে মোটরযোগে পাবনা জেলার শাহজাদপুর রওয়ানা হইবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, মহিলা বিভাগ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক প্রমুখ শেখ সাহেবের সঙ্গে থাকিবেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মনসুর আলী এবং খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ সাহায্য দ্রব্য লইয়া পাবনায় শেখ মুজিবের সঙ্গে মিলিত হইবেন। এদিকে, গতকালও (মঙ্গলবার) আওয়ামী লীগের কর্মীরা ডেমরা, ধীতপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাহায্য কার্য অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির একটি সাহায্যকারী দল গত শুক্রবার কুমিল্লা জেলার হোমনা থানাধীন শ্রীমর্দ্দি গ্রামের দুর্গতদের মধ্যে হারিকেন, থালা-বাটি, রুটি প্রভৃতি বিতরণ করে। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিসের একটি সাহায্যকারী টিম আজ বুধবার সাহায্য সামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা রওয়ানা হইবে।

গত রবিবার ফাইজার কোম্পানীর কর্মচারীদের একটি দল খালিয়ারচর, শ্রীমর্দ্দি ও লটিয়া এলাকায় দুর্গতদের মধ্যে নগদ অর্থ ও টিন বিতরণ করে। সাহায্য সামগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে তালেপুর পূর্বপাড়া সেবাসংঘের একদল কর্মী আজ ডেমরা গমন করিবে।

দৈনিক পয়গাম

৩০শে এপ্রিল ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ নেতাদের শাহজাদপুর যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত পাবনা জেলার শাহজাদপুর পরিদর্শন ও উপদ্রুত এলাকা দুর্গতদের মধ্যে সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করার জন্য অদ্য (বুধবার) তথায় গমন করিবেন।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল মোমেন, মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম প্রমুখ তাঁহার সহিত শাহজাদপুর গমন করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০ এপ্রিল ১৯৬৯

শেখ মুজিব আজ পাবনা যাচ্ছেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আজ বুধবার সকালে কারযোগে পাবনার শাহাজাদপুর রওয়ানা হচ্ছেন। শেখ সাহেব ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং দুর্গতদের মধ্যে রিলিফ সামগ্রী বিতরণ করবেন। জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমেন, মিসেস আমিনা বেগম, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব শামসুল হক, জনাব মতিউর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সাহেবের সাথে যাচ্ছেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব মুনসুর আলী এবং খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ রিলিফ সামগ্রী নিয়ে দলের সাথে পাবনায় মিলিত হবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা মে ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা : ঢাকা হাইকোর্টে মামলার শুনানী শুরু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বুধবার) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমের এজলাসে ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ ঢাকার আউটার ষ্টেডিয়ামে "আপত্তিকর" ভাষণদানের অভিযোগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী শুরু হইয়াছে। মামলার শুনানী অদ্য (বৃহস্পতিবার)ও চলিবে।

ইতিমধ্যে সরকার শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা মার্জনা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া সহকারী লিগ্যাল রিমেমব্রেন্স কোর্টে জানান। কিন্তু দণ্ডাজ্ঞার বৈধতা নির্ণয়ের জন্য বিচার চলিবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, আউটার ষ্টেডিয়ামে "আপত্তিকর" ভাষণদানের অভিযোগে দেশরক্ষা আইনের ৪৭ (৫) ধারা অনুযায়ী ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ প্রধানকে ১৫ মাস কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।

আজাদ

২রা মে ১৯৬৯

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত পাবনায় শাহজাদপুর সফরান্তে গত বুধবার ভোর রাত্রে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সাহায্য দ্রব্য লইয়া গত সোমবার শাহজাদপুরে গমন করেন এবং ঘূর্ণি দুর্গতদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। শেখ মুজিব ঘূর্ণি বিধ্বস্ত শাহজাদপুর কলেজের জন্য পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

পাবনা সফরকালে শেখ সাহেব কবি রবীন্দ্রণাথ ঠাকুরের বাংলো পরিদর্শন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২রা মে ১৯৬৯

শেখ মুজিবরের রিভিশন মামলার শুনানী সমাপ্ত : সোমবার পর্যন্ত রায় স্থগিত

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমের এজলাসে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের রিভিশন মামলার শুনানী সমাপ্ত হয়। মামলার রায় সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আবেদনকারীর কৌসুলী সরকার পক্ষ হইতে আদালতে প্রদত্ত শেখ সাহেবের বাংলা ভাষণের ইংরাজী অনুবাদটি ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া আপত্তি জানাইলে মাননীয় বিচারপতি তাঁহাকে অদ্য তাঁহাদের নিজস্ব ইংরাজী অনুবাদ দাখিলের নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ষ্টেডিয়ামের জনসভায় প্রদত্ত শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৪১ (৬) ধারাবলে ঐ বছরের ১৭ই এপ্রিল তাঁহার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে ১৯৬৭ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদ শেখ সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এক বছর তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে তিনি ঢাকার দায়রা জজের আদালতে একটি আপিল (আপিল নং ৭৪, ১৯৬৭) দায়ের করেন। অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলীর আদালতে আপিলের শুনানী হয়। মাননীয় দায়রা জজ শেখ মুজিবর রহমানের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস করিয়া তাহাকে ৮ মাসের বিনাশ্রম

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে শেখ মুজিবর রহমান অত্র রিভিশন মামলা দায়ের করেন। গত বুধবার এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে সরকারের পক্ষ হইতে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার আদালতকে জানান যে, সরকার শেখ মুজিবর রহমানের দণ্ডাজ্ঞা মার্জনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দণ্ডাজ্ঞার আইনগত বৈধতা নির্ণয়ের জন্য শেখ সাহেবের প্রধান কৌসুলী জনাব সিরাজুল হক দাবী জানাইলে মাননীয় বিচারপতি গত বুধবার এই প্রশ্নে মামলার শুনানী আরম্ভ করেন।

দণ্ডাজ্ঞার বৈধতার প্রশ্নে শুনানীকালে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বলা হয় যে, আবেদনকারী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার মতো আপত্তিকর ভাষণ দেন নাই। তিনি অত্যন্ত সদুদ্দেশ্যে তদানীন্তন সরকারের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভাষণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য গঠনমূলক সুপারিশ করেন। এ বৈষম্য দূর করা সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব। দেশের উভয় অংশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করাও সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীন দেশের নাগরিক ও একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসাবে গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার তাঁহার ছিল। ইহা পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির পরিপন্থী নয়। অতএব, শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশ অবৈধ।

গতকল্য আবেদনকারীর কৌসুলী হাইকোর্টে বলেন যে, আবেদনকারীর ভাষণের কোন বিশেষ শব্দ বা কোন বিশেষ অংশকে পৃথকভাবে বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষণকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন হাইকোর্টের কতিপয় রায় আদালতে পেশ করেন। তন্মধ্যে ঢাকা হাইকোর্টের প্রদত্ত একটি রায়ের (ঢাকা ল' রিপোর্ট ১৭ নং খণ্ড, পৃঃ ৪৯৮) প্রতি মাননীয় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কৌসুলী বলেন যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও উদার মনোভাব লইয়া শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, বিদ্বেষ সৃষ্টির কোন অসাধু উদ্দেশ্য তাহার ছিল না। অতএব তাঁহার ভাষণকে আপত্তিকর বলা অসঙ্গত। আবেদনকারীর কৌসুলী বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, "তফাজ্জল হোসেন বনাম পূর্ব পাকিস্তান সরকার" মামলায় বিচারপতি জনাব সাত্তার মন্তব্য করেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে অসঙ্গত সমালোচনা করার অধিকার কাহারো নাই। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার অধিকারও কাহাকেও অস্বীকার করা যায় না।

বিচারপতি সাত্তারের উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর কৌসুলী আরো বলেন যে, জনাব শেখ মুজিবর রহমান একটি রাজনৈতিক

দলের নেতা। অতএব, তিনি দেশবাসীর জন্য তাঁহার দলীয় কর্মসূচী ও ছয় দফা বিশ্লেষণ করিতে পারেন। 'রাজনৈতিক দল আইনেও' রাজনীতিকদের এই অধিকারের স্বীকৃতি রহিয়াছে। অতএব শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না।

জনাব মুজিবর রহমানের ভাষণের বিভিন্ন অংশের প্রতি মাননীয় বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কৌসুলী বলেন যে, জনাব মুজিবর রহমান তাঁহার ভাষণে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কথাই বলিয়াছেন। ইহা বিদ্রোহাত্মক নয়।

"সংগ্রাম" শব্দটির প্রতি মাননীয় বিচারপতি আবেদনকারীর কৌসুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বিচারপতি জনাব সাত্তারের এক রায়ের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, অতীতে সংগ্রাম শব্দে জনমনে যে প্রতিক্রিয়া হইত এখন আর তাহা হয় না। কালের প্রবাহ ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে আমরা অতি সাধারণ অর্থে এই শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহার ফলে জনমনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। অতএব, যুগের হাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটিকে বিচার করিতে হইবে।

শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করিয়া কৌসুলী জনাব সিরাজুল হক বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে জনগণের ঐক্য ও দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনই জনাব মুজিবর রহমানের বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্য ও ভুল বুঝাবুঝির অবসানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উদার মনোভাব লইয়া বিচার করিলে তাঁহার ভাষণটিকে ঘৃণা বা বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। দেশের নিরাপত্তা ও সংহতি বিধানই তাহার ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার ভাষণটির বিচার করিতে হইবে।

সরকার পক্ষে ডি-এল-আর জনাব মাসুদ শেখ সাহেবের বক্তৃতার দুইটি অংশ সম্পর্কে বিশেষ করিয়া আপত্তি তুলেন। তিনি বলেন, দেশরক্ষা বিভাগের সব কয়টি সদর দফতরই পশ্চিম পাকিস্তানে, মূলধন গঠনের সকল উৎসও দেশের অপর অংশে–ইত্যাকার যে সব কথার তিনি অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রবণতা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দলে দলে গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া সংগ্রাম ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি তিনি যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাতে দেশে আইন ও শৃংখলা বিঘ্নিত করিয়া বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে।

জবাবে আবেদনকারীর কৌসুলী বলেন যে, সামরিক সদর দফতর ও মূলধন গঠনের উৎস সম্পর্কে শেখ সাহেব তাঁহার আলোচ্য বক্তব্য পেশের সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলিয়াছেন।

সংবাদ

২রা মে ১৯৬৯

আইন আদালত : শেখ মুজিবের রিভিশন আবেদন : শুনানী সমাপ্ত : সোমবার রায়

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমকে লইয়া ঢাকা হাইকোর্টের একটি একক বেঞ্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত একটি ফৌজদারী মামলার রিভিশন আবেদনের চূড়ান্ত শুনানী সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী সোমবার উক্ত ফৌজদারী রিভিশন আবেদনের রায় প্রদান করা হইবে বলিয়া দিন ধার্য করা হইয়াছে।

প্রকাশ, ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বক্তৃতা দানের কথিত অভিযোগে ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমদ জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে দণ্ডদান করিলে উহার বিরুদ্ধে ঢাকার দায়রা জজের এজলাশে আপীল আবেদন করা হয়। ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কাইসার আলী উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিলে তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে এই ফৌজদারী রিভিশন আবেদনটি আনয়ন করা হয়।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব সিরাজুল হক এবং তাঁহাকে সাহায্য করেন এডভোকেট জনাব এম, এ, মান্নান, জনাব আবুল হোসেন, জনান সিদ্দিকুর রহমান হাজরা, জনাব এইচ, কে, আবদুল হাই এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমদ।

আজাদ

৪ঠা মে ১৯৬৯

শেখ মুজিব

শেখ মুজিবর রহমান ভারতের প্রেসিডেন্ট ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক এন্তেকালে প্রদত্ত এক শোকবাণীতে বলেন যে, তিনি ডঃ জাকির হোসেনের এন্তেকালের খবর শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ডঃ হোসেন একাধারে খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ছিলেন। একজন মানুষের মধ্যে এতগুণ সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ডঃ হোসেনের এন্তেকালে ভারতভূমি এক মহান সন্তান হারাইল।

শেখ মুজিব মরহুম প্রেসিডেন্টের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আজাদ

৭ই মে ১৯৬৯

হাইকোর্টের রায়ে শেখ মুজিব নির্দ্দোষ প্রমাণিত

ঢাকা, ৬ই মে।–শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে আদালতে যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, আজ ঢাকা হাইকোর্টের এক সদস্য বিশিষ্ট এক বেঞ্চ তাহা বাতেল করিয়া দিয়া শেখ সাহেবকে সকল অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমের নেতৃত্বে উক্ত বেঞ্চ গঠিত হয়। পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ (৫) ও ৪১ (৬) ধারা অনুযায়ী শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল। –পিপিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই মে ১৯৬৯

'ভাষণের কোন কোন কথা অপ্রিয়, কিন্তু অপ্রিয় সত্য' : হাইকোর্ট কর্তৃক শেখ মুজিবর বে-কসুর খালাস : 'আপত্তিকর ভাষণ' মামলায় নিম্ন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ঘোষিত

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের রিভিশন মামলার রায় প্রদান প্রসঙ্গে শেখ সাহেবের প্রতি নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করতঃ সরকার পক্ষের সকল অভিযোগ হইতে তাঁহাকে বে-কসুর খালাস দেন।

মামলার শুনানী শুরু হইলে গত বুধবার সরকার পক্ষ হইতে শেখ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা মার্জনা করা হইয়াছে বলিয়া জানানো হয়। এই পর্যায়ে আবেদনকারীর কৌসুলী উক্ত দণ্ডাজ্ঞার আইনগত বৈধতা নির্ণয়ের জন্য আদালতে আবেদন জানান। দুইদিনব্যাপী শুনানী ও সওয়াল-জওয়াবের পর বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম গতকল্য তাঁহার রায়ে সরকার পক্ষের কৌসুলির সকল যুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া আবেদনকারীর কৌসুলির যুক্তি গ্রহণ করেন এবং নিম্ন আদালতের প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করিয়া শেখ সাহেবকে বে-কসুর খালাস দান প্রসঙ্গে বলেনঃ আবেদনকারীর আলোচ্য বক্তৃতার কোথাও কোথাও সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সত্য এবং সে শব্দগুলি অপ্রিয়ও হইতে পারে–তবে সেগুলি অপ্রিয় সত্য।

মাননীয় বিচারপতি গত সোমবার এই মামলার রায় প্রদান শুরু করেন এবং গতকল্য উহা শেষ হয়। দুইদিনে মোট প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরিয়া প্রদত্ত এই দীর্ঘ রায়ে মাননীয় বিচারপতি বিভিন্ন আদালতের রায়ের আলোকে অত্র মামলার বিচার করিয়া বলেন যে, এইসব রায়ে এই নীতিই স্বীকৃত হইয়াছে যে, বিক্ষিপ্তভাবে কাহারো ভাষণ বা বক্তৃতা-বিবৃতির বিচার করা সঙ্গত নহে এবং সেই হেতু আবেদনকারীর বক্তব্যের আসল লক্ষ্য ও মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও উদার মনোভাব লইয়া সামগ্রিকভাবে তাঁহার ভাষণটির বিচার করিতে হইবে।

বিচারপতি হাকিম তাহার রায়ে আরও বলেন, আবেদনকারী পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামক একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি। তাঁহার দল 'ছয়দফা' কর্মসূচী বিশ্লেষণ ও দলীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সরকার তাহার দলের উক্ত কর্মসূচী বা তৎসংক্রান্ত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নাই এবং উহা অবৈধ বলিয়াও ঘোষিত হয় নাই। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী 'ছয়দফা' কর্মসূচী বিশ্লেষণ ও দেশের কল্যাণের জন্য সরকারের সমালোচনা করার অধিকার শেখ মুজিবর রহমানের ছিল। তিনি তাঁহার ভাষণে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষণের দুই একস্থানে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সত্য। উক্ত ভাষণের ঐ সব অংশের কোন কোন কথা অপ্রিয় হইতে পারে, তবে সেগুলি অপ্রিয় সত্য।

শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণের সপ্তম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সরকার পক্ষের আপত্তির প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন যে, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিলে উহাতে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রবণতা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্বাপর অনুচ্ছেদগুলি বিচার করিলে সেই প্রবণতা বহুলাংশে ম্লান হইয়া যায়।

মাননীয় বিচারপতি বলেন যে, আবেদনকারীর ভাষণটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে তাঁহাকে বিদ্রোহাত্মক বলিয়া অভিহিত করা যায় না। আবেদনকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, এই কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তিনি তাঁর দলীয় কর্মীদিগকে সংগ্রামের আহ্বান জানাইলেও শান্তিপূর্ণভাবেই সেই সংগ্রাম চালানোর জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তদুপরি তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

মাননীয় বিচারপতি তাঁহার দীর্ঘ রায়ের উপসংহারে বলেন যে, আবেদনকারীর ভাষণটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছি যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভের যোগ্য।

উপরোক্ত মন্তব্যের পর মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করিয়া আবেদনকারীকে সরকার পক্ষের সকল অভিযোগ হইতে বে-কসুর খালাস দেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ পল্টনের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণকে কেন্দ্র করিয়া সরকার পক্ষ হইতে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৪১ (৬) ধারা বলে যে মামলা দায়ের করা হয়, কারাভ্যন্তরে বিচারের পর ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আহমদ দেশরক্ষা বিধির ৪৭ (৫) ও ৪১ (৬) ধারামতে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১৯৬৭ সালের ২৭শে এপ্রিল তাঁহাকে এক বৎসর তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে দায়রা জজের আদালতে শেখ সাহেব আপীল করিলে আপীলের শুনানীর পর অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলী উক্ত দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস করিয়া শেখ সাহেবকে আট মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

দায়রা আদালতের এই রায়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে এক রিভিশন মামলা দায়ের করেন। গত বুধবার বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমের এজলাসে এই মামলার শুনানী শুরু হইলে সরকারের পক্ষ হইতে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার মাননীয় আদালতকে জানান যে, সরকার শেখ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা মার্জনা করিয়াছেন। এই পর্যায়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞার আইনগত বৈধতা নির্ণয়ের জন্য শেখ সাহেবের প্রধান কৌসুলি জনাব সিরাজুল হক আবেদন জানাইলে বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম গত বুধবার এই প্রশ্নে মামলাটির শুনানী শুরু করেন। বৃহস্পতিবার আবেদনকারী ও সরকার পক্ষের কৌসুলিদ্বয়ের সওয়াল-জবাব শেষ হইলে বিচারপতি সোমবার পর্যন্ত মামলার রায় দান স্থগিত রাখেন। তদনুযায়ী গত সোমবারে তিনি রায় দান শুরু করিয়া গতকল্য উহা শেষ করেন। আবেদনকারীর পক্ষে এ্যাডভোকেট সিরাজুল হক মামলা পরিচালনা করেন। তাঁহাকে সাহায্য করেন এ্যাডভোকেট তাজুদ্দীন আহমদ, আবুল হোসেন, আবদুল মান্নান, আবদুল হাই, সিদ্দিকুর রহমান হাজরা প্রমুখ। সরকার পক্ষে উপস্থিত থাকেন ডি,এল,আর জনাব মাসুদ।

সংবাদ

৭ই মে ১৯৬৯

ঢাকা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের রায় : শেখ মুজিবরকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাতিল

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা হাইকোর্ট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ বাতিল করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

ঢাকা হাইকোর্টের একটি একক বেঞ্চ শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক আনীত একটি ফৌজদারী রিভিশন মামলার রায়দান করিয়া আবেদনকারীকে বেকসুর খালাস দেন।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ, ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ জনাব শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকার আউটার ষ্টেডিয়ামে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি তাঁহার দলের বহু বিঘোষিত ৬ (ছয়) দফার কথা তুলিয়া ধরেন। উভয় পাকিস্তানের আয় ও ব্যয়ের বৈষম্যের কথা তুলিয়া ধরিয়া কিভাবে তাহার সমাধান হইতে পারে তাহার দিক নির্ণয়ের ইঙ্গিত প্রদান করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন।

ইহার কিছুকাল পরে ঐ বক্তৃতাদানের অভিযোগে দেশরক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৬ সালের ১৭ই এপ্রিল তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৭ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমেদ অভিযুক্ত জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১ বৎসর ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে শেখ সাহেব আপীল করিলে ঢাকার দায়রা জজ আপীল আবেদনটি গ্রহণ করেন। ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব কায়সার আলী আপীল আবেদনটির চূড়ান্ত শুনানীর পর আবেদনকারীর দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া তাঁহাকে ৮ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। দায়রা জজের উপরোক্ত রায়ে অসন্তুষ্ট হইয়া জনাব শেখ সাহেব ঢাকা হাইকোর্টে উহার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া এই রিভিশন আবেদন করিলে পূর্বাহ্নে হাইকোর্ট কেন ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজের উক্ত দণ্ডাদেশ অবৈধ ঘোষণা করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ঢাকা ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর নির্দেশ জারী করেন। গত সপ্তাহের প্রথমদিকে শুনানীর জন্য উক্ত রিভিশন মামলাটি বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমের এজলাশে আসিলে তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য দুইদিন

ধরিয়া শ্রবণ করেন। চূড়ান্ত শুনানীর পর তিনি গত সোমবার রায়দানের জন্য দিন নির্ধারিত করেন। গতকল্য তিনি উপরোক্ত মর্মে রায়দান শেষ করেন।

রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতায় কোথাও কোথাও কটুক্তি থাকিলেও তাঁহার বক্তৃতাটির তাৎপর্য সার্বিক বা সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, উহাকে স্থান, কাল এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও বিচার করিতে হইবে। জনাব শেখ মুজিবর রহমানের একটি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে এবং ৬-দফা উহাদের একটি প্রোগ্রাম। তিনি বক্তৃতায় তাঁহার ৬-দফার প্রচার, সরকারী নীতির ও রাজনৈতিক নেতাদের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় জনাব শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানী জনতার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঈর্ষা প্রকাশ করেন নাই বা তাহাদের প্রতি কোন ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টাও করেন নাই। তিনি তাঁহার বক্তব্য এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা পূর্ব পাকিস্তানীদের অভাব অভিযোগ ও অসুবিধাগুলি যাহাতে পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তিনি যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি সেখানকার জনতার প্রতি ঘৃণার বিদ্বেষ সৃষ্টি করা তাঁহার কোন ইচ্ছা ছিল না। তাহা ছাড়া তিনি কর্মীদিগকে শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন, কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপ তিনি কাহাকেও উত্তেজিত করেন নাই।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জনাব সিরাজুল হক।

Pakistan Observer

16th May 1969

Sk. Mujib likely to visit West Wing early July

Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman is expected to visit West Pakistan towards the first week of next month, reports PPI. A party source indicated that Sheikh Mujibur Rahman during his stay there, would meet the members of the central working committee of the Pakistan Awami League.

Meanwhile it is gathered that the Awami League Chief is expected to issue a policy statement on constitutional matters shortly after he meets the members of the working committee of the East Pakistan Awami League on June 22.

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে মে ১৯৬৯

শেখ মুজিব প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে যাবেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও দলের অন্যান্য নেতা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের টর্নাডো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ পরিদর্শনের জন্যে আগামী শুক্রবার ঢাকা ত্যাগ করবেন। নেতৃবৃন্দ শুক্রবার রাত্রি পাবনা অবস্থান করবেন। পরদিন সকালে তারা নাটোর যাবেন এবং টর্নোডো উপদ্রুত সিংগারা পরিদর্শন করবেন। রোববার পর্যন্ত তারা রাজশাহীতে অবস্থান করবেন। সোমবার তারা ঢাকা ফিরে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

জনাব আবদুল মোমিন, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব শামসুল হক, জনাব সিরাজুল হক, জনাব মতিউর রহমান প্রমুখ নেতা শেখ মুজিবের সাথে যাবেন।

আজাদ

২১শে মে ১৯৬৯

আগামী ২৩শে মে শেখ মুজিবের উত্তরবঙ্গের ঘুর্ণী বিধ্বস্ত এলাকা সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা সফরের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৩শে মে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। শেখ সাহেবের সহিত আওয়ামী লীগের জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব শামসুল হক প্রমুখ নেতা গমন করিবেন।

আওয়ামী লীগ প্রধানের বিস্তারিত সফরসূচী নিয়ে প্রদত্ত হইল:

২৩শে মে বেলা দেড়টায় গাড়ীযোগে পাবনা যাত্রা। রাত্রি আটটায় পাবনা হইতে নাটোর যাইবেন। নাটোরের ঘূর্ণিবিধ্বস্ত সিংরা অঞ্চল পরিদর্শনের পর ২৪শে মে রাজশাহী গমন। রাজশাহীতে ২৪ ও ২৫শে মেঅবস্থানের পর শেখ সাহেব ২৬শে মে রাজশাহী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আজাদ

২২শে মে ১৯৬৯

শেখ মুজিব-মানকী পীর সাহেব আলোচনা

ঢাকা, ২১শে মে।– মানকী শরীফের বর্ত্তমান পীর রুহুল আমীন ছাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা মাষ্টার খানগুল

সমভিব্যাহারে আজ অপরাহ্নে ঢাকা আগমন করেন। তাহারা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাংগঠনিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। বিমান বন্দরে শেখ মুজিব, খোন্দকার মোশতাক, জনাব তাজউদ্দিন ও জনাব ওবায়েদসহ বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্ম্মী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মানকী শরীফের বর্ত্তমান পীর ছাহেবের পিতা মরহুম আমিনুল হাসনাত আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি মরহুম হোসেন সোহরওয়ার্দ্দীর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মীও ছিলেন। ঢাকা আগমনের অব্যবহিত পরেই তাহারা শেখ মুজিবরের সহিত আলোচনায় মিলিত হয়।

আলোচনা শেষে মানকী শরীফের পীর ছাহেব এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, আলোচনা বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। মাষ্টার খান গুল বলেন যে, আলোচনা ফলপ্রসু হইয়াছে। আগামীকালও আলোচনা অব্যাহত থাকিবে। –পিপিআই

আজাদ

২৩শে মে ১৯৬৯

শেখ মুজিব আজ উত্তরবঙ্গ সফরে যাইবেন

ঢাকা, ২২শে মে।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান রাজশাহী ও পাবনার ঘূর্ণিবিধ্বস্ত অঞ্চলে তিনদিনব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে আগামীকাল মোটরযোগে ঢাকা ত্যাগ করিবেন। শেখ ছাহেবের সহিত পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিকসম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাও থাকিবেন। আগামী ২৫শে মে তাহারা ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। –এপিপি

Pakistan Observer

23rd May 1969

Mujib pleads for new consembly

By A Staff Correspondent

Sheikh Mujibur Rahman President of the Pakistan Awami League (six point) in a statement issued to the Press in Dacca on Sunday made a plea for framing a new constitution for the country on the basis of the six point programme of his party and the 11-point programme of the students.

He said that his party was firmly wedded to the concept of full regional autonomy, representation in the federal legislature on the basis of population and dismemberment of One Unit and restoration of the former provinces of West Pakistan.

In the statement which was handed over to the pressmen in the new Awami League office at Purana Paltan, the Awami League chief opposed the demand made by "some leaders" for revival of the 1956 Constitution, As for the reason for opposing the revival of the 1956 Constitution, the Awami League chief said that the 1956 Constitution "stands on the way of basic demands of the people of both the wings.

Following is the text of Sheikh Mujib's statement:

"The people of Pakistan must exercise their sovereignty, through democratic institutions, in order to find acceptable and lasting solutions to all their problems, constitutional or otherwise. It is the people, and the people alone, acting through their elected representatives that can lead the country out of the present crisis by firmly indicating their choice of objectives and parties.

"Power must, therefore, be transferred where it belongs, that is to the people. The appropriate method to effect this transfer would be for the present authorities to make immediate arrangements to hold direct elections on the basis of universal adult franchise and representation on the basis of population. The object of these elections would be to bring into being a federal parliamentary structure, which would provide the country with representative legislatures and a civilian Government to which power should be transferred immediately. The Federal Legislature would function both as a legislative and a constituent assembly; and must in the latter capacity set itself a time limit of not more than six months within which to deliver the constitution.

"Elected representatives with a clear mandate from the people must resolve the basic constitutional issues which have remained unsettled and adopt a constitution reflecting the wishes of the people and securing the vital interests of the nation. Only a constitution embodying the popular will and representing a true national consensus could command sanctity as the fundamental Law of the land. It must be realised that there is no other way, nor any shortcut, to the solution of our problems.

"The Awami League reaffirms its commitment to the adoption of a constitution for the country on the basis of the six point programme of the party and the eleven point programme of the

students. It is firmly wedded to the concept of full regional autonomy, representation in the Federal Legislature on the basis of population, and dismemberment of One Unit and the restoration of the former provinces of West Pakistan. Awami League will submit its programme, for which the people have made such great sacrifices, to the nation, for electoral ratification.

"Some leaders, in recent times, are talking about commissioning the 1956 Constitution for solution of the constitutional problems of the country. Awami League does not support the move because the 1956 Constitution stands in the way of the basic demands of the people of both the wings of the country profoundly demonstrated during the recent country-wide movement; namely, the demands for dismemberment of One Unit, representation on the basis of population and autonomy enumerated in the six point programme of Awami League and eleven point programme of the students. As a matter of fact, the 1956 Constitution was not accepted by the majority of the representatives of East Pakistan at the time of its final passage, as it did not contain the quantum of autonomy as envisaged in the 21 points programme for which the electorate gave clear mandate, and with the lapse of a long time thereafter new fundamental issues now confronting the country cannot find an acceptable solution in that outdated Constitution of 1956, which does not even provide for easy amendment of the same.

"President Yahya Khan owes it to himself and to the country to redeem his promise of holding direct elections on the basis of universal adult franchise. We should urge him to lose no further time in making arrangements for the polls to be held.

No device other than that of enabling the elected representatives of the people to assume responsibility for tackling the multiplying problems of peasants, workers, students and overwhelming multitude of toiling masses of the country would succeed."

দৈনিক পয়গাম

২৩শে মে ১৯৬৯

আওয়ামী নেতৃবৃন্দের রাজশাহী যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহী ও পাবনা জেলার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য অদ্য (শুক্রবার) মোটরযোগে ঢাকা

ত্যাগ করিবেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা সফরে গমন করিবেন। তাঁহারা রাজশাহী ও পাবনায় তিনদিনব্যাপী অবস্থান করিবেন।

আগামী ২৬শে মে শেখ মুজিব ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

আজাদ
২৪শে মে ১৯৬৯
শেখ মুজিবের পাবনা সফরে যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা সফরের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শুক্রবার মোটরযোগে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। শেখ সাহেব পাবনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করিয়া আগামী ২৬শে মে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আওয়ামী লীগ প্রধানের সহিত জনাব মিজানুর রহমান, আমেনা বেগম প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা গমন করিয়াছেন।

Pakistan Observer
24th May 1969
Sk. Mujib leaves for North Bengal

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman left Dacca on Friday afternoon for Pabna to visit the tornado affected areas of North Bengal, reports PPI. He was accompanied by a number of party leaders including Messrs Mizanur Rahman Choudhury, Abdul Monem and Mrs. Amena Begum.

After visiting the tornado ravaged areas in Pabna and Rajshahi Sheikh Mujibur Rahman will return to Dacca on May, 26.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে মে ১৯৬৯
মুজিবের পাবনা উপস্থিতি

ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি পাবনা হইতে টেলিফোনযোগে জানান যে, উত্তরবঙ্গের ঘূর্ণি বিধ্বস্ত এলাকা সফর কল্পে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় পাবনা গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমিন, মিসেস আমেনা বেগম, জনাব শামসুল হক, মোল্লা মোহাম্মদ

রিয়াজউদ্দিন, বেগম নুরজাহান মোর্শেদ এবং ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ শেখ সাহেবের সঙ্গে রহিয়াছেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী নগরবাড়ী ঘাটে তাঁহাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। গতরাত্রেই সুদূর বগুড়া, কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী, সিরাজগঞ্জ ও ভেড়ামারা প্রভৃতি এলাকা হইতে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা পাবনা আসিয়া শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন।

আজ নাটোর যাত্রা

শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণিদুর্গত সিঙ্গাইর এলাকা সফরের উদ্দেশ্যে আজ (শনিবার) সকালে পাবনা হইতে মোটরযোগে নাটোর রওয়ানা হইবেন। আজ রাত্রেই তিনি রাজশাহী গিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে মে ১৯৬৯
রাজশাহীতে শেখ মুজিব
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

রাজশাহী, ২৪শে মে– আজ সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দলবলসহ পাবনা হইতে নাটোরে পৌঁছিলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মোমিন, জনাব শামসুল হক, মোল্লা রিয়াজ উদ্দিন, বেগম নূর জাহান মোর্শেদ, জনাব মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে রহিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দলবলসহ নাটোর হইতে ঘূর্ণি দুর্গত সিঙ্গাইর এলাকায় যান। সেখানে তিনি দুর্গতদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন এবং তাহাদের ভালমন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান দুর্গতদের মধ্যে কাপড়, খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করেন।

বৈকাল অনুমান ৪টায় আওয়ামী লীগ নেতা মোটরযোগে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে নাটোর ত্যাগ করেন। পাবনা হইতে নাটোর হইয়া রাজশাহী যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ প্রধানকে আহমদপুর, গুরুদাসপুর, কাটাখালী, মতিহার ও অন্যান্য স্থানে অভ্যর্থনা জানান হয়।

ডক্টর শামসুজ্জোহার মাজার জেয়ারত

রাজশাহী পৌঁছিয়াই শেখ মুজিবর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহার মাজার জিয়ারত করিতে যান। শেখ মুজিবর রহমান ডঃ জোহার মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ফাতেহা

পাঠ করেন। সেখান হইতে তিনি স্থানীয় সিটি কলেজের ছাত্র শহীদ নুরুল ইসলামের মাজার ও শহীদ মিনার জেয়ারত করিতে যান।

অদ্য (রবিবার) শেখ মুজিবর রহমান রাজশাহীতে অবস্থান করিবেন। আগামীকাল (সোমবার) তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৫শে মে ১৯৬৯

শেখ মুজিব নাটোর গেছেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাবনায় একরাত অবস্থানের পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল শনিবার সকালে নাটোর রওনা হয়েছেন।

তিনি নাটোরের ব্যাত্যাদুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন বলে পিপিআই জানিয়েছেন। নাটোর থেকে গতকাল রাতেই তার রাজশাহী যাবার কথা। তিনি ২৬শে মে ঢাকায় ফিরবেন।

সংবাদ

২৫শে মে ১৯৬৯

উত্তরবঙ্গের পথে শেখ মুজিব

ঢাকা, ২৩শে মে (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান উত্তরবঙ্গের ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা সফরের উদ্দেশ্যে আজ অপরাহ্নে পাবনার পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। এই সফরে তাঁহার সঙ্গে মেসার্স মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবুল মোমেন ও মিসেস আমেনা বেগম সহ আরও কয়েকজন দলীয় নেতা রহিয়াছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান পাবনা ও রাজশাহীর ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা সফর শেষে ২৬শে মে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭শে মে ১৯৬৯

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাবনা, নাটোর ও রাজশাহী সফরান্তে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (সোমবার) মধ্যাহ্নে সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি নাটোরের অদূরবর্তী ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত এলাকা সিংরায় সাহায্য দ্রব্যাদি বিতরণ করেন। পাবনা, নাটোর ও রাজশাহীতে তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা ও

কর্মীবৃন্দের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি মতিহারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডঃ জোহার মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। পরে তিনি শহীদ মিনারেও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পাবনা, নাটোর ও রাজশাহীতে বিভিন্ন সন্নিহিত জেলা ও মহকুমা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মিগণ আসিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। শেখ মুজিব গত শুক্রবার সদলবলে পাবনা গমন করিয়াছিলেন।

আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, বেগম নুরজাহান মোর্শেদ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের মোল্লা রিয়াজউদ্দীন, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব মোঃ সুলতান প্রমুখ সফরকালে শেখ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

হাসপাতালে শেখ মুজিব

গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আদেল উদ্দিন আহমদকে দেখিতে যান।

আজাদ

৩১শে মে ১৯৬৯

আগামীকাল শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আগামী কাল রবিবার অপরাহ্নে এক সপ্তাহের সফরে করাচী যাত্রা করিবেন। দলীয় প্রধানের সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল মোমিন করাচী যাইতেছেন।

করাচীতে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানস্থ দলীয় কর্ম্মীদের সহিত সংগঠন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিবেন। ইহাছাড়া শেখ মুজিব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সহিতও দেখা করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ফেবরুয়ারী মাসে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তি লাভের পর ইহাই শেখ মুজিবের প্রথম করাচী সফর।

দৈনিক ইত্তেফাক

১লা জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিবের আসন্ন করাচী সফর : রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার

(ইত্তেফাকের করাচী অফিস হইতে)

২৯শে মে– আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করাচী আগমনকে উপলক্ষ করিয়া এখানকার রাজনৈতিক মহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র' মামলা হইতে মুক্তি লাভের পর ইহাই হইবে আওয়ামী লীগ প্রধানের সর্বপ্রথম করাচী সফর।

মানকীর পীর সাহেব মওলানা রুহুল আমিন, যিনি সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে মুগ্ধ হইয়া আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন, তিনি ইতিমধ্যে ঢাকা হইতে করাচী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, করাচী উপস্থিতির পর হইতেই তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের সহিত দলের সাংগঠনিক ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়াছেন।

তিনি বলেন, স্থানীয় আওয়ামী নেতারা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পীর সাহেব বিশ্বাস করেন যে, যদি শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন তবে পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইবে।

তিনি বলেন, শেখ সাহেবকে করাচীতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হইয়াছে।

করাচী অবস্থানকালে শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করা ছাড়াও অন্যান্য দলীয় নেতার সহিতও বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পীর সাহেব এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তিনি প্রথম করাচী এবং পরে অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দের সহিত দলের পুনঃসংগঠনের ব্যাপারে আলোচনা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ই জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিবের করাচী সফর বাতিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান সফরসূচী বাতিল করিয়াছেন। আগামী ৮ই জুন তাঁর করাচী যাওয়ার কথা ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) ইন্তেকালের প্রেক্ষিতে শেখ সাহেবের পশ্চিম পাকিস্তান সফরসূচী বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ সূত্রে বলা হইয়াছে। শেখ সাহেব ভবিষ্যতে কখন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাইবেন তা সঠিক বলা যায় না বলিয়া আওয়ামী লীগ মহল উল্লেখ করেন। তাঁর মারফত বাতিলের কথা তারবার্তা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ইউনিট সমূহকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নার্সিং হোমে শেখ মুজিব

ঢাকা সিটি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাকের ভ্রাতা নাজির মিয়াকে দেখার জন্য শেখ সাহেব গতকাল বৃহস্পতিবার নার্সিং হোমে যান। তিনি হোমের চিকিৎসক ডাঃ টি, হোসেনের সঙ্গে রোগীর চিকিৎসার প্রশ্নে আলোচনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই জুন ১৯৬৯

৬-দফা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি : শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আজ ঐতিহাসিক ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালে ঠিক এই দিনটিতে দেশবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং বৈষম্য ও শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলনের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে গিয়া মোনায়েম সরকারের পুলিসের গুলীতে আত্মাহুতি দিয়া ছিলেন এ দেশের কয়েকটি সোনার সন্তান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বানে সেই দিন ৬-দফা দাবীর সমর্থনে সারা প্রদেশে হরতাল পালন করা হয় এবং এক পর্যায়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে হরতাল পালনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে। বহু সংখ্যক লোককে এই দিন গ্রেফতার করা হয়। সেদিন যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন

দিয়াছিলেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আজ (শনিবার) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মিলাদ ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হইয়াছে। গতরাত্রে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন জানান যে, এই দিনটিতে বিশেষ মোনাজাত ও মিলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করা ও তাহাদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য আওয়ামী লীগের সকল শাখার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে আজ (শনিবার) মাগরেবের পরে ঢাকাস্থ আওয়ামী লীগ সদর দফতরে মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

শেখ মুজিবের বাণী

৭ই জুন উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ছয় দফা আন্দোলনে শরিক হইয়া যাহারা শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, পরম শ্রদ্ধাভরে আমি আজ তাহাদের কথা স্মরণ করিতেছি। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া অন্য যাহারা জেল-জুলুম ও হয়রানির শিকার হইয়াছেন তাদের কথাও আমি স্মরণ করি। ইহাদের সকলের কথা এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন ও শোষণ বিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

শেখ সাহেব বলেন, সেদিন আমি এবং আমার সহকর্মীদের অনেকে কারারুদ্ধ ছিলাম। কিন্তু সেদিন আমাদের মুক্তি এবং ছয় দফা দাবীর স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইতে গিয়া যারা চিরতরে আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই অজানা-অচেনা বন্ধুদের স্মৃতি আজ বার বার আমার চিত্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। আমি সেই শহীদ ভাইদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

ছাত্র সমাজের কর্মসূচী

আজ (শনিবার) বিকালে ৭ই জুনের শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় সর্বদলীয় ছাত্রসমাজের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে একটি মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

আজাদ

৮ই জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিব সকাশে আবু হিশাম

ঢাকা, ৭ই জুন। –ফেলিস্তিন মুক্তি সংস্থা আলফাতার নেতা জনাব আবু হিশাম আজ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ

করেন। জনাব হিশাম ফেলিস্তিন ও অন্যান্য অধিকৃত আরব ভূমি উদ্ধারের সংগ্রামে আলফাতা যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে শেখ সাহেবকে তাহা অবহিত করেন এবং জন্মভূমিকে স্বাধীন করার দৃঢ় ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব জন্মভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে আলফাতার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পাকিস্তানের পক্ষ হইতে এই সংস্থাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানের আশ্বাস দেন।

শহীদ মিনারে আবু হিশাম

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, জনাব আবু হিশাম আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং শেরে বাংলা, সোহরওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সাবেক জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাৎকারে জনাব আমিন ফেলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন।

আগামীকাল তিনি মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাকিস্তান মহিলা সংসদ, পাক-চীন মৈত্রী সমিতি ও পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করিবেন। আজ যোহর নামাজের পর আলফাতাহর প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব আবু হিশাম বায়তুল মোকাররমে বক্তৃতা করিবেন। –পিপিআই/এপিপি

Morning News

9th June 1969

Al-Fatah leader meets Mujib, Nurul Amin

(By Our Staff Reporter)

The Visiting Al-Fatah leader Mr. Abu Hisham yesterday called separately on Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman and the NDF leader Mr. Nurul Amin at their residences. They had long and cordial discussions, according to a Press release of the East Pakistan Committee of Pakistan Organisation for Afro-Asian Peoples' solidarity.

The Press release said that the Pakistani leaders assured the Palestinian liberation fighters of all possible support in liberating their homeland from Israeli occupation.

Mr. Abu Hisham, who arrived in Dacca on Thursday on a four-day visit to East Pakistan, also visited the mazars of Sher-e-Bangla, Khawja Nazimuddin and H. S. Suhrawardy yesterday morning. He placed wraths on the mazars and offered Fateha.

This morning at 9 Mr. Hisham will meet Maulana Bhashani, Later at 10-30 a.m. he will attend a reception by the East Pakistan Mahila Shangshad. Pak-Arab Friendship Association in East Pakistan will also hold a reception at Hotel Shahbagh at 4 p.m. He will also attend another reception at 5 p. m. arranged in his honour by the Pak-China Friendship Society.

Tomorrow's programme includes two receptions–one by the East Pakistan Students Union at 10 a. m. and another by the Afro-Asian Solidarity Organisation at 4 p. m. Both the receptions will be held at the Engineers Institute.

He will address a meeting at Baitul Mukarram after Zoher prayer today.

আজাদ

১৪ই জুন ১৯৬৯

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নয়া অফিস উদ্বোধন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৫১ নম্বর পুরানা পল্টনস্থ নূতন কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার উক্ত কার্য্যালয়ে এক মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিলাদে পার্টির প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ জনাব তাজউদ্দিন, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মোমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মিলাদের পর বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে যাহারা এন্তেকাল করিয়াছেন, তাহাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়। তাহাছাড়া মরহুম তফাজ্জল হোসেনের মৃত্যু উপলক্ষে সকলে মোনাজাত করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৫ই জুন ১৯৬৯

নূরুল আমীন ও শেখ মুজিব সকাশে আল ফাতাহ নেতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আল ফাতাহ নেতা জনাব আবুহিশাম গতকাল শনিবার ঢাকায় শেখ মুজীবর রহমান ও জনাব নূরুল আমীনের সাথে তাদের বাসভবনে দেখা করেন।

উভয় নেতার সাথে তিনি প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। জনাব শেখ মুজীবর রহমান ও জনাব নূরুল আমীন সংগ্রামে তাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সমর্থনের আশ্বাস দেন।

জনাব আবুহিশাম সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং মরহুম শেরে বাংলা, মরহুম খাজা নাজিম উদ্দীন মরহুম সোহরাওয়ার্দীর মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন।

আলফাতাহ নেতা আজ রোববার সকাল নটায় মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করবেন।

আলফাতার অন্যতম নেতা জনাব আবুহিশাম আজ রোববার জোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে এক জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন।

আজাদ

১৬ই জুন ১৯৬৯

চলতি মাসের শেষে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাইবেন

ঢাকা, ১৫ই জুন।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান চলতি মাসের শেষে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গমন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পার্টি সূত্র হইতে এই মর্ম্মে বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান অবস্থানকালে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্যদের সহিত মিলিত হইবেন। ইহা ব্যতীত আওয়ামী লীগ প্রধান আগামী ২২শে জুন পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্যদের সহিত আলোচনার পর শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে এক নীতি নির্দ্ধারণী বিবৃতি প্রদান করিবেন। –পিপিআই

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই জুন ১৯৬৯

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিব বিবৃতি দেবেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গতকাল রোববার ঢাকায় পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ সূত্রে আভাস দেওয়া হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

এছাড়া আগামী ২২শে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শেখ মুজিবর রহমান শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে একটি নীতিনির্ধারণী বিবৃতি দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

আজাদ
১৭ই জুন ১৯৬৯
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের জ্ঞাতব্য
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে আগামী ২২শে জুন সকাল নয়টার মধ্যে ঢাকায় পৌছানোর জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ গত রবিবার এক বিবৃতিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। সাংগঠনিক বিষয় ও শাসনতন্ত্র সমস্যা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ঢাকা আসার জন্যই এই আবেদন জানানো হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান কার্য্যালয় ৫১ নম্বর পুরানা পলটনে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে।

আজাদ
২২শে জুন ১৯৬৯
শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক সোনারগাঁও পরিদর্শন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঈশা খাঁর আমলে বাংলার রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁও গত শুক্রবার সফর করেন। ইহাছাড়া তিনি পানাম ও মোগরাপাড়াস্থ নীলকুঠি ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধসমূহ পরিদর্শন করেন।

উক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শনের সময় স্থানীয় অধিবাসিগণ শেখ ছাহেবকে ঘিরিয়া ধরেন। তিনি তাহাদের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করেন।

জনসাধারণের সহিত আলাপ করিবার সময় শেখ ছাহেব উক্ত স্থানের ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, এই সব স্মৃতিসৌধগুলি উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করিয়া অতি সহজেই বিদেশী পর্য্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

সফরকালে বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণ শেখ ছাহেবকে মাল্যভূষিত করেন। তাহার সহিত আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে জুন ১৯৬৯
আজ ঢাকায় দলীয় সদস্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আজ (রবিবার) সকাল ৯টায় ৫১ নং পুরানা পল্টনস্থ দলীয় সদর দফতরে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জেলা কমিটিসমূহের কর্মকর্তাদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইবেন।

শেখ সাহেব তাঁহার সহকর্মীদের সহিত দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র এবং নির্বাচন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময় করিবেন। এদিকে দলীয় প্রধানের সহিত আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জেলা কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনার পর শাসনতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রশ্নে স্বীয় দলের পক্ষ হইতে শেখ সাহেব একটি নীতি-নির্ধারণী বিবৃতি প্রদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Morning News
22th June 1969
Mujib visits Sonargaon

Sheikh Mujibur Rahman, chief of the Awami League on Friday paid a visit to Sonargaon the Administrative headquarters of Isa Khan. He also visited the `Nilkuthi' and the important places in and-around Panam and Mograpara, reports PPI.

The Sheikh while going around the historical buildings and shrines was cheered up by a large number of people including members of the minority community.

সংবাদ
২২শে জুন ১৯৬৯
আজ শেখ মুজিবের নীতিনির্ধারক বিবৃতি প্রদানের সম্ভাবনা

ঢাকা, ২১শে জুন (পিপিআই)।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামীকল্য তাঁহার পার্টির একটি নীতি নির্ধারক বিবৃতি প্রদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আগামীকাল সকালে শেখ মুজিব আওয়ামী

লীগ কার্যালয়ে তাঁহার পার্টির নেতা ও কর্মীবৃন্দের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইবেন। এই ঘরোয়া বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি লইয়া আলোচনা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে জুন ১৯৬৯

সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অবিলম্বে দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা দাবী : আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নীতি-নির্ধারণী বিবৃতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ক্ষমতা হস্তান্তর ও শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে দলীয় নীতি ঘোষণা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (রবিবার) অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট দাবী জানান।

নিজ দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত আলোচনার পর আওয়ামী লীগ-প্রধান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশব্যাপী এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হইবে দেশে একটি ফেডারেল পার্লামেন্টারী শাসন কাঠামো কায়েম করা, যে কাঠামোর অধীনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ এবং বে-সামরিক সরকার কায়েম করতঃ অবিলম্বে সেই সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। শেখ সাহেব বলেন, আলোচ্য ফেডারেল পরিষদটি একাধারে ফেডারেল পার্লামেন্ট ও গণপরিষদ হিসাবে দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করিবে এবং শেষোক্ত দায়িত্ব পালনকালে উক্ত গণপরিষদ অনধিক ছয় মাসের একটি সময়সূচী নির্ধারণ করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত গতকাল (রবিবার) আওয়ামী লীগ অফিসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রায় পাঁচ ঘন্টা আলোচনার পর দ্বিপ্রহর দেড়টায় শেখ মুজিবর রহমান শাসনতন্ত্র ও নির্বাচন প্রশ্নে তাঁর দলের নীতি নির্ধারণী লিখিত বিবৃতিটি সাংবাদিকদের হাতে অর্পণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই বিবৃতিটি সাংবাদিকদের হাতে অর্পণের জন্যই তাঁহাদিগকে আওয়ামী লীগ অফিসে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দানের জন্য নয়।

শেখ মুজিব তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগ দেশবাসীর জন্য তাঁহাদের দলীয় ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছে। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে ফেডারেল পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বিলোপ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবনের ধ্যানধারণায় আওয়ামী লীগ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। এই কারণেই আওয়ামী লীগ তাঁহাদের এই কর্মসূচী–যাহার জন্য জনসাধারণ প্রভূত ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছে–জনগণের আদালতে পেশ করিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাহে।

'৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রসংগে

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে শেখ সাহেব তাঁহার দলের নীতি-নির্ধারণী বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগ '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের বিরোধী; কেননা দেশবাসীর দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাংক্ষা যাহা বিগত গণ-আন্দোলনকালে সুস্পষ্টভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ করিয়া এক ইউনিটের বিলুপ্তি, জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা মাফিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথে উক্ত শাসনতন্ত্র প্রতিবন্ধকবিশেষ বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন।

বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

শেখ সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, দেশবাসীর শাসনতান্ত্রিক বা অন্যবিধ যাবতীয় সমস্যার গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী সমাধানের জন্য পাকিস্তানের জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাদির মাধ্যমে তাঁহাদের সার্বভৌমত্বের অনুশীলন করিতেই হইবে। এইভাবে কি তাঁহাদের কাম্য এবং কোন্ দলের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন রহিয়াছে, সুস্পষ্টভাবে তাহা জানাইয়া দিয়া নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত কেবল দেশবাসী জনসাধারণই বর্তমান সংকট হইতে দেশকে মুক্ত করিতে সক্ষম।

এই কারণেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্ষমতার যাহারা প্রকৃত উৎস সেই জনসাধারণের হাতেই আজ ফিরাইয়া দিতে হইবে। বর্তমান কর্তৃপক্ষের জন্যই এই ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার উপযুক্ত পন্থাই হইবে সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার ও জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অবিলম্বে দেশে প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হইবে একটি ফেডারেল শাসনকাঠামো কায়েম করিয়া কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ এবং একটি বে-সামরিক সরকার গঠন করিয়া সেই সরকারের হাতে অবিলম্বে দেশের শাসনভার বুঝাইয়া দেওয়া।

আলোচ্য ফেডারেল পরিষদটি একাধারে ফেডারেল পার্লামেন্ট ও গণ-পরিষদের দায়িত্ব পালন করিবে এবং শেষোক্ত দায়িত্ব পালনের শুরুতে উক্ত পরিষদকে অনধিক ছয়মাসের একটি সময়সূচী নির্ধারণ করিয়া সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ অবশ্যই শেষ করিতে হইবে।

জনগণের নিকট হইতে সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেট প্রাপ্ত, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অমীমাংসিত মৌলিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া দেশবাসীর আশা-আশাংক্ষার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেনই। জনগণের আশা-আকাঙ্খা এবং সত্যিকারের জাতীয় মন ও মানসের প্রতিফলন ঘটিয়াছে, এমন একটি শাসনতন্ত্রই কেবল দেশের মৌলিক আইনের পবিত্র মর্যাদা পাইতে পারে। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, আমাদের জাতীয় সমস্যাদি সমাধানের ইহা ছাড়া অন্য কোন শর্টকাট পথ নাই।

দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে কোন কোন নেতা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলিতেছেন। আওয়ামী লীগ ইহা সমর্থন করে না। কারণ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মূল দাবী-দাওয়ার অন্তরায়। সাম্প্রতিককালের দেশব্যাপী আন্দোলনে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছে।

জনগণের এই সব দাবী-দাওয়া হইতেছে এক ইউনিট বাতিল, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে পাস হওয়ার সময় পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ প্রতিনিধি তাহা মানিয়া লন নাই। কারণ তাহাতে ২১-দফা কর্মসূচী মোতাবেক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল না এবং ভোটাররা ২১-দফার ভিত্তিতেই তাঁহাদের ম্যাণ্ডেট প্রদান করিয়াছিলেন।

তদুপরি ইহার পর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে নূতন নূতন মৌলিক সমস্যা দেশের সামনে দেখা দিয়াছে। এই সব সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান ১৯৫৬ সালের সেকেলে শাসনতন্ত্রে নাই। তদুপরি এই শাসনতন্ত্র সহজভাবে সংশোধনযোগ্যও নয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর অধিক সময় ক্ষেপণ না করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা তাঁহার নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিব। দেশের কিষান, মজদুর ছাত্র এবং অগণিত মেহনতী মানুষের সমস্যাবলী মোকাবিলার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দান ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাই সাফল্যলাভ করিবে না।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিবের নীতি নির্ধারণী বিবৃতি : নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) সামরিক শাসনোত্তর প্রথম নীতি নির্ধারণী বিবৃতিতে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের বিরোধিতা করেন এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিনি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ নির্বাচিত পার্লামেন্ট একই সঙ্গে আইন সভা ও গণপরিষদের দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করিবে এবং অনধিক ৬ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করিবে।

আওয়ামী লীগ অফিসে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের সহিত ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার পর প্রদত্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য প্রশ্নসহ জনগণের সকল সমস্যার গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী সমাধানের জন্য পাকিস্তানের জনগণ গণতান্ত্রিক সংস্থার মাধ্যমে তাহাদের সার্বভৌমত্ব অবশ্যই কার্যকরী করিবে। কেননা একমাত্র জনগণই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাহাদের লক্ষ্য ও দল পছন্দ করিয়া দেশকে বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারে। সুতরাং ক্ষমতা, ক্ষমতার মালিক অর্থাৎ জনগণের নিকট অবশ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

বর্তমান কর্তৃপক্ষের নিকট এই ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত পন্থা হইতেছে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোট ও জনসংখ্যার হিসাবে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হইবে একটি ফেডারেল পার্লামেন্টারীর কাঠামো তৈরী করা, যাহার মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বশীল আইনসভা ও বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। এই ফেডারেল আইনসভা একই সঙ্গে আইনসভা ও গণপরিষদ হিসাবে কাজ করিবে এবং গণপরিষদ হিসাবে অনধিক ৬ মাসের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এইভাবে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সমাধান করিবেন, যাহাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ প্রতিফলিত হইবে।

বস্তুত জনগণই হচ্ছে শক্তি ও সত্যিকারভাবে জাতীয় মতামতের অনুকূল শাসনতন্ত্রই জনগণের শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে এবং দেশের মৌলিক আইন

হিসাব স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার কোন বিকল্প বা সরল পথ নাই।

শেখ মুজিব বলেনঃ আওয়ামী লীগ পুনরায় দলের ৬-দফা কর্মসূচী ও ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করিতেছে। এই দুইটি কর্মসূচীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত ফেডারেল আইনসভা, জনসংখ্যার হিসাবে ফেডারেল আইনসভার সদস্য নির্বাচন, এক ইউনিটের বিলুপ্তি প্রভৃতি সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, জনগণ যে উদ্দেশ্যে এতবড় আত্মত্যাগ করিয়াছে, আওয়ামী লীগ উহার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য লীগের কার্যসূচী জাতির সম্মুখে পেশ করিবে।

শেখ সাহেব বলেন, সম্প্রতি কোন কোন নেতা দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের কথা বলিতেছেন। আওয়ামী লীগ ইহা সমর্থন করে না। কেননা, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র উভয় প্রদেশের জনগণের মৌলিক দাবির প্রতিকূল।

তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছাত্রদের ১১-দফা ও আওয়ামী লীগের ৬-দফার অন্তর্ভুক্ত এক ইউনিট বিলোপ, জনসংখ্যার হিসাবে প্রতিনিধিত্ব ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের স্বপক্ষে জনগণ ব্যাপকভাবে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে।

তিনি বলেন ঃ বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ সদস্য পাশ হওয়ার সময়ও '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে নাই। কেননা, ইহাতে ২১-দফার মাধ্যমে জনগণের দেওয়া ম্যাণ্ডেটের অন্যতম স্বায়ত্তশাসনের বিধান নাই। সেই হইতে এত বৎসর পরে এখন আবার সেই শাসনতন্ত্র জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে সহজ সংশোধনের অবকাশ পর্যন্ত নাই।

বিবৃতিতে তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিবের বিবৃতি : সোনারগাঁওকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তোলার আহ্বান

ঢাকা, ২১শে জুন।– গতকল্য বিকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঈশা খার আমলের বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও ও তৎসন্নিহিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি নীলকুঠিসহ পানাম ও

মোগরাপাড়ার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভবন পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় জনসাধারণ তাহাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্থানী জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহে এবং পানাম শহরের যথাযথ সংরক্ষণে সরকারী ব্যর্থতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিসমূহ ও পানাম শহর সংরক্ষণ এবং এই স্থানে একটি 'পর্যটন কেন্দ্র' গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব ময়জুদ্দিন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক এ্যাডভোকেট, মোল্লা রিয়াজ উদ্দিন প্রমুখ সোনারগাঁও গমন করেন। কাঁচপুর ঘাটে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পানাম ও মোগরাপাড়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী ও স্থানীয় জনসাধারণ শেখ মুজিবর রহমানকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে জুন ১৯৬৯

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের ঘোষণা : '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র জনগণের মূল দাবী আদায়ের অন্তরায়

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছেন যে আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনপ্রবর্তনের দাবী সমর্থন করে না; কারণ ঐ শাসনতন্ত্র দেশের উভয় অংশের জনগণের মূল দাবীসমূহ আদায়ের পথে অন্তরায় বিশেষ।

গতকাল রোববার অপরাহ্নে শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এক বৈঠক শেষে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বর্তমানে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা যে বিতর্ক শুরু করেছেন সেই প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করে বলেন যে, সাম্প্রতিক দেশব্যাপী আন্দোলনকালে দেশের দুঅংশের জনগণ এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও ছাত্রদের এগার-দফার আলোকে স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছে।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রত্যষ নির্বাচনের ব্যবস্থা দাবী করেন।

তিনি আরও বলেন যে আওয়ামী লীগ ছয়-দফা ও ছাত্রদের এগার-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে একুশদফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের কোন ব্যবস্থা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে না থাকায় এই শাসনতন্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করেনি। তারপর দীর্ঘদিন চলে গেছে, এই সময়ে অনেক মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যুগের অনুপযোগী এই শাসনতন্ত্রের মধ্যে দেশ সেসব সমস্যার সমাধান পাবে না। তদুপরী এই শাসনতন্ত্র সংশোধনের কোন সহজ ব্যবস্থাও এখানে নেই।

বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সংকটের সমাধান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ও জনসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হবে দেশে ফেডারেল পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার কাঠামো সৃষ্টি করা। এর মাধ্যমে দেশে জনপ্রতিনিধিদের আইন পরিষদ ও বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যে সরকারের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করা যাবে।

একযোগে আইন ও গণপরিষদ

বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, এই ফেডারেল পরিষদ একযোগে আইন ও গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে। পরিষদকে ৬ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা দরকার।

তিনি বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পরিষ্কার ম্যান্ডেট নিয়ে অবশ্যই মৌলিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা করবেন, দীর্ঘদিন যাবত এসব সমস্যার কোন সমাধান করা যায়নি। তাঁরা জনগণের আশা-আকাংখা প্রতিফলিত এবং জাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। জনগণের ইচ্ছা ও মতৈক্যের ভিত্তিতে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে কেবলমাত্র সেই শাসনতন্ত্রই মৌলিক আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ সাহেব বলেন, দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট এহিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, "আর অধিক সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমরা তাঁকে অনুরোধ করব।"

তিনি বলেন, দেশের কৃষক, শ্রমিক ছাত্র ও জনগণের ক্রমবদ্ধমান সমস্যাবলী সমাধানের দায়িত্বভার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর অর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এসবের সমাধান সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, শাসনতান্ত্রিকসহ অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক সংস্থাবলীর মাধ্যমে পাকিস্তানের জনগণকে তার সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিতে হবে। কারণ, জনগণ এবং একমাত্র জনগণই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশকে বর্তমান দুর্যোগের কবল থেকে মুক্ত করতে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের পছন্দমত আদর্শ ও রাজনৈতিক দল নিয়ে অগ্রগতির সাথে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা জনগণের হাতেই প্রত্যার্পণ করা দরকার।

Morning News

24th June 1969

Mujib urges direct elections on adult franchise basis

(By Our Staff Reporter)

AWAMI LEAGUE (SIX-POINT) CHIEF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN YESTERDAY SAID THE APPROPRIATE METHOD OF TRANSFERRING POWER TO THE PEOPLE FOR THE PRESENT AUTHORITIES WOULD BE TO MAKE IMMEDIATE ARRANGEMENTS TO HOLD DIRECT ELECTIONS ON THE BASIS OF UNIVERSAL ADULT FRANCHISE AND REPRESENTATION ON THE BASIS OF POPULATION.

IN A STATEMENT HANDED OVER TO THE PRESS AT THE AWAMI LEAGUE OFFICE IN DACCA, SHEIKH MUJIB SAID: IT IS THE PEOPLE ALONE, ACTING THROUGH THEIR ELECTED REPRESENTATIVES THAT CAN LEAD THE COUNTRY BY FIRMLY INDICATING THEIR CHOICE OF OBJECTIVES AND PARTIES. "POWER MUST THEREFORE BE TRANSFERRED WHERE IT BELONGS, THAT IS TO THE PEOPLE".

Sheikh Mujib's suggested object for "holding these elections" was to bring into being "a federal parliamentary structure, which would provide the country with representative legislatures and a civilian government to which power should be transferred immediately".

He suggested that the federal legislature would function both as a legislative and constituent assembly. In the latter capacity the body of the elected representatives "must set itself a time limit of not more than six months within which to deliver the constitution".

Sheikh Mujib said elected representative with a clear mandate must resolve the basic constitutional issues which have remained unsettled and adopt a constitution reflecting the wishes of the people and securing the vital interest of the nation. "Only a constitution embodying the popular will and representing a true national consensus -- could command the sanctity as the fundamental law of the land. It must be realised that there is no other way, nor any shortcut to the solution of our problems".

Reaffirming Awami League's commitment to Six-Point programme and the 11-Point Programme of the students, Sheikh Mujib said his party will submit its programme to the nation for electoral ratification.

সংবাদ

২৭শে জুন ১৯৬৯

ছাত্রলীগ কাউন্সিল অধিবেশন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ (শুক্রবার) সকাল দশটায় স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ার্স ইনষ্টিটিউটে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

এই উপলক্ষে সমগ্র দিবসের কার্যসুচীকে তিনটি অধিবেশনের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিম্নে বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের কর্মসুচী প্রদত্ত হইল:

প্রথম অধিবেশন: সকল দশটায় প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। জাতীয় ও প্রতিষ্ঠানের পতাকা উত্তোলন ও তোপধ্বনির মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হইবে। দ্বিতীয় অধিবেশন: সকাল সাড়ে দশটা। জেলা ও কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ। তৃতীয় অধিবেশন: সন্ধ্যা ৭টা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবং ৮-৩০ মিঃ নির্বাচনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

ইতিমধ্যেই প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে কাউন্সিলরগণ উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে জুন ১৯৬৯

শাসনতন্ত্র প্রশ্নে শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন

করাচী, ২৭শে জুন।– দুই জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা অদ্য শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নাদি সম্পর্কে তাঁহাদের পার্টির নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মনোভাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, বিগত ২০ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ শাসনকার্যে উহার ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ছয়-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানীরা দাবী-দাওয়া তুলিলেই তাহাদেরকে বিভেদকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির প্রকৃত দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার ইহাই উপযুক্ত সময়। তাহারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান। –এপিপি

সংবাদ

২৮শে জুন ১৯৬৯

ছাত্রলীগ কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) সকাল দশটায় স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ার্স ইনষ্টিটিউটে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের তদানীন্তন সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ৪টি 'শ্বেতকপোত' উড়ানো হয়। জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের পর সভায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।

প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে জনাব আবদুর রউফ সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ছাত্র লীগ বিশ্বাসী। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহিত সংহতি বজায় রাখারও তিনি দৃঢ় মত অভিব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধান অতিথি হিসাবে সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সম্মেলনে তিনি একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠান।

ইহার পর ছাত্র লীগের তরফ হইতে 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ মার্টিন লুথার কিং ও ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে ৪টি শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। ইহাছাড়া ছাত্র লীগ নেত্রী ও প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা রাফিয়া আক্তার (ডলি) কাউন্সিলরদের অভ্যর্থনা জানান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রলীগের প্রাদেশিক কাউন্সিলকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল সকাল হইতেই সম্মেলন কক্ষের দরজায় এবং বহির্ভাগের রাস্তায় বিবদমান দুইটি গ্রুপের মধ্যে দারুন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ইহার পর রমনা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে আগমন করিয়া সম্মেলন কক্ষের রাস্তায় 'ব্যারিকেট' তৈরী করিলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে।

সন্ধ্যায় তৃতীয় অধিবেশনে নির্বাচনী অনুষ্ঠান স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে জনাব তোফায়েল আহমদ ও আ, স, ম আবদুর রবকে নির্বাচিত করা হয়।

সংবাদ

২৮শে জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিব ফ্লুতে আক্রান্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'ফ্লু' তে আক্রান্ত হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি ডাঃ ফজলে রাব্বীর চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে জুন ১৯৬৯

শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন

করাচী, ২৭শে জুন।– দুই জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা অদ্য শাসনতান্ত্রিক সমস্যা প্রশ্নে তাহাদের পার্টির নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। এক যুক্ত বিবৃতিতে তাহারা বলেন যে, গত বিশ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষীরা পূর্ব পাকিস্তানী জনগণকে দেশের সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। আওয়ামী

লীগ নেতৃদ্বয় দুঃখ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যখনই ছয় দফাভিত্তিক তাহাদের দাবী-দাওয়া পূরণের দাবী জানাইয়াছে তখনই তাহাদিগকে বিশৃংখলাকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতৃদ্বয় বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি জনসাধারণের পক্ষে আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এগারো দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর ইউনিটগুলির ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া পূরণের এখনই উপযুক্ত সময়। তাহারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে যথাশীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে জুন ১৯৬৯

নেতারা অসুস্থ সুতরাং---

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত বৃহস্পতিবার বিকাল হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিতেছেন বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ। বর্তমানে তিনি ডঃ ফজলে রাব্বীর চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গতকল্য শুক্রবার শেখ মুজিবর রহমানের ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই।

প্রেস রিলিজে আরও বলা হয় যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদও তীব্র জ্বরে ভুগিতেছেন। ডঃ করিম ও ডঃ ওয়াদুদ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে জুন ১৯৬৯

ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) ইঞ্জিনীয়ার্স ইনষ্টিটিউটে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের জরুরী প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশন ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব তোফায়েল আহমদ নতুন কার্যকরী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। গতকল্য (শুক্রবার) সকাল ১১টায় প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবদুর রউফ কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক এই অধিবেশন উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু ঘোষকের মতে 'বিশেষ কারণে' তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করিবার পর পিডিপির দালালরা বেরিয়ে যাও, ৬-দফা ও ১১-দফা জিন্দাবাদ প্রভৃতি শ্লোগান উত্থিত হইতে থাকে।

উদ্বোধনী ভাষণে জনাব আব্দুর রউফ বিগত গণ-আন্দোলনে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা ও এই ব্যাপারে ছাত্রলীগের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। পূর্বাহ্নে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ হইতে মিস রাজিয়া আখতার ও জনাব আব্দুল হক বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিগত ১১ দফার আন্দোলনে সুষ্ঠু নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনাব তোফায়েল আহমদ জনাব আবদুর রউফ ও জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলীকে নৌকার প্রতিকৃতি ও পদক উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ বিগত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিগত আন্দোলনের ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া, ডঃ শামসুজ্জোহা, অধ্যক্ষ হাই ও ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের রুহের প্রতি সম্মানার্থে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুধুমাত্র কাউন্সিলরদের জন্য বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটির নির্বাচনের পর রাত্রি নয়টায় কেন্দ্রীয় পরিষদের নতুন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। নিম্নলিখিত ছাত্রগণ নতুন কমিটিতে নির্বাচিত হনঃ জনাব তোফায়েল আহমদ সভাপতি, এ এস এম আবদুর রউফ সাধারণ সম্পাদক এবং শাহজাহান সিরাজ সাংগঠনিক সম্পাদক।

ছাত্রলীগের এই জরুরী কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে দুইটি ট্রাকে করিয়া বহু লোক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে আগমন করে। তাহাদিগকে সর্বক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের মঞ্চের পিছনের দরজার কাছে অবস্থান করিতে দেখা যায়।

■■■

নির্ঘণ্ট

অ

অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ- ১০, ৪২৯, ৪৩৬।
অধ্যাপক ডঃ রাশীদুজ্জামান- ১৮০।
অজয় কুমার রায়- ২২১।
অমলকান্তি সেন- ২২১।
অধ্যাপক গোলাম আজম- ৩৮৯, ৪৩৬।
অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই- ৫৩৭।

আ

আরবাব সিকান্দর খান- ১১।
আজমল খটক- ১১।
আবদুল হালিম- ১১, ২১৮, ৪৮৮।
আবদুল খালেক- ৪৪৯।
আলতাফ আজাদ- ১১।
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- ২৯, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৮, ৬৭, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৮০, ৯০, ১০৮, ১১১, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২২১, ২২৩, ২২৫, ২২৭, ২২৯, ২৩১, ২৩৬, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭৪, ২৭৭, ৩০০, ৩১১, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৬, ৪৬৩, ৪৮৫।
আওয়ামী লীগ- ৯, ১৩, ১৪, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ১০৮, ১১১, ১১২, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৬, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৮৯, ১৯০, ২০৩, ২০৫, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৫১, ২৭১, ২৭৪, ২৭৬, ২৮০, ২৮৫, ২৮৭, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০, ৩২৩, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯২,

৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৯, ৫১১, ৫১২, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯।
আইয়ুব খান- ৩১, ৪৪, ৪৫, ৬৮, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৯১, ৯২, ১০৮, ১১১, ১১৫, ১২১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪২, ১৭৬, ১৮৫, ২৩০, ২৪৪, ২৭২, ২৮৭, ৩০৮, ৩৪০, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪০৪, ৪২৩, ৪৩৬, ৪৮০।
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- ৩১, ৩৭, ৪৫, ৮৯, ১৩৪, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৭৩, ২৮৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩৫৩, ৩৮০, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪০৩, ৪০৪, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৭৩, ৫২৮, ৫৩১।
আবদুস সালাম খান- ৫৮, ৩৮৯, ৪৩৪, ৪৪১।
আমজাদ হোসেন- ৩৩।
আমিনুদ্দীন আহমেদ- ৩৩।
আবদুল হাকিম- ৩৩, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৮, ৫১০।
আসগর খান- ৪৪, ১০৬, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২৭, ১৩৩, ১৫২, ১৫৩, ১৮৯, ২২২, ২২৩, ২৩০, ২৩৫, ২৪২, ২৭১, ২৯৬, ২৯৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩৬৭, ৩৭৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩।
আতাউল্লা খান মোঙ্গল- ৪৫।
আবদুল মালেক উকিল- ৬০, ৬৪, ৬৭, ২৪২, ২৭১, ২৯৫।
আবদূর রহমান- ৬৭।
আবদুর রাজ্জাক- ৬৭, ১৮১।
আনোয়ার হোসেন- ৬৭।
মোনায়েম খান- ৩৪, ৭৪, ২৮৫।
আবসার কালাম- ৭৮।
আবুল কাশেম- ৮২, ৯১।

আবদুল হামিদ খান ভাসানী- ৪৪, ৪৫, ৫২, ৫৮, ৭৪, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯২, ১২৪, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৭২, ১৭৯, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ২০৮, ২২৩, ২৪৪, ২৭৩, ২৮০, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ৩০৬, ৩০৯, ৩১১, ৩১৯, ৩৩৪, ৪২৬, ৪৩৩, ৪৪১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৮৫, ৫২২, ৫২৪।
আট দফা- ৭৯, ৯১, ১১৬, ১১৮, ২৯৫, ২৯৯, ৩০৬, ৩৬১।
আবদুস সামাদ আচাকজাই- ৯২, ১০৪।
আজম খান- ১১৬, ১১৮, ১২১, ১৩৩, ১৩৫, ১৮৯, ১৯০, ২০৮, ২৩৩, ২৭১, ২৯৪, ২৯৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৯, ৩২৩, ৩২৪, ৩৬৭, ৩৭৮।
আমিরুল ইসলাম- ১৭০।
আখতার সোলেমান- ১৭২।
আসাদুজ্জামান- ১৬, ১৮৩, ২৭৫, ৪৭০, ৪৭৬।
আবদুর রউফ- ২৯, ১৮০, ১৮২, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৩৯।
আমেনা বেগম- ৪৮৯, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫১৫, ৫১৭।
আহমদ ফজলুর- ১৮১।
আবুল কালাম আজাদ- ১৮৬, ২২৮।
আলী হায়দার খান- ১৮৬।
আবদুল্লাহ আল হারুণ চৌধুরী- ১৮৯।
আবু সালেহ- ১৮৯।
আজাদ খান- ২২৩।
আতাউর রহমান খান- ২৩৫, ২৭১, ৪৮৮, ৪৮৯।
আজিজুর রহমান আক্কাস- ২৩৬।
আজমল আলী চৌধুরী- ২৭০, ৩৮৯।
আবদুল লতিফ খান- ৩৩৭।
আবুল হোসেন চৌধুরী- ৩৩৭।
আবদুল গফুর- ৩৩৭।
আবদুল হামিদ- ৮২, ৯১, ৯২, ১০৬, ২২১, ২২৩, ৩৩৭, ৪৫৫, ৪৮৫।
আফজল হোসেন- ৩৩৭।
আবদুস সাত্তার পীরজাদা- ৩৬৮, ৩৮৬।
আজিজ কোরেশী- ৪০০।
আব্দুল মালেক- ৪৫৬, ৪৬৪।

আনোয়ার চৌধুরী- ৪৫৬, ৪৯১, ৪৯৯।
আলহজ হাফেজ মোহাম্মদ মুসা- ৪৫৬।
আলী হোসেন- ৪৫৬।
আব্দুল মোমিন- ৪৫৬।
আবদুল মান্নান- ১৪, ৭৮, ৪৬৪, ৫০৮।
আবদুল মোতালিব- ৪৬৪।
আদমজী জুটমিল- ৪৭৬।
আফসারউদ্দিন আহমদ- ৫০১।
আবুল হোসেন- ৩৩৭, ৫০৫, ৫০৮।
আমিনুল হাসনাত- ৫১২।
আদেল উদ্দিন আহমদ- ৫১৮।
আবু হিশাম- ৫২১, ৫২২।
আ, স, ম আবদুর রব- ৫৩৭।
আসাদ- ১৬, ২৩, ২৪, ৫৫, ১৮০, ১৮৩, ১৮৮, ২৭৫, ৪৭০, ৪৭৬।

ই

ইকবাল সোবহান চৌধুরী- ২২৫।
ইউসুফ হারুন- ৩৩৮, ৪৮০।
ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক- ৩৫৪।
ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)- ৪৩৭, ৪৪১, ৪৯৭, ৫৩২।
ইয়াহিয়া খান- ৪৯৭, ৫২৯।

এ

এম এ আজিজ- ৭৭, ৭৯, ২৭১।
এম এ হান্নান- ৭৭।
এ মোমেন- ৩৩।
এ মান্নান- ৩৩।
এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী- ৪৬।
এনডিএফ- ৩২৬, ৩৮৯, ৪৯৭।
এ এইচ কামরুজ্জামান- ৫৮।
এ কে এম জালালউদ্দীন- ৬৭।

এস এম মোর্শেদ- ৯২, ১২১, ১৩৭, ৪০৪।
এ কে ব্রোহী- ১১৯।
এস, এ, রহমান- ১২২।
এ, আর, খান- ১৬৯, ১৭৯।
এ বি মোহাম্মদ খুরশীদ- ১৮১।
এম, কফিলুদ্দিন- ১৮৯।
এ, কে আজাদ- ১৮৯।
এক ইউনিট- ২৫২, ২৭৩, ২৮৩, ৩৫৩, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪০০, ৪০৩, ৪০৪, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৭, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৭১, ৪৭৩, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২।
এ টি এম আবদুল মতিন- ৩০৬।
এম, এ, সামাদ- ৩৫০।
এ, পি, রায় চৌধুরী- ৩৭৯।
এস এম জাফর- ৩৮৯।
এম, এ, রেজা- ৪৬৩।
এইচ, কে, আবদুল হাই- ৫০৫।
এগার দফা- ১৫, ৫৪, ৫৫, ৬৭, ৭০, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৭, ১২৪, ১৩৪, ১৮৬, ১৮৯, ২০৭, ২২১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭, ২৮৮, ৩০৬, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৫৩, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৪২, ৪৭৫, ৫৩৯।
এপিপি- ২৮, ৪৫, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৮১, ৮৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১৭, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮, ২৩৫, ২৪৫, ২৬৯, ২৭১, ২৮০, ২৮১, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩২০, ৩২৪, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০০, ৪০৫, ৪২২, ৪২৪, ৪২৫, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪৯, ৪৬১, ৪৬২, ৪৮৭, ৪৯৭, ৫১২, ৫২২, ৫৩৬।

ও

ওয়াহিদুজ্জামান- ৩২৫।

ক

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী- ৩৩, ৫১৬।
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ- ৫৫, ১৮০, ২৩৩, ২৩৪, ২৪৪, ২৪৮, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৪৯১।
কনভেশন মুসলিম লীগ- ৬০, ৭৮।
কাউন্সিল মোছলেম লীগ- ৮২।
কর্পোরাল আবুল বাশার- ১৮১।
ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন- ১৮২।
ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল মোতালেব- ১৮২।
ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া- ১৮২।
ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা- ১৮২।
ক্যাপ্টেন এ এম এম নূরুজ্জামান- ১৮২।
কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ- ২৮১।
কম্যুনিষ্ট পার্টি- ২৯৪, ৩০৭।
কোরবান আলী- ৩৩৭।
কাজি মুহম্মদ আকবর- ৩৮৯।
কাজি মোহাম্মদ ঈসা- ৩৮৯।
কে, এম, ওবায়দুর রহমান- ৩৩, ১৮৬, ১৮৮, ২০৪, ২২৮, ৪৬৪, ৪৯২, ৪৯৩।
কায়সার আলী- ৫০২, ৫০৫, ৫০৮, ৫০৯।
কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতাল- ১০৮।

খ

খান আবদুল ওয়ালী খান- ১১, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ- ৩২, ৬০, ৩৫০, ৩৮১, ৪৩৭, ৪৪১, ৫২৩।
খালেদ মোহাম্মদ আলী- ৫৫, ২৫৩, ২৭৭, ২৭৯, ৫৩৭, ৫৩৯।
খাজা শাহাবুদ্দীন- ১৭১, ১৭২, ১৭৯, ৩৮৯, ৩৯৪।
খান এম শামসুর রহমান- ১৮২।
খাজা নাজিম উদ্দীন- ২২৮, ২৮৬, ৫২২, ৫২৪।
খাকসার পার্টি- ৩২৬।
খাজা খয়ের উদ্দীন- ৩৮৯, ৪৮৭।

গ
গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী- ১১।
গোল টেবিল বৈঠক- ৯০, ১২৫, ৩৮৯।
ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক)- ১৩, ১৪, ৪৭, ৫১, ৬৮, ৭০, ৭৬, ১০৬, ১০৬, ১১৭, ১৩৩, ১৪১, ১৯১, ২২৩, ২৩০, ২৭০, ৩১৯, ৩৩৪, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৮৯, ৪০৪, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪৩৮।
গোলাম কিবরিয়া- ৬৭।
গণ-সাহায্য তহবিল- ৩৫২।
গণ-অভ্যুত্থান- ২৯৯, ৩০০, ৩২০, ৪২৯।
গণপরিষদ- ৩৭৮, ৫২৭, ৫৩০, ৫৩৩।
গাজী গোলাম মোস্তফা- ৪৬২, ৪৯১, ৪৯৯।

চ
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী- ৪৪, ৫২, ৫৮, ৩৮৯, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৪২।
চৌধুরী নাজির আহম্মদ- ৪৬।
চৌধুরী ফজলে এলাহী- ৩৮৯, ৩৯৪।

ছ
ছয়দফা- ১৩, ৩১, ৪৭, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮২, ৮৫, ৮৯, ৯০, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৬৮, ১৭১, ১৮৯, ২০৭, ২৩৫, ২৭৪, ২৮২, ২৯৯, ৩৩৭, ৩৫৩, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৮৬, ৩৯৩, ৪২৭, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪২, ৪৫০, ৪৭৪, ৪৭৬, ৫০৭, ৫৩২, ৫৩৬।

জ
জুলফিকার আলী ভুট্টো- ১১, ১৪, ১০৪, ১০৫, ১৩৫, ২০৮, ২২২, ২৬৯, ৩০৭, ৩০৮।
জীতেন ঘোষ- ১১।
জহুর আহমেদ চৌধুরী- ৩৩।
জামাতে ইসলামী- ৫১, ৩৩৫।
জহিরুদ্দিন- ৫৩, ৪২৯।
জরুরী অবস্থা- ৪৭, ৫৬, ৬৮, ৭৪, ৮২, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৪, ২০৪, ২৩০, ২৮৮, ২৯৯।
জুলমত আলী খান- ২৮১।

জে এ রহীম- ৩২৩।
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম- ৪৬, ৩২৬, ৪৯৯।
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট- ৩৫০।
জাইন নূরানী- ৩৮৯।
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন- ৩২৫।
জেড, এইচ, সুলেরী- ৪৮০।
জামাল হায়দার- ২৯, ১৮০, ২৩৪, ২৫৩, ৪৯১।

ট
টি, এইচ, খান- ১৬৯।

ড
ডক্টর শামসুজ্জোহা- ১২৫, ১২৮, ১৫৫, ২০৪, ২৩৪, ২৭৫, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৭০, ৫১৬, ৫১৮, ৫৩৯।
ডক্টর আব্দুল মালেক- ৪৫৬, ৪৬৪।
ডঃ কামাল হোসেন- ১১৯, ১৭০, ২৯৫, ৩০৬, ৪২৮।
ডঃ এম এন হুদা- ৩৮৯।
ডঃ জাকির হোসেন- ৫০৫, ৫৩৭।
ডঃ মার্টিন লুথার কিং- ৫৩৭।
ডাঃ খলিলুর রহমান- ৩৩৭।
ডাঃ আবদুল মন্নান আকঞ্জী- ৩৪০।
ডাঃ জহির আহমদ- ৩৮৬।
ডাঃ আহমদ আলী- ৪৫৬।
ডাঃ গিয়াসুদ্দীন- ৪৫৬।
ডাঃ টি, হোসেন- ৫২০।
ডাঃ ফজলে রাব্বী- ৫৩৭।

ঢ
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট- ৯, ৩৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার- ৩৪, ৩৭, ৮৫, ১৮৫।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- ১৫, ৫৪, ৫৫, ১৮০, ২২৮, ৪৯১, ৫২১।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ- ৫৫, ৪৯১।

ঢাকা হকার্স এসোসিয়েশন- ১৭৬।
ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি- ৩২৬।
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ- ১৫, ১৬, ২২, ২৪, ২৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৫১৮।
ঢাকা ল' রিপোর্ট- ৫০৩।

ত

তাজউদ্দীন আহমদ- ১১, ৩২, ৮১, ৮২, ৯০, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৫৮, ১৮৮, ২৪২, ২৯৫, ৩৬৪, ৪৩৭, ৪৬২, ৪৬৪, ৪৮৫, ৫০৫, ৫১৮, ৫২১।
তফাজ্জল হোসেন- ৩৪, ৩৫২, ৩৫৪, ৫০৩, ৫৩৭।
তাসখন্দ ঘোষণা- ৩১, ৩৬, ৩৭।
তোফায়েল আহমদ- ৫৫, ১৮০, ২৩৪, ২৪৪, ২৫৩, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৭, ৩৩৩, ৩৪০, ৪৩৫, ৫১৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯।
তাজুল ইসলাম হাশমী- ২২৫।

দ

দেওয়ান মাহবুব আলী- ১০, ১২৩।
দেশরক্ষা আইন- ১০, ৬৪, ৭১, ২৬৭, ২৮২, ২৮৬, ৫০২, ৫০৩, ৫০৮।
দেওয়ান আবদুল বাসেত- ৩২৫।

ন

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ৯, ১১, ১৩, ৫১, ৫২, ৫৮, ৬৯, ৭৯, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৭২, ১৭৩, ১৮৮, ২০৮, ২২৩, ২৭৩, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৪০৪, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৭, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬৩, ৪৮০, ৪৮৫।
নগেন সরকার- ১১, ১৮৬, ২১৮, ২১৯।
নুরুল ইসলাম চৌধুরী- ৩৩।
নুরুল ইসলাম- ৩৩, ৪৩৭।
নসরুল্লাহ খান- ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৬৭, ৬৮, ৭৪, ১২৮, ১৪১, ১৬৯, ১৭২, ২৭০, ২৯৬, ৩১৯, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৪২, ৪৫০।
নেজামে ইসলাম পার্টি- ৫১, ১৬৬, ৩৮৯।

নূরুল আমীন- ৫৮, ৩৮৯, ৪২৫, ৫২৩, ৫২৪।
নূরুল আলম- ৬৭।
নাজিম কামরান চৌধুরী- ২৯, ১৮০, ৩২৫।
নূর মোহাম্মদ- ১৮১।
নিরাপত্তা আইন- ১৫৬, ২৩৩, ২৮৮।
নিজামুদ্দিন আহমদ- ১২৮, ৪৫৬।
নুরুল হক- ৪৬৪।

প

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ৯, ৪৩৬।
পীর হাবিবুর রহমান- ১০, ১২৩।
পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ- ৩৮৯, ৪৮৭, ৪৯৯।
পীর রুহুল আমীন- ৫১১।
পূর্ণেন্দু দস্তিদার- ১১, ১৪, ১৮৫, ২১৯।
পাকিস্তান পিপলস পার্টি- ১১, ১১৬, ১১৮।
পাকিস্তান রক্ষা বিধি- ৩৪, ৪৮৬।
পূর্ব্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স- ৩০।
প্রেম আগাস্থা- ৪৭।
পিডিএম- ৪৮০।
প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স- ১৫৩, ৩৮১।
পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন- ৩২৬, ৪৬৪, ৪৭৩।
প্রেসট্রাস্ট- ২৭৫, ৩৮১।
প্রোগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেড- ২৪৬, ৩৬৭।
পাকিস্তান মহিলা সংসদ- ৫২২।
পাক-চীন মৈত্রী সমিতি- ৫২২।
পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন- ৫২২।
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ- ৫৩৫।
পিপিআই- ৯, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৫, ৯০, ১০৮, ১০৯, ১১৭, ১১৯, ১২৮, ১৩৩, ১৪৪, ১৫৩, ১৫৮, ১৭১, ১৯০, ২৩৩, ২৩৫, ২৪২, ৩৪১, ৩৪৯, ৩৫৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৯, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৫, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৫০, ৪৬৩, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৪, ৪৯৫, ৫০৬, ৫১২, ৫১৭, ৫২২, ৫২৪, ৫২৬।

ফ
ফাতেমা জিন্না- ৩০, ৩৭।
ফখরুল ইসলাম- ৫৫, ৩২৫।
ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক- ১০৮।
ফজলুল বারী- ১৮২।
ফাস্ট লেফটেনান্ট এম এম এম রহমান- ১৮২।
ফাস্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ- ১৮২।
ফজলুল হক চৌধুরী- ২২৫।
ফজলুল হক ওসমানী- ২২৫।
ফখরুদ্দিন আহমদ- ২৭০।
ফিদা মুহম্মদ খান- ৩৮৯।
ফেলিস্তিন মুক্তি সংস্থা- ৫২১।

ব
বজলুর রহমান- ৩৩।
বি, আলম- ৬৭।
বজলুস সাত্তার- ৭৯।
বিধান কৃষ্ণ সেন- ১৮১।
বেগম মুজিব- ২২৪, ২৮১।
বঙ্গবন্ধু- ২৩৪, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৬৭, ২৭২, ২৯৭, ৩৪০, ৩৫২, ৩৮৬, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭৫।
বদরুল হাসান- ২৪৭।
বেতন বোর্ড- ৩৬৬, ৩৭৯, ৩৮০, ৪৭৪।
বিচারপতি সাত্তার- ৫০৩।

ভ
ভাসানীপন্থী ন্যাপ- ৭৯।
ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী)- ১৮১।

ম
মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী- ৯, ৫২, ২৯৬, ৩২৩।
মাহমুদুল হক ওসমানী- ১০, ১৩।

মনি কৃষ্ণ সেন- ১১, ২১৮।
মতিয়া চৌধুরী- ১১, ১৪, ৬৭, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ২০৪, ২১৮, ২২৮।
মনিকৃষ্ণ সেন- ১১।
মোল্লা জালালুদ্দীন আহমদ- ৩৩, ৫৬, ৬০।
মোল্লা মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন- ৫১৫, ৫১৬।
মহিউদ্দিন আহমদ- ৩৩, ১২৩, ১২৪।
মোহাম্মদুল্লাহ- ৩৩।
মুস্তাফা সারোয়ার- ৩৩।
মিজানুর রহমান চৌধুরী- ৪৭, ৫৭, ৬০, ৬৪, ৬৭, ১২৫, ১৩৩, ১৩৯, ১৪০, ১৫৮, ১৭১, ১৭২, ২৪২, ২৭১, ২৯৫, ৪৬৪, ৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৭, ৫২৩।
মীর লায়েক আলী- ৪৬।
এম, জি, জিলানী- ৪৬।
মুনীর আহম্মদ বালুচ- ৪৬।
মীর গওহর খান- ৪৬।
মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা- ৫২, ৫৮।
মওলানা মুফতি মাহমুদ- ৫৮, ৩৯১, ৩৯২।
মওলানা সাইদুর রহমান- ৪৬৪, ৪৭৩।
মোহসেন উদ্দিন- ৫৮, ৪৯৯।
মওলানা আব্দুর রহিম- ৫৮, ৪৪৯।
মিঞা তোফায়েল মাহমুদ- ৫২।
মাহবুবউল্লাহ- ৫৫, ২৫৩, ২৭৯, ২৮০।
মোঃ জালাল- ৬৭।
মাহমুদ আলী- ৯, ৬৯, ১০৮, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ৩২৩, ৩৯৪, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৮০, ৪৮৭।
মুজিব পার্ক- ৭০, ৭৮, ৭৯।
মোহাম্মদ মুসা- ৩৩, ৭৭, ৪৫৬।
মঞ্জুর কাদির- ১২২।
মৌলবী ফরিদ আহমদ- ৫৮, ১২৮, ১৪১, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪১।
মুকসুমুল হাকিম- ১৬৯।

মাহবুবুল হক দোলন- ২৯, ১৮০, ২৫৩, ২৭৭, ২৭৮।
মোস্তফা জামাল হায়দার- ২৯, ১৮০, ২৩৪, ২৫৩।
মোহাম্মদ আলী রেজা- ১৮২।
মেজর শামসুল আলম- ১৮২।
মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী- ১৮২।
মনি সিংহ- ১৮০, ১৮২, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৭, ২৩৫, ২৬৮, ২৮৭।
মুয়িদুল আলম- ১৮৯।
ময়জুদ্দিন- ২৪২, ২৯৫, ৪৫৬, ৫৩২।
মতিউর রহমান- ২৩, ২৬, ২৪২, ২৭১, ৫০১, ৫১১।
মালিক গোলাম জিলানী- ২৬৮, ২৭১, ২৯৬, ৩২৩।
মুফতি মাহমুদ আহমেদ- ৫৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩।
মোখলেসুজামান- ৩২৬।
মৌলবী সায়দুর রহমান- ৩২৬।
মিছির আহমদ- ৩২৬।
মোক্তার বার সমিতি- ৩২৬।
মওলানা আবুল আলা মওদুদী- ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৮৯, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৪২।
মির্জা আবদুল লতিফ- ৩৩৬, ৩৩৭।
মোজাম্মেল হক- ৩৩৭।
মোহাজের- ৩৫৫, ৩৬১, ৩৬২, ৪৩৯।
মালিক মোহাম্মদ কাসেম- ৩৮৯।
মওলানা তর্কবাগীশ- ৪২৯।
মোহাম্মদুল্লা- ৩৩, ৪৫৬।
মোহাম্মদ সুলতান- ৪৫৬, ৫১৬, ৫১৮।
মোহাম্মদ শফি- ৪৫৬।
মোহাম্মদ শরিফ- ৪৫৬।
মুজিবুল্লাহ- ৪৭০।
মনু মিয়া- ৪৭০, ৪৭৮।
মহিউল ইসলাম চৌধুরী (কার্জন)- ৪৭৭।
মনসুর আলী- ৩৩, ৪৯২, ৫০০, ৫০১, ৫১৬।
মানকী শরীফ- ৫১১, ৫১২, ৫১৯।

য

যুক্তফ্রন্ট- ২৮২, ৪৩৬।

র

রাজবন্দী- ৯, ১০, ১১, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৬৭, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৯১, ১৩৪, ১৫৬, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮, ২০৩, ২০৪, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৩, ২৩০।
রশীদ মোশাররফ- ৩৩।
রুহুল আমিন প্রামাণিক- ৬৭।
রাশেদ খান মেনন- ৬৭।
রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ- ৫২, ৩৯২, ৪৪১।
রিক্সা মালিক কল্যাণ সমিতি- ৭৯।
রশীদুজ্জামান- ১৮০।
রুহুল কুদ্দুস- ৩৫, ১৮১।
রিসালদার এ কে এম শামসুল হক- ১৮১।
রবি নিয়োগী- ১৮৬।
রবীন্দ্র সঙ্গীত- ২৪৩, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৪।
রেসকোর্স- ২২২, ২৪৩, ২৪৮, ২৫১, ২৫৩, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ২৭৬, ২৯৭, ৩১১, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৬৫।
শেখ রেহানা/রেহানা- ২৪৫, ২৮০।
রইসউদ্দিন- ২৭১।
রফিক উদ্দিন ভুইয়া- ৪৯২।
রফিকউদ্দিন ভুঁয়া- ৪৯৩।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়- ৬৭, ১২৮, ১৫৫, ২০৪, ৩৬২, ৩৬৩, ৫১৮।
রাফিয়া আক্তার (ডলি)- ৫৩৭, ৫৩৯।

ল

লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন- ১৮১।
লালদীঘি ময়দান- ৭৯।

শ

মুজিব দিবস- ৭০, ৭৫, ৭৭, ৭৮।
শেখ রফিক আহমদ- ১০।
শেখ আলাম- ১১।
শেখ মমিন- ১৭৬।
শামসুল হক- ৩৩, ১৮২, ৪৬২, ৫০০, ৫০১, ৫১১, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৮, ৫৩২।
শাহ মোয়াজ্জাম হোসেন- ৩৩।
শাহাবুদ্দীন চৌধুরী- ৩৩।
শেখ ফজলুল হক- ৩৩।
শেখ শহীদুল ইসলাম- ৩৩।
শামসুল হুদা- ৬০, ৭৮।
শুধাংসু বিমল দত্ত- ১৮৫।
শৈল রঞ্জন মিত্র- ২২১।
শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক- ২২৮, ২৮৬।
শাহ আজিজুর রহমান-২৪৭।
শেখ আব্দুর রশীদ- ২৯৬।
শেখ আবদুল আজিজ- ৩৬৫, ৫০০, ৫০১।
শাহজাহান সিরাজ- ৫৩৯।

স

সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ- ১০, ৫২, ৫৮।
সৈয়দ বাকর শাহ- ১১, ১১৮, ২৪৫।
সিরাজুদ্দিন আহমদ- ৩৩।
সুলতান আহমদ- ৩৩, ১৮১।
সামসুদ্দোহা- ৫৫।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম- ১৩, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৭, ৮১, ১৪২, ৩১৯, ৩৫০, ৩৬৪, ৩৮৯, ৪২৮, ৪৩৭, ৪৯৬, ৪৯৮, ৫১৮।
সরদার শওকত হায়াত খান- ৫৯, ২৬৮, ২৯৬, ৩৬৭, ৩৭৮।
সেকেন্দার আবু জাফর- ৬৭।

সার্জেন্ট জহুরুল হক- ১০৮, ১১৪, ১৮১, ১৮৩, ২০৯, ২১১, ২২৭, ২২৯, ২৭৭, ৪৭৬।
সবুর খান- ৩৮৯।
সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক- ২৯, ১৮০, ২৭৮, ২৭৯।
সুলতান আহমদ- ৩৩, ১৮১।
সুবেদার আবদুর রাজ্জাক- ১৮১।
সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজজাক- ১৮১।
সার্জেন্ট ফজলুল হক- ১০৮।
সুবেদার এ কে এম তাজুম ইসলাম- ১৮২।
সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ- ৩৫, ১৮১।
সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক- ১৮১।
সার্জেন্ট শামসুল হক- ১৮২।
সার্জেন্ট আবদুল জলিল- ১৮২।
স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান- ১৮১।
সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী- ১৮৬, ২২১।
সরদার শওকত হায়াত খান- ৫৯, ২৬৮, ৩৬৭, ৩৭৮।
সৈয়দ আজিজুল হক- ৩২৬।
সৈয়দ আলতাফ হোসেন-৪৮৭, ৪৮৮।
সরদার খিজির হায়াত খান- ৩৮৯।
সিরাজুল হক- ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৮, ৫১০, ৫১১।
সিদ্দিকুর রহমান হাজরা- ৫০৫, ৫০৮।

হ

হাতেম আলী খান- ১১, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২১৮, ২২৮।
হাফিজ কোরেশী- ১১।
হায়দার বক্স জাতুই- ১১।
হাফিজ মোহাম্মদ মুসা- ৩৩।
হারুন অর রশীদ- ৩৩।
হামিদুল হক চৌধুরী- ৫৮, ৩৮৯, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৪১।
হোটেল কর্ম্মচারী ইউনিয়ন- ৮১।

হাবিলদার আজিজুল হক- ১৮২।
হাবিলদার-ক্লার্ক মুজিবুর রহমান- ১৮১।
হাবিলদার দলিল উদ্দীন- ১৮১।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী- ২৯, ২২৮, ২৮১।
শেখ হাসিনা- ২৪৫, ২৮০।
হিশামুল্লাহ- ৩৯৬।
হেলালে পাকিস্তান- ৩০৬।
হাশিমুদ্দিন- ৩৮৯।

■■■